ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

ডা. শামসুল আরেফীন

ডা. শামসুল আরেফীন

সমর্পণ

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

ডা. শামসুল আরেফীন

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০

ISBN : 978-984-8041-57-4

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

সম্পাদক : আসিফ আদনান

শারঈ সম্পাদক : আবদুল্লাহ্ আল মাসউদ

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ্ আল মারুফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

একমাত্র পরিবেশক : ইতি প্রকাশন

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৩৯২ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন

সমর্পণ প্রকাশন

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪২
facebook.com/somorponprokashon

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা

১.

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিদের ওপর।

মানুষ শূন্যতার মাঝে বেড়ে ওঠে না। সমাজ, সংস্কৃতি, সময় ও পরিস্থিতি আমাদের চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাসকে শুধু প্রভাবিতই করে না, বরং আমাদের পুরো চিন্তার কাঠামোও ঠিক করে দেয় এ ধরনের ফ্যাক্টরগুলো। আমরা পৃথিবীকে দেখতে শিখি একটা নির্দিষ্ট লেন্সের ভেতর দিয়ে, একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে। আর যেহেতু ছোটোবেলা থেকেই এই লেন্সের ভেতর থেকে আমরা পৃথিবীকে দেখছি তাই কোথায় লেন্সের শেষ হয় আর কোথায় পৃথিবীর শুরু, সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করা যায়— জনবিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে শৈশব থেকে একসাথে বেড়ে ওঠা একদল কালারব্লাইন্ড মানুষের পৃথিবীর অদ্ভুত সুন্দর নানান রঙের বর্ণালী নিয়ে কোনো ধারণা থাকবে না। কেউ এসে হরেক রকমের উজ্জ্বল রঙের কথা বলা শুরু করলে তারা নির্ঘাত সেই মানুষটাকে পাগল ঠাউরাবে। প্রথম প্রথম তো মানতে চাইবেই না, লম্বা সময় নিয়ে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর পরও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হয়তো পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। কারণ তাদের কাছে এটাই বাস্তবতা। এটাই তাদের কাছে অবিসংবাদিত সত্য।

অথবা এমন একজন মানুষের চিন্তা করুন, যে জন্মের পর থেকে ছোট্ট একটা ঘরে বন্দি। ঘরের এক দেয়াল জুড়ে বিশাল জানালা। এই জানালা বাইরের দুনিয়ার সাথে তার সংস্পর্শের একমাত্র মাধ্যম। জানালার কাঁচটা নির্দিষ্ট একটা রঙকে বেশি ফুটিয়ে তোলে। ধরা যাক, এই নির্দিষ্ট রঙটা হল হলুদ। কুড়েঘরের এই বন্দি পৃথিবীকে দেখে

হলুদ রঙের এক আভায়। গাছ, পাতা, পাখি, ফুল, ঘাস, আকাশ, সাগর, সবকিছুকে সে দেখে হলুদ রঙের ফিল্টারের মধ্য দিয়ে। সে ধরে নেবে বাইরের দুনিয়াটা হলদেটে। সমস্যাটা তার চোখে না। বায়োলজিকালি তার মস্তিষ্কেও কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাটা জানালার কাঁচে। হলুদ রঙের কাঁচ আমাদের এই বন্দির চিন্তাকে আটকে ফেলেছে একটা নির্দিষ্ট রঙে। গ্রিক দার্শনিক প্লেইটোর বিখ্যাত 'গুহার গল্প'-এ অনেকটা একই রকমের একটা উদাহরণ দেওয়া আছে।

কথাগুলো বলার কারণ হলো আমাদের বাস্তবতাটা বোঝা। আমাদের চোখেও একটা চশমা দেওয়া থাকে। একটা ফিল্টার, একটা লেন্স থাকে। এর ভেতর দিয়ে আমরা বাস্তবতা দেখি। এই লেন্সের রঙে গড়ে ওঠে আমাদের চিন্তা-চেতনা। আমরা নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে 'আনবায়াসড' ভাবতে পছন্দ করি, কিন্তু কর্তৃত্বশীল সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন, মিডিয়া ইত্যাদির কারণে তৈরি হওয়া বায়াস আমাদের চিন্তায় থেকে যায়। এ বায়াস থেকে বের হতে হলে সচেতনভাবে একটা লম্বা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যদি আমরা এই বায়াস কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা না করি, তা হলে আমরা সব সময় বাস্তবতাকে দেখব ওপরের কালারব্লাইন্ড কিংবা কুড়েঘরের বন্দির মতো। এমনকি আমাদের চোখে যে লেন্স দেওয়া আছে হয়তো একজীবন কাটিয়ে দেওয়ার পরও সেটা আমরা বুঝতে উঠতে পারব না।

আজ আমাদের চোখে সেটে থাকা লেন্সটা পশ্চিমা। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে আমরা যখন ইসলামকে দেখি তখন অনেক-কিছু মেনে নেওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। ইসলামের অনেক-কিছু আমাদের কাছে 'যৌক্তিক', 'আধুনিক' কিংবা 'উপযুক্ত' মনে হয় না। ইন ফ্যাক্ট, ইসলামের মধ্যে এমন অনেক কিছু আমরা দেখি যেগুলোকে মনে হয় ছোটোবেলা থেকে মুখস্থ করা ধ্যানধারণাগুলোর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এ মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। ইসলামের প্যারাডাইম, পশ্চিমা প্যারাডাইমের চেয়ে আলাদা। ব্যাপকভাবে আলাদা। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বাস্তবতা, জ্ঞান এবং নৈতিকতার যে শিক্ষা আমরা পাই সেটা পশ্চিমের ব্যাখ্যার সাথে মেলে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দুটো অবস্থান সাংঘর্ষিক। এ সংঘাতের সমাধান না করা হলে দুটো বিপরীতধর্মী বিশ্বাস একসাথে ধারণ করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে তৈরি হয় কগনিটিভ ডিযোন্যান্স। এমন অবস্থায় কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কেউ চেষ্টা করে পশ্চিমের সাথে মিলিয়ে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিতে। আর যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা রহমত করেছেন তারা পশ্চিমা লেন্সটা খুলে ফেলে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে শেখে আল্লাহর কাছে।

ইসলামের বিভিন্ন বিধান নিয়ে আজ যে আমরা 'খটকায়' থাকি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কারণ হলো এই দুই প্যারাডাইমের সংঘর্ষ। গোলমালটা লাগে পশ্চিমা প্যারাডাইমের ভেতর থেকে ইসলামকে বিচার করার চেষ্টা থেকে। কটকটা হলুদরঙা লেন্সের ভেতর দিয়ে নীল সমুদ্রকে খুব একটা সুন্দর লাগার কথা না। চোখের সামনে থেকে এই লেন্স যে সরাতে পারবে না, সমুদ্রের সৌন্দর্য নিয়ে লেখা সব কবিতা, সব কথা সারা জীবন তার কাছে বেখাপ্পা কিংবা ভুল মনে হবে। মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে সমুদ্রের সৌন্দর্য এক ফোঁটা কমবে না। সমুদ্র যে সুন্দর, বদলাবে না এই সত্য।

এটা আশা করে বসে থাকা যাবে না যে কটকটা হলুদ লেন্সের মধ্যে দিয়েই সমুদ্রকে সুন্দর লাগতে হবে। তা না হলে সমুদ্র কুৎসিত।

সমুদ্রকে দেখতে হলে চোখের সামনে থেকে লেন্স সরাতে হবে।

২.

বর্তমানে যে বিষয়গুলোকে ব্যবহার করে ইসলামকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল 'নারীর প্রশ্ন'। নারীর অবস্থান, ভূমিকা, অধিকার, পর্দা, বহুবিবাহ ইত্যাদি নিয়ে আজ নানাভাবে আক্রমণ করা হয় ইসলামকে। আমরা মুসলিরাও এমন অনেক বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগি। মুসলিম নারীকে কেন্দ্র করে ইসলামকে আক্রমণ করার অভ্যাস পশ্চিমের পুরনো। কলোনিয়াল যুগের ওরিয়েন্টালিস্টরা মুসলিম নারীকে চিত্রিত করেছে হারেমে বন্দি কামুক নর্তকী হিসেবে। ভিক্টোরিয়ান ওরিয়েন্টালিস্টদের কলমে মুসলিম নারী এক রহস্যময় যৌনবস্তু। একই সাথে অতৃপ্ত ও তৃষিত। পশ্চিমা রক্ষাকর্তাকে 'সুখ' দিতে উন্মুখ, উদ্‌গ্রীব। গত শতাব্দীতেও মুসলিমদের আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদাবোধ, এবং প্রতিরোধের স্পৃহা ভেঙে দেওয়ার জন্য আলজেরিয়াতে ঔপনিবেশিক ফ্রান্সের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল পর্দা। আর আজ পশ্চিমের কাছে মুসলিম নারী মানে বন্দি, নির্যাতিতা। পর্দা তার দাসত্বের চিহ্ন। এই নারীকে মুক্ত করার জন্য পবিত্র-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা রক্ষাকর্তা। নিউইয়র্ক টাইমস আর ওয়াশিংটন পোস্টের মতো পত্রিকাগুলোতে তাই নিয়মিত বিরতিতে আফগানিস্তান কিংবা ইরাকের নারীদের নিয়ে প্রতিবেদন করে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে : 'ওরা কত নির্যাতিত। ওদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

এ ধরনের চিন্তা আমাদের প্রভাবিত করে। দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করে আসছে। এ ধরনের চিন্তাকে আমাদের সমাজে 'ডিফল্ট পযিশান' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে অনেক

আগেই। পাতায় পাতায় স্পষ্ট কুফরি বক্তব্যের তুবড়ি ছুটিয়ে যাওয়া রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা আমাদের মুখস্থ করানো হচ্ছে স্কুলে থাকতে। জমিদারবাড়িতে জন্ম নেওয়া আর লুটেরা ব্রিটিশের অধীনে চাকরি করা বাদামি ম্যাজিস্ট্রেট বাবুর বউ হিসেবে জীবন কাটিয়ে দেওয়া এই মহিলাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে গ্রামবাংলার নারীদের জন্য অনুসরণীয় হিসেবে। নারীমুক্তির পথিকৃৎ হিসেবে। মুক্তির অর্থ যে আরও বেশি করে 'পশ্চিমা' হয়ে ওঠা!

এনজিও, মিডিয়া এমনকি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্রমাগত সরাসরি বা ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে নারীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান 'অমানবিক', 'বর্বর', 'ব্যাকডেইটেড'। পর্দাকে তাঁবু বলা হচ্ছে হাসতে হাসতে। ইসলামের বিধানকে তুচ্ছ করা হচ্ছে কারণ সেটা বাঙালি-সংস্কৃতি-নামক কোনো একটা একটা জোড়াতালি দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া বিষয়ের সাথে মেলে না। অন্যদিকে পপুলার কালচার (সেটা বাংলা টিভি, গান, ঢালিউড, বলিউড, হলিউড যাই হোক না কেন) নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতার এমন একটা ছবি তুলে ধরছে যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা দেখছি সমাজ, সংস্কৃতি, মিডিয়া এক স্রোতে আগাচ্ছে, আর ইসলাম বলছে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। এ সবকিছুর প্রভাব পড়ছে আমাদের চিন্তা ওপর। নারীর প্রশ্নে, আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে কলকাতার রুট হয়ে আসা চিন্তার এ কাঠামোটা ধ্রুব সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছি। অনেকে বুঝেশুনে, অনেকে নিজের অজান্তে। আর এই কাঠামো আর লেন্স নিয়ে যখন আমরা কুরআন-সুন্নাহ পড়তে যাচ্ছি তখন মেনে নিতে পারছি না ওহির বক্তব্য। পশ্চিমা লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখার পর আল্লাহর কথা আর 'ভালো লাগছে না'।

৩.

এমন অবস্থায় কয়েক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একটা হল উগ্র 'নারীবাদী' অবস্থান। যারা মোটাদাগে বাংলাদেশের শাহবাগী-'মুক্তমনা' ক্যাম্পের অংশ। এই ক্যাম্পের লোকজন অনবরত ইসলামকে আক্রমণ করে যায়। তাদের মতে সমাধান হলো জীবনের সব বলয় থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটা সম্ভবত অধিকাংশ বাঙালির অবস্থান। এই বাঙালি ইসলামের বিরোধিতা করে না। ধর্মভীরু মুসলিম বলে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু নারীর সাথে যুক্ত ইসলামের অধিকাংশ বিধিবিধান সে মানে না। বাঙালি কালচার, সমাজের ধারা, কিংবা অন্যকিছুর অজুহাত দিয়ে সে পিছলে বেরিয়ে যেতে চায়। সে ইসলামও মানে আবার

পুরোপুরি 'মুক্তমনা'ও না। সে দুটোর সুবিধাবাদী মিশ্রণ। এ ধরনের মানুষের কাছ থেকেই শোনা যায়, 'মনের পর্দা বড়ো পর্দা', 'ইসলাম তো অত কঠিন না', 'বিশ্বাস, ভক্তি তো অন্তরের বিষয়,' 'আমি প্রেম করছি কিন্তু আমার মন পরিষ্কার', অথবা 'বোরখা করে অমুক অমুক জায়গায় অমুক অমুক অপরাধ করা হয়েছে, এর চেয়ে বরং আমরাই ভালো আছি বাবা!'।

দীর্ঘ একটা সময়-জুড়ে এ দুটোই ছিল প্রধান অবস্থান। কিন্তু বর্তমানে, গত প্রায় পনেরো-বিশ বছর ধরে অ্যামেরিকার 'মডারেট ইসলাম' প্রকল্পের ফসল হিসেবে তৃতীয় এক ধরনের অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এ প্রতিক্রিয়াটা হল রিভিশনিস্ট, রিফর্মিস্ট এবং 'মুসলিম' ফেমিনিস্টদের অবস্থান। মর্ডানিস্ট এবং অ্যামেরিকার পছন্দের 'মডারেট' মুসলিমদের অবস্থান। সহজ ভাষায় এ অবস্থানটা হলো পশ্চিমের সাথে খাপ খাওয়ানোর। নারীর ব্যাপারে ইসলামের যে অবস্থানটা পশ্চিমের সাথে সাংঘর্ষিক সেটাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার। এই 'ব্যাখ্যার' তোড়ে হিজাব হয়ে যাচ্ছে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা', নারীর ঘরের বাইরে অবস্থান-সংক্রান্ত পুরো ফিকহ হয়ে যাচ্ছে 'ইজতিহাদি' এবং 'ইখতিলাফি'। আর পশ্চিমা ধাঁচের নারীর ক্ষমতায়ন আর নারী মুক্তির উদাহরণ খোঁজা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীরাতে।

যেমন 'ক্যারিয়ার ওম্যান'-এর উদাহরণ হিসেবে খাদিজা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর উদাহরণ দেওয়া হয়। তিনি সিইও ছিলেন আন্ত্রাপ্রনোর ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। মা খাদিজা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর উদাহরণ আজকের যুগে ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য কি না সেটা নিয়ে লম্বা আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু সে আলোচনা যদি আমরা বাদও দিই তা হলেও প্রশ্ন থাকে—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোট ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। বাকি ১০ জন তো ব্যবসা করেননি। চাকরি করেননি। তাঁরা ঘরের ভেতরে জীবন কাটিয়েছেন। কেন ১০ জনকে ছেড়ে ১ জনের নুবুওয়্যাতের জীবনের আগের উদাহরণকে এত শক্ত করে আঁকড়ে ধরা?

আবার ইসলাম নারীর ক্ষমতায়ন করেছে, এটা প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকে ইসলামের ইতিহাসের নারী আলিমদের কথা বলেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁদেরকে দাঁড় করিয়ে বলেন : আজ মুসলিম নারীদের উচিত দলে দলে ঘর থেকে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে আসা। কিন্তু এই আলিমাগণ কি মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের অধিকাংশ নারীর অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেন? প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শ বছরের ইতিহাসে কত শতাংশ মুসলিম নারী আলিম হবার চেষ্টা করেছেন, আর কত শতাংশ মা ও স্ত্রী হিসেবে ঘরে সময় দিয়েছেন? নাম না-জানা যে কোটি কোটি মুসলিমা শারীআর বিধান অনুযায়ী মা ও স্ত্রী হিসেবে

ভূমিকা পালন করেছেন। উলামা ও মুজাহিদিন জন্ম দিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন—তাঁরা কি সবাই ব্যর্থ? নির্যাতিত? পুরুষতন্ত্রের শিকার? এ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় না।

পশ্চিমা অর্থে 'নারী শিক্ষা'র উদাহরণ হিসেবে আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা এবং ইসলামি ইতিহাসের অন্যান্য মুহাদ্দিসাদের (হাদীসবিশারদ) কথা বলা হয়। যে মহান নারীদের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁরা ইলম অর্জন করেছিলেন। ইলম আর আজ 'শিক্ষা' বলতে আমরা যা বুঝি, তা এক না। দুটোর মধ্যে আছে অনেক, অনেক পার্থক্য। এই ইলম অর্জনের কাজটা তাঁরা করেছিলেন পর্দা, মাহরাম, ঘরের ভেতরের দায়িত্ব, নারী পুরুষের মেলামেশা-সংক্রান্ত ইসলামের সব বিধান মেনে। সেটা আজ সম্ভব কি না, তা নিয়ে কিন্তু কথা বলা হয় না। আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর স্বামী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে শোনা হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশিওলজি পড়া, কিংবা হায়ার স্টাডিসের জন্য অস্ট্রেলিয়া কিংবা অ্যামেরিকা যাওয়ার কিয়াস সুস্থ মস্তিষ্কে কীভাবে করা যায় না সেটাও খুব কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

সীরাত এবং ইসলামি ইতিহাস থেকে বেছে বেছে কিছু তথ্য নিয়ে মুখস্থ অঙ্কের উত্তর মেলানোর জন্য সেগুলোকে মনের মাধুরী মিশিয়ে তুলে ধরা হয়। ইসলামকে ব্যাখ্যা করা হয় পশ্চিমা ছাঁচে। এভাবে ইসলামকে 'রক্ষা' করতে গিয়ে বিকৃত করা হয় ইসলামকে। প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, পশ্চিম যে নারী শিক্ষা আর ক্ষমতায়নের কথা বলছে সেটা ইসলামে আরও আগে থেকেই আছে। অথচ বাস্তবতা হলো পশ্চিমা প্যারাডাইম যেভাবে নারীর পরিচয় ও ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে, ইসলাম সেভাবে করে না। ইসলামে নারীর মূল দায়িত্ব, ভূমিকা এবং অবস্থান তাঁর ঘরে। পশ্চিমা নারীবাদের অবস্থান থেকে কোনোভাবেই এটাকে মেনে নেওয়া সম্ভব না। ইসলামে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা ভূমিকা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। তারা একে অপরের প্রতিযোগী না, তারা একে অপরের সমান না, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক।

এভাবে এক দল ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করছে, আরেক দল মুসলিম হবার কথা বললেও ইসলামের কিছু বিধিবিধান সারাজীবন উপেক্ষা করে যাচ্ছে, আরেক দল ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করছে পশ্চিমের আদলে। এ তিন প্রতিক্রিয়ার পেছনে মূল কারণ নারীর প্রশ্নে ইসলামের অবস্থানকে মেনে নিতে না পারা। তিন প্রতিক্রিয়াই চোখে শক্ত করে আঁটা পশ্চিমা লেন্সের ফসল।

৪.

পশ্চিমা লেন্সের মতো আরও একটা লেন্স আছে যা নারীর প্রশ্নে আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। সেটা হলো ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে গভীর শেকড় গেড়ে থাকা 'হিন্দুয়ানি' চিন্তা, আচার, প্রথা আর কুসংস্কারের লেন্স। আমরা যত আধুনিকতার দাবি করি না কেন, এই লেন্সের খপ্পর থেকে এখনও আমরা বের হতে পারিনি। এ লেন্সের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপারটা হয়। ইসলামের ওপর আমরা এই লেন্সকে প্রাধান্য দিই। যখন কোনো বিধান পছন্দ হয় না, তখন সেটাকে রাঙিয়ে দিই এই লেন্সের রঙে।

এটা যে শুধু মোটাদাগে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা না। যারা ইসলাম বোঝার ও মানার দাবি করেন তাদের বড়ো একটা অংশ এই বক্স থেকে বের হতে পারেন না। যেমন, স্বামীর পিতা-মাতার প্রতি স্ত্রীর দায়িত্বের সীমানা কতটুকু, কোনটা নারীর আবশ্যিক দায়িত্ব কোনটা তার ইহসান, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্বগুলো কী কী—এসব প্রসঙ্গে ফকিহদের বক্তব্য আনলে অনেক ইসলাম মাননেওয়ালাও খ্যাপে যান। এর পেছনে আবিষ্কার করেন নানান ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন নিজের পছন্দের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করতে।

বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, যে ভূমিকা ঠিক করে দিয়েছে আমরা সেগুলো সামাজিকভাবে বাস্তবায়ন করিনি। আবার 'ধর্মের দোহাই' দিয়ে এমন অনেক কিছু নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছি যেগুলোর সাথে সনাতন ধর্মের লেনদেন থাকলেও, ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা এক ধরনের 'ট্র্যাডিশানালিযম' এর মধ্যে আছি যা বিভিন্ন হিন্দুয়ানি আচার, প্রথা এবং বিদআতের মিশ্রণ।

আমরা হয় ধর্মের নামে হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কার প্রভাবিত ট্র্যাডিশানালিযম আঁকড়ে থাকি, অথবা পশ্চিমা ছকে আঁকি নারীমুক্তির নকশা। এ দুই লেন্সের ফাঁদে পড়ে জীবন কেটে যায়। এ অবস্থানের কারণে সমাজে জিইয়ে থাকে নারীর প্রতি নির্যাতন এবং জুলুম। সেই জুলুমের পেছনের কারণ ও সমাধান নিয়ে আমরা খোলাখুলি আলোচনা করি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা ইসলামের অবস্থান থেকে এ সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি না। বরং নানানভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করি 'উপমহাদেশীয় ট্র্যাডিশানালিযম' কিংবা 'অর্থোডক্সি'-কে। যার কারণে স্বাভাবিকভাবে থেকে যাচ্ছে অসন্তোষ ও ক্ষোভের একটা জায়গা। এটা কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা নারী-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি আর নারীবাদ ফেরি করে যাচ্ছে এনজিও, মিডিয়া, নকশা, অধুনা কিংবা একেক যুগের 'বেগম' রোকেয়ারা।

ক্ষোভ ও অসন্তোষের পেছনের যৌক্তিক কারণগুলোর সমাধান ইসলামের অবস্থান থেকে না করা পর্যন্ত পশ্চিমের এ আগ্রাসন মোকাবিলা করা সম্ভব না। আমরা যতই নারীবাদী কিংবা 'মুসলিম' ফেমিনিস্টদের নিয়ে অভিযোগ করি না কেন, বাস্তবতা হলো তারা তাদের বিষ ফেরি করার সুযোগ পায় কারণ আমরা তাদের সে জায়গা দিয়ে রেখেছি। আমাদের সমাজ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে রেডিমেইড গ্রাহক শ্রেণী। তাই রোগের চিকিৎসা না করে উপশম নিয়ে হাকডাক করে খুব একটা লাভ হবে না।

৫.

এই বিষয়ের সবগুলো দিক নিয়ে এক মলাটের ভেতর আলোচনা করা বেশ কঠিন। বিষয়টা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যখন আলোচনাটা আনতে হয় কথোপকথনের আকারে। এ বিশেষ রকমের কঠিন কাজটা ডা. শামসুল আরেফীন করার চেষ্টা করেছেন আপনার হাতে ধরা এই বইটাতে। কঠিন হলেও এ কাজটা দরকার ছিল।

নারী নিয়ে আলোচনায় সাধারণত ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় যেসব গর্তে আমাদের পা পড়ে যায়, চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলো এড়িয়ে যাবার। চেষ্টা করা হয়েছে পশ্চিমের ধাঁচে ইসলামকে ব্যাখ্যা না করে, ইতিহাসের একটা মনোমতো ছবি না এঁকে, ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম অবস্থান তুলে ধরার। যে বায়াসগুলো মনের অজান্তেই আমাদের লেখায় চলে আসে সম্পাদক হিসেবে আমি চেষ্টা করেছি সেগুলো চিহ্নিত করে বাদ দেওয়ার। কিন্তু মানুষের কোনো কাজই নিখুঁত না। তাই তথ্যগত কিংবা ইসলামি শরীআর জায়গা থেকে কোনো ভুল পাঠকের চোখে ধরা পড়লে আশা করি তারা লেখক এবং প্রকাশককে জানাবেন।

এই বইয়ের অনেক কথা অনেকের হয়তো মেনে নিতে কষ্ট হবে। সেটা হতে পারে পশ্চিমা লেন্সের জায়গা থেকে কিংবা হিন্দুয়ানি কালচার প্রভাবিত ট্র্যাডিশানালিযমের জায়গা থেকে। এই কষ্টটুকু হওয়া স্বাভাবিক, এবং চিন্তার যে বক্সের মধ্যে আমরা আটকে গেছি সেখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য এ কষ্টটুকু করা আবশ্যিক। তবে যদি নিচের আয়াত দুটির বক্তব্য যদি আমরা মাথায় রাখি, তা হলে ইন শা আল্লাহ, সত্যটাকে মেনে নেওয়া খুব একটা কঠিন হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

> "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল।" [সূরা আল-আহযাব : ৩৬]

এবং তিনি বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

> "মু'মিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে : 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম'— আর তারাই সফলকাম।" [সূরা নূর : ৫১]

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ক্ষুদ্র এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। এবং ভুলত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে, এবং বিশেষ করে আমাদের মুসলিম বোনদের তাওফীক দান করুন তাঁর সন্তুষ্টির পথে হাঁটার।

আসিফ আদনান

জুমাদাল উখরা ১৪৪১ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০২০

শারঈ সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা সেই রবের, যিনি দু-কলম লেখার তাওফীক দান করেছেন। বাংলাদেশের ইসলামি অঙ্গনে কিছু কলম সৈনিক তৈরি করে দিয়েছেন। যাদের হাত ধরে এদেশের মাটিতে একে একে রচিত হচ্ছে মানুষের চিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করার মতো বিভিন্ন গ্রন্থমালা। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর। যিনি ছিলেন সবচেয়ে শুদ্ধভাষী ও সমাজ-সচেতন। যার হাত ধরে মানবজাতি পেয়েছে মুক্তির রাজপথের সন্ধান।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমন এবং সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের মুসলিমদের আর্থ-সামাজিকভাবে নির্যাতন-নিষ্পেষণের ফলে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-গবেষণায় মুসলিমসমাজে নেমে এসেছিল একধরনের ভূতুড়ে নীরবতা। তখন মুসলিমরা কোনোমতে নামাজ-কালাম পড়ে ঈমান রক্ষা করে পরকালে পাড়ি জমানোকেই সবচেয়ে বড়ো সাফল্য মনে করত। যুগ-বিবেচনায় এটি অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

তারপর ইংরেজ-আমলের শেষদিকে ও ইংরেজদের বিতাড়নের পর ধীরে ধীরে শিক্ষা-দীক্ষা-সহ সব ক্ষেত্রেই শুরু হয় মুসলিমদের জাগরণ। উলামায়ে কেরাম সে সময়ে নিজেদের সাধ্যমতো মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় সহায়ক বইপত্র রচনার দিকেও মন দেন। অপ্রতুল ব্যবস্থাপনা ও সাধ্যের কমতি সত্ত্বেও তারা যতটুকু সম্ভব, চেষ্টা করেছেন। সে সময় নিজেদের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ঘর গোছানোতেই তারা বেশি মনোযোগী ছিলেন। ইংরেজদের আগ্রাসন আর পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার প্রবল স্রোত ঠেকাতেই তাদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তাই নিজেদের প্রতিরক্ষার প্রতিই তাদের সবটা সময় দিতে হয়েছে।

বর্তমানে আগের সেই চিত্রে বেশ বড়োসড়ো পরিবর্তন এসেছে। নিজেদের ঘর গোছানোর মতো প্রয়োজনীয় বইপত্রও ইতিমধ্যে রচিত হয়ে গেছে আলহামদু লিল্লাহ। মুসলিমদের সাধারণ দ্বীন শিক্ষার মৌলিক বইপত্র এখন অনেক সহজলভ্য ও হাতের নাগালেই বিদ্যমান। ফলে যুগের চাহিদা ছিল আত্মরক্ষার খোলস থেকে বের হয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও তাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করা। যুক্তির

পিঠে পাল্টা যুক্তির হাতুড়ি মেরে তাদের যুক্তির অসারতাকে প্রকাশ করে দেওয়া। ইউরোপীয়ানদের তুলে ধরা বেলুনে আঘাত করে তা ফুটিয়ে দিয়ে লোকসম্মুখে দেখিয়ে দেওয়া যে, তারা আমাদেরকে যা দেখাচ্ছে, তা দেখতে বিশাল কিছু মনে হলেও ভেতরটা পুরোই ফাঁকা। তাদের যুক্তি আর ভাবনা বাহ্যিকভাবে ফোলা দেখালেও ওর ভেতরে আসলে বাতাস ছাড়া কিছুই নেই। এ ছাড়াও পশ্চিমা-চশমা চোখে লাগিয়ে সেই আলোকে ইসলামকে বিবেচনা করার দুর্বলতা ও তাদের নির্ধারণ করে দেওয়া সংজ্ঞার ছাঁচে ফেলে ইসলামের নানান বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করে নিজেদের মতো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার বোকামি বুঝিয়ে বলার দরকার ছিল।

এই যুগ চাহিদার ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই ইতিমধ্যে কলম হাতে তুলে নিয়েছেন। লিখছেন ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য। দরদমাখা ও ভালবাসা-মেশানো সেসব লেখায় যুক্তির ধার আর কুরআন-হাদীসের দলিলের ভার দুটোই সমানতালে বিদ্যমান। কেবল আত্মরক্ষাই নয়, বরং প্রয়োজনবোধে যৌক্তিক আক্রমণও থাকে এসব রচনাতে। প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর কৌশল থাকে। পশ্চিমাদের গেলানো নারীস্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, বিয়ে-সংসার-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও এর দুর্বলতাকে খুলে খুলে দেখানোর প্রচেষ্টা থাকে। এই ধরণের একটা বই বলা যেতে পারে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-২ কে। এর লেখক ডা. শামসুল আরেফীন ইতিপূর্বে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-১ লিখে বেশ সাড়া ফেলেছিলেন। এই সিরিজের দুইটি বইতেই তিনি তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপনের জন্য বেছে নিয়েছেন গল্পের ভাষাকে। আলাপচারিতার ভেতর দিয়েছে বলে গেছেন দরকারি কথাগুলো। পাঠক একই সাথে এতে গল্পের মজা যেমন পাবেন, তেমনি তথ্য-তত্ত্ব আর যুক্তি-প্রমাণেও ঋদ্ধ হবেন।

এই বইটি শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে আমি কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র আর দরকারি টীকা-টিপ্পনী যুক্ত করেছি। ভেতরেও প্রয়োজনবোধে কয়েক জায়গায় সামান্য পরিমার্জন করেছি। যাতে করে বিষয়গত দিক দিয়ে বইটি সর্বোচ্চ ত্রুটিমুক্ত হতে পারে। তারপরেও কোথাও সংশোধনযোগ্য কিছু যদি কারও নজরে পড়ে, তবে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল। আমরা তা বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকব ইন শা আল্লাহ।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

১৫.০২.২০

খাদীজা,

❤ আম্মু তুমি অনেক বড়ো হবে আল্লাহ চাহেন তো। বড়ো আলিমা-হাফিযা-উস্তাযা-মুজাহিদা হবে, পরিবার সংগঠক হবে। জানি না, সেদিন আমি থাকব কি না। যখন একমনে ল্যাপটপে এই বইটা আমি লিখতাম, তখন তোমার বয়স আড়াই বছর। তুমি টুকটুক করে হেঁটে এসে কোলে উঠতে চাইতে, আমি নিতাম না। তোমার দিকে খেয়াল দিতাম না, লিখতেই থাকতাম বলে তুমি এসে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলতে, "বাবা, কোথো বোলে না" (বাবা, আমার সাথে কথা বলবা না?)।

এই যে আম্মু তোমার সাথে কথা বলছি। তুমি বড়ো হয়ে পড়বে, জানবে আমি তোমার সাথে কথা না বলে কী 'বাবা কাজ' করতাম। এই কথাগুলোই লিখতাম। তুমি বড়ো হয়ে উস্তাযা হবে, টিচার হবে। মুসলিম নারীদেকে জুলুমের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য কাজ করবে। তখন এই এগুলো তুমি সব্বাইকে জানাবে তোমার লেকচারে, তোমার মুযাকারায়। আর আব্বুর জন্য দুআ করবে, আল্লাহ যেন তোমার বাবাকে মাফ করে দেন। তোমার বাবার অনেক গুনাহ, আম্মা। ❤

ভূমিকা

প্রশংসার যত ধরন হতে পারে, সবই আল-হাকিম আল-হাকাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। আর দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে, যাঁর ঋণ শোধ করা উম্মাতের পক্ষে অসম্ভব।

২০১৭ সালের আগস্টে একদম নতুন এক লেখকের একটা বই বেরিয়েছিল, প্রথম বই। লেখক চিন্তাও করতে পারেনি আপনারা সেই 'ছাইপাঁশ'কে এতখানি ভালোবেসে টেনে নেবেন। ফেসবুক পোস্টের জন্য লেখা আনাড়ি হাতের লেখাগুলো প্রতি আপনাদের সেই ভালোবাসার বদলা আমার কাছে নেই। নিঃসীম ভাণ্ডার যার, তাঁর কাছে সোপর্দ করলাম আপনাদের পাওনা। ও বইয়ের কৃতিত্ব লেখকের এক চুল না, যদি কিছু থাকে তো সে আপনাদের। বলছিলাম আপনাদের 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড'-এর কথা।

আল্লাহর তাওফিকে আজ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-এর দ্বিতীয় খণ্ড আপনাদের হাতে। গত বছর আনার ইচ্ছে ছিল লেখকের। কিন্তু ঐ যে বললাম, আল্লাহর তাওফীক। প্রায় ২ বছর সময় লেগে গেল। আপনাদের দুআতেই হয়েছে আসলে। আপনাদের দুআর মতো করে আল্লাহ আমাকেও কবুল করে নিক।

পড়বার আগে কিছু কথা। এক, আমি কথাসাহিত্যিক নই। সে যোগ্যতাও আমার নেই, নিজেকে সাহিত্যে পারঙ্গম করার জন্য আমার কোনো চেষ্টাও নেই, সময়ও নেই। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-১ যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন আমার কমতি। আমার উদ্দেশ্য কিছু ছাড়া ছাড়া তথ্যকে কানেক্ট করে দেওয়া, যাতে পাঠকের সামনে পুরো একটা চিত্র ফুটে ওঠে। কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কিছু ইতিহাস, কিছু রাজনীতি একসাথে গেঁথে দিলে আমাদের বৃটিশবিধৌত মগজে সহজপাচ্য হয় শাশ্বত দ্বীন ইসলামের আহকামের বাস্তবতা ও সৌন্দর্যগুলো। আমি সেই কাজটাই করি কেবল। দেওয়াল গাঁথার সিমেন্ট হিসেবে কিছু দৃশ্যপট, কিছু চরিত্র, ডায়লগ ব্যবহার করি, ব্যস এটুকুই। এখন এর মধ্যে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প বা হুমায়ুন আহমদের ভাষাশৈলী খুঁজতে যান, তাকে নিঃসন্দেহে হতাশ হতে হবে। ইসলামি কথাসাহিত্যের স্বাদ পেতে উস্তায আতীক

উল্লাহ, সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর সাহেব ও আবদুল্লাহ মাহমুদ নজীব ভাইয়ের লেখা পড়ার সাজেশন রইল।

আরও সীমাবদ্ধতা আছে। সাহিত্যে বা ছোটোগল্পে ছোট্ট একটা ঘটনা বা উপজীব্যকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে ভাষার কারুকাজ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, চরিত্রগুলোর মনোবিশ্লেষণ করা হয়, পরিবেশের চিত্রায়ন করা হয়, আবেগের চিত্রায়ন করা হয়। যেটা তথ্য-যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সম্ভব না। তা হলে টানতে টানতে অনেক বড়ো হয়ে যাবে। সুতরাং উন্নত সাহিত্যরস আপনি এ বইয়ে পাবেন না, এ আমি আগেই বলে রাখলুম।

আমার উদ্দেশ্য মূল চরিত্রের মাধ্যমে আপনাকে ইনফরমেশন দেওয়া, আমার যুক্তিগুলো আপনাকে দেওয়া। তাই মূল চরিত্রকে বেশি কথা বলতে হবে। আর সামনে উপবিষ্ট চরিত্রকে কম কথা বলতে হবে। দুজনই সমান অ্যাটাক-কাউন্টার অ্যাটাকে গেলে তো কথাই ফুরোবে না। গল্পও শেষ হবে না, আমার কথাও আপনাকে বলা হবে না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মূল চরিত্র ডোমিনেট করবে ডায়লগে, যা বাস্তবে হয় না। পাঠককে বাস্তবের ফিলিংস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য না। আমার উদ্দেশ্য জাস্ট ইনফরমেশন আর আর্গুমেন্টগুলো আপনাকে জানানো। এজন্য প্রবন্ধ লেখাই সবচেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের চেয়ে গল্পসল্প আমাদের বেশি পছন্দ, তাই গল্পের ঢঙটাকেই বেছে নিয়েছি। ফলে সমস্যা যেটা হয়েছে, ডায়লগে সব তথ্য দেওয়া যায় না, অংকের পরিসংখ্যান তো না-ই। খুব বেমানান লাগে যদি কেউ মুখস্থ ডিজিট বলতে থাকে। তাই ডায়লগকে স্পষ্ট করার জন্য আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ের। পাঠককে অনুরোধ, অবশ্যই যথাস্থানে পরিশিষ্টটা পড়ে নেবেন। গল্পের ফ্লো নষ্ট হয় হোক, জরুরি না। জরুরি হলো টপিকটা বোঝা। পড়ার সময় শুধু একটু নাটকীয়তার সাথে পড়ে নেবেন, সাহিত্যের বসবাস তো আমাদের মনে।

আর টপিকগুলো পরস্পর কানেক্টেড, একটা আরেকটার সাথে জড়ানো। নারীমুক্তির আলোচনায় নারীশিক্ষা এসে পড়ে, আবার নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে এসে পড়ে সমানাধিকার। ফলে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই হয়তো হাতেগোনা কিছু আলোচনা রিপিট হয়েছে। তবে এই বার বার উল্লেখের প্রয়োজন পাঠক নিজেই ডায়লগের পিঠে পিঠে অনুভব করবেন আশা করি। আর প্রতিটা টপিকের ইতিহাস আর দর্শন তো একটাই। নতুন নতুন পার্শ্বচরিত্র আসায় ইতিহাস আর দর্শনের খেই ধরে বার বার টানতে হয়েছে। এটা উপকারীই হবে আর প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় বিরক্তি আসবে না, আশা করি। আবার এটাও দেখবেন যে, এক অধ্যায় পড়ার পর যে প্রশ্নগুলো আপনার

মনে আসছে, পরের কোনো অধ্যায়ে জবাবটা এসেছে। পুরো বই শেষ করার পর একটা সামগ্রিক চিত্র সামনে এসেছে। যদি আসে, আমি সার্থক। যদি কোনোভাবে দ্বিতীয়বার পড়া যায়, সব ফকফকা, ঝলমলে রোদ্দুর।

আমি মুসলিম পুরুষদের দোষ দিই। কেন দিই সেটা বইটা পড়লে বোঝা যাবে। এখানে ছোট্ট করে একটু বলে নিই। এই উপমহাদেশে ইসলাম আসার পর আমরা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তার ছায়াতলে এসেছি। বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝে মুষ্টিমেয় মুসলিম ব্যক্তিজীবনে ইসলামকে ধারণ করেছি ঠিকই, কিন্তু পারিবারিক-জীবন, সমাজ-জীবনে হিন্দুয়ানি স্বভাব ছাড়তে পারিনি। বরং বংশ-পরম্পরায় সেই মানসিকতা বয়ে চলেছি, শিখিয়েছি সন্তানদের। প্রজন্মে প্রজন্মে আমাদের বিধবারা বাকি জীবন সাদা শাড়ি পরেছে, নবজাত কন্যা-সন্তানকে নীচু নজরে দেখা হয়েছে, পণের নাম হয়েছে যৌতুক, শ্রাদ্ধের নাম হয়েছে কুলখানি-চল্লিশা, প্রতিমাপূজার জায়গা নিয়েছে মাজার বা পঞ্চপীরের। আমি একে বলি 'হিন্দুয়ানি ইসলাম'। যার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে আমাদের মেয়েরা। ইসলাম যে মর্যাদার, প্রশান্তির, আরামের আর সার্থকতার জীবন নারীকে দিয়েছিল, আমাদের হিন্দুয়ানি মুসলিম সমাজ তা আমাদের নারীদের দিতে পারেনি, মানে দেয়নি আর কি। পশ্চিমা সমাজ কিন্তু নারীবাদের ঝলমলে সোনার খাঁচা ঠিকই তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। আমরা আমাদের নিজ ঘরের মেয়েদের কাছে ইসলামের মুক্তির ডাক পৌঁছতে পারিনি। আফসোস! ইসলাম সম্পর্কে, ইসলাম যে-জীবন তাদের দিয়েছে তা সম্পর্কে আমাদের মেয়েদের জানাশোনা ভয়ংকর রকম কম। ভার্সিটিতে যান, সেখানে ১০০ জন মেয়ের সাথে যদি আপনি ১০ মিনিট করে কথা বলেন ইসলামে নারীর অবস্থানের ব্যাপারে, ৯৫ জনের মাঝে কোনো-না-কোনো পয়েন্টে বিভিন্ন মাত্রার ইরতিদাদ (ইসলাম ত্যাগ) দেখতে পাবেন। দেখবেন কোনো একটা টপিকে হয় কুরআনের আয়াতকে, না হয় স্পষ্ট কোনো হাদীসকে সে হয় অস্বীকার করছে, না হয় এ-যুগে অচল বলে মন্তব্য করছে। ইসলামকে পুরুষতান্ত্রিক ও সেকেলে, আর পশ্চিমা সভ্যতাকে আধুনিক ও নারীবান্ধব বলে মনে করছে। খুব স্বাভাবিক। সে ঘরে তার মায়ের নিগৃহীত জীবন আর টিভিতে পশ্চিমের বাঁধনহারা জীবন দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছে। তুলনা করেছে। দুটোর কারণই তো আমরা পুরুষরা। মোদ্দা কথা হলো আমরা পারিনি এবং করিনি। ফল হিসেবে চোখ ধাঁধানো শিশিরবিন্দুতে ধোঁকা খেয়ে পশ্চিমা মাকড়সার জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ছটফট করছে আমাদের প্রজাপতিরা।

সেই 'পুরুষজাতিগত-অপরাধবোধ' থেকে বইটা লেখা। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি পশ্চিমা সমাজের সাথে ইসলামের আদর্শিক দ্বন্দ্বটা কোথায়, কেন সবাই পশ্চিমের

সাথে একাকার হতে পারছে, আর ইসলাম পারছে না। আমি দেখাতে চেয়েছি ইসলামের ব্যবহারিক প্রয়োগটা কেমন ছিল। পশ্চিমা আদর্শের ইতিহাস আর ইসলামের ইতিহাসের একটা তুলনামূলক চিত্র পাঠক পাবেন। আরও অনেক কিছুই বলার ছিল, ভাবানোর ছিল। সামনে ইন শা আল্লাহ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-৩ এর জন্য বেশি অপেক্ষা করাব না আপনাদের।

আপনাদের কাছে আরজ, পশ্চিমের করাল গ্রাস থেকে আমাদের মেয়েদের বাঁচাতে বইটা আপনার আশপাশের সর্বোচ্চ সংখ্যক বোনদের পড়াবেন। মহিলা কলেজ, মহিলা মাদরাসা, গার্লস স্কুলের ইসলামিয়াতের টিচারকে একটা করে হাদিয়া দিবেন। যাতে তাঁরা ক্লাসে এই বই থেকে কিছু কিছু আলোচনা করেন। নিজেও বইয়ের সিলেক্টেড অংশ নোট করে আড্ডায়-গল্পগুজবে শেয়ার করবেন, পারলে কিছু মুখস্থ করে ফেলবেন। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মেয়েদের ভুল ধারণার অপনোদন করতে হবে। আর সব ধরনের খণ্ডন হওয়া দরকার মূল কাঠামোতে গিয়ে, উপর উপর দিয়ে আর কত। উপরের গুলো খণ্ডাতে গিয়ে পশ্চিমা কাঠামোর সামনে নিজেদের লজিক্যাল প্রমাণের চেষ্টা হীনম্মন্যতার পরিচয়। বরং খণ্ডন করতে হবে ভোগবাদী মুনাফার কাঙাল পশ্চিমা কাঠামোকে। কেন আমাকে পরম ধ্রুব ধরে নিতে হবে পশ্চিমা মূল্যবোধ ও আধুনিকতার ধারণাকে। তারা উন্নত বলে? উন্নত তো তারা এসব মূল্যবোধ আর আধুনিকতা দিয়ে হয়নি। উন্নত হয়েছে আমাদেরই রক্ত চুষে উপনিবেশী আমলে। তবে কেন সব বিসর্জন দিয়ে তাদের মতো হবার চেষ্টা?

একটা বইয়ে অনেকের অবদান থাকে। আমি নিজের সীমাবদ্ধতা জানি। বইটা আমার বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী পড়েছেন, যেখানে যে কথা বোঝাতে পারিনি, বা সহজ করে বলা দরকার ছিল, সেগুলো তাঁরা ধরিয়ে দিয়েছেন। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি,যারা অভ্যস্ত পড়ুয়া-পাঠক নন, তাঁদেরও যেন বুঝতে সমস্যা না হয়। আমাদের দ্বীন প্রয়োগ হলে সমাজ-রাষ্ট্রের চিত্রটা কেমন হবে—তা বহু বছর ধরে আমাদের সামনে নেই। সেই হীনম্মন্যতা কাটাতে ইসলামের স্বর্ণযুগ ও ইসলামি সভ্যতাকে তুলে এনেছি এক এক পাতায়, দেখুন আমাদের দ্বীন আমাদের কী দিয়েছিল। সেই সাথে এটাও মাথায় রাখতে হয়েছে শারীআর মেজাজ ও বিধান যেন বিকৃত না হয়, কেউ যেন 'আম্মাজান আইশা উট চালিয়েছেন বলে, এখন মেয়েদের মোটরবাইক চালাতে দিতে হবে' কিংবা 'মুসলিম সভ্যতায় বহু নারী শিক্ষকতা করেছেন, বলে ফ্রি-মিক্সিং সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষকতা করা জায়েয'—এমনটা ভেবে না বসেন, সেদিকটাও লক্ষ রাখতে হয়েছে। সম্পাদক আসিফ আদনান ভাইয়ের আন্তরিক পরামর্শ ছাড়া এই চ্যালেঞ্জ নেওয়া আমার কম্মো ছিল না। ইফতেখার সিফাত ভাই-ও এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। লাইন-

ছাড়া হলে প্রিয় উস্তায আবদুল্লাহ আল-মাসউদ ধরে আবার ট্র্যাকে এনে দেবেন, এই ভরসা ছিল বলেই এগিয়েছি। আর সমর্পণের প্রকাশক রোকন ভাই তো ফেউয়ের মতো সাথে লেগেই ছিলেন, ঝিমিয়ে গেলেই হিম্মত দিতেন। কতবার যে বলেছি, ভাই হবে না আমার দ্বারা, বাদ দেন। বায়ানের প্রকাশক উস্তায ইসমাঈল ভাই খুব স্বপ্ন দেখাতে পারেন; স্বপ্নে স্বপ্নে কী যে লিখলাম, সে বিচার করেন আপনারা এবার।

পাতায় পাতায় লেখক হেসেছে, কেঁদেছে। আবেগ নাকি আবেগকে গিয়ে ছোঁয় শুনেছি। তাই যদি হয়, তবে হাসার জন্য আর কাঁদার জন্য তৈরি হোন। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে ভিজিয়ে দিন, ভিজামাটিতে প্রোথিত হোক প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস, সেই বীজ থেকে জন্ম নিক লক্ষ লক্ষ দীর্ঘশ্বাস। লক্ষ দীর্ঘশ্বাসের মিলিত টাইফুন সইবার ক্ষমতা জালেম কাঠামোর নেই।

বান্দা শামসুল আরেফীন

তাং ০১/০২/২০২০

সমর্পিতার স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতার সমর্পণ

- তিথির অতিথি
- স্বাধীনতার সাতকাহন
- সমর্পণের সাতকাহন
- গালভরা বুলি
- এক্সপেরিমেন্ট
- নীল আকাশে ঘুড়ি

তিথির অতিথি

মুক্তমনা, মনখানা মুক্ত যার, বাঁধনহারা—কত সুন্দর লাগে শুনতে, পাখির মতো উদ্দাম স্বাধীনতা। আচ্ছা পাখি কি স্বাধীন। উড়তে তো দেখি মুক্তভাবেই, কিন্তু পাখি কি মুক্তমনা? খাবার খোঁজা, সন্তানের জন্য সেটা বাসায় নেওয়া, দিন শেষে ফিরে আসা— এসব চিন্তায় কি ও আবদ্ধ? লক্ষ্যহীন মুক্ত কি ওর জীবন, নাকি বদ্ধ কোনো অমোঘ নিয়মে?

ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারটা ওড়ার মৌসুম। সবাই ওড়ে। পাখা গজায়, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ওড়ে। ভিকারুন্নিসার ডাকসাইটে এক্সট্রোভার্ট মেয়ে তিথি-তে বুঁদ হয়ে আছে ঢাবি'র পুরো জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট। উপস্থাপনা, গান, ক্লাস প্রেজেন্টেশন, লেখালেখি, রেজাল্ট। স্যার-ম্যাডামরা পাগল, ক্লাসমেটরা পাগল, আর ভার্সিটির বড়ো ভাইয়া প্রজাতিটা চিরকাল ধরে পাগলই থাকে। প্রথম দু-তিনটে সেমিস্টার এভাবেই গেল। বন্ধু-আড্ডা-গান, হারিয়ে যাও। তিথি হারিয়ে যায়।

পরিবার বলতে ওর শুধুই বাবা। মা মারা যাবার পর ওর বাবা আর বিয়ে করেননি। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। তিথি সবার ছোটো। ওর বয়স যখন দশ তখন মা ক্যান্সারে মারা যান, মায়ের স্মৃতিগুলো তাই একটুও ফিকে না। ওর বড়ো ভাইও আর্মিতে, পোস্টিং রাজেন্দ্রপুর। আর ছোটো ভাইয়া অস্ট্রেলিয়ায় গেছে পড়তে। আইয়ুব খানের মতো গোঁফে বাবাকে কত সুন্দর আর গম্ভীর লাগত, বাঘের মতো। ইদানীং বাবা আর শেভ করছেন না, অন্যরকম লাগে। অবশ্য বয়স হয়েছে তো, বয়স হলে মানুষ দাড়ি রাখে, বোরকা পরে, হজে যায়। বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিল তিথি, কিন্তু বাবা এখন দেখা হলেই,

- তিথি, নামাজ হয়েছে মা?

- না, বাবা।

- তিথি মা, এখন কোথায় বের হচ্ছিস? নামাজ পড়ে বের হ।

- বাবা, এসে পড়ব।

বাবা ওকে কখনও বকেছে কি না ওর মনে পড়ে না। মা-মরা মেয়ে। আদরে আদরে

মানুষ। বাবা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কিচ্ছু বলে না। মা মারা যাবার পরই বাবা স্বেচ্ছায় অবসরে যান। তিথি আর ছোটো ভাইয়া তখন আর কতটুকু। বড়ো ভাইয়া ক্যাডেটে পড়ত বলে বেশি দেখভাল করতে হয়নি। কিন্তু পরের দুটোকে খাওয়ানো, গোসল করানো, পড়ানো, ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, কেনাকাটা—সব বাবা একলাই করতেন, ওদের দেখাশোনার জন্যই রিটায়ারমেন্ট নিয়েছিলেন আগে আগে। বাবাকে কষ্ট পেতে দেখলে তাই তিথির ভেতরটা চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু কী করবে? নামাজ পড়তে একদম ইচ্ছা করে না; বাবাকে কষ্ট পেতে দেখলে মনে হয় আজ থেকেই পড়ব, কিন্তু হয়ে ওঠে না। সেদিন তিথি ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। গলা খাঁকারির শব্দ।

- তিথি মা, আসব?
- 'এসো বাবা'। মায়ের অনেক কিছুই পেয়েছে মেয়েটা, তার মধ্যে একটা হলো চুল, এত্ত মোটা একটা বেণী হচ্ছে।
- 'একটা কথা রাখবি, মা?' বাবা এমন করে কক্ষনো বলে না, তিথি বাবার সাথে দূরত্ব টের পায়। কতদিন বাবার সাথে একটু গল্প করা হয় না। ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর থেকে খাওয়ার টেবিলেও খুব একটা একসাথে হওয়া হয় না।
- বলো বাবা।
- ভার্সিটি থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারিস? তোকে এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব।
- 'কখন যাবে?' বেড়ানো ওর নেশার মতো। যাক, এই সুযোগে আব্বুকেও কিছু সময় দেওয়া যাবে।
- এই ধর তিনটের দিকে?
- 'আচ্ছা বাবা,আমি দুপুরের আগেই এসে পড়ব।' অনেক দিন পর বাবার মুখটুকুতে খুশি দেখা গেল।

কিন্তু...। এ কেমন জায়গায় নিয়ে এল বাবা ওকে। দুই গলি পরেরই একটা বাসা। কয়েক ফ্লেভারের আইসক্রিম কিনে দিয়ে তিথিকে বাসাটায় ঢুকিয়ে দিল বাবা। দরজা থেকেই ওকে যে দুটো মেয়ে রিসিভ করল, তাদের একজন বিদেশী। সালাম দিয়েই নীল-চোখো মেয়েটা কপালে চুমু দিয়ে তিথিকে বুকে জড়িয়ে নিল। চেনা নেই জানা নেই চুমু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে, যেন কতকালের চেনা। তিথি একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেছে বুঝতে পেরে সাথের দেশি মেয়েটা কমফোর্ট করল,

- 'ভয় পেয়ো না, ওদের দেশে এটাই নিয়ম, চুমু দেওয়া।' অস্বস্তি ভাবটা দূর হয়ে যেতেই ওর মনে হলো, এই বিদেশী সমবয়েসী মেয়েটাকে ও বহুকাল ধরে চেনে। যেন বহু শতাব্দী আগে কোনো পাথুরে নদীর ধারে দুজনা একসাথে হেঁটেছে, পানি ছিটিয়েছে, কতকাল গল্প করেছে অজানা কোনো ভাষায়।

- 'মাসমুহা?' দেশিনীর দিকে চেয়ে বিদেশিনীর 'গহীন থেকে উঠে আসা' প্রশ্ন।

- তোমার নাম কি গো? জিজ্ঞেস করছে।

- 'তিথি।' ভারি মজা তো।

- ইসমুহা তিথি।

- 'তিতি। আনা যাইনাব।' বুকে হাত দিল নীলনয়না।

- ওর নাম যাইনাব, আর আমি নাদিয়া। ভিতরে এসো, আমার আব্বু বলেছিলেন তুমি আসবে।

একটা রুমে পাশাপাশি দুটো জায়গায় গোল হয়ে বসে মহিলারা কথা বলছে নিজেদের ভেতর। একজন বয়স্ক মহিলা বিদেশী ভাষায় কী যেন বলছে, মনে হলো আরবি। আর পাশেরটায় একজন বাংলায় সেটা অনুবাদ করছে। তিথিকে নিয়ে যাইনাব বাংলাতেই বসল। পবিত্রতা অর্জনের উপর আলোচনা চলছে, মেয়েদের বিভিন্ন সময় যে পবিত্রতা অর্জন করার দরকার হয় সেগুলো, গোসল, ওযু। তিথি এগুলোতে খুব একটা খেয়াল নেই। ও বিদেশী মহিলাগুলোকে দেখছিল, এত্তগুলা বিদেশী মানুষ। চোখে চোখ পড়ায় হাসি বিনিময় হলো এক আধা নিগ্রো মেয়ের সাথে, অপূর্ব, কালো হলেও কী চোখ-নাক, কী হাসি। যাইনাব আর কালো মেয়েটা ছাড়া বাকিরা মধ্যবয়েসী। আরেকটা জিনিস খেয়াল করল, আরবি ভাষাটা বেহদ গর্জিয়াস, বিশেষ করে 'হা' আর 'আইনে'র উচ্চারণ বাজে কানে, গম্ভীর ও মধুর, একই সাথে।

একটু পরেই নাদিয়া ওকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এসেছে আরেক ঘরে। সেখানে অয়েলক্লথের উপর একগাদা জিনিস—চকলেট, আইসক্রিম, কাজুবাদাম, খেজুর, ফিরনি।

- নাও গো, শুরু কর। বুঝেছি তোমার মন্টানছিল না ওখানে।

- না না, একদম না।

- 'বাসায় বিদেশী জামাত এসেছে বুঝলে। যাইনাব সিরিয়ান। কালো মেয়েটা মারইয়াম সোমালি, আর বাকিরা জর্ডান আর ইয়েমেনের। যাইনাব এসেছে বাবার সাথে,

বাকিরা স্বামীদের সাথে। পুরুষেরা আছে মসজিদে।' নাদিয়া পরিচিতদের মতো কথা বলছে, ভূমিকা টুমিকা ছাড়া।

- আপনার বাসায় ওনারা মাঝে মাঝেই আসে?

- না না, ওদের সাথে আর কোনোদিন দেখাই হবে না। অন্য বিদেশী মানুষরা আসে, দেশী মানুষরা আসে। আরে নাও না, তোমাকে তো খেতেই দিচ্ছি না কথা বলে বলে।

নাদিয়া আপু ঢাকা মেডিকেলে পড়ে ফাইনাল ইয়ারে। আপুও এক্স-ভিএনসি। হাবিজাবি প্যাঁচাল পাড়তে পাড়ে খুব। তবে একটা সম্মোহন আছে। খুব আপন হয়ে গেল তিথি। এর মধ্যে যাইনাব এসে একটা বাটিতে রেখে গেল 'তীন' ফল । যাইনাব মেয়েটার সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু ভাষার কারণে বলা যাচ্ছে না। আপুর সাথে আরবিতে কী কী জানি বলে চলে গেল। আচ্ছা ও ইংরেজি পারে না?

- ক্যান ইউ স্পীক ইংলিশ, যাইনাব?

- 'ইয়েস, বাৎ নৎ দ্যাৎ ফ্লুয়েন্ত। স্লোলি স্লোলি, আই আন্দারস্ত্যান্দ।' মিডল ইস্টার্ন উচ্চারণ, আল জাজিরায় শোনা যায় প্রায়ই। ইংরেজি অতটা ভালো পারে না, আস্তে আস্তে বললে বোঝে।

রাজ্যের প্যাঁচাল হলো এরপর। ওর বয়েস সতেরো। ওদের দেশে যুদ্ধ চলছে, কলেজ গেছে বন্ধ হয়ে । বান্ধবীদের অনেকেই দেশ ছেড়ে তুর্ক মুলুকে, ইউরোপে চলে গেছে। আর ওরা চলে এসেছে গ্রামে। তিন ভাই আহরার আশ শামে, ওর পরে আরও দুই বোন। বাবা ওকে নিয়ে ২ মাসের জন্য এদেশে এসেছেন। আরেকটা কারণ আছে, যাইনাব অসুস্থ, কিডনিতে কী যেন সমস্যা। বড়ো ডাক্তার দেখানোও একটা উদ্দেশ্য। নাদিয়া আপুর কাছে শুনল অসুখটা নাকি সারে না, লুপাস নেফ্রাইটিস বলে। যেতে ইচ্ছে করছে না তিথির, একদম না। মনে হচ্ছে সারারাত গল্প করা যেত মায়াবতী দুটোর সাথে, ভাঙাচুরা ইংরেজিতে।

সোমালি মেয়েটা ইংরেজি একদমই পারে না, শুধু এসে বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে নাদিয়া আপুকে কি যেন জিজ্ঞেস করছে। একমনে তিথি আর যাইনাবের কথা শুনছে, বোঝা যাচ্ছে যে ও কিছু বুঝছে না, শুধু চোখ দিয়ে মায়া বিলোতে এসেছে। ওদের সাথে আসরের নামাজও পড়ল তিথি। মাগরিব পর্যন্ত চলল আড্ডা।

বাবা নিতে এসেছে। নতুন অভিজ্ঞতা হলো আজ। বিদেশী কারও সাথে এতক্ষণ কথা

হয়নি আগে কখনও। যে কখনও ভিন দেশের ভিন কালচারের সাথে মেশেনি, সে গোঁড়া হয়, আত্মতৃপ্ত হয়। আর যার সুযোগ হয়েছে তার ভাবনা বাড়ে, চিন্তাক্ষেত্র প্রশস্ত হয়, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার ফুরসত মেলে। আমি ছাড়া দুনিয়ায় আরও মানুষ আছে, যারা সবাই আমার চেয়ে ভিন্ন। তারা কেউই আমার মতো করে ভাবে না, তাদের হাসি-কান্না-আবেগ-অনুভব কিছুই আমার মতো না। তারাও মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। দুনিয়া ওদেরও, শুধু আমার একার না।

কাল দিনটা ওরা আছে, পরশু চলে যাবে অন্য এলাকায়।

স্বাধীনতার সাতকাহন

জোবায়েদ স্যারের ক্লাস ছিল আজ। ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে স্যার বেশ কড়া করে কিছু কথা বললেন। ইসলামে নারীর মর্যাদা একটা দাসীর চেয়ে বেশি না। নারীকে পরাধীন করে রেখেছে, নারীকে অশিক্ষিত মূর্খ বানিয়ে রেখেছে যাতে পুরুষ ডমিনেট করতে পারে। ইসলাম একটা পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম, পুরুষের তৈরি ধর্ম, সূরা নিসায় পুরুষকে বলা হয়েছে স্ত্রীকে মার দিতে—এসব। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা সিজিপিএ নিয়ে খুব উত্তেজিত থাকে, তাই কেউ প্রতিবাদ করল না। তিথির মনে হলো কিছু একটা বলে, আবার মনে হলো স্যারের কথায় অবশ্য যুক্তি আছে, ১৪০০ বছর আগে সমাজ তো এমনই ছিল, তাই এটাই তো স্বাভাবিক যে সেখানে আধুনিক নারীমুক্তির কনসেপ্ট থাকবে না, তাই না? মেয়েরা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, এটা তো সেসময় চিন্তাই করা যেত না। তাই বিধানগুলোও সেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে, এ আর এমন কী।

পরদিন আর যাওয়া হয়নি তিথির ও বাসায়। ইচ্ছেও লাগেনি তেমন একটা। অথচ কাল যতক্ষণ ওখানে ছিল, ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না।

হতে পারে যাইনাব-নাদিয়াদের ওর কাছে মনে হয়েছে—পশ্চাদপদ নারী। ওদের কাছে গেলে সেও পশ্চাদপদ হয়ে পড়বে—এমন কোনো ভয় থেকেই পরদিন তিথি গেল না হয়তো, হয়তো না। পরিবেশ... অনেক বড়ো জিনিস, না? সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এই ডামাডোলে পড়ে ছটফটায়, স্রেফ পরিবেশের কারণে, স্রেফ পরিবেশ।

তবে স্যারের কথাগুলো যৌক্তিক মনে হলেও ডেলিভারিগুলো পছন্দ হয়নি। মনের

ভিতর খচ খচ করছে। আসলে কি স্যার যেমন বলেছেন তেমনই, নাকি স্যার জানেন না বলে এমন বলেছেন, ভিতরে ঘটনা আলাদা? স্যারের তো ইসলাম-বিশারদ না, তাই তার কথাগুলো যৌক্তিক মনে হলেও বিশ্বাস করার আগে নিজে যাচাই করা দরকার। কিছু মানুষ আছে, কীসের বিরোধিতা করে তা-ই জানে না। আমি যে একটা জিনিসের বিরুদ্ধে, সেই জিনিসটা সম্পর্কেও তো ক্লিয়ার থাকতে হবে, হাওয়ার বিরোধিতা করে তো লাভ নেই। এরা হলো হুজুগে, 'প্রচলন'এর বিরুদ্ধে গেলে স্মার্ট হওয়া যায়, মানুষ ঘুরে তাকায়, ওয়াও। স্কুল-কলেজে তার্কিক হিসেবে বেশ নামডাক ছিল। ভাল তার্কিক প্রতিপক্ষের লজিক-স্ট্যান্ডপয়েন্ট সম্পর্কেও ধারণা রাখে। ভাল বিচারক সে-ই যে দু-পক্ষের শুনানি নিয়েই ফয়সালা করে। একপক্ষের কথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া বেইনসাফি-জুলুম। কার কাছে যাওয়া যায়... উমমমম... একজনই আছে... ইয়েস, দ্য নাদিয়া আপু। জবাব দিতে না পারলেও জবাব দেনেওয়ালার খোঁজ আপু দিতে পারবে নিশ্চয়ই।

- 'স্বাধীনতা...। স্বাধীনতা কী, তিথি? স্ব প্লাস অধীনতা, নিজের অধীন, নিজের মনে যা চায়, যেমন চায় তা-ই করা। একেই স্বাধীনতা বলে। তাই তো? নাকি অন্য কিছু?' কফিতে ছোটো করে চুমুক দেয় নাদিয়া। বৃষ্টি আর ধোঁয়া ওঠা কফি, সোহাগায় সোনা।
- 'হ্যাঁ। আমার জীবন, আমি যেভাবে চাইব সেভাবে কাটবে, সেভাবে চলবে। কারও ইচ্ছেমতো আমি আমার জীবন কাটাতে বাধ্য নই। আমি আমার অধীন।' গলায় উত্তাপ।
- তাই নাকি তিথি? তুমি কি কারও ইচ্ছেমতোই চল না? পরিবারের, সমাজের বা দেশের? কারুর ইচ্ছেমতোই না? স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা যারা শিখিয়েছে, তারাও কি নিজের ইচ্ছেমতোই চলেফেরে? নাকি কোনো কিছুকে মেনে চলে, কোনো কিছুকে মানতে বাধ্য করে অন্যদেরকে? ভেবে জবাব দাও তো।
- 'না না, তা কেন? আইন তো থাকবেই। নাহলে দেশ চলবে কীভাবে?', খুব সহজ একটা কথা, খুব সহজ একটা বুঝ। সহজ কথা যায় না বলা সহজে, যায় না বোঝা সহজে।

'এই তো। **পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। এবং এগুলো সুষ্ঠুভাবে চলতে আইন লাগবে।** সোজাসাপ্টা কথা।**[১]**

রাষ্ট্রীয় আইন তো তোমাকে মানতেই হবে, যেমন তুমি এখন দেশীয় আইন মানো।

সমাজের ভয়ে অনেক কিছুই তো তুমি করো না।

বিভিন্ন বিষয়ে তুমি পরিবারের মতের বাইরে যেতে পারো না।

তা হলে তোমার 'স্বাধীনতার সংজ্ঞাটা' কি বাস্তবসম্মত হলো? নাকি শ্রুতিমধুর ফাঁকা বুলি হলো? 'আমি কারও কথায় চলি না, আমি আমার অধীন'—শোনায় তো দারুণ'।

- 'হুমম', ভাবছে তিথি। ভাবানোটাই দরকার।
- 'আছ তো কিছুক্ষণ, না কি চলে যাবে?', ফালতু সময় নষ্ট করা যাবে না। নইলে অন্য আলাপ পেড়ে বিদায় করে দেওয়াই ভালো। সময়ের বাজারে আগুন। নাড়ী টিপে দেখা শেষ, হাবভাবে মনে হচ্ছে মেয়েটা জানতেই এসেছে।
- 'না আপু, আছি। আপনি ব্যস্ত না তো?
- 'নাহ, তোমার জন্য সব সময় ফ্রি। কী যেন বলছিলাম?
- ঐ যে, বিভিন্ন আইন-কানুন-নিয়ম আমাকে মেনে চলতে হয়।
- হ্যাঁ, তা হলে বোঝা গেল, স্বাধীনতা বলতে যে অর্থ, তা বাস্তবে সম্ভব না। আমরা কেউ-ই স্ব-ইচ্ছা-অধীন হতে পারি না। পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে **কোনো-না-কোনো নিয়ম-আইন তোমাকে মানতেই হয়।** এমনকি তিথি, তোমার ব্যক্তিজীবনেও তুমি স্বাধীন না।

- 'আমার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও আমি স্বাধীন না? মানে কী?', বিশ্বাস হয় না তিথির।
- বিশ্বাস হচ্ছে না তো? দেখ, কেউ আইন করে বাধ্য করছে না কাজটা করতে। তারপরও—
    - 'সিনেমায় নায়িকা শর্ট-কামিজ পরলে আমাকেও পরতে হবে, লং-কামিজ পরলে লং-কামিজ। লেগিং-প্লাজো-জিন্স—যখন **ফ্যাশন** যেটা আসবে, আমাকে পেতেই হবে। আমার মনকে কেউ যেন নিয়ন্ত্রণ করছে।
    - নতুন নতুন মডেলের ফোন, কেউ ল্যাপটপ, কেউ বা গাড়ি। পুরনোটা বেচে দিয়ে নতুন মডেল লাগবে। আপ-টু-ডেট থাকতে হবে, **আধুনিক** হতে হবে।
    - **আর্ট-কালচারের** নামে যা-ই আসে, তা-ই মেনে নিতে হবে—হোক সেটা নগ্নতা, বেডসিন, রেপসিন, সমকামিতা— সবকিছু।

- বিশ্বকাপের মাঝে, ভিডিও গেমের মাঝে বুঁদ হয়ে ভুলে যেতে হবে সমাজের সব অসঙ্গতি, রাষ্ট্রের সব জুলুম। ভুলে যেতে হবে আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য। কেউ যেন বলছে, ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না, মেতে থাকো **খেল-তামাশায়**।
- **পশ্চিমা গণমাধ্যম ও সায়েন্স**-এর নামে যে-কোনো তথ্য সামনে এলে চোখ বুঁজে সাজদা করতে হবে।
- একটা **ডিগ্রির** জন্য জীবনের পাঁচ-পাঁচটা বছর এমন কিছু জিনিস শিখে বা না-শিখেই পার করতে হবে, যা বাকি জীবনে আমার আর কাজে আসবে না। জেএসসি-এসএসসি-এইচএসসির মার্কশীটটাই জীবন। মনমতো না হলে আত্মহত্যা করতে হবে।
- **খ্যাতির** জন্য একটা মেয়ে কেন অবলীলায় তার সব দিয়ে দেবে প্রডিউসার বা প্রতিযোগিতার হর্তাকর্তাদের?
- বলো তো, হাজার কোটি **টাকা** কেন লাগবেই একটা পরিবারের? কীসের দুর্নিবার নেশায় একজন মানুষকে শত কোটি, হাজার কোটি টাকা নিতে হবে দুর্নীতি করে, খেলাপি করে।
- **চাকুরি**তে প্রোমোশনের জন্য বা চাকরি হারানোর ভয়ে, লাগলে নিরপরাধকে ফাঁসাতে হবে। মিথ্যা বলতে হবে, চোখ বুঁজে থাকতে হবে। বুক কাঁপা যাবে না ক্রসফায়ারের ট্রিগার টানতে।
- **ব্যবসা**য় লাভের জন্য খাবারের মধ্যে বিষাক্ত রঙ, প্যাকেট বড়ো জিনিস কম, ম্যাংগো জুসের নামে কুমড়ো, কাটা চিকন চাল, মজুদ করে দাম বাড়ানো, রমজানে দাম বাড়ানো। কেবল ক'টা টাকা বেশি পাওয়ার আশায়, আমাকে এগুলো করতে হবে।
- **'লোকে কী বলবে'**-র খাপে জীবনকে আঁটাতে গিয়ে জীবনটাকেই কেটেছেঁটে বাঁকিয়ে মুচড়ে ঠেসে ঢুকাতে হবে। নইলে স্ট্যাটাস থাকবে না। প্রয়োজনে ঋণ করে ঘি খেতে হবে। হোম-লোন কার-লোন নিতে হবে। কেন তিথি?', হাঁ করে শোনে তিথি নাদিয়ার এসব কিম্ভূত কথাবার্তা।

'দেখো তিথি, তুমি ভাবছ তুমি স্বাধীন। কিন্তু তোমাকে অনেক কিছু করতে হচ্ছে। আর জম্বির মতো তুমি করে চলেছ। যেন অদৃশ্য কেউ তোমাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। তোমার জীবনকে তুমি কন্ট্রোল করছ না, করছে এরা। যে প্রসঙ্গেই বলুক, রুশোর কথাটাই বাস্তবে ঘটে : Man is born free, but everywhere he is in chains.[১]

[১] মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মালেও, সবখানেই সে শেকলবন্দি।

উই আর ইন চেইনস', কফির কাপ দুটো নামিয়ে সরিয়ে রাখল নাদিয়া।

- তা হলে তো আমরা কোনোভাবেই স্বাধীন না? শব্দটাই ভুয়া?

- বাস্তবতা ভেবে দেখলে তাই-ই। **রাষ্ট্রকে দিয়ে, সমাজকে দিয়ে, পরিবারকে দিয়ে তুমি নিয়ন্ত্রিত। তুমি ট্রেন্ড মানতে বাধ্য, ফ্যাশন মানতে বাধ্য, আর্ট-কালচার, কর্পোরেট খেলাধুলা, মিডিয়া, সায়েন্স, ডিগ্রি, টাকা, খ্যাতি, লৌকিকতা, ক্যারিয়ার—এদের দাসত্বে কাটছে আমাদের প্রতিটা দিন। শব্দটাই ফাঁপা। [২]**

- তা হলে ভুয়া শব্দটার এত ব্যবহার কেন? এরকম ফাঁপা অবাস্তব একটা কনসেপ্ট সবাই লালন করে। বাক-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তি। কেন?

- কেন শুনবে? শোনো।

'স্বাধীনতা'র এই ধারণাটা এসেছে ইউরোপ থেকে। আমরা ব্যবহার করি—মুক্তি, বন্দিত্বের বিপরীতে ছাড়া পাওয়া, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ- এই জাতীয় অর্থে । কিন্তু **পশ্চিমা সভ্যতা যখন কোনো স্বাধীনতার কথা বলে, তখন তারা অভিধানের অর্থে বলে না। বলে পরিভাষাগত অর্থে, তখন এর মধ্যে লুকোনো থাকে গোটা একটা দর্শন।**

- কীরকম?

- পশ্চিমা দর্শনে—

'ব্যক্তি'র (human person) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতা। প্রাণিসত্তাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিসত্তায় যাবার রাস্তা হলো 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা'।[২]

একজন লোক 'ব্যক্তি' হতে পারবে, যখন সে নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত চর্চা করবে। স্বাধীনভাবে নিজের জীবনের গড়ে নেবে এবং **জীবন কীভাবে চালাবে সে নির্দেশনা নিজেই স্বাধীনভাবে দেবে।**[৩]

আর স্বাধীনতা হলো—

সে-ই স্বাধীন 'ব্যক্তি' যে নৈতিকতার স্রষ্টা, নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে (creator of values)

[২] Jean-Paul Sartre, ***L'Être et le Néant.***

[৩] A man becomes an 'individual/person' by exercising his free choice, by freely giving form and direction of his life. - Kierkegaard, father of modern existentialism

স্বাধীন ব্যক্তি আগের কোনো মূল্যবোধকে মেনে নেয় না। সে মূল্যবোধ-নৈতিকতা নিজে ঠিক করে। [৪] [৩]

তাদের পরিভাষায় 'স্বাধীনতা' হলো মাপকাঠির স্বাধীনতা—আমার যেটা ভালো মনে হবে, সেটা ভালো। আমার জন্য আমার কাছে যেটা ঠিক মনে হবে, সেটাই ঠিক।

- 'নিজের নৈতিকতা নিজে ঠিক করবে... মানে তো...।' ভাবনায় পড়ে গেছে তিথি।
- হ্যাঁ তিথি। মানে তুমি যা ভাবছ তা-ই। পশ্চিমা সংজ্ঞায় তুমি তখনই 'ব্যক্তি' যখন তুমি ভালোমন্দের স্ট্যান্ডার্ড নিজেই ঠিক করবে। আগের মূল্যবোধকে মেনে না নিয়ে। মানে... **সোজা বাংলায় ধর্মের বেঁধে দেওয়া মূল্যবোধের মাপকাঠিকে স্বীকৃতি না দিয়ে, নিজেই নিজের নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে নেবে প্রকৃত 'ব্যক্তি'**। Values are not recognaized by you, values are determined by you . [৫]
- 'ওহ হো! একটা শব্দের ভিতর পুরো একটা দৃষ্টিভঙ্গি ঠেসে দেওয়া। শব্দটা তো আর নিরীহ নেই আপু?', বিস্ময়ে বিস্ফোরিত তিথি। চিন্তার এই ফাঁক-ফোকরগুলোই ধরার জিনিস।
- 'ইউরোপ ব্যক্তি ও স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা দিয়ে খ্রিস্টধর্মকে ঝেড়ে ফেলেছিল রাষ্ট্র-সমাজ-বাজার থেকে। এই সংজ্ঞা দিয়েই মুসলিম বিশ্বকে ইসলাম ঝেড়ে ফেলতে বলা হচ্ছে। **একইরকমভাবে পশ্চিম থেকে যে শব্দগুলো আসে, সেগুলো সবই একেকটা দর্শন বহন করে'**, মুচকি হেসে জবাব দেয় নাদিয়া, মানুষ আপনার কথা বুঝতে পারছে, এটা বিরাট খুশির ব্যাপার কিন্তু। **'যেমন: ব্যক্তি, মানবতা, আধুনিকতা, উদারনীতি, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। প্রত্যেকটা কথারই আছে একটা পশ্চিমা সংজ্ঞা, পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি, পশ্চিমা দর্শন।** যা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিতে তারা আমাদের বাধ্য করছে। শিক্ষার নামে কারিকুলামের ভিতর দিয়ে এগুলো আমাদের শেখাচ্ছে। আর জাতিসংঘের নামে আমাদের দেশগুলোতে, আমাদের সংবিধানগুলোতে, আমাদের সরকারগুলোকে বাধ্য করছে প্রয়োগ করতে', তিথির হাত ধরে উঠে পড়ল নাদিয়া। 'বৃষ্টির ছাঁট আসছে, ভেতরে যাই চলো।'

আর, আমাদের ভুলটা হলো আমরা শব্দগুলো ডিকশনারি মিনিং-এ নিই,প্রচার করি। আসলে এগুলো অত নিরীহ না, যতটা শোনায়। আচ্ছা, এবার আমাকে বলো তিথি, মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কাকে? সবচেয়ে বেশি?

[৪] প্রাগুক্ত। দর্শনের সব আলোচনাগুলো এখানে থেকে নেওয়া : *The Human Person in Contemporary Philosophy*, Frederick C. Copleston; *PHILOSOPHY*; Vol. 25, No. 92 (Jan., 1950), pp. 3-19
[৫] প্রাগুক্ত।

- 'উমমম...নিজেকে, আপু। সবাই নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আমার মতে', ঝটপট উত্তর।

- রাইট। **মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার নিজেকে। সব কাজ, সব জল্পনা-কল্পনা- পরিকল্পনা সব কিছুর কেন্দ্র সে নিজে। নিজের সুখ, নিজের কমফোর্ট, নিজের ইগো। আমরা নিজেকে খুশি করতে চাই... [৪]** । নিজেকে আরাম পৌঁছাতে চাই। নিজেকে রাখতে চাই সবার উপরে। এর পথে যা যা বাধা দেয় তা অস্বীকার করি। সরাতে চাই, নিজেকে খুশি করার পথ করতে চাই নিষ্কণ্টক। সবাই। ঠিক তো?

- ঠিক।

- এবার মিলাও।

কোনো-না-কোনো নিয়মনীতি আইন বিধান তোমাকে ২৪ ঘণ্টাই মানতে হয় [১,২]

অথচ, তোমাকে বলা হচ্ছে, তুমি স্বাধীন। অতএব আগের কোনো মূল্যবোধ মানতে তুমি বাধ্য না [৩]। এটা বলে তোমাকে ধর্ম থেকে বের করা হলো। ধর্মের দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড সরিয়ে এখন তুমি জিরো পজিশনে আছ।

এখন বলা হলো, নিজের নৈতিকতা নিজে ঠিক করো। নিজের নৈতিকতা ঠিক করার সময় তুমি নিজের খুশিকে সামনে রাখলে, মানুষের স্বভাব যেটা। [৪]

এবার তোমার খুশিকে প্রবাহিত করে দেওয়া হলো বিশেষ কোনো দিকে। [২] তোমাকে বলা হলো, যত বেশি খ্যাতি তোমার হবে, তত সুখী হবে। যত বেশি ফ্যাশনেবল আধুনিক পণ্য তুমি ব্যবহার করবে, তুমি তত সুখী হবে। এজন্য লাগবে প্রচুর টাকা, যত টাকা তত সুখ। পুঁজিবাদ। এজন্য আছে ডিগ্রি-চাকরি-ব্যবসা, যত উপরে ওঠা যায়। এখন কীভাবে উঠবে, কীভাবে প্রচুর টাকা কামাবে, সেই নৈতিকতা কিন্তু ধর্ম ঠিক করবে না, কে করবে?

- 'করব তো আমি। কারণ আমি তো 'ব্যক্তি', আমি স্বাধীন। হ্যাঁ, আপু', বিহ্বল দেখা যায় তিথিকে।

- ঝামেলা বেধেছে তো? বেধেছে না? টের পেয়েছ?

- হুমমম আপু, বেধেছে। মহা ঝামেলা বেধেছে।

- কী ঝামেলা তুমিই বলো।

- 'কীভাবে প্রচুর টাকা কামানো যায়, সেজন্য যখন নিজেই নৈতিকতা ঠিক করবে; তখনও তো নিজের খুশিকেই সামনে রাখবে। যা ইচ্ছা তা-ই করবে। জুলুম করবে,

আরেকজনকে বঞ্চিত করে নিজে উপরে উঠবে। নিজের ইচ্ছা পর্যন্ত পৌঁছতে যা যা করা দরকার তা-ই করবে', যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কেউ। 'নৈতিকতার মাপকাঠিই তো তখন নিজের খুশি'।

- তাই তো হচ্ছে এখন। সবাই তো তা-ই করছে। শুরুতে যেগুলো বললাম।

'পুঁজিবাদী[৬] বিশ্বব্যবস্থা এভাবেই খুশি করার মূল্যে দেখিয়ে আমাকে করে ফেলে গোলাম, অধীন, দাস। কখনও অর্থের, কখনও চাকরির, কখনও লৌকিকতার। কখনও খ্যাতি-ডিগ্রি-মিডিয়ার। কখনও আধুনিকতা, খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি, পপ-কালচারের, ফ্যাশন-ট্রেন্ডের কখনো ক্যারিয়ারের।

মানুষের মগজ থেকে আসা, মানুষের বানানো যে-কোনো সিস্টেমে একপক্ষ হয় জালেম, আরেকপক্ষ হয় মজলুম। কারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, শুধু নিজের কথা ভাবে। 'নিজেকে খুশি করা', এই 'নিজ'-কে নিয়ন্ত্রণ না করলে সে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

যে কথাটা বলার জন্য তোমাকে সারা দুনিয়া ঘুরালাম, সেটা হলো— আসলে 'স্বাধীনতা' শব্দটা দিয়ে পশ্চিম যা বোঝায়, তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তোমাকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেউ না কেউ কন্ট্রোল করে। তোমার সজ্ঞানে, বা জ্ঞাতসারে। সবখানেই তুমি কাউকে না কাউকে মানতে বাধ্য। **মানব-রচিত, মানুষের বানানো কোনো-না-কোনো সিস্টেমকে মেনে চলছি আমরা সবাই। দাসত্ব করছি মানুষের।**

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের দেহ-মন। আমাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, আমাদেরকে দিয়ে তাদের পণ্য কিনিয়ে নিচ্ছে, গরিব হচ্ছে আরও গরিব, ধনী হচ্ছে আরও ধনী।[৭] এবং **মানবরচিত ব্যবস্থার দাসত্বে**

[৬] ক্যাপিটালিজম, ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ। সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ষোড়শ শতকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব। নতুন উৎপাদনী যন্ত্রের মালিক এখানে সমাজের প্রভু, আগে যেখানে ছিল জমিদার বা সামন্ত। যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরিতে যন্ত্রহীন মানুষকে দিয়ে তার যন্ত্র চালায়, বেশি থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন করে, সেটা দেশবিদেশে বিক্রি করে আরো যন্ত্র কিনে, আরও শ্রমিক লাগিয়ে আরও পণ্য বানায়। এভাবে চলতে থাকে। এ এক নতুন সমাজ, নতুন ব্যবস্থা। মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা। [দর্শনকোষ, সরদার ফজলুল করিম] মুনাফার চশমায় দুনিয়ার আর সবকিছুকে দেখা। 'Money is the 2nd god'.

[৭] পৃথিবীর ১% মানুষেরর হাতে পুঞ্জীভূত পৃথিবীর ৫০% সম্পদ। https://www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report (অক্সফামের মতে http://www.bbc.com/news/business-35339475)
তুলনা করুন কুরআনের আয়াত : "সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়"। (সূরা হাশর : ৭)

আবশ্যিকভাবে কেউ জালেম হচ্ছে, কেউ মাজলুম। কেননা প্রত্যেক মানবরচিত মতবাদই অপূর্ণাঙ্গ।

এই পুঁজিবাদী পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার কারণে বিক্রেতার কাছে ক্রেতা, সেবাদাতার কাছে ক্লায়েন্ট, অপরাধীর কাছে ভিকটিম, আসামির কাছে বাদী, বাদীর কাছে আসামি, রাষ্ট্রের কাছে নাগরিক, প্রথম বিশ্বের কাছে তৃতীয় বিশ্ব, ক্ষমতাবানের কাছে দুর্বল মজলুম হচ্ছে। জালেম নিজেও নিজের কাছে মজলুম হচ্ছে, নিজেই নিজের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে দাসত্বের কারাগারে।

- 'কিন্তু আপু, এই দাসত্বের এই জুলুমের শেষ কোথায়?', তিথির গহীন আকুতি শুনে মুচকি হাসে নাদিয়া। বুক-ভাঙা হাসি। যে দেয় তারও ভিতরটা ভেঙে যায়, যে দেখে তারও।

- 'একটা গল্প শোনো তিথি।

পারস্যের সেনাপতি রুস্তম জিজ্ঞেস করল মুসলিম বাহিনীর সৈন্য রিবঈ বিন আমের রা.-কে: তোমরা আমাদের দেশে কেন এসেছ? ভেবেছিল, গরিব বেদুইন এরা। অর্থসম্পদের লোভে আক্রমণ করেছে আমাদের। কিছু মালপানি খরচা করি, চলে যাক। কী দরকার খামোখা যুদ্ধ করার। রিবঈ রা. জবাব দিলেন :[৮]

দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে
সমস্ত বাতিল ধর্মের জুলুম থেকে দ্বীন ইসলামের ইনসাফের দিকে
মানুষকে 'সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে নিয়ে আসতে'
আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।
জুলুমের শেষ এখানেই। হলো তো?'

সমর্পণের সাতকাহন

আপুদের কাজের মেয়ে স্বর্ণা একটা ঝালমুড়ির বাটি খুট করে রেখেই পালিয়ে যায়, আরও কোনো ফরমায়েশের ভয়েই মনে হয়।

- 'নাও তিথি', নাদিয়া একমুঠো তুলে নেয়। 'এখানে যে পয়েন্টটা খুব বোঝার। ঈসা

[৮] সাইফ রহ. এর বর্ণনা, হায়াতুস সাহাবাহ, ১/৩৬৭, দারুল কিতাব

আ.-এর ওহি যে ইনজীল, তার ইতিহাসও ইতিহাসে বাকি নেই। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট একটা ইতিহাসের বই। যীশু এখানে গেলেন, এটা করলেন। সেখানে থেকে পাহাড়ে উঠলেন— এরকম। আর তাওরাতের নামে যে ওল্ড টেস্টমেন্ট চলে, সেটার ঐতিহাসিক ভিত্তি করুণ। ইহুদীদের দেশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাস বানিয়ে নিয়ে গেছে দুইবার। এরপর Ezra নামক একজন এসে মুখস্থ যেটা লিখে দিয়েছে, সেটাই নাকি এখনও তাওরাত নামে চলছে। এর মাঝে মূসা আ. এর আদি ওহির কিছু থাকলেও থাকতে পারে। মদ হারাম, শূকর হারাম, ব্যভিচারের শাস্তি, একত্ববাদ, মূর্তিপূজা হারাম— ইত্যাদি নিয়মনীতি সেখানে আছে। সেটুকুও 'মানা জরুরি না' বলে দিয়েছে খ্রিস্টবাদ।

- মানে তা হলে তো **খ্রিস্টবাদও মানব-রচিত।**

- হ্যাঁ, সেজন্যই তো। খ্রিস্টবাদের জুলুম থেকে গিয়ে পুঁজিবাদের কারাগারে ঢুকেছে ইউরোপ। সেক্যুলার হয়ে ইউরোপ একরকম বেঁচেছিল বলা যায়, নইলে পাদরি আর জমিদারেরা যা শুরু করেছিল। কিন্তু ইসলামকে খ্রিস্টবাদের সাথে গুলিয়ে আমাদেরকেও ইসলামের বিরুদ্ধে খেপাচ্ছে এখন। ইসলাম আর খৃষ্টধর্ম এক হলো? কিন্তু ইসলাম তো আর মানব-রচিত না। দ্বীন হেফাজত করছেন আল্লাহ স্বয়ং।[১]

ইউরোপের ভাষায়, স্বাধীনতা মানে তাই ধর্মের শেকল খুলে ফেলে সৃষ্টির দাসত্ব। লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান। নিজের খেয়ালখুশির দাসত্ব, মানবরচিত মতবাদের দাসত্ব। ফল : হয় তুমি জালেম, না হয় মজলুম। আর, মানুষের গোলামি থেকে আল্লাহর গোলামির দিকে আসার নামই ইসলাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

- **'মানুষের বানানো মাপকাঠির ছেড়ে আল্লাহর দেওয়া মাপকাঠির কাছে সমর্পণ— আত্মসমর্পণ, ইসলাম'**, অংক মিলেছে। অংক মিলে গেলে মজা লাগে, তাই না?

---

[১] আল্লাহ কুরআনের শব্দের হিফাজত করেছেন, এর অর্থের ও মর্মেরও হেফাজত করেছেন, কুরআনের ভাষা তথা আরবি ভাষারও হেফাজত করেছেন। কুরআনের প্রায়োগিক রূপকে (সুন্নাহ) সংরক্ষণ করেছেন, ভঙ্গিমা পর্যন্ত। এজন্য নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীরাতকে সংরক্ষণ করেছেন। যে ব্যক্তিকে দিয়ে কুরআনকে পাঠিয়েছেন, তাঁর (নবিজির) বংশলতিকা পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন। এই কুরআনকে যারা প্রথম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদের (সাহাবা রা.) জীবনচরিতকেও হেফাজত করেছেন।
[আল-কুরআন সংরক্ষণ : স্রষ্টার বিস্ময়কর ব্যবস্থা, মাওলানা হুযায়ফা, ফেব্রুয়ারী ২০১০ সংখ্যা, মাসিক আল-কাউসার]
তাছাড়া হাদীসে দ্বীনের হেফাজতের বিষয়ে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক প্রজন্মের ন্যায়নিষ্ঠ লোকেরা দ্বীনের এ ইলমকে ধারণ করবে। তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিল-পন্থিদের মিথ্যাচার ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে একে রক্ষা করবে।' (শরহু মুশকিলিল আসার : ৩৮৮৪) মূলত প্রতি যুগেই আল্লাহ তাআলা একদল আলেমকে তৈরি করেছেন, যারা এই দ্বীনকে নিজেদের জানপ্রাণ দিয়ে হেফাজত করেছেন। যার ফলে কালের লম্বা বিবর্তনের পরেও অন্য ধর্মের মতো কোনো বিকৃতি প্রবেশ করে মূল ইসলামকে পরাহত ও ধূলিসাৎ করতে পারেনি।-শারঈ সম্পাদক

- এজন্যই 'ধর্ম' বললে 'বাতিল মানবরচিত খ্রিস্টবাদ' আর 'ইসলাম'কে একসাথে দাঁড় করানো যায়।

ইসলাম শুধু ধর্ম না, ইসলাম হলো 'দ্বীন'। দ্বীন এর সবচেয়ে কাছাকাছি অর্থ হলো 'সিস্টেম'। দ্বীনের অর্থ যদি তুমি 'ধর্ম' করো, তা হলে ইসলামের ৯০% জিনিস তুমি বুঝবে না, বাকি ১০% জিনিস আংশিক বুঝবে। বাথরুমের ভেতর তুমি কি করছ এমন **চরম পার্সোনাল লেভেলের অভ্যাস থেকে শুরু করে পারিবারিক আন্তঃসম্পর্ক, সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক, অর্থব্যবস্থা, বিচারিক সিস্টেম, প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—জীবনের ও দুনিয়ার সবক্ষেত্রে ভিন্ন নীতির সমন্বয়ে একটা হলিস্টিক বা সামগ্রিক সিস্টেম হলো দ্বীন। প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।** যেটা খ্রিস্টবাদের ছিল না, ফলে যেখানে নিয়ম বলা নেই, সেখানে পাদরিরা খুশিমতো নিয়ম বানাত, বা জমিদারদের বানানো নিয়মে সায় দিত।

- 'যার রেজাল্ট হলো : জুলুম-নির্যাতন। বুঝেছি', মুড়ি-মাখানো হয়েছে আচারের তেল দিয়ে। বৃষ্টি-কফি-ঝালমুড়ি... গর্জিয়াসের মধ্যে গর্জিয়াস।

- ইসলাম বলতে যদি অন্যান্য ধর্মের মতনই আরেকটা ধর্ম মনে করো, তা হলে তুমি ইসলামের আইন বুঝবে না, অর্থব্যবস্থা বুঝবে না, যুদ্ধনীতি বুঝবে না। ভাববে ধর্মের ভিতর আবার এগুলো কী? ইসলাম আরেকটা জীবনব্যবস্থা, বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি বা ওয়ার্ল্ডভিউ। নামাজ-রোজা-হজকে যদি ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা ধরি; তা হলে এর খুঁটি বা ভিত্তির উপর পুরো ইসলামি জীবনব্যবস্থাটা দাঁড়ানো। **যা লাইনে লাইনে সাংঘর্ষিক পশ্চিমা এইসব তত্ত্ব ও ধারণার সাথে।** কেন বলো তো তিথি?

- আমি যেটুকু বুঝলাম। মানবরচিত মতবাদ সীমাবদ্ধ, জুলুম হবার সুযোগ থাকে। আর আল্লাহ চান ন্যায় প্রতিষ্ঠা। ফলে নীতিতেই সংঘর্ষ। যেমন : যুক্তিবোধ বা স্বাধীনতার নামে মানুষের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিকে প্রমোট করা হচ্ছে পুঁজিবাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। আর আল্লাহ বলছেন খেয়ালখুশির দাসত্ব করো না, আত্মসমর্পণ করো।
- দারুণ তিথি।

এই খেয়ালখুশিও আল্লাহর সৃষ্টি। নিজেকে খুশি করার এই সহজাত প্রবণতা মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখে। নাহলে কেউ খেত না, বিয়েশাদী করত না। কিন্তু এতে লাগাম থাকতে হবে। নইলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে, সমাজ ভেঙে পড়বে। রান্না ভালো হয়েছে বলে খেতেই থাকবে, তা হলে আরেকজন পাবে না, আর নিজেও

অসুস্থ হবে।

নিজেকে খুশি করার এই 'আত্ম'উপাসনার লাগাম হয়ে এল ইসলাম—'আত্মসমর্পণ'। নিজেকে মিটাও। নিজেকে অর্পণ কর। তোমার চোখ সব দেখে না, ঈগল তোমার চেয়ে বেশি দেখে। তোমার কান সব শোনে না, বাদুড় তোমার চেয়ে বেশি শোনে। তোমার ঘ্রাণশক্তি প্রখর না, তোমার জানা পারফেক্ট না। খুলিকাল ইনসানু দ্বয়ীফা। তুমি দুর্বল। তুমি দেখ শুধু নিজেকে। আর এই নিজেকে দেখতে গিয়ে, নিজের উপাসনার বেদীতে তুমি কুণ্ঠিত হও না বলি দিতে কোনোকিছুই। **তোমার সিদ্ধান্ত শুধু নিজেকে ঘিরে , আর আমার সিদ্ধান্ত সবাইকে কেন্দ্র করে। তুমি চাও সমতা, আর আমি দেই সুষমতা। তুমি চাও সাম্য, আর আমি দেই ভারসাম্য।** আমার সিদ্ধান্ত সর্বাঙ্গসুন্দর, তোমার মতো স্বার্থপর সিদ্ধান্ত আমি নেই না।

অতএব আমার দাসত্বে এসো, আমি কারও ওপর জুলুম করি না। তুমি জুলুম করে ফেলো, তোমার আত্মকেন্দ্রিক-সিদ্ধান্ত আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিশৃংখলা করে ফেলে, লা তুফসিদু ফীল আরদ্বি বা'দা ইসলাহিহা। আল্লাহর করা ব্যালেন্সে তুমি ইমব্যালান্স করে ফেলো। নিজের উপর জুলুম করে ফেলো, পরিবার-সমাজ-দেশ-প্রাণিকুল সবার উপর তোমার এই জুলুম প্রভাব ফেলে। কখনও অল্প অল্প করে এই ইমব্যালেন্স ঘনীভূত হয়। বেশি হয়ে গেলে একটা সমস্যা আকারে সেটা দেখা দেয়। **তুমি বোঝো না, টের পাও না। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন, আল্লাহ্ সব দেখেন, কোনো কিছু আল্লাহর নজর এড়ায় না। এজন্য তুমি নিজের দেখাকে তাঁর দেখার কাছে সমর্পণ করো, তোমার শোনাকে তাঁর শোনার কাছে মিটিয়ে দাও, তোমার জ্ঞানকে আল্লাহর জ্ঞানের কাছে বিলীন করো। কারণ, তিনি যা জানেন তা তুমি জানো না।** তাই স্বাধীনতায় তোমার শান্তি নেই, দাসত্বেই তোমার চিরসুখ', নাদিয়া খানিক হাঁপাচ্ছে। আবেগের অনেক ওজন। পাল্লায় ভারি ওজনদার হবে চোখের পানি।[১০]

- 'সৃষ্টিজগত নিয়মে চলে, তিথি। তাই না? যেমন ধরো, তুমি আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে, লাল হবে, ফোস্কা হবে, ভিতরে পানি জমবে, ব্যথা হবে, একটা সময়

---

[১০] আবূ উমামাহ সুদাই ইবনু আজলান বাহিলি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''আল্লাহর নিকট দুটি ফোঁটা এবং দুটি চিহ্ন অপেক্ষা কোনো বস্তু প্রিয় নয়।

(এক) ঐ অশ্রুর ফোঁটা যা আল্লাহর ভয়ে বের হয়

(দুই) ঐ রক্তের ফোঁটা যা আল্লাহর পথে বহিয়ে দেওয়া হয়।

আর দুটি চিহ্ন হলো :

(এক) ঐ চিহ্ন যা আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) হয়

(দুই) আল্লাহর কোনো ফরয কাজ আদায় করে যে চিহ্ন (দাগ) পড়ে।'

[তিরমিযি : ১৬৬৯, আলবানি, হাসান]

ফোস্কার পানিটা আবার ভিতরে শোষণ হবে, মরা চামড়াটা উঠে যাবে, একটা দাগ রয়ে যাবে, অনেকদিন পর দাগটা ও মুছে যাবে', হাতের সেই মুড়িটা কেবল গালে গেল নাদিয়ার।

'এই যে আগুনে হাত দেবার পরের সিকোয়েন্সগুলো একটা নিয়ম, অমোঘ বিধান। প্রতিটা ছোটো ছোটো বড়ো বড়ো বিষয় বিধানমতো চলে। যা আমাদের এখতিয়ারে নেই। শুরুটার ধাপটা আমার চয়েস, কিন্তু এরপর যা যা হবে তা চেইনের মতো নিয়মে পড়ে যাবে, আটকানো যাবে না।

এই ছোটো ছোটো বড়ো বড়ো বিধানগুলো যিনি বানিয়েছেন, তিনিই এই সিস্টেম/দ্বীনটা দিয়েছেন। কাইন্ড অফ মেশিনপত্রের ম্যানুয়াল, এভাবে চালালে টিকবে বেশিদিন। এবং বলে দিয়েছেন, **কেউ যদি এই সিস্টেম অনুযায়ী প্রথম ধাপটা নেয়, তা হলে এই পুরো বিধানমালা (ন্যাচারাল ল'), পরের ঘটনাগুলোর চেইন তার অনুকূলে থাকবে, যা কিছু তার সাথে হবে ভালোই হবে।** 'যারা আল্লাহর সীমালংঘনের নির্দেশ দিচ্ছে আমাদের, তাদের সবার পথনির্দেশ বাদ দিয়ে, যে আল্লাহর পথনির্দেশ আঁকড়ে ধরল, সে এমন রশি ধরল যা ছিন্ন হবার নয়'।[১১] আল্লাহ জানাচ্ছেন, সে পাবে—

হায়াতুন তাইয়েবা মানে পবিত্র জীবন,
ক্বলবুন সালীম বা সুস্থ প্রশান্ত হৃদয়-মন,
নাফসুল মুত্বমাইন্নাহ বা তৃপ্ত অন্তর,
রিযকুন কারীম মানে প্রশস্ত অনুগ্রহ এবং
মৃত্যু-পরবর্তী নিঃসীম জীবনে রিদওয়ান, চিরসন্তুষ্টি, চিরমুক্তি।

অর্থাৎ পৃথিবী ও পৃথিবীর পরে সে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা। শুধু ওপারেই না, এপারেও কিন্তু, মাইন্ড ইট।

- 'সুন্দর তো,' ভালো-লাগা ফুটে ওঠে তিথির চোখেমুখে।
- **'পশ্চিমা সভ্যতার ব্যক্তিস্বাধীনতার বিপরীতে ইসলামের কনসেপ্ট হলো 'উবুদিয়াহ', আল্লাহর দাসত্ব, আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর অধীনতা।**

  পশ্চিমের স্বাধীনতা মানে 'মাপকাঠি নির্ধারণের স্বাধীনতা',

  আর ইসলামের 'স্বাধীনতা' হলো 'আল্লাহর মাপকাঠিই চূড়ান্ত, আমাদের কেবল বেছে নেবার ক্ষমতা'।

[১১] সূরা বাকারা ২ : ২৫৬ অবলম্বনে। 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাসস্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়।'

ইসলাম যে স্বাধীনতা দেয় সেটা নিজে নিজে ভালোমন্দ ঠিক করার স্বাধীনতা না, সেটা হলো তোমাকে রাস্তা বেছে নেবার এখতিয়ার দিয়েছে', তিথি ভুরু-টুরু কুঁচকে খুব মন দিয়ে শুনছে। এত মন দিয়ে ক্লাস করেছে কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে ইসলামের এই সংজ্ঞা তো একদমই নতুন।

আর লাস্টলি, **প্রতিটা স্বাধীন মানুষ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিবে যে, সে এই সিস্টেমটা নিবে কি না,** যা তার জীবনকেই নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনা করবে। জোরাজুরি নেই। আল্লাহ জানাচ্ছেন : দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়া হয়ে গেছে, বাকি সব যে ভুল পথ, এটাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া শেষ। এখন যারা ভ্রান্ত কোনো রাস্তায় না চলে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহর দেখানো রাস্তায় চলবে, সে দুনিয়া ও পরকালে নিরাপদ হয়ে গেল। আর যে ভ্রান্ত পথেই চলতে থাকবে সে দুই জায়গাতেই বরবাদ হয়ে যাবে।[১২] ব্যস, সোজাসাপ্টা।

আর যদি সে সিস্টেমটা না নেয়, তার এই জীবনও কঠিন হবে, পরজীবন হবে আরও কঠিন। সে কি স্বাধীনভাবে নিজেকে আল্লাহর অধীন করবে, নাকি সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছার অধীনেই থাকবে—এটা সে-ই ঠিক করবে।

এ ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ইসলামে নিরুৎসাহিত। তা হলে ৮০০ বছর মুসলিম শাসনে ভারতে কোনো হিন্দু থাকার কথা না। ১৪০০ বছর মুসলিম শাসনে আরব মুলুকে কোনো কপ্টিক বা আরব খ্রিস্টান[১৩] থাকার কথা না।

- অথচ 'ইসলাম তরবারির জোরে ছড়িয়েছে'—এমন একটা কথা কিন্তু মার্কেটে খুব চলে আপু।

- হ্যাঁ, চলে তো। তবে তরবারিও লাগে তিথি। **পৃথিবীর কোনো ওয়ার্ল্ডভিউ, কোনো জীবনব্যবস্থা তরবারি ছাড়া ছড়ায়নি।**

ফরাসি বিপ্লবে রাজতন্ত্র হটিয়ে গণতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে।

---

[১২] সূরা বাকারা ২ : ২৫৬

[১৩] লেবানন – ১৩ লক্ষ মেরোনাইট খ্রিস্টান (জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ)
সিরিয়া – ২০ লক্ষ (জনসংখ্যার ১০%)
মিসর – ৪৫ লক্ষ কপ্টিক খ্রিস্টান (জনসংখ্যার ৬%)
ইরাক – ১০ লক্ষ (জনসংখ্যার ৪%)
ফিলিস্তিন ও জর্ডান – ৬ লক্ষ
ইসলামের আগে থেকেই এরা বংশ-পরম্পরায় খ্রিস্টান। [*Arab Christians are Arabs*, Raja G. Mattar]

রুশ বিপ্লবে রাজতন্ত্র সরিয়ে সমাজতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে, সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে তরবারি লেগেছে।

মাও সে তুং-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবে গণতন্ত্র সরিয়ে সমাজতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে, টিকিয়ে রাখতে লেগেছে।[১৪]

দেখো, লিবিয়া-ইরাকে স্বৈরতন্ত্র সরিয়ে গণতন্ত্র দিতে তরবারি লেগেছে।

আফগানিস্তানে গণতন্ত্র সরিয়ে ইসলাম আনতে তরবারি লেগেছে, আবার ইসলামি ইমারাত সরিয়ে গণতন্ত্র দিতেও তরবারি লেগেছে।

- 'ওহ্ হো, তাই তো। ইসলাম তো একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা। মনে ছিল না, আপু। লাস্টেরগুলোতে তো তরবারি লাগেনি, গুলি-বোমার যুগ এটা', মেয়েদের হাসির বেশি বিবরণ দেওয়া ঠিক না। সাধে কি প্রাণের নবি বলে গেছেন, মেয়েদের চেয়ে বড়ো কোনো পরীক্ষা তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি না?[১৫] সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

- 'ওই হলো আর কী', হাসির দমকে দমকে নাদিয়া। 'রক্তপাত ছাড়া কোনো সংস্কার হয় না। এটা কি বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম পেয়েছ। **একটা অর্থব্যবস্থা-শাসন-বিচার বদলাতে যাবে, আর মসৃণভাবে বদলে যাবে, এটার নজির নেই ইতিহাসে।**

এবার বলো, এত যে বকর বকর করলাম, কী বোঝা গেল?

- 'আচ্ছা', নড়েচড়ে বসে তিথি। 'বুঝলাম, স্বাধীনতা এক প্রজাতির হাইব্রিড মূলো। দেখতে সুন্দর, খেতে বিস্বাদ। যার শেষ গিয়ে ঠেকেছে মানুষের গোলামিতে। আইনই যদি মানবো, তা হলে মাইনষের বানানোটা কেন। আল্লাহর বানানোটা কেন না?'

- 'বাহ, তোমাকে এ-প্লাস দেওয়া হলো', ভি-চিহ্ন দেখায় তিথি। খাবারের ট্রে-টা নাদিয়া সরিয়ে দিল পাশে। 'স্বর্ণা, নিয়ে যাও এগুলো'।

যখন তুমি স্বাধীনভাবে একটা সিদ্ধান্তে এলে যে, আল্লাহর দেওয়া এই সিস্টেমটা তুমি নেবে, এই সিস্টেমটা অনুযায়ী চলবে, কেননা দু-জীবনেই তুমি সুখী হতে চাও। তুমি খেয়ালখুশিকে 'ইলাহ' বানাবে না, আল্লাহকে 'ইলাহ' হিসেবে মেনে নেবে। এখন থেকে তুমি আর স্ব-ইচ্ছা-অধীন না, এখন থেকে তুমি মুসলিমা, মানে আত্মসমর্পিতা।

- মানে আমি এখন থেকে আল্লাহর অধীন, আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমের অধীন। মানুষের সব বুঝ, সব সংজ্ঞা, সব দাসত্ব ছুড়ে ফেলে আমি একমাত্র আল্লাহর দাস।

---

[১৪] necrometrics.com সাইটটা দেখতে পারেন। বিভিন্ন ইতিহাসবিদের রেফারেন্স আছে।
[১৫] বুখারি ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০, তিরমিযি ২৭৮০, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৮

- রাইট, আল্লাহর বেঁধে দেওয়া মাপকাঠির এই অধীনতা তুমি বেছে নিয়েছ স্বাধীনভাবে।

অনন্ত পরকালের যে কথা ইসলাম বলে, তার ভিত্তিই তো এই 'ইচ্ছা', এই 'স্বাধীনতা'। এবং এই সিদ্ধান্তটুকুরই হিসাব নেওয়া হবে হাশরের মাঠে। প্রত্যেকেই তার নিজ কর্মের জন্য দায়ী হবে যা সে স্বেচ্ছায় করেছে। **সেদিন বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না, কেউ বলতে পারবেই না আল্লাহ আপনি বিচারে জুলুম করেছেন। কেননা সে মেনেই নিবে, যার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তা সে স্বাধীনভাবেই বেছে নিয়েছিল। ইচ্ছে করেই করেছিল।**

আর যা অনিচ্ছায় করেছে তার জন্য ক্ষমা। বাধ্য হয়ে কিছু করতে হলে, হারামের অবৈধতাও স্থগিত করে দেওয়া, গুনাহ লেখা হবে না।

ধর্ষণে মেয়েটার শাস্তি নেই।[১৬]
প্রাণ ওষ্ঠাগত হলে শূকরের মাংস নিষেধ স্থগিত।[১৭]
দুর্ভিক্ষের সময় চুরি, শাস্তি স্থগিত।[১৮]
দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া যাচ্ছে না, বসে পড়ো, কিয়াম বা দাঁড়ানোর ফরজ স্থগিত।[১৯]
প্রাণ চলে যাচ্ছে, এখন কুফরি কথা বললে কাফির হবে না।[২০]

- 'ছন্দের মতো লাগছে, দুয়ে দুয়ে চার', জোবায়েদ স্যারের কথাগুলো মনে পড়ে তিথির। 'তা হলে নারী-পুরুষ পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে, সেটাও ঠিক হবে আল্লাহর মাপকাঠি অনুযায়ী। আল্লাহ যেখানে পুরুষের অধীনে থাকতে বলেছে, সেখানে নারী পুরুষের আনুগত্য করবে। আবার পুরুষের আচরণও হবে আল্লাহর দেওয়া সীমার মাঝে, কেননা পুরুষ নিজেও অধীন, নারী-পুরুষ সবাই তাঁর অধীন'।

- এই তো ইসলামের চোখে দেখা। কুরআন কেন নাযিল হয়েছে জানো তো। মুফাসসিরগণ লিখেছেন, সূরা ফাতিহায় মানুষ আল্লাহর কাছে আবেদন জানাচ্ছে— ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম। আল্লাহ, আপনি আমাদের আপনার কাছে পৌঁছবার

---

[১৬] মাজমাউল আনহুর : ২/৪৩৬; শরহু মুখতাসারুত তাহাবি : ৮/৪৫৫

[১৭] সূরা বাকারা : ১৭৩

[১৮] মূলত ইসলামের 'হদ' বা দণ্ডবিধি কোনভাবেই বাতিল করা যায় না। কিন্তু উমার র.-এর জামানাতে একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চুরির সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন তিনি চুরির কারণে হাত কাটার বিধান সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিলেন। এটা হদকে বাতিল করা ছিল না। কেননা কোন শাসক বা খলীফার এই অধিকার নেই। তবে হদের বিধান সন্দেহের কারণে মওকুফ হয়ে যায়। এখানে সেটাই ঘটেছিল। যেহেতু দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ মরণাপন্ন হলেই চুরির মত ঘৃণ্যকর্ম করার কথা; সাধারণ অবস্থায় নয়, আর মরণাপন্ন হলে খাবার চুরি করে খাওয়ারও অনুমতি শারীআতে আছে। এই কারণেই উমার রা. সেই সময় হাত কাটার বিধান মওকুফ করেছিলেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন : ফতোয়া উলামা বালাদিল হারাম : ৪৮৩-৪৮৪) –শারঈ সম্পাদক

[১৯] বুখারি ১১১৭; আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ : ১/২০৪

[২০] সূরা নাহল : ১০৬

'সরল পথ' দেখান যে পথে অলরেডি সফল মানুষরা গুজরে গেছেন।

এই দুআর জবাব হিসেবে আল্লাহ বাকি কুরআন নাযিল করেছেন। তোমরা যারা 'সরল পথে'র সন্ধান চেয়েছ, এই নাও। 'আলিফ-লাম-মীম। এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই, এটা মুত্তাকীদের জন্য'। তাওহিদের আদর্শবাদীদের জন্য সরল পথের দিশা, হুদাল লিল মুত্তাকীন। যে সরল পথ পেতে চায়, এটা তার জন্য। এখন যে চায় না, এটা তার জন্য না। তুমি স্বাধীন, পছন্দ না হলে তুমি যা ইচ্ছে করো, নিজের জীবন নিজে কাটাও, হিসাব তো নেব পরে। কিন্তু...'

নাদিয়াকে আন্টি ডাকছে। আমরা আসলে জানি মোটামুটি সবই। কিন্তু বিচ্ছিন্ন জানাগুলোকে এক সুতোয় গাঁথার জন্য কাউকে দরকার। যে মালাটা গলায় দিয়ে আমরা ভাবব। কুরআন একটা ভাবনার বই। 'আয়াতুল লি উলিল আলবাব'। চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন। 'আফালা তাতাফাক্কারুন', তোমরা কি ভাবো না? 'আফালা তা'কিলুন', তোমাদের কি যুক্তি-বুদ্ধি নেই? কুরআন কিন্তু আমাদের ভাবাতে চায়। আজব না? শোনা যায় কিন্তু উল্টোটা।

জোবায়েদ স্যারের কথা শুনে যেমন লাগছিল, এখন তো তেমন লাগছে না। কত সুন্দর একটা ব্যাপার। তোমার ভালোর জন্য একটা নীতিমালা পাঠালাম। মানলে ভালো থাকবা, না মানলে নাই। পরে হিসাব নিব। স্যারের বোঝায় বড়ো রকমের ভুল আছে। নাদিয়া আপুর কাছে থেকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিতে হবে। তবে একটা খটকা কিন্তু রয়েই গেল। কফির কাপে শেষ চুমুক। বৃষ্টি পড়ছে। ধুয়েমুছে উঠছে প্রকৃতি। আচ্ছা, প্রকৃতি কী?

গালভরা বুলি

একটা ভাত টিপে পরখ করে নেন। স্বাধীনতা-মুক্তির এই দর্শনগুলো ইউরোপে গড়ে উঠছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে। খ্রিস্টবাদ-সামন্তবাদের[২১] মিলিত দুর্নীতি-অত্যাচার-কুসংস্কারে অতিষ্ঠ ইউরোপ গড়ে তুলল নতুন এক সমাজ, আলোকিত, এনলাইটেনমেন্ট। স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বকীয়তা, মানবতা-র বড়ো বড়ো গালভরা বুলি

[২১] মধ্যযুগের সমাজ-কাঠামো ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা। সোজা বাংলায় জমিদারি প্রথা। রাজা জমিদারকে জমির মালিক করে দিতেন ট্যাক্স ও মিলিটারি সার্ভিসের বিনিময়ে। আর প্রজারা খাজনা, ট্যাক্স, শ্রম দিত জমিদারকে। একেই বলা হয় সামন্ততন্ত্র বা Feudalism

দেওয়া হচ্ছিল। আর পচে যাওয়া খ্রিস্টবাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল সাপের লেজ। আর ওদিকে সেই সাপের মুখ... পর্তুগাল ব্রাজিল থেকে, বাকি পুরো মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে স্পেন, পুরো উত্তর আফ্রিকা থেকে ফ্রান্স, আর বৃটেন বাকি দুনিয়া থেকে চুষে নিচ্ছিল সম্পদ।[২২] **এক মুখ যে সময়ে চুষে খাচ্ছে আমাদের হাড্ডিসার বাপদাদাদের, আরেকমুখ একই সময় দিচ্ছে মানবতার বয়ান।** সে বয়ান আবার আপনারা শুনছেন, নিচ্ছেন, বলছেন। থুঃ।

- 'আপু, কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন উঠে যাওয়ার আগে?', তিথি মনে করিয়ে দেয়।
- এতক্ষণ তোমার মনের লেভেলে আলোচনা করলাম। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তুমি ইসলাম মানলে কি মানলে না, পরকাল বিশ্বাস করলে কি করলে না—এর জবাবদিহি তুমি না হয় করলে।

কিন্তু ইসলাম যখন রাষ্ট্র, তখন রাষ্ট্রীয় আইন তো তোমাকে মানতেই হবে, যেমন তুমি এখন দেশীয় আইন মানো।

ইসলাম যখন সমাজভিত্তি, তখন সামাজিক অংশটুকু তো তোমাকে মেনে চলতেই হবে, যেমন এখন তুমি সমাজের ভয়ে অনেক কিছুই করো না।

ইসলাম যখন পারিবারিক সফটওয়্যার, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকলেও পারিবারিক ফরমেটটা তোমাকে মানতেই হবে, যেমন এখন বিভিন্ন বিষয়ে তুমি পরিবারের বাইরে যেতে পারো না।

এখন যদি দেশে সমাজতন্ত্র থাকত, রাজতন্ত্র থাকত, তুমি কি মানতে না? নিজের ইচ্ছার বিপরীতেও তো মেনেই চলতে।

কোনো-না-কোনো নিয়ম-আইন তোমাকে মানতেই হয়। পার্থক্য হলো, এখন তুমি মানছ মানুষের বানানো ব্যবস্থা, আর ইসলামি রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবার চলে ইসলামি মূল্যবোধের উপর।

- তখন ভিন্ন মতের কারও কাছে মনে হয়, আমার স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে। আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। তাই তো?
- হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক না, বলো? যে ক্ল্যান বা গোত্রে তুমি থাকবে, তার নিয়মগুলো তোমাকে মানতে হবে। একে চাপিয়ে দেওয়া বলে না। তবে হ্যাঁ, তোমার মনে হতে পারে অন্য কোনো ধর্ম তো চাপিয়ে দেয় না, ইসলামের কী সমস্যা? এর জবাব তুমিই দেবে। বলো তো শুনি?

---

[২২] দেখুন পরিশিষ্ট ১

- এত পড়া ধরলে কীভাবে হবে?
- কারণ অন্য ধর্ম আর ইসলাম এক না। অন্যান্য ধর্মে সুনির্দিষ্ট পরিবারনীতি-সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি নেই, কেবল বিশ্বাস আর পার্বণ। ও জিনিস যদি না-ই থাকে আধুনিক কনসেপ্টগুলোর সাথে টক্কর লাগবে কীভাবে? ইসলামের যেহেতু আছে, তাই ইসলামের সাথে বাধে।

আবার দেখো, তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতা তুমি ততক্ষণই পাবে যতক্ষণ তা প্রচলিত বিজয়ী আদর্শকে না ছোঁবে। এটা সব আদর্শ, সব আইন কাঠামোর জন্যই সমান, শুধু ইসলামের দোষ দেওয়াটা মূর্খতা। যেমন ধরো, আমাদের দেশ ৪ টা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা-জাতীয়তাবাদ। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই লিখিত না হলেও এই নীতি বা এর কাছাকাছি নীতিতে চলে। এখন ধরো, কিছু মানুষ ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী, তারা চায় এই ৪ নীতির বদলে একমাত্র নীতি হবে ইসলাম।

- গণতান্ত্রিক ফরমেটের বদলে ইসলামি সরকারব্যবস্থা,
- সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বদলে ইসলামি অর্থনীতি,
- ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সর্বস্তরে তাওহীদ, মানে এক আল্লাহর কাছে পরকালীন জবাবদিহিতামূলক চেতনা; অফিসে আদালতে, হাটবাজারে সবখানে। মানে রাষ্ট্র নিজেকে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ ঘোষণা করবে অফিসিয়ালি। রাষ্ট্রের পলিসি, আইন, অর্থ, পররাষ্ট্রনীতি সব আল্লাহর দ্বীন অনুসারে তৈরি হবে।
- আর ছোটো ছোটো জাতীয়তাবাদী জাতিরাষ্ট্র কনসেপ্টের বদলে খিলাফত বা বিশাল পরাশক্তি ইসলামি সাম্রাজ্য কনসেপ্টে বিশ্বাসী।

এ ধরনের লোকগুলোর সাথে আমাদের রাষ্ট্রীয় আচরণ কেমন হয়?

- এরা তো জঙ্গি-সন্ত্রাসী। দেশদ্রোহী হিসেবে বিচার কিংবা ক্রসফায়ার হবে।

- হ্যাঁ, কারণ এরা পশ্চিমা দর্শনে 'হিউম্যান'না, 'ব্যক্তি' না। যদি তুমি ধর্মকে ঝেড়ে ফেলে নিজের নৈতিকতা নিজে ঠিক করার পক্ষে হতে, মানে তুমি যদি ওদের চোখে 'ব্যক্তি' হও, তা হলে তোমার জন্য 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'র আলাপ হবে। তোমার অধিকার নিয়ে কথা বলবে 'হিউম্যান রাইটস' সংগঠন। কারণ তুমি ব্যক্তি হয়েছ, হিউম্যান হয়েছ।

আর তুমি যদি এই 'ব্যক্তি' হতে অস্বীকার করো, তুমি যদি ইসলামের দেওয়া

স্ট্যান্ডার্ড-কে চূড়ান্ত ভাবো, তা হলে তুমি মধ্যযুগীয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তা হলে তোমার কী হলো না হলো, তা নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। পাখির মতো তোমাকে গুলি করে মারা হলেও তা অপরাধ না, তোমার বাসা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেও কারও দায়বদ্ধতা নেই, তোমার মা-বোনের ইজ্জতের কোনো দাম নেই। জাতিসংঘ তোমাকে নিয়ে কথা বলবে না, সুশীলরা বলবে না, মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলবে না। কারণ তুমি নিজের নৈতিকতার মাপকাঠি নিজে ঠিক করতে অস্বীকার করেছ। তুমি আল্লাহকে নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ড বানিয়েছ। যেমনটা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে।

১২ লক্ষ আফগানের[২৩] রক্তের কোনো দাম নেই,
২৪ লক্ষ ইরাকি হত্যার কোনো জবাবদিহিতা নেই,[২৪]
১০ লাখ ঘরহারা ফিলিস্তিনীর[২৫] কোনো মানবাধিকার নেই,
আড়াই লাখ লিবিয়ান স্রেফ খড়কুটো;
সাড়ে ৬ লাখ সোমালিয়ান, সাড়ে ৩ লাখ সিরিয়ান, দেড় লাখ ইয়েমেনীর বাঁচার কোনো অধিকার ছিল না।[২৬]
সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ৬০ লক্ষ লোকের প্রাণ নেওয়া আমেরিকার জন্য জায়েয, কারণ এরা ‘ব্যক্তি’ না। বুঝলে তো কেন?

- ‘কারণ... এরা...মুসলিম?’, বিধ্বস্ত দেখায় তিথিকে।

- দেখো তা হলে, চাপিয়ে দেয় সবাই-ই।

সমাজতন্ত্র তার বিপরীত মতের কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করেছে।[২৭]

সেকুলার গণতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ফ্রান্সে[২৮]-তুরস্কে হত্যাযজ্ঞ

---

[২৩] https://consortiumnews.com/2018/04/03/how-many-people-has-the-u-s-killed-in-its-post-9-11-wars-part-2-afghanistan-and-pakistan/

[২৪] 2006 Lancet study এবং 2007 Opinion Research Business (ORB) survey অনুযায়ী গত ১৫ বছরে।
https://consortiumnews.com/2018/03/22/how-many-millions-of-people-have-been-killed-in-americas-post-9-11-wars-part-one-iraq/

[২৫] United Nations Conciliation Commission For Palestine-এর প্রোগ্রেস রিপোর্ট ১৯৫১
১৯৪৮ সালে ৭,১১,০০০
১৯৬৭ সালে ৩,০০,০০০ (প্রায়)

[২৬] https://worldbeyondwar.org/how-many-millions-killed/

[২৭] রুশ বিপ্লব ও তার পরবর্তী লেনিন যুগে (১৯১৭-১৯২৪) সবগুলো রেফারেন্স গড় করলে ৯ মিলিয়ন, স্ট্যালিন পিরিয়ডে (১৯২৪-১৯৫৩) ২০ মিলিয়ন আর চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ও পরবর্তী মাও সেতুং যুগে (১৯৪৯-১৯৭৫) গড়ে ৪০ মিলিয়ন [http://necrometrics.com/20c5m.htm]

[২৮] ফরাসী বিপ্লবের পর পর বিচার, বিচার ছাড়া ও জেলে হত্যা করা হয় ৪০,০০০, ভেন্ডি বিদ্রোহ (বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীদের বিদ্রোহ) থামাতে ৩-৬ লাখ লোক মেরে দেয়া হয়। [https://necrometrics.com/wars18c.htm#FrRev1]

চালিয়েছে[২৯] এবং মধ্যপ্রাচ্যে এখনো চালাচ্ছে।

একমাত্র ইসলামই 'মেনে নিতে বাধ্য করা' নয়তো 'হত্যা'র মাঝামাঝি আরেকটা অপশন দিয়েছে—জিযিয়া চুক্তি।[৩০]

- 'ওওও, এই সেই জিযিয়া', বহু শুনেছে এর কথা ডিপার্টমেন্টে।

- 'তা-ও ইসলামই খারাপ। তার কারণ হলো, ইসলাম জুলুমকে ধ্বংস করে, **যে জালেম সে তাই ইসলামকে সহ্য করতে পারে না। যে সমস্যা জিইয়ে রেখে ফায়দা ওঠাতে চায়, সে ইসলামকে দেখতে পারে না, কারণ ইসলাম সমাধানের কথা বলে।** শুধু তাই না, সমাধান অব্দি 'হাতে ধরে' পৌঁছেও দেয়'। বিষ্টিও শেষ, মুড়িও শেষ। শেষ ক'টা মুড়ি আর চানাচুরের গুঁড়ো মুখে পুরে দেয় নাদিয়া। একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তিথি। উদ্‌ভ্রান্ত শূন্যদৃষ্টি। 'কী দেখছ? কোথায় হারালে তিথি?'

- 'এক নতুন ইসলামকে চিনলাম, আপু',অস্ফুট-স্বরে বলে তিথি। 'গত ১৯ টা বছরে কেউ আমাকে এভাবে চেনায়নি। আমি আরও জানতে চাই।'

- অবশ্যই জানবে। তোমাকে জানতে হবে। **বিরোধিতা করতে হলেও তো তোমাকে জানতে হবে।** আংশিক জেনে, একপেশে জেনে অবস্থান নিলে তুমি অন্যায় করলে, না-ইনসাফি করলে। নিজেরই সাথে, ক্ষতিগ্রস্ত তুমি নিজেই। বিরাট লেকচার মারলাম। বিরক্ত হলে নাকি?

- না আপু, কী যে বলেন। কত কিছু যে জানলাম। আজ উঠি। আপনি তো শুক্রবারে বাসায়ই থাকেন, না?

- 'হ্যাঁ। চলে এসো মাঝেসাজে', দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় তিথিকে। 'থিওরি' তো অনেক হলো। এবার প্র্যাকটিক্যাল। তোমার জন্য একটা টাস্ক, তিথি। আজ যখন বাসায় ফিরবে, রাস্তায় প্রতিটা মানুষ—রিক্সাওয়ালা, চায়ের দোকানী, বাস কন্ডাক্টর, পথচারী—সবার চোখের দিকে তাকাবে। তাদের চোখকে পড়ার চেষ্টা করবে। এই পুরো সপ্তাহ ক্লাসমেট-বড়ো ভাই-স্যার সবার চোখ দেখবে, বুঝতে চেষ্টা করবে,

[২৯] ১৯২৪ সালে খিলাফত উৎখাতের পর খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য কুর্দিরা বিদ্রোহ করে। শাইখ সাঈদ (Shaikh Said Piran) এর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহে জাজা গোত্র ও কুরমানজি গোত্রের সাথে যোগ দেন খিলাফতের প্রতি অনুগত 'হামিদিয়া' সেনারা। ১৯২৫ সালে শাইখ সাঈদ-সহ ৬০০ জনকে ফাঁসি দেয়া হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে 'দারশিম অভিযানে'ই ৪০,০০০ কুর্দিকে হত্যা করা হয় [*The Invisible War in North Kurdistan*, Kristiina Koivunen, page. 104]। ১৯২৫-১৯৩৮ পর্যন্ত কামাল আতাতুর্ক (মৃত্যু ১৯৩৮) সরকার ২.৫ লক্ষ জনকে হত্যা করে। ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত করে ১৫ লক্ষ মানুষকে। [University of Central Arkansas, Deptt. of Political Science (shorturl.at/ahmCF)]
তুর্কি টুপি নিষেধাজ্ঞা ও ইউরোপীয় হ্যাট চালু আইনের (Hat Reform) বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় শাইখ মুহাম্মদ আতিফ হোজ্জা (Mehmed Âtıf Hodja)-সহ প্রায় ২৫ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

[৩০] দেখুন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এর 'জিযিয়া' গল্পটি

কেমন? সামনের সপ্তাহে আবার আমাদের বাসায় তোমার দাওয়াত রইল, খুকি। আমিই তোমাকে ফোন দেব ইন শা আল্লাহ।

'সব মুক্তিই কি আনন্দের? আচ্ছা কেমন হয়, সন্তান যদি শৈশবেই মুক্ত হয়ে যায় মায়ের বাহুডোর থেকে। কিংবা বাল্যকালে বাবা পৃথক করে দেন—যাও, করে খাও। বা স্বামী-স্ত্রী মুক্ত ঘোষণা করে পরস্পরকে। সব বন্ধনই কি কষ্টের? কিছু বন্ধনের অর্থ কি 'নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, আস্থা' নয়? 'প্রীতিডোর', 'মায়ার বাঁধন', 'স্নেহপাশ'—তা হলে কি?', নাদিয়া আপুর শেষ কথাগুলো তিথি ভুলতে পারে না। পুরো রাত ঘুম আসে না তিথির। মা-কে খুব মনে পড়ছে। তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে মা, তুমি যাবার পর কেউ আমাকে বকে না, কতদিন কেউ পিঠের উপর দুম দুম করে দেয় না চারটে। আমি আজ অনেক বেশি স্বাধীন, এতটা বেশি যে আমার দমবন্ধ লাগে। অনেক মিস করি মা তোমাকে, অনেক। কেউ কি মায়ের চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসে? আছে কোথাও এমন কেউ? আজ রাতে মায়ের বন্ধন তিথি খুব মিস করেছে। আর কারও বন্ধন ও অনুভব করে কি? যিনি ভালোবাসেন মায়ের চেয়ে বেশি, অনেক বেশি 'বেশি'।

এক্সপেরিমেন্ট

পরদিন থেকে তিথির দুনিয়াটা ঘিনঘিনে হয়ে যায়। গা গুলিয়ে আসে। যেন গলা লাশের স্তূপ থেকে উঠে এল। যেন সারা শরীরে গলিত লাশের পচা স্রাব ঘিতঘিত করছে।

আজ ভার্সিটিতে আসার সময় জ্যামের ফাঁকে রিকশাওয়ালারা ঘুরে ঘুরে তাকিয়েছে, তার মানে ওরা প্রতিদিনই তাকায়, খেয়াল করে দেখা হয় না বলে চোখে পড়েনি। তিথি তাদের চোখ পড়ে নিয়েছে আজ। বউ রেখে এসেছে গ্রামে, দু-মাস ধরে ঢাকায়, ঈদের আগে আর বউয়ের কাছে যাওয়া হবে না—এগুলো লেখা ছিল বুভুক্ষু চোখে। বাসের জন্য অপেক্ষমাণ মধ্যবিত্তের লাইনে দাঁড়ানো সব ক'টা চোখ ও পড়ে নিয়েছে। কেউ স্ত্রীকে ঢাকায় আনতে পারেনি, কেউ কবে বিয়ে করবে ঠিক নেই; মধ্যবিত্তের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের অতৃপ্ত চোখে পড়ে ফেলেছে তিথি। চায়ের দোকানদার ছোকড়া চোখ মটকে তার বন্ধুকে তিথির দিকে ইশারা করেছে, এটাও তিথির চোখ এড়ায়নি। বুদ্ধি করে সানগ্লাস পরে নিয়েছে, যাতে সবার এক্সপ্রেশান পুরোটা দেখে নেওয়া যায়। তিথির পিছনেও দুটো চোখ নেই ভাগ্যিস। নয়তো দেখতে পেত, সামনে থেকে যত

বিষের তির ছুটে আসছে, পিছন থেকে আসছে তার শতগুণ। কী ভয়ংকর। ফুটপাতের হকার, পথচারী, ঝালমুড়িওয়ালা, ভিক্ষুক; সদ্য গোঁফের রেখাওয়ালা কিশোর থেকে লোলচর্ম বৃদ্ধ। একেকজন জোর করে তিথিকে নিয়ে যায় চিন্তার নর্দমায়; সর্বাঙ্গে গলিত চোখের, নষ্ট মনের দুর্গন্ধ। ছেলেরা এটা বুঝবে না, উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে। ধরেন সমকামী ছেলেদের একটা পার্টিতে আপনি এটেন্ড করলেন সামহাউ। আপনি হাঁটছেন ওদের ভিতর দিয়ে, এবার ওদের চোখ কল্পনা করে বুঝে নেন একটা মেয়ের অনুভূতি।

- হাই তিথি, কী ব্যাপার দেরি যে।

- হাই।

মনে হলো যেন জান বেরিয়ে গেল হাসির ইমো দিতে গিয়ে। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ নাকি সবচেয়ে ভারী। তা হলে নিশ্চিত দ্বিতীয় ভারী বস্তুটা হলো, মুখের দুই কোণা।

- আমি তো সব সময়ই লেট। আমারটা চোখে পড়বে না। কিন্তু তুমি তো লেট করো না।

- না, রাস্তায় একটু জ্যাম ছিল তো, তাই।

এটা-ওটা বলতে বলতে লেকচার গ্যালারির দিকে এগোয় ওরা। নিতুল ছেলেটা একটু ছ্যাবলা কিসিমের। তিথি-চৈতি-জেনি-সিনথি একসাথে পড়ে। বেশ কিছুদিন হলো নিতুল ওদের সাথে পড়তে চাচ্ছে। নিষেধ করার পরও বার বার আসে। যা না ভাই, ছেলেদের সাথে গিয়ে পড় না। সিনথি সেদিন একটু কড়া করেই বলে দিয়েছে, আমরা কমফোর্ট ফিল করি না। পড়ার ফাঁকে মেয়েলি খুনশুটি, মেয়েলি টপিকে আড্ডা হয়; নিতুল থাকলে দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। এত করে বলার পরও আসলো পরদিন। সমস্যা কী ছেলেটার? আচ্ছা ওর চোখ পড়ে দেখি তো ও কী চায়। চকিতে নিতুলের চোখের দিকে তাকায় তিথি। যেখানে সভ্যতার শেষ, অসভ্যতার শুরু—নিতুলের চোখ দুটোকে খুঁজে পায় সেখানে, পচাগলা চোখ। টের পেয়ে লজ্জা পেয়ে যায় নিতুল, চোখ নামিয়ে চোরের মতো সরে পড়ে। ত্রস্তপায়ে ওয়াশ রুমের দিকে এগোয় তিথি, গোসল তো করা যাচ্ছে না, একটু হাত মুখ ধোয়া দরকার। এতগুলো গলিত চোখের দুর্গন্ধ স্রাব লেপ্টে আছে। ইয়াক।

ক্লাস শেষে কলাভবন থেকে বেরিয়ে ওরা টিএসসিতে গিয়ে বসে মাঝে মাঝে। টিএসসির ভিতরে সবুজ ঘাসটুকু যেন সাতরাজার ধন। ক্লাস শেষে লাইব্রেরিতে ঘণ্টাখানেক হয়ে মাঝে মাঝে এখানে এসে বসে টসে, আইসক্রিম খায় টায়। এই বসেটসে, খায়টায় না থাকলে কী দিয়ে আপনাদের বুঝোতুম বলুন তো? মোদের গরব, মোদের আশা;

আমরি বাংলা ভাষা। আজ মনটা এমনি তেতো বিষ, আজ তো ঘাসের কাছে, পাখির কাছে, ফুলের কাছে যেতেই হবে। একটু আগে আগেই লাইব্রেরি ওয়ার্ক শেষ হলো। ঝালমুড়ি পাওয়া গেছে, সিনথি গেছে ঝালমুড়ি আনতে। শ্লোগানে শ্লোগানে দামাল ছেলেরা রাজপথ কাঁপিয়ে যাচ্ছে। সবাই মিছিল দেখছে, বজ্রমুষ্টি দেখছে, প্ল্যাকার্ডের লেখা পড়ছে। একজন পড়ছে সবার চোখ। সিনথি বোরকা পরে। তবে একটু ফিটিং, যে উদ্দেশ্যে পরে, তা পূরণ না হয়ে আরও এঁটে বসে শরীরে। বানের মতো ধেয়ে আসে ছেলেগুলোর গলিত চোখের পুঁজ-স্রাব, সিনথি ভিজে চুপচুপে হয়ে যায়, ভাগ্যিস টের পায়নি বেচারী। ঘেন্নায় ঝালমুড়ি তিথির গলা দিয়ে নামে না। এতদিন খেয়াল করেনি কেন এসব?

একটা সপ্তাহ দোজখের মতো গেল। নতুন এক জগৎ দেখল তিথি। লাশের জগৎ। থিকথিকে সব চোখ, ঘিনঘিনে সব এক্সপ্রেশান, চোখের সে ভাষা লিখতে গেলে বর্ণরাই লুকোবে লজ্জায়। কী দেখে ওরা এভাবে, সব তো ঢাকা-ই। হঠাৎ পলকের জন্য নিজেকে নগ্ন মনে হয় তিথির। এত এত স্ক্যানারের সামনে তো তা-ই। জেনি অবশ্য খুব স্বাভাবিকভাবে নিল।

- আরে ছেলেরা এমনই।

- এটা বলেই উড়িয়ে দেওয়া যায় নাকি? নিজেকে বাজারের মেয়ে মনে হয়, মনে হয় আমি ওদের চোখের কামনা মেটাচ্ছি, ওরা আমাকে স্ক্যান করে করে সুখ নিচ্ছে, আর আমি নিতেও দিচ্ছি। গা গুলায় না?

- বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এমন আকর্ষণ তো থাকবেই। এটাই ন্যাচারাল না যে, একটা ছেলে একটা মেয়ের দিকে তাকাবে?

- ন্যাচারাল তো সবই, না? একটা ছেলে একটা মেয়ের কাছে সহবাস কামনা করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ধর, একজন রিকশাওয়ালা এসে তোর কাছে সহবাস কামনা করল, বা কোনো অপরিচিত লোক। তোর কেমন লাগবে? মৌখিকভাবে না হোক, চোখ দিয়ে সে তো তোর কাছে সেটাই চাচ্ছে। চোখ দিয়ে তোকে স্ক্যান করছে আর ভাবছে, মেয়েটাকে যদি পেতাম। মৌখিকভাবে চাইলে খারাপ লাগে, আর চোখ দিয়ে চাইলে নর্মাল?

- 'আমার মতো বোরকা পরতে পারিস, তিথি', সিনথি সাজেশন দিল।

- তোর ওই বোরকা পরার চেয়ে আমার নর্মাল পোশাকই বেশি শালীন। সেদিন মিছিলে কী দেখলাম তোকে বলেছি না? ভাগ্যিস সমাজ বলে এখনও কিছু একটা আছে।

আমি ভাবি জনাকীর্ণ এলাকায় যারা এভাবে দেখতে পারে, নির্জন জায়গায় পেলে তারা কি করত?

আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তিথি। কী আছে এই শরীরে? কী দেখে ওরা এভাবে? রাজ্যের অপবিত্রতা এসে ভর করেছে। থুঃ, লক্ষ লক্ষ চোখ জুল জুল করে ওর দিকে তাকিয়ে, দুর্গন্ধ লালা-পুঁজ-স্রাব টপ টপ করে পড়ছে। স্রোতের মতো এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ঘুম ভেঙে যায় তিথির। মাত্র দু-সেমিস্টারে ক্যাম্পাসের দারওয়ান পর্যন্ত যাকে চেনে, সেই স্টেজ-পারফর্মার তিথি জড়সড় হয়ে হেঁটে যায়। ভাবে, ইস, কেউ যদি আমাকে দেখতে না পেত। কেউ যদি মনের নিষিদ্ধ চিন্তার বিষ আমার দিকে ছুড়ে না দিত। **এতদিন তিথি উড়েছে খেয়াল করেনি বলে, লক্ষ চোখের খাঁচার ভিতরেই আকাশ মনে করে উড়েছে। আজ চিনে ফেলেছে, যেখানে ও উড়েছে সেটা আকাশ না; সেটা খাঁচা, জাল। এটা ভাবলেই আর ওড়া হয় না, উড়তে ইচ্ছে করে না। ওড়ার জন্য আকাশ খোঁজে তিথি, একফোঁটা আকাশ, এক চিলতে নীল আকাশ।**

নীল আকাশে ঘুড়ি

আমাদের জীবনের পৃষ্ঠাগুলো হাওয়ায় হাওয়ায় উলটে যায়। মনে হয় সব পড়ে ফেলেছি, দেখে ফেলেছি, উপভোগ করে ফেলেছি। আসলে কিচ্ছুটি পড়া হয়নি, দেখা হয়নি, এমনিই উলটে গেছে। অতীতের অহেতুক রোমন্থন আর ভবিষ্যতের অলীক কল্পনা আমাদেরকে আজকের পৃষ্ঠাটাই পড়তে দেয় না, বুঝতে দেয় না, আনন্দে উদ্বেলিত হতে দেয় না। বই শেষে বাকি থাকে শুধুই হাহাকার। **এজন্যই যার 'সেন্স অব প্রেজেন্ট' মানে বর্তমানের উপলব্ধি যত তীব্র, তার জীবন তত সুন্দর। নিজের অতীতবন্দনা আর ভবিষ্যকল্প থেকে 'হতাশা' কমন নিলে থাকে 'অহংকার' আর 'প্রেসার'।** এখন ঠিক এই মুহূর্তে আমার মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, বাইরে পাখিরা কিচমিচ করছে, ভেজা আকাশ, রাস্তাটা দিয়ে মাত্র ভটভট করে চলে গেল একটা নসিমন-করিমন, শরীরটাও বিদ্রোহ করছে না, অনেকের চেয়ে ভালোই তো আছি—কৃতজ্ঞতা আর প্রশান্তি। গাঁজা টেনে সুখ খননের দরকার নেই, প্রতিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্তমান কী অসহ্য সুন্দর। নামাযে এই 'সেন্স অব প্রেজেন্ট' শান দেওয়া হয়, খেয়াল করেছেন, বর্তমানের চর্চা। অসহ্য

সুন্দরের জগতে আপনাকে স্বাগতম।

- কেমন আছ তিথি?
- জি আপু, ভালো। আপনি কেমন ছিলেন?
- আলহামদু লিল্লাহ। তোমার এসাইনমেন্টের কী খবর?
- এসাইনমে....ন্ট, কোন এসাইনমেন্ট?
- ওই যে এসাইনমেন্ট দিলাম না ১ সপ্তাহের জন্য।
- ওহ হো, হুমমম।
- কেমন লাগল? অস্বস্তিকর, কেমন যেন ইরিটেটিং লাগল না?
- আর বইলেন না আপু, মনে হয় আমি ওদের চোখের সামনে বিলকুল খোলা। গা গুলায়।
- আচ্ছা, ফোনে এসব আলাপ করা যায় না। বাসায় এসো আড্ডা দিই। আসরের একটু আগেই এসো, তালিমের দিন আজ।

তালিম শেষ, অনেক পশ্চাৎপদ মহিলা এসেছিল। একজন আবার 'মেরিকা থেকে ডক্টরেট করা। তালিম শেষে উনিই আলোচনা করছিলেন আজ। এখন বাসায় একটা বুটিক শপ চালান, অনলাইনে অর্ডার আসে, অনলাইনে বিক্রি হয়। অনলাইন হয়ে পর্দানশীন কর্মজীবীদের সুবিধাই হয়েছে, অনলাইন শপ-ফ্রিল্যান্সিং-কতকিছু করা যায় পর্দা করে। আসলে কেউ হারাম রেখে হালালের উপর চলতে চাচ্ছে, আর তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন না—এটা ভাবাটাই আল্লাহ সম্পর্কে বদ ধারণা। সাহায্য আসবেই, তবে চেক করা হবে আসলেই সে হারাম ত্যাগ করতে চায় কি না, ছোট্ট পরীক্ষা। আসরের নামাজ শেষে বারান্দায় গিয়ে বসে দুজনাতে। নাদিয়া একফাঁকে গিয়ে মুরগি ভেজে এনেছে খান কয়েক, ইউটিউবে কী নেই?

- বুঝলে তিথি, অনেক মেয়ে অবশ্য এটাতে মজা পায়। আরও চায় মানুষ তাকে এভাবে দেখুক, কামনা করুক, রাতের ঘুম উবে যাক। মজার ব্যাপার হলো, অনেক স্বামীও চায় তার স্ত্রীকে সবাই মেপে মেপে দেখুক আর তাকে হিংসা করুক। এমন নিদ্রাহরিণী স্ত্রীর স্বামী বলে তাকে ঈর্ষা করুক। নাও, বানালাম। খেয়ে বলো কেমন হয়েছে।
- 'বলেন কী?', বোঝা যাচ্ছে নাদিয়া ভালোই খেটেছে, কেএফসির মতো স্কেলি স্কেলি করার চেষ্টা করেছে।
- সত্যি করে বলো তো তিথি, তোমার কি নিজেকে স্বাধীন মনে হয়েছে? তোমার কি মনে হয়েছে, তুমি উড়বে-খেলবে-ভাসবে? স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছ? আত্মবিশ্বাসী হয়ে

ফ্রেন্ড সার্কেল মাতিয়ে রাখতে পেরেছ?

- একদম না, আপু। বরং প্রতি মুহূর্তে লজ্জায় কুঁকড়ে গেছি। মনে হয়েছে দৌড়ে ঘরে ঢুকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিই। মনে হয়েছে কেন মেয়ে হয়ে জন্মেছি যার জন্য সবাই ভোগ করতে চায়। ছেলে হলেই তো ভালো ছিল।

- 'তুমি যা দেখেছ, এগুলোই দেখেও না দেখার ভান করে শত শত কর্মজীবী নারী-ছাত্রীরা। সবাই জানে ওরা কী চায়, কী ভাবে। রিকশাওয়ালা, চা-ওয়ালা, বাসের হেলপার, হকার, ক্লাসমেট, বড়ো ভাইয়েরা, কলিগ, বস। কিন্তু এগুলো ভাবলে তো জীবন থেমে যাবে, এগোনো যাবে না। পুরুষের সাথে তাল মেলানো যাবে না। তাই না-দেখার ভান করে চলতে হয়। কারও সাথে বেশি কিছুও হয়ে যায়। গাড়িতে-ভিড়ে-অফিসে-নির্জনে। সম্মতি-অসম্মতি-আধাসম্মতিতে।

প্রেসার হাই হলে ওষুধ খেতে হয়, যদি ইগনোর করতে থাকো, দেখেও না দেখার ভান করতে থাকো। একসময় হঠাৎ ধরা পড়বে দৃষ্টির সমস্যা বা কিডনি ফেইলোর বা হার্ট ফেইলোর।[৩১]

- এই চোখগুলোকে ইগনোর করতে থাকলে, একদিন ফেইলোর হবে, সমাজ ফেইলোর, নিরাপত্তা ফেইলোর, বিবেক ফেইলোর।

- হ্যাঁ তিথি। এই ইগনোর করে করে চলাটা একটা জীবন ধারা। 'সমস্যা না দেখার ভান করার' জীবন।

আরেকটা জীবন আছে, সেটা হলো 'সমাধানের' জীবন। ছোটো ছোটো সমস্যারই সমাধান করে করে এগোনো, যাতে বড়ো সমস্যা না হয়। সমস্যা থেকে মুক্তি, স্বাধীনতা। এজন্য এই নষ্ট চোখগুলোরই প্রতিকার দিয়ে শুরু করে ইসলাম।

দেখবে তোমার ব্যাচে কিছু হুজুর ছেলে আছে যারা মেয়েদের দিকে তাকায় না। আছে না, বলো?

- 'আছে তো। আমার ব্যাচে ৪ জন আছে। ম্যাডামদের দিকেও তাকায় না। সেদিন এক ম্যাডাম একজনকে বলল, এই তাকাও আমার দিকে বেয়াদব, আমি কি দেখতে খারাপ নাকি?', এলোমেলো বেজে উঠল দুটো পিয়ানো।

- ওদের কি তাকাতে ইচ্ছে করে না ভেবেছ? ওদের কি ওই চাহিদা নেই যা রাস্তার লোকেদের আছে, অন্য ছেলেদের আছে?

[৩১] হার্ট বা কিডনী যে পরিমাণ কাজ করার কথা যখন সেই পরিমাণ করতে ব্যর্থ হয়, তাকে ফেইলোর বলে। দেখা গেল প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ রক্ত পাম্প করার কথা হার্টের, বা যে পরিমাণ রক্ত ফিল্টার করার কথা কিডনীর কোন কারণে সেই পরিমাণ পারছে না।

- আছে তো বটেই।

- তবুও ওরা তাকায় না। ইসলামের ব্যক্তিগত বিধানগুলো ওরা মেনে চলে। **নিজের মনের চাওয়াকে ইসলামের অনুশাসনের সামনে কুরবান করতে থাকে, প্রতিনিয়ত। মনের পশু থেকে স্বাধীন হবার অনুশীলন, নিজের সাথে নিজের যুদ্ধ। নিজের থেকেই স্বাধীন।** এটাই ইসলাম। তুমি নিজের পশু থেকে, নিজের চাহিদা থেকে এবং নিজের সত্তা থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। আসল মুক্তি, নির্বাণ।

- 'নিজের খেয়ালখুশির দাসত্ব থেকে মুক্তি...?', চোখ গোল গোল করে শোনে তিথি।

- হ্যাঁ তিথি। আসলে নিজেকে মেলে দেওয়া স্বাধীনতা নয়। নিজের সব খায়েশ পুরা করাটা স্বাধীনতা নয়। একজন লোক নিজের প্রতিটি ইচ্ছেকে পূরণ করতে থাকলে সমাজ ভেঙে পড়বে, দর্শনে 'নৈরাজ্যবাদ'[৩২] বলে একটা কথা আছে। তুমি এমন একটা সমাজ ভেবে নাও যেখানে সবাই মনে যা চায় তা-ই করছে। পশ্চিমের দিকে তাকাও-

সন্তান বাবা-মা থেকে স্বাধীন, ফলাফল— ড্রাগ এডিকশান[৩৩], ভার্জিন মাদার।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে স্বাধীন,ফলাফল—ডিভোর্স,[৩৪] জারজসন্তান,[৩৫] একাকীত্বের মহামারি।[৩৬]

- কিন্তু আমরা তো ওদেরকে অনেক সুখী মনে করি, নিজেদের আদর্শ হিসেবে নিই?

- কিন্তু ওদের পরিসংখ্যান তা বলে না, তিথি। পরিসংখ্যান বলে, পশ্চিমা সমাজ ভেঙে পড়ছে স্বাধীনতার ভারে।

কারণ, স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা শব্দ দুটো খুব কাছাকাছি, কখন কনভার্ট হয়ে যায়, টের পাওয়া যায় না। এই সীমারেখা ঠিক করে দেবে ইসলাম। তুমি নিজের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা শিখবে, আত্মসংযম শিখবে, যাতে তোমার স্বাধীনতা

---

[৩২] Anarchism বা নৈরাজ্যবাদ। একটা মতবাদ যেখানে মনে করা হয় যে, সরকার বা রাষ্ট্র কোনো দরকার তো নেই-ই, বরং ক্ষতিকর। Pierre-Joseph Proudhon এর প্রবক্তা।

[৩৩] দুনিয়ায় ৩৫ মিলিয়ন মানুষ মাদকজনিত কারণে ভুগছে। World Drug Report 2019

[৩৪] পশ্চিমে বিয়েও কম, ডিভোর্সও কম। ডিভোর্সের হার বুঝতে হলে প্রাচ্যের পরিসংখ্যান দেখতে হবে। পশ্চিমা মন মানসিকতা কী হারে প্রাচ্যের প্রথাগত পরিবারে ভাঙন ধরাচ্ছে। পরিশিষ্ট ১৮ দেখুন।

[৩৫] পরিশিষ্ট ১৫

[৩৬] এখন পশ্চিমে একাকীত্বকে পরবর্তী মহামারি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। ১৮ বছরের নিচে ৮০% আর ৬৫ বছরের উপরে ৪০% মানুষ একাকী। কমবয়সে হৃদরোগ-উচ্চরক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, আত্মহত্যা, হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, ডিপ্রেশান তৈরি করে আরও বহু কিছু। https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3874845/

স্বেচ্ছাচারিতা না হয়ে যায়। এভাবে তুমি নিজের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে, সমাজ-পরিবার এবং তুমি নিজে 'তোমার স্বেচ্ছাচারিতা' থেকে মুক্তি পাবে।

নিজের ইচ্ছাগুলোকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সমর্পণ করতে হবে। **আমার চোখ ওটা দেখবে না যেটা আমি চাচ্ছি, আমার চোখ ওটা দেখবে যেটা আল্লাহ চান। আমার পোশাক ওটা হবে না, যেটা আমি চাই; ওভাবেই আমি চলব যেভাবে আল্লাহ চান।** প্রতিনিয়ত। **ইসলামের অনুশাসনের সামনে নিজের চাওয়া-পাওয়া, লাভ-মুনাফা, মনের সুখ, লৌকিকতা— সবকিছুকে সমর্পণ করে চলতে হবে।** স্বাধীনতার সমর্পণ। কেন বলো তো?

- 'কারণ, আল্লাহ যা জানেন, আমরা তা জানি না। আমার স্বাধীনতার মধ্যে যে **ক্ষতিটুকু** লুকোনো, সেটাও আল্লাহ জানেন। তাই। আর এই ইসলাম সিস্টেমটা তাঁরই দেওয়া। আমারই ভালোর জন্য', চুপ হয়ে গেল তিথি হঠাৎ। 'আল্লাহ আমাদের অনেক ভালোবাসেন, না আপু?'

- অনে...ক। মায়ের চেয়ে বেশি। আল্লাহর গুণবাচক নামই আছে—আল-ওয়াদুদ, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন যিনি। আর-রউফ, সবচেয়ে স্নেহপরায়ণ। ঘরপালানো সন্তানের জন্য মায়ের যে আকুতি—বাপ রে, কোথায় যাচ্ছিস আমাকে ছেড়ে? কীসের জন্য যাচ্ছিস আমাকে ছেড়ে? তোর সুখ-শান্তি-নিরাপত্তার জায়গা তো আমি। তুই আমাকে ছেড়ে কোন গোল্লায় যাচ্ছিস?

আল্লাহ কুরআনে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন: 'ফা আইনা তাযহাবুন'—আর তোমরা চললে কোথায়?[৩৭]

বলছেন : 'ইয়া আইয়ুহাল ইনসান, মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম'—ও মানব-সম্প্রদায়! কীসের ধোঁকায় তোমার দয়াল রব-কে ছেড়ে চললে? যিনি তোমাকে বানিয়েছেন, প্রতিসম গঠনে, ভারসাম্য দিয়ে?[৩৮] ডাকের মধ্যে মায়াটা খেয়াল করো, তিথি। আমরা গুনাহ করি, তাঁকে ছেড়ে স্বাধীনতা খুঁজে নিজের ক্ষতি করতে থাকি, আর তিনি আমাদের ডাকেন। বান্দা, আমাকে রেখে কোনো গোল্লায় গেলি রে?

মানুষ যখন তাওবা করে আবার আল্লাহর অধীনে ফেরত আসে, আল্লাহ তখন এমন খুশি হন, যেমন- হারানো ছেলেকে ফেরত পেয়ে মা-বাবা খুশি হন।

'মা সন্তানকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে যে ভালোবাসাটুকু বাসতে পারে, তা আল্লাহর ভালোবাসার ১০০ ভাগের একভাগেরও ক্ষুদ্রতম অংশ। আল্লাহর ভালোবাসার

[৩৭] সূরা তাকওয়ীর ৮১: ২৬
[৩৮] সূরা ইনফিতার ৮২: ৬-৭

শ'ভাগের একভাগ সব প্রাণীকে বণ্টন করা হয়েছে। একজন মায়ের ভাগে আর কতটুকু পড়ে? সেটুকু দিয়েই সেই মা রাতে ৫ বার উঠে পেশাবের কাঁথা পালটায়, নিজে ভিজায় শুয়ে বাচ্চাকে রাখে শুকনোয়। পেশাব-পায়খানা-বমি নিজ হাতে সাফ করে গালে চুমু এঁকে দেয়। আল্লাহ তা হলে কতখানি ভালোবাসেন আমাদের, ভাবো তো দেখি?'

সংবিৎ ফিরে পায় নাদিয়া। দু-কূল উপচে বান ডেকেছে। বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা তিথির।

- 'আজ তোমার ২য় টাস্ক। রেডি? ,' নাদিয়া পাখির মতো উড়ে আলমারির কাছে যায়। 'এই নাও আমার বোরকা। আজ তুমি আমার বাসা থেকে তোমার বাসা, এটুকু রাস্তা এটা পরে যাবে, পারবে না? আর সবার চোখ খেয়াল করতে করতে যাবে। পরো দেখি।'

তিথির কেমন যেন লাগছে। সারাটা জীবন এই জিনিসটাকে তার দমবন্ধ লেগেছে। আরেকজনকে পরতে দেখেও অস্বস্তি লেগেছে। একটা ভয়ও কাজ করছে। একবার পরলে যদি সারাজীবন পরতে হয়। পরা শুরু করে ছেড়ে দিলে লোকে কী বলবে। এই ভয়েই তো সবাই শেষ বয়সে পরে। প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে তিথি পরল বোরকাটা। সিনথির মতো ফিটিং না, সুতি ধরনের কাপড়ের বলে লেপ্টেও নেই, ফোলা ফোলা। উপরের পার্টটায় মাথা গলিয়ে নিল, এটাও নিচ পর্যন্ত, আর কিছুই বোঝা যায় না, কালো আঁধারের ভিতর বুড়ি না ছুঁড়ি।

- বেশি ডিজকমফোর্ট লাগছে?
- 'না তো। নিজেকে দাদী-দাদী লাগছে।' অনেকগুলো কাঁচের চুড়ি পড়ে গেলে যেমন শোনায়, নাদিয়ার হাসি অমন শোনাল।
- 'পাবলিকে দাদী-খালা মনে করলেই ভালো। কেবল সেই রাজপুত্র সাহেব মনে না করলেই চলবে, তাই না? একস্তর চোখের উপর দাও দেখি। তোমার ঐ বাঁকা দুই নয়নে তো সবার নেশা লেগে যাবে হে।' আয়নায় হঠাত করে তিথি আবিষ্কার করে আম্মুর চোখ। কোণা দুটো টেনে তোলা। বাকি সব ঢাকা বলে চোখ দুটো তাদের সব রূপ মেলে ফুটেছে।
- দেখতে পাচ্ছ তিথি?
- জি, পাচ্ছি।
- 'চলো আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে, চোখ ঢেকে প্রথম প্রথম হাঁটতে পারবে না। আমি

রেখে আসি, তোমার বাসাটাও চিনে আসি'। দ্রুত রেডি হয়ে নেয় নাদিয়া আপু।

অদৃশ্য হবার মতো মজা পেল তিথি। যেন কেউ দেখতেই পাচ্ছে না। হ্যারি পটারের সীনটা মনে পড়ছে। একটা পোশাক থাকে, পরলে অদৃশ্য হওয়া যায়। কারও পচা চোখের গলিত স্রাব ধেয়ে আসছে না। মোড়ের চায়ের দোকানের যে ছেলেটা জুলজুল করে ওকে স্ক্যান করত, সে একবার তাকিয়ে 'নট ইন্টারেস্টেড' হয়ে নিজের কাজে মশগুল রইল। নাদিয়া আপু ওর হাত ধরে আছে, নিজেকে বেলুন মনে হলো তিথির, সুতো আপুর হাতে। আর অদৃশ্য তিথি উড়ছে, পাখির মতো, ছাতিম গাছের ভেসে বেড়ানো বীজের মতো। কেউ ওকে দেখছে না, লোলুপ চোখেরা, ইতর ভাবনারা ওকে ক্লেদাক্ত করতে পারছে না, ও স্বাধীন, ও মুক্ত। শত শত চোখের লালসার শেকল থেকে, কল্পনার নির্যাতন থেকে তিথি মুক্ত। মনে হলো, এটা শুধুই আমার জগৎ, আমার। আমি এই জগতে খেলব-ঘুরব-উড়ব-ভাসব। ভাসতে ভাসতে আকাশে চলে যাব, কেউ দেখবে না, কেউ কিছু বলবে না, কেউ কিছু বুঝবে না। **এই অন্ধকার পোশাকটার মধ্যে এতটা নীল আকাশ! এই সামান্য বন্ধনের মাঝে এতখানি মুক্তি! এতটা...!**

মানবসত্তার সহজাত চাহিদা হলো বন্ধন। রবিবাবু বলেছিলেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়।

সম্পর্ক, মনোজগৎ— সবখানেই সে বন্ধন খোঁজে। নিরাপদ বন্ধন না পেলে অনিরাপদ বন্ধন খুঁজে নেয়, বন্ধন তার লাগবেই। ঘরপালানো বা ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান পরিবারের বাঁধন হারায়, কিন্তু মুক্ত হয়ে ওঠে না। মাদক, অপরাধ, কুসঙ্গ, নিদেনপক্ষে দুশ্চিন্তার বাঁধন তাকে টেনে নেয়, গভীর থেকে গভীরে। সোনার খাঁচা থেকে বেরোলে, কিন্তু ঢুকবে পূতিগন্ধময় বাঁশের খাঁচায়, ওড়া হবে না। মুক্তমনা বলে তাই কিছু নেই। ধর্মের ফুলডোর ছিন্ন করে অধর্মের জিঞ্জির, ব্যস। এটুকুই 'উন্নতি'।

মা-কে অনেক মিস করে তিথি। মায়ের বকুনি মিস করে, দুমদুম কিল মিস করে। সব মুক্তি কাম্য নয়। সব পরাধীনতা খারাপ নয়। যে আমাকে ভালোবাসে 'আমার' চেয়ে বেশি, সে আমার 'পর' হয় কী করে? তার অধীনতাকে কি 'পরাধীনতা' বলে নাকি?

মেয়েটা পরাধীন হয়ে যায় ইচ্ছে করে। আর ভাসে, রোজ ভাসে। ভেসে ভেসে হারিয়ে যায় আপনাদের এই ক্যারিয়ারিস্টিক পুঁজিবাদী মেকী শো-অফের দুনিয়া থেকে।

বিষাক্ত ক্ষমতায়ন ও তামার বিষ

- ইউরো-আখ্যান
- গজফিতা
- রোজগেরে
- পাটি রেখে মাটিতে

ইউরো-আখ্যান

- 'ঝুনু, বেরুচ্ছিস কোথাও?'

- 'হুমমম', নিকাব বাঁধছে ঝিনুক। আয়নার সামনে। 'বউবাজারে যাচ্ছি, রোশনির সাথে। একটা বইয়ের দোকান নাকি হয়েছে। দেখি নতুন বইগুলো এনেছে কি না'।

ঝিনুকের রুমমেট নীরা। আরেকজন আছে, শায়লা, হোস্টেলে থাকে না। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলের গার্লস হোস্টেল আর ছেলেদের হোস্টেল পাশাপাশি, বেশি পাশাপাশি। পাশের বাজারটার নামটা বেশ, বউবাজার। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সাথে ছোটো একটা মার্কেটের মতো করে দিয়েছে। ভাজাপোড়া থেকে নিয়ে কাঁচাবাজার অব্দি মেলে। মেডিকেলের ছাত্ররাও কিনতে আসে এটা-ওটা-সেটা। সন্ধ্যার পর জমজমাট হয়ে থাকে এলাকাটা নিশিরাত পর্যন্ত।

- তাড়াতাড়ি আসিস কিন্তু।

- কেন রে?

- আহা মনে নেই কাল বললাম। আজ না তিশার আসার কথা হোস্টেলে।

- ও, মনে আছে তো। আমি যাব আর আসব।

- আমার জন্য একটা 'হুজুর হয়ে হাসো কেন?' আর 'চিন্তাপরাধ' পেলে নিয়ে আসিস তো।

- দেখবোনে, ইন শা আল্লাহ।

তিশা মেয়েটা হোস্টেলে থাকে না, মোহাম্মদপুরেই বাসা, কাছেই। কমিউনিটি মেডিসিন ক্লাসে আরবি নামের এক ম্যাডাম আছেন। সেদিন লেকচারে ইসলাম নিয়ে নিজের কুফর প্রকাশ করে দিলেন। এমন একটা ভাব যেন ইসলামই নারী নির্যাতনের প্রচলন করেছে। এর আগে সারা দুনিয়ায় নারীরা পায়ের উপর পা তুলে খেত, ইসলাম এসে নারীকে টেনে নামিয়েছে। এই ধর্মকে ডানা ঝাড়া দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতা কত এগিয়ে গেছে। মুসলিম বিশ্বে নারীরা পিছিয়ে আছে এই ইসলামের কারণে, মধ্যযুগের এসব সংস্কার ঝেড়ে না ফেললে আমরা কখনও পশ্চিমা দুনিয়ার মতো উন্নতি করতে পারব না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্লাসে পিন-পতন-নীরবতাই বলে দিচ্ছিল ম্যাডামের এসব খিস্তির

সাথে ছাত্রছাত্রীরা কেউ একমত না, ম্যাডাম বার বার রেসপন্স চাচ্ছিলেন 'তাই না?' 'ঠিক কি না?' 'বলো'? তিশা ছাড়া আর কারও সায় খুব একটা মিলছিল না।

গোপনসূত্রে পাওয়া খবরে সেই তিশা আজ বিকেলে হোস্টেলে আসবে, রাতে থাকবে। নীরার সাথে 'সি' ব্যাচে, একই সাথে আইটেম[৩৯] দেয় ওরা, ভালো বন্ধু। নীরার প্ল্যান হলো, ওদের রুমে তিশাকে দাওয়াত করা হবে, সন্ধ্যায়। অর্ডার করা হবে পিৎজা, আর দেয়ানো হবে ঝিনুকের সাথে একটা সিটিং।

- 'ওয়াও, এত বই কার? কে পড়ে?', ঝিনুকের শেলফে প্রায়ই শ'পাঁচেক বই। তাফসীর থেকে নিয়ে মার্ক্স, শাইখ আতীকউল্লাহ থেকে ফ্রয়েড। বিরল কিছু পিডিএফ প্রিন্ট-বাইন্ডিং করিয়ে সংগ্রহে রাখা। বাংলা-ইংরেজিই বেশি, দুটো একটা আরবি-উর্দু বই শেলফের ওজন বাড়িয়ে দিয়েছে শ'মণ। তিশা ওজন টের পাচ্ছে রুমটার।
- ঝিনুকের। আমরাও নাড়াচাড়া করি।
- ঝিনুক মানে রোল ৯? নীরা জানিস, আমি গত দেড় বছরে রোল ৯ এর চেহারাটাও দেখিনি। কই রে সে?
- নামাজের রুমে। মাগরিবের নামাজের সময় যে। আর দেখবি কীভাবে? ও তো 'এ' ব্যাচে।
- তারপরও। ব্যাচমেট, দেড় বছর একসাথে ক্লাস করছি, চেহারাটাও দেখতে দেয়নি। কী যে ধর্ম তোদের!
- আচ্ছা, বাদ দে। কী খাবি বল, অর্ডার করব এখন। পিৎজা আর ড্রিংকস আনাচ্ছি, আর?
- 'আর কিছু না', একটা ইংরেজি বই টেনে নেয় তিশা।

ঝিনুককে দেখে তিশা কিছুটা বিহ্বল। এই বোরকাওয়ালী পশ্চাৎপদ মেয়েটার বাইরের পড়াশোনার লেভেল ছিল ওর জন্য পয়লা ধাক্কা। আর পরের ধাক্কাটা ছিল, ক্লাসের তিনজন রূপবতী মেয়ের একজন যে গত দেড় বছর নিজেকে ঢেকে রেখেছে, এটা। এটা সামলাতে তার একটু সময় লাগছে। শ্যামলা রঙ যে কত সুন্দর হতে পারে সেটা ঝিনুককে না দেখলে জানা হতো না। প্রাথমিক খেজুরে আলাপের এক ফাঁকে নীরা কথা পাড়ার জন্য বলল—

---

[৩৯] যাকে বলে 'স্যারের কাছে পড়া দেওয়া', ওটাকেই ডাক্তারি পড়ায় বলে 'আইটেম দেওয়া'। ৬০% পেয়ে পাশ করতে হয়। এর কম পেলে আবার দিতে হয়। প্রতি চাপ্টারে ৬০% না পেলে মিডটার্ম পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় না। মিডটার্ম ক্লিয়ার না হলে টার্মে বসতে পারে না। টার্ম ক্লিয়ার না হলে প্রোফেশনাল পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় না।

- তিশা, আমাদের নামাজের রুমে প্রতি বৃহস্পতিবার আসরের পর কুরআন-হাদীসের তালিম হয়। তুই সময় পেলে আসিস মাঝে মধ্যে।
- হুমমম, আসলে দোস্ত। আমার কিছু প্রশ্ন আছে ইসলাম নিয়ে। বলতে পারিস কিছু সংশয়। যদিও আমি সৃষ্টিকর্তা বলে একজন আছেন, এটা বিশ্বাস করি। কিন্তু ইসলাম উনার প্রেরিত কি না আমার সন্দেহ হয়।
- 'আচ্ছা, তাই? তো সন্দেহের কোনো বিশেষ কারণ?', নির্লিপ্ত কণ্ঠে রোগটা ঠিক কোথায় বোঝার চেষ্টা করে ঝিনুক ।
- বিশেষ একটা কারণে না। নানান বিষয় মিলেই আমার এই ধারণা।
- 'একটা বল অন্তত। যেটা প্রথমে খেয়ালে আসছে সেটাই বল', নীরা দ্রুত মূল আলোচনায় যেতে চাইছে। ইশারায় তাড়াহুড়ো করতে মানা করে দিল ঝিনুক।
- উমমমম। যেমন, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তো আমরা সবাই। তা হলে নারী-পুরুষ আলাদা জীবন কেন? কেন নারীরা ঘরের মধ্যে বন্দি থাকবে? কেন নিজের যোগ্যতা ব্যবহার করে সে সমাজে নিজের মর্যাদা খুঁজে নেবে না? দেখো, স্বামী-সন্তান নিয়েই একেকজন নারী তার জীবন শেষ করে দেয়, এত বড়ো দুনিয়া শুধুই পুরুষের? আমার চোখে, পুরুষতন্ত্রেরই আরেক রূপ ইসলাম। সৃষ্টিকর্তা এতটা পক্ষপাতী হতে পারেন না।

সংশয়কে খুব গুরুত্ব সহকারে খণ্ডাতে নেই। সংশয়টা অমূলক ছিল, আছে, থাকবে। সংশয় নিয়ে আলাপ এমনভাবে হবে। আপনি যখন বেশি গুরুত্ব দেবেন তার সংশয়কে, সেও ভাববে সংশয়টার আসলেই ভিত্তি আছে। তার পজিশন স্ট্রং ঠাউরে নেবে।

- 'আচ্ছা, সুন্দর', ঝিনুকের কমন পড়েছে তিশা। তিশাও বুঝে ফেলেছে যে সে ঝিনুকের কমন পড়ে গেছে। 'তা হলে তোমার অবজেকশান হচ্ছে, নীরা একটু লেখ তো, এক-দুই করে। এক নম্বর, নারীকে আটকে রাখা হচ্ছে ঘরে, বাইরে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। মানে নারী-স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে না। তাই তো?
- হ্যাঁ। ইসলাম বলছে : তোমরা ঘরে থাকো।
- আচ্ছা, ঘরের বাইরে এসে নারী কী কী করবে? মানে বাইরে এনে নারীকে কী কী করাতে চাচ্ছ?
- লেখাপড়া করবে, চাকরি করবে, ব্যবসা করবে।
- নীরা লেখ পাশে। লেখাপড়া, চাকরি, ব্যবসা। মানে আয়-রোজগার করবে। আচ্ছা নারী লেখাপড়া কেন করবে? উচ্চশিক্ষা কেন নেবে? কী লাভ নিয়ে?

- আলোকিত হবে, ভালো পদে যাবে, উঁচু পোস্টে চাকরি করবে। ছেলেদের সাথে তাল মিলিয়ে।

- লেখ নীরা। আর বলেছ, নিজের যোগ্যতা ব্যবহার করবে না? কোথায় ব্যবহার হচ্ছে?

- ঘরে, স্বামী-সন্তানের পেছনে নষ্ট হচ্ছে।

- আর কোথায় ব্যবহার হচ্ছে না, হওয়াতে চাচ্ছ?

- চাকরিতে, ব্যবসায়, দেশের অর্থনীতিতে। অর্ধেক লোক বসিয়ে রেখে দেশের উন্নতি হবেটা কীভাবে?

- আচ্ছা, নীরা লেখ। যোগ্যতা ব্যবহার, পাশে উদ্দেশ্য লেখো : চাকরি, ব্যবসা। এরপর তিশা বলেছে, সমাজে নিজের মর্যাদা অর্জন করে নেওয়া। কীভাবে মর্যাদা অর্জন করবে নারী?

- স্বাবলম্বী হবে, কারও উপর নির্ভরশীল থাকবে না। নিজেই রোজগার করবে।

- লেখ নীরা। মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্য রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়া। আচ্ছা বেশ। তিশা বলেছে, এত বড়ো দুনিয়া শুধুই পুরুষের কেন। কোন সে দুনিয়া যেটা পুরুষ দখল করে রেখেছে, নারীকে আসতে দিচ্ছে না, ঘরে আটকে রেখে?

- অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য।

- লিখেছিস নীরা। দে আমাকে। এই দেখ তিশা। তোমার প্রতিটা বাক্যের উদ্দেশ্য এখানে আমরা লিখেছি। **নারীর স্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা, নারীর যোগ্যতা ব্যবহার, নারীর মর্যাদা অর্জন, নারীর সম-অধিকার। প্রতিটা কথার উদ্দেশ্য একটাই। নারী অর্থনীতিতে আসবে, রোজগার করবে, চাকরি করবে।**

  শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থ, মর্যাদার মাপকাঠি অর্থ, অধিকার-প্রগতি-স্বাধীনতা-ক্ষমতায়ন সবকিছুর উদ্দেশ্য একমাত্র অর্থ।

  নারীর ক্ষমতায়ন মানে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতা, কামাই আর খরচের ক্ষমতা।

  এবার তুমি আমাকে বলো তিশা, **মানুষকে মূল্যায়নের এই পদ্ধতি কী সার্বজনীন? আমাকে কি মেনে নিতেই হবে অর্থের ভিত্তিতে মানুষের অবস্থান বিচারের এই স্কেল?'**

অনেক বুলি আছে, শুনতে মজা লাগে, ভালো লাগে, কত সুন্দর কথা। ছাড়া ছাড়া বুলি। কিন্তু একসাথে দেখা হলে বোঝা যায়, কোথাও কোনো গোলমাল আছে। **আজ পশ্চিম থেকে যত বুলি আওড়ানো হচ্ছে, সব একসাথে সামনে নিলে এটাই দেখবেন।**

কেবল অর্থ আর ভোগ। আমাদেরকে ভোগ করিয়ে অর্থ নিয়ে যাচ্ছে কেউ। চাহিদা আমার ভিতর তৈরি করা হচ্ছে। এমন বহু জিনিসের চাহিদা, যা ছাড়াও আমার জীবন চলতে পারত। সে চাহিদাগুলো বাদ দিলে আমার জীবন আরও আনন্দের হতে পারত। এমন সব নব নব চাহিদা পূরণে আমাকে পাগলের মতো ছোটানো হচ্ছে। ভেবে দেখেন, আপনার নিজের জন্য কতটুকু সময় আপনার হাতে। আপনার জীবন কি আসলেই আপনার, না অন্য কারও ইশারায় আপনি ছুটছেন, কোনো অজানা গন্তব্যের আশায়। 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।[৪০] অজানা কোথায়? গন্তব্য তো জানা। তারপরও কেন?

- আমরা একটু আগে থেকে ঘুরে আসি তিশা। তোমার বিরক্ত লাগছে?

- 'একদম না। বলো', এজন্যই গুণীজন বলেন প্রথম ইম্প্রেশান বিরাট ব্যাপার। যাকে প্রথমেই ভালো লেগে যায়, মুগ্ধতা এসে যায়, তার কথায় বিরক্তি আসে না। সালাম-মুসাফাহা-মুয়ানাকা,[৪১] হাসি দিয়ে কথা বলা এই প্রথম ইম্প্রেশানের অব্যর্থ অস্ত্র।

- আমরা যাব মধ্যযুগে। একটা কথা খুব ব্যবহার করি আমরা : মধ্যযুগীয় বর্বরতা। এই মধ্যযুগ ইউরোপের মধ্যযুগ। স্পেন-উত্তর আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যে তখন স্বর্ণযুগ, ইসলামি সাম্রাজ্য। মধ্যযুগীয় বর্বরতা মানে ইউরোপীয় বর্বরতা।

ক্যাথলিক চার্চ তখন গুনাহ মাফের সার্টিফিকেট বিক্রি করছে।[৪২]

আর চার্চের মদদপুষ্ট সামন্ততন্ত্র তখন প্রজাদের টর্চারের জন্য বানাচ্ছে বীভৎস সব যন্ত্র।[৪৩]

---

[৪০] সূরা তাকাসুর, আয়াত ১-২

[৪১] মুসাফাহা মানে হাত মিলানো। মুয়ানাকা মানে গলা মিলানো।

[৪২] এর নাম ছিল Indulgence. প্রথমে মূলত এটা ছিল খৃষ্টধর্মের 'তাওবা'র একটা ধারণা। ১০৩৫ সালে Council of Clement-এ প্রণয়ন করা হয়েছিলো। দোষ স্বীকার এবং বেশি বেশি ভালো কাজ করে শাস্তিকে কমিয়ে আনা। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ শতকের দিকে ধীরে ধীরে 'ভালো কাজ' ব্যাপারটা হয়ে গেল 'কিনে নেয়া'। অর্থ ডোনেশনের মাধ্যমে কিনে নেয়া হত indulgence certificate. নিজের পূর্বপুরুষ, আত্মীয়-স্বজনের নামে সার্টিফিকেট কিনে তাদের বেহেশত নিশ্চিত করা হতে লাগল। সরকার আর চার্চ মিলে ভাগবাটোয়ারা করে নিত। এইটা ছিল ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের অন্যতম কারণ। ১৫১৭ সালে মার্টিন লুথার ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখেন Ninety-five Theses, যা থেকে জন্ম নেয় 'রিফর্মেশন' আন্দোলন। মার্টিন লুথারকে বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্ট-বাদের প্রবক্তা।
Bandler, Gerhard. *"Martin Luther: Theology and Revolution."* Trans., Foster Jr., Claude R. New York: Oxford University Press, 1991.
Martin Luther: Rebel in an Age of Upheaval, By Heinz Schilling

[৪৩] কোনো দণ্ড না। কেবল টর্চার করার জন্য কীসব যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল, দেখুন। অবশ্য অধিকাংশই সহ্য না করতে পেরে মরেই যেত বলে মনে হয়। দুর্বল হৃদয়ের লোকদের দেখার দরকার নেই।
http://www.medievalwarfare.info/torture.htm

ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে লাখ লাখ নারীকে।[৪৪] ইউরোপ মুক্তি খুঁজল।

ফরাসী বিপ্লবের[৪৫] মাধ্যমে সামন্তসমাজের[৪৬] অবসান ঘটল। সূচনা হলো এক নতুন ইউরোপের, আলোকিত ইউরোপ, এনলাইটেনমেন্ট।[৪৭] বিকল্প সমাজটা কেমন হওয়া চাই, তা নিয়ে ইউরোপের নানান দার্শনিক[৪৮] লিখলেন। তাঁদের চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে এল কিছু মূলনীতি। **নতুন সমাজ বিনির্মাণ হবে এই মূলনীতিগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে, যাতে ধর্মীয় দুঃশাসন আর ফিরে না আসে। ধর্মের বিকল্প হিসেবেই এগুলো ধর্মের মতো করেই মেনে নিতে হবে। কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। এগুলো অব্যয়, পরম সত্য'**। তিশার সামনে নতুন নতুন জানালা খুলছে। এগুলো ও আগে কখনও শোনেনি। আর ঝিনুকের বলার মাঝে একটা মাদকতা আছে, যেন নদীর পাশে বসে আছি। বরাবরের মতোই মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনছে নীরা।

'এক, সমাজ হবে **ইনডিভিজুয়ালিস্টিক**,[৪৯] আত্মকেন্দ্রিক।

আত্মতুষ্টি হবে অর্থনীতির ভিত্তি। **নিজেকে তুষ্ট করার সীমাহীন** চাহিদা আর স্বল্প সম্পদের মাঝে সমন্বয়কে বলা হলো অর্থনীতির সংজ্ঞা।

ব্যক্তির ইচ্ছা-সম্মতির উপর হবে আইনের ভিত্তি। যতক্ষণ সম্মতি আছে,

---

[৪৪] ডাইনী-নিধনের (witch-hunt) নামে ১৪৫০-১৭৫০ পর্যন্ত তিনশত বছরে ৫-৭ লাখ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল, যাদের ৮০% ছিল নারী।
The European Witch Craze of the 14th to 17th Centuries: A Sociologist's Perspective, Nachman Ben-Yehuda, American Journal of Sociology, Vol. 86, No. 1 (Jul., 1980), pp. 1-31 [https://www.jstor.org/stable/2778849?seq=1#page_scan_tab_contents]

[৪৫] ১৭৮৯-১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে যে বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে নির্মূল করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

[৪৬] মধ্যযুগের সমাজ-কাঠামো ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা। সোজা বাংলায় জমিদারি প্রথা। রাজা জমিদারকে জমির মালিক করে দিতেন ট্যাক্স ও মিলিটারি সার্ভিসের বিনিময়ে। আর প্রজারা খাজনা, ট্যাক্স, শ্রম দিত জমিদারকে। একেই বলা হয় সামন্ততন্ত্র বা Feudalism.

[৪৭] Enlightenment হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। এর ফলে ঈশ্বর, যুক্তি, প্রকৃতি এবং মানবতার ধারণা নতুনভাবে তৈরি হয়; যার সম্মিলনে গড়ে ওঠে এক নতুন world-view বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পশ্চিমে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং শিল্প-দর্শন –রাজনীতির ছাঁচ গড়ে দেয়। এই চিন্তাধারার কেন্দ্র হচ্ছে— যুক্তির প্রয়োগ। আর মানুষের মূল লক্ষ্য এখানে— জ্ঞান, স্বাধীনতা আর সুখ। [https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history]

[৪৮] ফ্রান্সে Voltaire, D'Alembert, Diderot, Montesquieu;
স্কটল্যান্ডে Frances Hutcheson, Adam Smith, David Hume, Thomas Reid;
জার্মানিতে Christian Wolff, Moses Mendelssohn, G.E. Lessing, Immanuel Kant প্রমুখ।
এঁদের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল আরও আগের Hobbes, Locke, Descartes, Bayle, Leibniz, Spinoza-দের চিন্তাকে ঘিরে। [https://plato.stanford.edu/entries/enlightenment/]

[৪৯] ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। আগের গল্পে 'ব্যক্তি'র যে পশ্চিমা ধারণা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই চশমায় অন্যান্য বিষয়গুলোকে দেখা। এর চরম থেকে নিয়ে নরম আলোচনা রয়েছে। মোট কথা, সবকিছুর উপর ব্যক্তি। ব্যক্তি সার্বভৌম, সমাজও না, রাষ্ট্রও না, ধর্ম তো আগেই বাদ। এগুলো কেবল সার্বভৌম ব্যক্তিদের মাঝে সোশ্যাল চুক্তি। চরম আলোচনার একটা অংশ হল, 'ব্যক্তি'রা যেন নিরাপদে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব (হার্বার্ট স্পেন্সার)। [দর্শনকোষ, সরদার ফজলুল করিম]

আরেকজনের ক্ষতি না হচ্ছে ততক্ষণ সব বৈধ, সব। ধর্মের বেঁধে দেওয়া মূল্যবোধ-নৈতিকতা বেরিয়ে গেল সংজ্ঞা থেকে।

দুই, **ধর্মনিরপেক্ষতা**।[৫০] ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত ইস্যু। সমাজে-রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান থাকবে না। কেন বলো তো?', নীরস তাত্ত্বিক আলাপ। তাই তিশার মনোযোগ চেক করে নিল ঝিনুক।

- 'কারণ ধর্মের কারণেই, ধর্মীয়-কর্তৃপক্ষের দ্বারাই এত বছর এত অনর্থ চলেছে', উত্তরটা এল নীরার থেকে।

- রাইট। তবে খ্রিস্টধর্মের। মুসলিম বিশ্ব তখন আলো ঝলমলে। এই পার্থক্যটুকু বোঝা জরুরি।

- হুমমম।

- তিন, **বস্তুবাদ**[৫১]। ইহজীবনই সব, সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ইহকাল।

চার, **ভোগবাদ**।[৫২] এক আর তিনের কম্বো। ইহজীবনে তোমার সর্বোচ্চ আত্মতুষ্টি অর্জন কর জীবন উপভোগের দ্বারা।

- 'মানে, এনজয় টু দ্য ফুলেস্ট', নীরা সহজ করে দিল।

- হ্যাঁ। আর পাঁচ, **পুঁজিবাদ**।[৫৩]

---

[৫০] সেক্যুলারিজম। ইউরোপে ম্যাকিয়াভেলীর (মৃত্যু ১৫২৭ খ্রিঃ) পর থেকে হবস, লক, রুশো এবং মার্ক্সবাদীগণ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করেছেন। মূলত ৩টি কথাকে সেক্যুলারিজম বলা হয়:

- রাষ্ট্রীয় ও গণপরিমণ্ডল থেকে ধর্মকে আলাদা করা।

- আরেকজনের ক্ষতি না করে নিজের ধর্ম পালন করা, বা ধর্ম বদলানো বা বিশ্বাস না করা— যার বিবেক যা বলে সেটার স্বাধীনতা।

- ধর্ম পালন করা বা বিশ্বাস না করার কারণে যেন কেউ সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ না করে; সবাই সমান।

[https://www.secularism.org.uk/what-is-secularism.html]

[৫১] ম্যাটেরিয়ালিজম। এই ধারণা যে, বিশ্বের সবকিছুই বস্তু বা শক্তি, এর বাইরে অবস্তু বলে কিছু নেই। আত্মা-স্রষ্টা এসব বলে কিছু নেই।

[৫২] ১৯৭০ সাল থেকে 'ভোগবাদ' শব্দটি (consumerism) 'বেশি বেশি পণ্য ও সেবা গ্রহণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একে 'অর্থনৈতিক বস্তুবাদ'-ও বলা হয়, যার মানে বেশির চেয়ে বেশি পার্থিব বস্তু আহরণ ও ভোগের মানসিকতা। তবে মার্কেটিং-এর পরিভাষায় এর অন্য অর্থও রয়েছে। [*'Modern Consumerism'* Roger Swagler, (1997), *Encyclopedia of the Consumer Movement*. pp. 172-173]

[৫৩] ক্যাপিটালিজম, ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ। সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ষোড়শ শতকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব। নতুন উৎপাদনী যন্ত্রের মালিক এখানে সমাজের প্রভু, আগে যেখানে ছিল জমিদার বা সামন্ত। যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরিতে যন্ত্রহীন মানুষকে দিয়ে তার যন্ত্র চালায়, বেশি থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন করে, সেটা দেশবিদেশে বিক্রি করে আরো যন্ত্র কিনে, আরও শ্রমিক লাগিয়ে আরও পণ্য বানায়। এভাবে চলতে থাকে। এ এক নতুন সমাজ, নতুন ব্যবস্থা। মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা। [দর্শনকোষ, সরদার ফজলুল করিম] মুনাফার চশমায় দুনিয়ার আর সবকিছুকে দেখা। 'Money is the 2nd god.'

উপনিবেশ চুষে খেয়ে ফুলে ফেঁপে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব।[৫৪] হয়ে গেল। **কৃষিতে স্বাবলম্বী না হয়েই।** স্রোতের মতো কাঁচামাল এল উপনিবেশ থেকে।

- 'কৃষিতে স্বাবলম্বী না হয়েই?', বলে কী মেয়েটা? 'কিন্তু আমরা তো পড়েছিলাম, শিল্পে উন্নত হবার আগে কৃষিতে স্বাবলম্বী হতে হবে।' তিশার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

- ইয়েস, মাই ফ্রেন্ড। একটু পরে আসছি সেটায়।

- আচ্ছা। পুঁজিবাদ নিয়ে বলছিলে। শেষ করো।

- হুমমম। নতুন নতুন মেশিনের আশীর্বাদে গড়ে উঠল বৃহৎ বৃহৎ শিল্প। কুটিরের শিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেল ইউরোপে।

  বৃহৎ শিল্পের জন্য এখন লাগবে বৃহৎ পুঁজি, গড়ে উঠল ব্যাংক সেক্টর।

  সমাজের বিচ্ছিন্ন পুঁজিগুলো ব্যাংকের মাধ্যমে চলে গেল কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে, বৃহৎ শিল্পের মালিকদের হাতে।

  বিকাশ লাভ করল পুঁজিবাদ, যত বেশি লাভ রাখা যায় দিন শেষে, এই পুঁজিকে যত বেশি বাড়ানো যায়। এজন্য যা করা যায় করো।

  এই কয়েকটি খুঁটির উপর পশ্চিমা সভ্যতা দাঁড়িয়ে। সামন্তযুগ পরবর্তী আলোকিত ইয়ুরোপীয় সমাজ। কি কি বললাম?

- ইনডিভিজুয়ালিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা, বস্তুবাদ, ভোগবাদ এবং পুঁজিবাদ।

- **এই ৫টা খুঁটিকে পুষ্টি দেয় যে যে মতবাদ, সেগুলোকে প্রোমোট করা হলো। ধ্রুবসত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সব চেষ্টা করা হলো—বিজ্ঞানবাদ, ডারউইনিজম,[৫৫] নাস্তিকতাবাদ, নারীবাদ। এই পুরো কাঠামোটার নাম দেওয়া হলো 'আধুনিকতা'। আর এই কাঠামোর বাইরে যা কিছু, সব মধ্যযুগীয়তা-কুসংস্কার-বর্বরতা।** আমি কি বোঝাতে পারলাম?

- 'বিজ্ঞানবাদ' জিনিসটা বুঝিনি, ঝিনুক।

---

[৫৪] আগে সমাজ ছিল মূলত কৃষিজীবী ও কুটিরশিল্প-ভিত্তিক। ১৭৫০-১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ এই সময়কালের ভিতর ইউরোপে যন্ত্রশিল্প বিকশিত হয়। আগের কৃষিজীবী ও হস্তশিল্পের স্থান দখল করে নেয় মেশিনচালিত বৃহৎ শিল্প। একেই বলে শিল্প-বিপ্লব বা Industrial Revolution. ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে পরে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

[৫৫] চার্লস ডারউইনের মতবাদ, বিবর্তনবাদ। প্রতিকূল অবস্থায় একদল জীব থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত (fittest) জীবটি টিকে থাকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) মাধ্যমে। এভাবে এককোষী প্রাণী থেকে, যে আমাদের 'কমন আদিপ্রাণ' (common ancestor); তার থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতের উৎপত্তি। এই চিন্তাধারাকে ডারউইনিজম বলা হয়।

- আচ্ছা, বিজ্ঞানবাদ। সংক্ষেপে বলি।[৫৬] কোনো কিছুকে 'বৈজ্ঞানিক' ট্যাগ মেরে দিলেই সেটাকে পরম সত্য বলে মেনে নেওয়া, বিজ্ঞানের অজানা কিছু নেই, সব প্রশ্নের উত্তরই বিজ্ঞান দিতে পারে—এমন ভাবা। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ছাড়া জ্ঞানের আর কোনো রাস্তা নেই, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে না, তা সব মিথ্যা কুসংস্কার। এই প্রবণতাকে বলা হয় 'বিজ্ঞানবাদ'।

- 'তো, সমস্যা কী। ঠিকই তো আছে।' ওর দোষ আর কই। শতভাগ বিজ্ঞানের ছাত্রের এবং তারও ডবল 'অ-বিজ্ঞান' পড়ুয়ার মন মগজে এটাই গেঁথে দেওয়া।

- সমস্যা আছে গো, আছে। শোনো তা হলে। ইন্দ্রিয় দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, সেটাই বিজ্ঞান। তাই তো?

- হ্যাঁ। যা দেখবে, জানবে, তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেবে।

- **'উহু, দেখবে, জানবে, পর্যবেক্ষণ করবে। তবে সিদ্ধান্ত দেবার সময় বিজ্ঞান একটা দর্শন ফলো করে— প্রকৃতিবাদ।**[৫৭] মহাবিশ্বের সবকিছুই প্রাকৃতিক। অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। যেহেতু সবকিছুই প্রাকৃতিক, তা হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবকিছুই ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব, এমনকি মনোজগতও। যা **পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব না, তার অস্তিত্বও নেই।** ব্যস', হাত ঝেড়ে ফেলে ঝিনুক।

- 'তার মানে **সব তথ্যপ্রমাণ যদি অতিপ্রাকৃত কিছুর দিকে ইঙ্গিত করেও, তবু বিজ্ঞান সাইড কেটে বেরিয়ে যাবে?'**, নীরাও অবাক।

- হ্যাঁ, এটা-ওটা বলে প্রাকৃতিক একটা সম্ভাবনার কথা বলবে, নয়তো চুপ করে থাকবে। **কারণ বিজ্ঞান এটা শুরুতেই বিশ্বাস করে নিয়েছে পরম সত্য হিসেবে, নিজের মূলনীতি হিসেবে যে—'সব পর্যবেক্ষণ করা যাবেই; যা কিছু যাবে না তা কুসংস্কার।'**

সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে এই যে এতক্ষণ আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার যে খুঁটিগুলোর কথা বললাম, সেগুলো,[৫৮] এনলাইটেনমেন্টের

---

[৫৬] বিস্তারিত জানতে পড়তে হবে *Science Unlimited?: The Challenges of Scientism.* সম্পাদনায়: Marten boudry Massimo pigliucci.

[৫৭] বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ হচ্ছে এরকম একটা দর্শন যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও ঘটনাই প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। যেহেতু সবকিছুই প্রকৃতির অংশ, মানে স্থান-কালের অংশ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবকিছুই সরাসরি বা ইনডিরেক্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, এমনকি মনোজগতও। এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান।[ব্রিটানিকা]

[৫৮] বিজ্ঞানী Rupert Sheldrake তাঁর *Science Set Free 10 Paths To New Discovery* বইয়ে বলেন: '...কিন্তু যে চিন্তাধারা আজকের বিজ্ঞানকে পরিচালিত করছে তা স্রেফ বিশ্বাস, যার শেকড় গেঁথে আছে ঊনবিংশ শতকের ভাবতত্ত্বের উপর'। বিস্তারিত এ ব্যাপারে জানতে পড়ুন ডা. রাফান আহমেদ রচিত *'অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়'*।

দর্শনগুলো। এগুলোর বাইরে কিছু পেলেও প্রচার হবে না। বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানীরা তো এই নিয়ে মহাখাপ্পা,[৫৯] মন কি আর দেখা যায়, বলো?

- 'হুমমম', চিন্তিত দেখাচ্ছে তিশাকে।

- 'কী হুমমম?', নীরার চোখে কৌতুক।

- কতকিছু যে জানার আছে, তা-ই ভাবছি। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েছি। বিজ্ঞান কী বলে তা জানি। কিন্তু কীভাবে কাজ করে তা তো জানার ইচ্ছে হয়নি কোনোদিন?

- খালিমুখে আর চলছে না রে। নীরা, নিচের খালাকে কিছু নিয়ে আসতে বল না? ড্রিংক্স-টাইপ? মেহমানকে বসিয়ে রেখেছিস খালিমুখে।

- পিজ্জা আর ড্রিংক্স অর্ডার করেছি, এসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো। তোর খাদ্য-গুদামে কিছু নেই?

- 'আছে মনে হয়, দেখ তো। তীন ফল কি রেখেছিস কিছু, না সব শেষ করেছিস?', একগাদা হাবিজাবি চানাচুর-চকলেট-খেজুর ভর্তি একটা টিন বের করে সামনে রাখে ঝিনুক। মুখ চললে মাথাও চলে। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজানো ঝক্কি আছে ভাই।

আজকের ইউরোপ। ঝলমলে সব শহর, শহরতলী, বন্দর। জীবনমান, মানব উন্নয়ন, আইনের শাসন, নারী উন্নয়ন, নিরাপত্তা, দুর্নীতিহীনতা, শিক্ষা, গড় আয়ু, স্বাস্থ্য, বসবাস পরিতৃপ্তি—সমস্ত, সমস্ত সূচকে প্রথম দিকেই সবাই। আমেরিকাকে ইউরোপের ২য় সংস্করণ ধরে নিচ্ছি। তৃতীয় বিশ্বকে উন্নয়নের মূলো ঝুলিয়ে তার পিঠে চড়ে হাওয়া খাচ্ছে ইউরোপ। একটা মূলোর দোকান খুলেছে, নাম দিয়েছে 'সংঘ'। নতুন নতুন মূলো পাওয়া যাচ্ছে সেখানে। কী? হতে চাও আমাদের মতো—আমরা মূলো খেয়ে এমন সাদা ধবধবে হয়েছি। নাও, তোমরাও খাও। এটা গণতন্ত্র মুলো, এটা ধর্মনিরপেক্ষতা, এটা পরিবার পরিকল্পনা জাতের মুলো। এটা নারীমুক্তি, এটা বিজ্ঞান, আর ওইটা মানবতা। এগুলো খেলে একদিন তোমরাও...।

- এবার আসছি তিশা তোমার প্রশ্নটাতে।

- কোনটা যেন?

---

[৫৯] 'বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ' মানবসত্তার একটি অপূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। ফলে এর উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের থিয়োরি এবং থেরাপির পদ্ধতি গড়ে তোলা কঠিন। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ মতবাদের সংকীর্ণতা ও একপেশে মনোভাবের কারণে থেরাপিস্ট ও গবেষকদের কাছে অনেক তাত্ত্বিক (কনসেপচুয়াল) ও ব্যবহারিক (ক্লিনিকাল) সম্ভাবনার দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। Richards & Bergin, 2005, p. 41. সূত্রে *'Psychology From Islamic Perspective'* [ইসলামের দৃষ্টিতে সাইকোলজি, বুকমার্ক প্রকাশনী] লেখক Aisha Utz Hamdan.

- ওই যে, কৃষিতে স্বাবলম্বী না হয়েই ইউরোপ আজকে শিল্পোন্নত।

- আচ্ছা হ্যাঁ, আমরা ছোটোবেলায় কিন্তু পড়েছিলাম : শিল্প-উন্নয়নের আগে কৃষিতে স্বাবলম্বী হতে হবে। মনে আছে?

- হ্যাঁ, আছে। বড়ো বড়ো উন্নয়নের ফর্মুলা আমাদের গেলালেও ইউরোপ কিন্তু কৃষিতে উন্নত হয়ে শিল্পে উন্নত হয়েছে, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়।

- তা হলে?

- ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়েছিল ১৭৬০ সালে, ব্রিটেন থেকে শুরু। মোটামুটি জেমস ওয়াটের হাতে বাষ্পীয়-ইনজিন ডেভলপ হলো ১৭৬০ এর দশকেই। আর এদিকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজের পরাজয়। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার পেল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মেলাও এবার।

William Digby নামের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-কাম-রাজনীতিবিদ লিখেছেন : 'পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙলার সম্পদ স্রোতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০ সালের আগে যেখানে শিল্পকারখানার নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।' মানে কী?

- মানে... শিল্প-বিপ্লব?

- জি ম্যাডাম। **ভারতের, বিশেষ করে বাঙলার সম্পদ দিয়ে আজকের ঝলমলে ইংল্যান্ড।** বিনিময়ে ভারত কী পেল জানিস তো?

- কী?

- ব্রিটিশের আগের ৭০০ বছরে যেখানে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ লেগেছে ২০ বার, তাও স্থানীয়ভাবে কিছু এলাকায়।

সেখানে ইংরেজদের ২০০ বছরে পুরো ভারত-জুড়ে লেগেছে ৪২ বার। ৪ কোটি লোক জাস্ট মরেছে 'না খেয়ে', জাস্ট না খেয়ে। অথচ ব্রিটিশের আগে এই দেশটা চীনকে টপকে হয়েছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো অর্থনীতির দেশ। প্রবৃদ্ধি ছিল পুরো দুনিয়ার ১/৪ ভাগ।

- 'সবচেয়ে ধনী দেশে ৪ কোটি লোক না খেয়ে মরতে কী পরিমাণ সম্পদ হারাতে হবে, ভেবে দেখ তিশা। মনে কর, **আমেরিকার ৪ কোটি লোক না খেয়ে মরতে হলে আমেরিকাকে কী পরিমাণ চুষে খেতে হবে।** সেই পরিমাণ শেষ করে দিয়ে গেছে আমাদেরকে।', নীরার ব্যাখ্যায় তিশা জবাব দিল বড়ো করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে।

- তুমি-আমি কেবল নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের কাহিনীটুকু জানি। নীলচাষে বাধ্য করে জমির উর্বরতা নষ্ট করেছে।

  আমাদের শিল্প ধ্বংস করে শুধু কাঁচামাল রপ্তানি করতে বাধ্য করেছে।

  মসলিন কারিগরদের আঙুল কাটার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। মসলিন তো কেবল একটা, উপমহাদেশের পুরো বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করে দিয়েছে। কারিগররা শিল্প ছেড়ে কৃষিকে পেশা হিসেবে নিতে বাধ্য হয়েছে। উলটো শুধু তুলা উৎপাদন করিয়ে নিয়েছে। আর নামেমাত্র দামে সেই তুলা দিয়ে জমে উঠেছে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্প।

  ইংল্যান্ডের জাহাজশিল্পকে রক্ষা করতে আমাদের জাহাজশিল্প ধ্বংস করে দিয়েছে।

  আরেক কলজেছেঁড়া-কাহিনী।[৬০] ও আজ থাক।

'তলাবিহীন ঝুড়ি', 'দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন', 'বৃহত্তম উন্মুক্ত শৌচাগার' ওরাই নাম দেয় আমাদের, আর আমরা ধর্ষিতার মতো লজ্জায় কুঁকড়ে যাই। চোরেরা 'স্যার' উপাধি, 'নোবেল' পুরস্কার আর 'কমনওয়েলথ' পদক দিলে যারা আহ্লাদে আটখানা হয়, তাদের তো আত্মসম্মানটুকুও বাকি নেই। গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু আর পুকুর-ভরা মাছ কীভাবে রূপকথা হয়ে গেল, সে কথা শুনে আর কী হবে।

গজফিতা

- 'খেয়াল করে দেখো তিশা।', ঝিনুক খানিক এগিয়ে আসে তিশার দিকে। 'এখনও তাদের উপনিবেশ আমাদের মনে।

  মুক্তবাজার অর্থনীতির[৬১] নামে আমাদের মার্কেটগুলো দখল করে রেখেছে।

---

[৬০] বিস্তারিত জানতে Sir William Digby-র *Prosperous' British India* এবং লালা লাজপত রায়ের *Unhappy India.*
আর কিছুটা আইডিয়া পেতে পড়ুন হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর *'রেশমি রুমাল আন্দোলন'* ও *'নকশে হায়াত'*। আপাতত পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

[৬১] Free market, মুক্তবাজার। মানে হল তোমার দেশের বাজার আমার পণ্যের জন্য মুক্ত করে দাও। ট্যাক্স-ট্যারিফ কমিয়ে দাও, মান নিয়ন্ত্রণ শিথিল কর, আমাকে কোটা দাও। যাতে আমি আমার পণ্য দিয়ে তোমার বাজার ভরে দিতে পারি। ফলে বিদেশী পুঁজিবাদী বৃহৎশিল্পের পণ্যের কাছে একই দেশী পণ্য মার খেয়ে যাবে। কারণ ওদের অন্য দেশেও বাজার আছে, ফলে আমার দেশে কম দামে ছাড়লে ওদের লস নেই। কিন্তু আমার দেশীয় পণ্যের দাম অতটা কমানো যাবে না, যতটা ওরা পারবে। লোকে কম দামের বিদেশী জিনিস কিনবে, আর দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। এ দেশের সব লাভ নিয়ে যাবে ওরা।

অথচ উপনিবেশী আমলে 'বদ্ধ-বাজার'কে প্রোমোট করেছিল। এখন শিল্পে উন্নতি করে ফেলেছে, এখন এসেছে মুক্তবাজার নিয়ে।

জাতিসংঘ নামের একটা পুতুল সংগঠনকে দিয়ে তাদের ঐসব 'আধুনিক' ধারণা মেনে নিতে আমাদের বাধ্য করছে। নয়তো সরিয়ে পরের টার্মে আরেকজনাকে আনা হচ্ছে, যে তাদের পক্ষে কাজ করবে।

সুবিধাজনক পলিসি বজায় রাখতে নিজেদের মতো করে শাসক যেন বসাতে পারে সেজন্য দিয়ে গেছে বহুদলীয় গণতন্ত্র নামের একটা হস্তক্ষেপযোগ্য ব্যবস্থা। যে এসব মানবে না, তাকে জোর করে মানানো হচ্ছে। শুরুতে আমি তোমাকে এই প্রশ্নটাই করেছিলাম।

পশ্চিমা সভ্যতার প্রত্যেকটা কনসেপ্ট কেন আমাকে মেনে নিতে হবে?

- 'একটু অ্যাড করি, তিশা', নীরার মনে হলো তিশা হয়তো বুঝে উঠতে পারছে না। **'ইউরোপ তো নারী-ক্ষমতায়ন, নারীমুক্তি, মানবতা, বিজ্ঞান—এসব করে করে উন্নত হয়নি। তাদের উন্নতির পিছনে উপনিবেশ আমলের জুলুম আর শোষণ। তা হলে উন্নত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি নেবার জন্য তাদের ওসব কনসেপ্ট আমাদের মানতে বাধ্য কেন করছে'**, তিশা ভাবছে।

- শুরুতে তোমাকে যে প্রশ্নটা করেছিলাম, তিশা। যার অর্থ আছে, অর্থনীতিতে অবদান আছে, বস্তুবাদী দুনিয়ায় বস্তু কেনার সামর্থ্য আছে, ভোগবাদী দুনিয়ায় ভোগ করার ক্ষমতা আছে সে সম্মান পাবে, তার জন্য চেয়ার ছেড়ে দেওয়া হবে, সমীহের দৃষ্টিতে দেখা হবে। **অর্থকেন্দ্রিক সমাজে ক্ষমতায়ন হতে হলে নারীকে অর্থ রোজগার করতে হবে। ক্ষমতায়ন শুধু অর্থভিত্তিক কেন হবে? তুমি কেন পরম সত্য বলে মেনে নেবে এই মাপকাঠিকে?** বোঝাও আমাকে।

- হুমম, যুক্তি আছে তোমার কথায় ঝিনুক। তবে অর্থই যেহেতু সমাজের চালিকাশক্তি। তাই অর্থের ভিত্তিতেই মর্যাদা নির্ধারিত হবে, এটাই প্র্যাকটিক্যাল, যদিও শোনা যাচ্ছে একটু খারাপ। আচ্ছা, অর্থ না হয়ে, আর কী হতে পারে তোমাদের মতে?

- **অর্থ রোজগার আর যত বেশি সম্ভব ভোগ, দামি গাড়ি-বাড়ি-আইফোন-বিলাসদ্রব্যের সাথে মর্যাদা নির্ধারণ, এটা পুঁজিবাদী-ভোগবাদী সমাজের মানদণ্ড। ইসলাম এই দৃষ্টিভঙ্গি এই মাপকাঠি মানতে বাধ্য না।** অর্থকেন্দ্রিক এই হীন মূল্যায়ন পদ্ধতি ইসলামের না। কোনো মুসলিম এই মনোভাব লালনও করতে পারে না।

- বুঝলাম না। আবার বলো তো কথাটা। ইসলাম এখানে কেন আসবে? এটা তো সামাজিক কাঠামো?

- 'আচ্ছা, একটু ক্লিয়ার করি', নীরা হাল ধরে। 'হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্মের মতো নীতিকথা আর পার্বণসর্বস্ব টাইপ ইসলাম না। ইসলাম একটা ওয়ার্ল্ডভিউ, একটা দ্বীন, একটা টোটাল সিস্টেম। **এই পৃথিবীর প্রতিটা বিষয়কে দেখা-বিচার-মূল্যায়নের জন্য ইসলামের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া।** ঠিক আছে এখন?
- হুমমম। তার মানে বলছিস, **ইসলামের ভ্যালু সিস্টেম আলাদা।** ইসলামের মূল্যায়নটা অর্থভিত্তিক বা সম্পদকেন্দ্রিক নয়। কী সেটা?
- আদর্শ। আদর্শের ভিত্তিতে। ইসলামি আদর্শ যার মাঝে যত, সে তত সম্মানিত। বর্ণ-গোত্র-বংশ-লিঙ্গ-অর্থ মর্যাদার কোনো ভিত্তিই না ইসলামে। **মর্যাদার ভিত্তি একমাত্র তাকওয়া বা স্রষ্টানুভূতি, ইসলামের মূল আদর্শ।**[৬২]
- শুনে ভালো লাগল যে, অর্থের বাইরেও মর্যাদার মাপকাঠি আছে। কিন্তু কার স্রষ্টানুভূতি কেমন তা বোঝার উপায় কী? মনের খবর?
- হ্যাঁ, দারুণ জিনিস ধরেছো তিশা তুমি। মনের অবস্থা বুঝবে কীভাবে। উমার রা. বলেন— আমরা তার বাহ্যিক আমলের ভিত্তিতেই তার অবস্থান নির্ধারণ করব।[৬৩] **ব্যবহার, ইলম, সুন্নাহর প্রতি ভালবাসা, লেনদেন, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক আমল, আদর্শের মানে দ্বীনের খিদমাত—এসবের ভিত্তিতে সামাজিক অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা ঠিক হবে। ইসলামে ক্ষমতায়ন হবে চরিত্র-জ্ঞান-আল্লাহভীতির ভিত্তিতে।** সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

সত্য সামনে এলে, এঁড়ে হবে আরও এঁড়ে। আর বিশ্বাসীর মনের দু-কোণা ভিজে উপচে পড়বে। তিথির কথাগুলোর পার্ফেকশান তিশার সব এলোমেলো করে দিচ্ছে। তিশা চেষ্টা করছে আবার গুছিয়ে ওঠার।

- একটা উদাহরণ দাও দেখি। এমনটা আসলেই হয়েছে কি না।
- যেমন ধরো তিশা, একজন নারী টিচার। মাস শেষে বেতন আনেন। প্রচলিত সিস্টেমে

---

[৬২] নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক তাকওয়াবান। [সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১৩]
জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিতঃ নাবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন **শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাকওয়ার' কারণেই।"** (আহমাদ ২৩৪৮৯, শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ৫১৩৭নং) [ihadis]

[৬৩] কানযুল উম্মাল সূত্রে হায়াতুস সাহাবাহ, শাইখ ইউসুফ কান্ধলভী রহ. ২/৫০২

তিনি সম্মান পাবার যোগ্য, কর্মজীবী নারী, টাকা আনেন, বস্তু কেনেন, পুঁজিবাদের লাভ হয়। বলা হচ্ছে, তার ক্ষমতায়ন হয়েছে। কিন্তু যে আলিমা মাসজিদে দারস দেন টাকা নেন না,[৬৪] তিনি বস্তুবাদী ভোগবাদী সংজ্ঞায় ভার্চুয়ালি বেকার, যেহেতু ইনকাম নেই।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁর এই নিঃস্বার্থ খিদমাতের কারণে, ইলমের কারণে, ইখলাসের কারণে তিনি অনেক বেশি ইজ্জতদার, অনেক বেশি প্রভাবশালী, অনেক বেশি ক্ষমতায়িত নারী।

একইভাবে যে নারী ঘর সামলাচ্ছে, নিজ সন্তানকে পড়াচ্ছে, শিক্ষা দিচ্ছে, দীক্ষা দিচ্ছে, সুস্থতা-খাবারদাবারের খেয়াল রাখছে, সমাজকে ৩টা আদর্শ মানুষ সাপ্লাই দিচ্ছে, স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। সেও নিষ্কর্মা-বেকার এই পুঁজিবাদী সমাজে। তাকে নিয়ে পত্রিকার কলাম হবে 'নারী শিক্ষিত হয়েও বেকার'। ইসলামের দৃষ্টিতে সে বেকার তো নয়ই। ইহকাল ও পরকালে সে সর্বোচ্চ সম্মানিতা নারী। ভ্যালু সিস্টেমের পার্থক্যটা ধরতে পেরেছ?

- 'হ্যাঁ, পারছি। ভালো লাগছে'

যখন কেউ সংশয়ে থাকে তখন গলাবাজি, প্ল্যাকার্ডবাজি করে। চোরের মায়ের গলা বড়ো। জানে ছেলেই দোষী, আবার নিজের ছেলে, নিজেরও অযোগ্যতা যে ছেলেটা চোর; তাকে আবার বাঁচাতেও হবে। কী করবে বুঝে ওঠে না বলে আওয়াজ উঁচু। আর নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত যে, সে থাকে শান্ত-সমাহিত। পৃথিবীতে নিজের অবস্থান নিয়ে সংশয় অস্থির করে ফেলেছে আমাদের মেয়েদের। নিজের অবস্থান, নিজের উপযোগিতা বুঝে গেলেই ঝুম-শান্তি।

- গুড, তা হলে বেকার মানে কী দাঁড়াচ্ছে? ঘরকন্না করা নারীরা কি আসলে বেকার? আজ আমরা না হয় মেডিকেলে পড়ছি। তোমার মা, আমার মায়েরা কি 'বেকার' ছিলেন?

- না, তা কেন হবে। আলবৎ না। ওনারা বেকার হলে আমরা কীভাবে এলাম এতদূর?

- 'হুমম। তারা বেকার, তবে আমাদের বাবাদের সাপেক্ষে। পুরুষের সাপেক্ষে, টাকার চশমায় তো নারী বেকারই। বাবা টাকা আনেন, তিনি 'স-কার', মা টাকা আনেন না, তিনি বেকার। এইটাই বরং পুরুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। Male value system.

নারীরা ঘরে কাজ করেন বা করবেন, এটা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব না। বরং ঘরে নারী কাজ করে বলে নারী বেকার, পুরুষের সাপেক্ষে তার কোনো অবদান নেই। এই

[৬৪] 'শিক্ষা-অশিক্ষা-কুশিক্ষা' গল্পটি দ্রষ্টব্য।

কথাটাই পুরুষকেন্দ্রিক কথা, পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আমাদের নারীবাদীরা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেই কথা বলছে। খেয়াল কর', আসলেই তো তা-ই। কোনো কথাই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না, ধ্যাত। বেজে উঠল নীরার ফোন।

- ঝিনুক , পিৎজা এসে গেছে আমাদের।

- 'ও,' কোনো গভীর থেকে উঠে এল ঝিনুক। 'নিয়ে আয়, ওখানে প্লেটগুলো ধুয়ে রেখেছি। পানিও আনা আছে।' তিশা এখনও গভীরেই আছে, উঠে আসতে পারেনি। ঝিনুকের লাস্ট কথাটা ভাবছে। আসলেই তো, **নারীবাদীরা তো Male value system-এই নারীকে বিচার করছে।**

- বলো ঝিনুক।

- যা বলছিলাম। বেসিক্যালি, 'শিক্ষিত হয়েও নারী বেকার' মানে, পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে তুমি বেকার। সার্ভিস নেবার জন্য শিখিয়েছি পড়িয়েছি, এখন বলছ সার্ভিস দেবে না। যাও, তুমি বেকার, নিষ্কর্মা। **পুঁজিবাদকে যে সার্ভিস দেয় না সে বেকার।** উৎপাদনে যার অংশ নেই, সে বেকার। ইসলাম এই অর্থের নিক্তিতে সবকিছু মাপাকেই স্বীকার করে না।

- হুমমম, তা হলে ইসলাম আর পুঁজিবাদের স্কেলটাই আলাদা, তাই তো? মেক্স সেন্স।

- হ্যাঁ। আর **অর্থই যেহেতু আমাদের ক্ষমতায়নের একমাত্র মাপকাঠি না, সুতরাং ইসলামের ভ্যালু সিস্টেমে নারীর ঘরের কাজ আর পুরুষের বাহিরের কাজ সমান। নারী ঘরে কাজ করেও ক্ষমতায়িত।**

একজন নারী সাহাবি এসেছেন, নাম আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা.। এসে নবিজিকে জিজ্ঞেস করছেন: আমরা তো ঘরে থাকি আর আপনাদের সন্তান ধারণ করি। আর পুরুষ জানাযা ও জুমআয় শরীক হয়, অসুস্থকে দেখতে যায়, হাজ্জের পর হাজ্জ করে, এবং তার চেয়েও বেশি করে মানে জিহাদে যায়। অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়। যখন পুরুষ জিহাদে-হাজ্জে-উমরায় যায়, আমরা তাদের সম্পদ দেখাশোনা করি, তাদের জন্য কাপড় বুনি, তাদের বাচ্চাদের লালনপালন করি। আমরা কী পুরস্কারের অংশ পাব না? নবিজি বললেন : গিয়ে সব মেয়েদের জানিয়ে দিয়ো। **স্বামীর খেয়াল রাখা, তাকে সন্তুষ্ট রাখা এবং তার সম্মতি নিয়ে বের হওয়া— এই ক'টা কাজ যদি করো, সমান প্রতিদান মিলবে তোমাদের।**[৬৫]

অর্থাৎ **নারী-পুরুষ দুজনার কর্মক্ষেত্র প্রতিদানের দিক দিয়ে সমান। ইসলামের ভ্যালু সিস্টেম এটাই।**

---

[৬৫] উসদুল গাবাহ, ইবনুল আসীর, ১/১৩১৩

পিৎজা-পার্টির ইন্তেজাম চলছে। চেয়ে চেয়ে ওদের দুজনের কাজ করা দেখছে তিশা। অন্যসময় হলে হয়তো নিজেও উঠে হাত লাগাত। ভাবছে, মেয়ে দুটো এত উইয়ার্ড (আজীব) কেন। আজীব সব চিন্তা-ভাবনা। কীভাবে পারে এত উজান ঠেলে ভাবতে। আমি তো পারি না।

রোজগেরে

- 'আচ্ছা ঝিনুক। যে প্রশ্নটা করতে চাচ্ছিলাম। তোমরা খাবার রেডি করতে গেলে। তা হলে নারী কি জিডিপিতে[৬৬] অবদান রাখবে না? দেশকে এগিয়ে নিতে নারীর ভূমিকাটা থাকল কোথায়? গাড়ির এক চাকা ছোটো আর এক চাকা বড়ো থাকলে গাড়ি এগোবে কীভাবে?

- **ইসলামের দৃষ্টিতে চাকা তো সমানই। পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে, নারীবাদের দৃষ্টিতে, Male value system-এই না একটা ছোটো, একটা বড়ো।**

- ও, আচ্ছা আচ্ছা।

- আর নারী জিডিপিতে অবদান রাখবে, আলবৎ রাখবে। কীভাবে রাখবে বলছি। তার আগে জিডিপির কারচুপিটা জানতে হবে। এতক্ষণ আমরা **অর্থের ভিত্তিতে সামাজিক ভ্যালু সিস্টেম দেখলাম। আর জিডিপি হলো, শুধু অর্থ ও উৎপাদনের ভিত্তিতে উন্নতিকে মাপার রাষ্ট্রীয় ভ্যালু সিস্টেম।** বাচ্চাদের জন্য খেলাধুলার একমাত্র মাঠটা জিডিপিতে কোনো অবদান রাখে না, কিন্তু সেখানে একটা সুপারমল হলে সেটা আসবে জিডিপিতে। কেন বল তো?

- 'কারণ সেটা থেকে কোনো উৎপাদন আসে না', তিশার দিকে সেভেন-আপ এগিয়ে দিল নীরা।

- এমনি করে জিডিপিতে কোনো জায়গা নেই মাসজিদের, যেখান থেকে একবুক শান্তি নিয়ে হতাশা ঝেড়ে থুয়ে যায় মানুষ। জায়গা নেই পলান সরকারের, জায়গা নেই পরিবেশবাদীদের যারা একটু অক্সিজেন চেয়ে আন্দোলন করছেন। জায়গা

[৬৬] প্রায় ৮০ বছর আগে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ James Meade এবং Richard Stone জাতীয় আয় হিসেবের একটা সিস্টেম বানান যা আজ গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গৃহীত। একে বলা হয় কোনো দেশের Gross Domestic Product (GDP).

নেই রত্নগর্ভার, যে রাতদিন খেটে বড়ো করেছে সাত সাতটা রত্ন, যারা বড়ো হয়ে অবদান রাখছে জিডিপিতে। এদের শ্রমের কোনো আর্থিক ভ্যালু না থাকায়, এগুলো জিডিপিতে আসে না।[৬৭] অথচ এগুলো ছাড়া সব ধ্বংস হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাব আমরা।

- এগুলোই তো বড়ো বড়ো উন্নয়ন। তা হলে জিডিপির কনসেপ্টটাই ত্রুটিপূর্ণ?

- হ্যাঁ। কয়েকটা সংখ্যা দিয়ে উন্নয়ন ডিফাইন করার এক ভয়ংকর খেলা। এই পঙ্গু মাপকঠিতে একজন নারীর ঘরের কাজ, সন্তান পালনকে দেখা হয় নিচু চোখে, প্রমাণ করা হয় নিচু। নারীকে সাব্যস্ত করা হয় বেকার। আর পুরুষের অর্থ-বস্তু-ভোগ্যের প্রতিযোগিতা সেখানে অর্থময়। কারণ **ঘরের কাজ নিজে করলে জিডিপিতে আসে না, লোক রেখে করালে জিডিপিতে আসে। নিজের বাচ্চা নিজে পাললে পুঁজিবাদের ঘরে ফসল ওঠে না, ডেকেয়ারে-কিন্ডারগার্টেনে দিয়ে আসলে লাভ। বুঝলে তো?**

- 'অবশ্য এখন তো আবার নারীর ঘরোয়া কাজকর্মকেও জিডিপির অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছে অর্থনীতিবিদরা,[৬৮] নে শেষ কর', নীরা পিৎজার শেষ স্লাইসটা তিশাকে এগিয়ে দিল।

- 'ঠিকই তো, মাস শেষে পরিবারের যে সেভিংসটা ব্যাংকে জমায় পুরুষ। সেটা তো নারীরই ইনকাম। নারী যদি ঘরে কাজ না করত, তা হলে ঐ কাজগুলো করিয়ে নিতে পুরুষের ঐ সেভিংসটা খরচা হয়ে যেত। সুতরাং ঐ সেভিংসটাই নারীর উৎপাদন', আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে তিশা।

- 'ইনফ্যাক্ট, আরও বেশি। নারীর ঘরের কাজকে টাকায় পরিণত করলে তা পুরুষের ইনকামের ২-৩ গুণ বেশিই হবে।[৬৯] তা হলে খেয়াল করে দেখ, **নারী কিন্তু ঘরে জাতির অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেই চলেছে। তুমি হিসেবে আনছ না, সেটা তোমার**

[৬৭] পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

[৬৮] https://thefinancialexpress.com.bd/views/womens-household-work-in-gdp-1504622181
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/why-economic-policy-overlooks-women/
https://www.thedailystar.net/business/include-womens-household-contribution-gdp-1445662

[৬৯] গবেষণায় এসেছে, non-SNA [System of National Account] কাজে নারীদের কাজের চাপ ও সময় পুরুষের চেয়ে ৩ গুণ বেশি। "Women's Unaccounted Work and Contribution to the Economy"-নামের স্টাডিতে পাওয়া গেছে, যদি নারীর এই ঘরের কাজকে টাকায় পরিণত করা হয় তাহলে তা দাঁড়াবে জিডিপির ৭৬.৮% থেকে ৮৭.২%। বেতনভুক্ত আয়ের চেয়ে তা ২.৫ থেকে ২.৯ গুণ বেশি।
[https://www.thedailystar.net/backpage/news/include-womens-unpaid-work-gdp-estimation-1755115]

হিসেবের দোষ। এখন দাবি করা হচ্ছে, যেন কাউন্ট করা হয়। তার মানে ভূমিকা **ছিলই, কাউন্ট হয়নি এতদিন। চাকা কিন্তু দুটো সমানই,** দেখতে পায়নি এতদিন, **দেখার ভুল ছিল'**, সন্দেহের কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দেয় নীরা।

- 'ডেফিনিটলি', ঝিনুক টিস্যু এগিয়ে দেয়।

- তা হলে তোরা কি পাশ করার পর চাকরি করবি না? ইসলাম কি মেয়েদের রোজগার একেবারেই নিষেধ করে?

- 'এবার আসো জায়গামতো', ঝিনুক এসে বসে তিশার সামনের চেয়ারটায়। **'পুঁজিবাদ যেমন চাকুরি, রোজগার বা উৎপাদনকেই সার্বজনীন প্রথম কাজ মনে করে, ইসলাম তা মনে করে না।** ইসলাম বলে, রিযকের স্রষ্টা, ভাণ্ডারের মালিক ও বণ্টনকারী আল্লাহ খোদ। এবং **রোজগার বা উৎপাদন বা ভোগ ফিক্সড, পূর্বনির্ধারিত।** আমাদের **প্রচেষ্টা এটা বদলাতে পারে না।**

তবে আমার ভোগ্য অংশটুকু আমার কাছে সহজে আসবে, না হাড়ভেঙে আসবে, সওয়াবের সাথে আসবে নাকি গুনাহের সাথে আসবে— এটার সম্পর্ক আমার **প্রচেষ্টার সাথে।** ইসলামের দৃষ্টিতে কামাই কেবলই রিযিক আসার একটা রাস্তা খোঁজা, ক্যারিয়ারিজমের নেশা না। যতই উপরের পোস্টে ওঠো, তোমার বরাদ্দ অপরিবর্তনীয়। বাড়বে না, কমবেও না।

- 'তোর একঢোক পানিও হয় তুই খেয়ে, না হয় স্যালাইনে পুশ নিয়ে যাবি দুনিয়া থেকে, এর আগে না', নীরা মিলিয়ে দিল।

- সুতরাং **দাসত্ব 'ক্যারিয়ার'-এর না, গোলামি রিযিকের না। করতে হবে রাযযাকের দাসত্ব।** রিযিকদাতা তা হলে সহজে, কম কষ্টে আমার রিযিকটুকু আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।[৭০]

আর আগে তো বললামই, মর্যাদার সাথে কামাইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।[৭১] ওটা পুঁজিবাদের স্ট্যান্ডার্ড। আর ইসলামের স্ট্যান্ডার্ড হলো, রোজগার পুরুষের দায়িত্ব

[৭০] রিযিক কতগুলো রাস্তায় আল্লাহ পৌঁছান সেটা দেখুন পরিশিষ্ট ৩।

[৭১] 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান; যে অধিক মুত্তাকি বা আল্লাহভীরু।' [সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩]

এবং পুরুষের জন্য ফরজ।[৭২] নিষ্কর্মা ঘরে বসে থাকা পুরুষের জন্য নাজায়েয। আর নারীর জন্য জেনারেল রুল হলো, নারী ঘরে থাকবে, প্রয়োজন না হলে বাইরে যাবে না, এবং ঘরের দায়িত্বগুলো পালন করবে।[৭৩] এটা হলো জেনারেল রুল। **নারীপুরুষের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ও সমান গুরুত্বপূর্ণ, পরিপূরক। একটা ছাড়া আরেকটা অসম্পূর্ণ।** এবং **এই আলাদা আলাদা দায়িত্ব পালন যার যার উপর ওয়াজিব।[৭৪] ক্যারিয়ারের জন্য সন্তানের স্বাস্থ্য-দীক্ষা-মানসগঠন বিসর্জন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ইসলামে, একজন নারীর ক্ষেত্রে। আয়নায় নিজেকে দেখে খুশি হওয়ার জন্য পরিবারের দায়িত্ব আধাখেঁচড়া করে নিলাম, এই কম্প্রোমাইযের বৈধতা ইসলাম দেয় না।** ইসলাম বলে চাকা দুটোই সমান, তোমার চাকা ছেড়ে বাইরে এসে তোমার চাকাটাই তুমি ছোটো করে ফেললে।

এখন, এরও ব্যত্যয় আছে।[৭৫] যার কোনো রোজগারের পুরুষ নেই সে কী করবে?

- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই বলতে চাচ্ছিলাম?', কঠিন কঠিন কথার পর একটা মাটি পাওয়া গেল পায়ের নিচে, যাক। 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'- বাণীতে টেগোর।
- যদি রাষ্ট্র খিলাফত হত, সেই অসহায় নারীর ভাতার ব্যবস্থা করা খলীফার দায়িত্ব।[৭৬] কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে?

---

[৭২] রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: জীবিকা-অনুসন্ধান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। [আল-ফিরদাউস, হাদিস নং ৩৯১৮, দাইলামি; একজন বর্ণনাকারী দুর্বল] অপর এক বর্ণনায় নবিজি বলেন: ফরজ সালাতের পর জীবিকা অনুসন্ধান হলো ফরজের পর ফরজ। [তাবারানি, বাইহাকি সূত্রে *আল-কাসব*, ইমাম মুহাম্মদ রহ. অনুবাদ: *'জীবিকার খোঁজে'*, মাকতাবাতুল বায়ান]
ইমাম মুহাম্মদ আশ-শাইবানী রহ. বলেন: জ্ঞানান্বেষণ যেভাবে ফরজ, জীবিকা-অন্বেষণও সকল মুসলিমের জন্য সেভাবে ফরজ। যেহেতু জীবিকা উপার্জন ছাড়া ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় না, সেহেতু জীবিকা উপার্জন ফরজ; ঠিক যেভাবে সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রিতা অর্জন ফরজ। [*'জীবিকার খোঁজে'*, ইমাম মুহাম্মদ রহ., মাকতাবাতুল বায়ান, পৃ: ২৪]

[৭৩] **নিজেদের গৃহ মধ্যে অবস্থান করো। এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িয়ো না।** নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তো চান, তোমাদের নবি পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে। [সুরা আহযাব ৩৩:৩৩]
ইবনু হাজার আসকালানী রহ. বলেন: 'এটিই প্রকৃত ও মৌলিক আদেশ'। আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন: এর অর্থ এইযে, আল্লাহ মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে বসবাস ও অবস্থান করতে আদেশ করেছেন'।

[৭৪] তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, সূরা নিসা ৩৪ নং আয়াতের তাফসীর।

[৭৫] রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান সাওদাহ রা.-কে বলেন: 'প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন'। [বুখারি]

[৭৬] ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খলীফা অসহায় মুসলিমদের দেখভালের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বাইতুল মালের অর্থ থেকে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা খলীফার কর্তব্য। (বিস্তারিত দেখুন- আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ৮/১৩; বাইতুল মাল দ্রষ্টব্য। রদ্দুল মুহতার : ৫/৪১৩।) –শারঈ সম্পাদক

- 'হ্যাঁ, আর্নিং পুরুষও নেই, খলীফাও নেই। এখন?', তিশার কণ্ঠে জয়ের আমেজ।

- যে না খেয়ে মারা যাচ্ছে, আশেপাশে শুকর ছাড়া কিচ্ছু নেই। তার জন্য জীবন ধারণ পরিমাণ এবং অন্য খাবার না পাওয়া পর্যন্ত শুকর খাওয়ারই অনুমতি আছে।[৭৭] সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে। নিরুপায়ের জন্য তাও জায়েয, যা অন্যদের জন্য নাজায়েয। এখন তুমি কতটুকু নিরুপায়, সেটা তো আল্লাহ জানেনই, এখানে তো আর ফাঁকিঝুকি তো চলছে না।

- 'কিন্তু কতজন নারী নিরুপায় হয়ে ইনকামে আসে? অধিকাংশই আসে জীবনমান উন্নত করতে আর মর্যাদার জন্য', নীরাটা বাগড়া দিয়ে দিল।

- ঠিক বলেছিস নীরা। ইসলামের কিছু বেসিক নীতিমালা আছে। সেগুলো পূরণ করে নারীকে কামাইয়ের অনুমতিও দেওয়া আছে। তবে সেটা **বিশেষ প্রয়োজনে জীবিকার খাতিরে কামাই; বিলাসিতা বা মর্যাদার জন্য কামাই না। । রোজগার করতে পারবে, কিন্তু এই বেসিক নীতিমালা ভাঙা যাবে না। কামাই না করার জন্য আল্লাহ নারীকে ধরবেন না, ধরবেন পুরুষকে। তবে নারীকে আবার ধরবেন এই কয়েকটা বেসিক ইস্যুতে।**

- কেমন সেটা?

- '**এক, দাম্পত্য বেসিক** : স্বামীর অনুমতি লাগবে', মাস্টারের মতো দেখাচ্ছে ঝিনুককে। '**পরিবার একটা ইন্সটিটিউশন। এখানে অ্যাডমিন লাগবে। অ্যাডমিন ছাড়া একটা স্ট্রাকচার চলবে না। একটা অফিস চলে না, স্কুল চলে না, দোকান চলে না। এটার চেয়ে সরল কথা আর কিছু নাই। উভয়ে পরস্পরের সমতুল্য[৭৮] কিন্তু একজন অ্যাডমিন।**[৭৯] কেন সে অ্যাডমিন এটা আরেক আলাপ, ঠিক আছে?'।

- ওকে, ফাইন।

- **দুই, পারিবারিক বেসিক** : সন্তান। মাকাসিদুশ শারীআ বা ইসলামি শারীআর উদ্দেশ্য হলো, ৫টা ভাইটাল জিনিস সবার জন্য নিশ্চিত করা। পুরো মানবপ্রজাতির জন্য। ইসলামের টোটাল সিস্টেম এই ৫টা জিনিসকে নিশ্চিত করে :[৮০]

---

[৭৭] সূরা বাকারা : ১৭৩

[৭৮] 'সুষমা' গল্পটি দেখুন।

[৭৯] 'কর্তা-কর্তৃত্ব-কর্তব্য' গল্পটি দ্রষ্টব্য।

[৮০] পড়তে পারেন 'ইসলামী শরীয়াতে আযীমাত ও রুখসত', ড. মোহাম্মদ অলী উল্যাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন। দেখুন পরিশিষ্ট ৪।

আকল বা যুক্তি-বিবেকের সুস্থতা নিশ্চিত করা

জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

সম্পদ রক্ষা

প্রজন্মের সুস্থতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা

দ্বীন মানে যে সিস্টেমটা এইগুলোকে রক্ষা করবে সেই সিস্টেমটাকে রক্ষা। আসলে সিরিয়ালে এটাই ফার্স্ট। কারণ এটা না থাকলে বাকিগুলো নিশ্চিত করবে কে?

যে আবশ্যক মৌলিক বিধানগুলো ৫টা জিনিসকে রক্ষা করে সেগুলোকে বলে **'জরুরিয়াতে দ্বীন'**, ইসলামের জরুরি উদ্দেশ্য।

এর নিচের লেভেলকে বলে **'হাজিয়াতে দ্বীন'**, মানে হলো যে বিধানগুলো থাকলে সহজভাবে সাবলীলভাবে এই পাঁচটা অনায়াসে সিওর করা যায়। না থাকলে জীবন বিপন্ন হয় না ঠিক, তবে সাময়িক অসুবিধা হয়। এগুলো আগের ৫ টাকে আরও নিশ্চিত করে।

এর নিচে আছে **'তাহসিনিয়াত'** বা শোভাবর্ধনকারী বিষয়। যেগুলো না থাকলে জীবনও বিপন্ন হবে না, বা অসুবিধাও হবে না। তবে থাকলে বা মেনে চললে শিষ্টাচার-মূল্যবোধ-আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

আরও চমৎকার চমৎকার বিষয় আছে ভিতরে। অংকের মতো। পরে একদিন বলব ইন শা আল্লাহ।

- 'সমস্যা নেই। মনে হচ্ছে আরও তোমাদের রুমে আসতে হবে আমাকে', শীতল কণ্ঠে বললেও ভিতরের ভালো লাগাটা টের পাওয়া গেল।

- সুস্থ, বিবেকবান, দ্বীনদার, আদর্শবান প্রজন্ম রেখে যেতে হবে দুনিয়াতে। এটা ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য, জরুরিয়াত। এর মূল ভূমিকা মায়ের। এক্ষেত্রে মায়ের কোনো বিকল্প নেই। লিটারালি কোনো বিকল্পই নেই। সন্তানের জন্য মায়ের যে ভূমিকা, পুরো দুনিয়া মিলে সেই ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

- এখানে একটা কথা আছে, ঝিনুক। সন্তান কি শুধু মায়ের, বাবার না? তা হলে মা-ই কেন কম্প্রোমাইজ করবে?

- আবার পুঁজিবাদের স্ট্যান্ডার্ডে চলে গেলাম আমরা। পুঁজিবাদ-নারীবাদ বলছে নারী-পুরুষ দুজনেই বাইরে কাজ করে টাকা কামাবে এবং বাচ্চা পালা নীচু কাজ, ক্যারিয়ার উঁচু কাজ। তাই এখানে কে নীচু কাজের জন্য উঁচু ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস করবে, সে

আলাপটা আসে।

ইসলামের স্ট্যান্ডার্ড হলো, ঘর ও কামাই—গুরুত্ব হিসেবে সমমানের কাজ। নারী মায়ের দায়িত্ব পালন করবে, পুরুষ বাবার। সন্তান দুজনের। এবং **সন্তানের স্বার্থেই বাবা বাইরে বাইরে কাজ করবে, মা সন্তানের সাথে লেপ্টে থাকবে ঘরে।** এটাই শিশু-নারী-পুরুষের বায়োলজি। এবং বায়োলজির স্রষ্টা সেই দায়িত্বই তাদের বণ্টন করেছেন যেটা বায়োলজির অনুকূল। এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ, কোনো স্যাক্রিফাইস-এর প্রশ্নই নেই। **মায়ের কাজ, বাবার কাজ ইসলামে আলাদা; এবং মায়ের কাজ কখনোই বাবা-দাদী-বুয়া দিয়ে হয় না।**

রিসার্চ বলছে—মাতৃস্নেহ বিষয়টা সরাসরি অক্সিটোসিন হরমোনের সাথে রিলেটেড,[৮১] যা একজন নারীর শরীরে থাকে অনেক বেশি। অন্যদিকে টেস্টোস্টেরন হরমোন এই 'বাচ্চা-পালা'র ঝোঁক কমিয়ে দেয়, যা বাবাদের বেশি।[৮২] যেমন, একজন বাবা নিজের ছেলের সাথে যে পরিমাণ সময় দিয়েছে, দাদা হবার পর নাতিকে সময় দেয় বেশি। কারণ তার টেস্টোস্টেরন এখন পড়তির দিকে।

- 'একজন বাবা বড়োজোর সন্তানের সাথে খেলতে পারে। ছেলেদের ব্রেনের নকশা সবকিছুকে 'অবজেক্ট' হিসেবে নেয়, বাচ্চাকেও সে একটা খেলনার মতোই মনে করে। বড়োজোর কষ্ট করে কয়েকদিন কিছু যত্ন নিতে পারে, যা বাপকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হয়।' নীরা জুড়ে দেয়।

'কিন্তু মা-শিশু যে স্পেশাল বন্ধন, সেটা মেয়েদের শিখিয়ে দিতে হয় না।

> বাচ্চার কান্নায় মায়ের অক্সিটোসিন হরমোনে বান ডাকে, ফলে মায়া উথলে ওঠে, মা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।
>
> বাচ্চাকে ছাড়া মায়ের খালি-খালি লাগে, মনে হয় শরীরের একটা অঙ্গ নেই।
>
> বাচ্চার অস্ফুট কান্না-নড়াচড়া-চেহারার ভঙ্গি-কান্নার অর্থ মা বুঝতে পারে।

এগুলো সব মেয়েদের ব্রেনের নকশায়ই থাকে,[৮৩] যে নকশা গড়ে ওঠে মেয়েশিশু যখন মায়ের পেটে, তখনই', ঝিনুক দম নেয় খানিক।

- 'পশুর বাচ্চারা তো হয়েই দৌড়োয়, মানুষের বাচ্চা কী পরিমাণ অসহায়। মা ছাড়া তো

---

[৮১] *Sex differences in the recognition of infant facial expressions of emotion: The primary caretaker hypothesis, Ethology and Sociobiology,* Volume 6, Issue 2, 1985, Pages 89-101

[৮২] *Biological Limits of Gender Construction,* J. Richard Udry, *American Sociological Review,* Vol. 65, No. 3 (Jun., 2000), pp. 443-457 (15 pages)

[৮৩] *Brain sex,* Anne Moir PhD & David Jessel

কল্পনাই করা যায় না', নীরা ফুট কাটে।

- শুধু তাই নাকি...

সন্তান ধারণের জন্য নারীকে শারীরিকভাবে প্রস্তুত হতে হয়,

বয়ে বেড়াতে হয়,

দরকার পড়ে প্রচুর বিশ্রামের,

জন্মদানের চূড়ান্ত যন্ত্রণা সইতে হয়,

একেবারে নাজুক মানবশিশুটির সাথে লেপ্টে থাকতে হয়,

তার সুষ্ঠু বিকাশ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়,

ব্যবহার করতে হয় উদ্ভাবনী ক্ষমতা।

মানব প্রজাতিকে পৃথিবীতে আনা ও যোগ্য করা নিজেই এতবড়ো গুরুদায়িত্ব, যা একাই পুরো দিন দাবি করে, পুরো শক্তি দাবি করে, পুরোটা মেধা দাবি করে। প্রজাতি টিকিয়ে রাখতে যে সীমাহীন কষ্ট আমাদের সহ্য করতে হয়, তার বদলায় ইসলাম আমাদেরকে বাকি সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। কামাই, জিহাদ, জামাআতে নামাজ, প্রশাসন—সব ভারি দায়িত্ব থেকে নারীকে দূরে রেখেছে ইসলাম। আজ যে নারী ঘর-বাহির দুটোই সামলাচ্ছে, লাভ হচ্ছে পুঁজিবাদের। মাঝখান থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে নারীর শরীর।[৮৪]

- 'আর বাচ্চার ভবিষ্যৎও তো যাচ্ছে। কর্মজীবী মায়েরা যে দুধ গেলে রেখে যায়, ভাবছে দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। রিসার্চে দেখলাম, সরাসরি বুক থেকে খেলে ভালো ব্যাকটেরিয়া বেশি ঢোকে বাচ্চার পেটে যা, বাচ্চার পেটে কলোনি তৈরি করে, ফলে খারাপ ব্যাকটেরিয়া ঢুকে সুবিধা করতে পারে না, অ্যাজমা-এলার্জি প্রতিরোধ করে, বাচ্চা মুটিয়ে যায় না। আর গেলে রাখা দুধে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকে বেশি। বাচ্চার রোগ-প্রতিরোধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতি করে।[৮৫]

আর, **বাচ্চারা শুধু বুকের দুধের জন্যই মায়ের উপর নির্ভরশীল, তা তো না। মায়ের স্পর্শ, মায়ের উপস্থিতি তার মানসিক গঠন ঠিক করে দেয়।** আরেকটা রিসার্চ পড়লাম সেদিন। ঝিনুক, তোকে দেখালাম না? বাচ্চার ১ম বছরে যেসব মায়েরা জবে থাকে ফুলটাইম, সেসব বাচ্চার ৩ বছর, ৪ বছর ও গ্রেড-১ এ বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রোথ তুলনামূলক কম। এবং এসব মায়েদের ডিপ্রেশন হবার হার 'বেকার' মায়েদের চেয়ে

---

[৮৪] দেখুন 'সুষমা' গল্পটি।

[৮৫] *Composition and Variation of the Human Milk Microbiota Are Influenced by Maternal and Early-Life Factors;* Meghan Azad et. al.; *Cell Host & Microbe,* 2019; 25 (2): 324

বেশি।'[৮৬] নীরা ভালোই ঘাঁটাঘাটি করে আজকাল।

- 'সুতরাং বোঝা গেল তিশা। **আমার খেয়ালখুশি, স্বাবলম্বী হওয়ার সুখের বিনিময়ে দুনিয়াতে অসুস্থ-আনফিট-স্বল্পবুদ্ধি প্রজন্ম রেখে যাব, এই অনুমতি ইসলাম দেয় না।** নারীর প্রথম ক্যারিয়ার তার ঘর-সন্তান-স্বামী। এবং এটা পুরুষের ক্যারিয়ারের সমমর্যাদার', নরম নরম সুরে এত শক্ত শক্ত কথা বলতে পারে মেয়েটা।

'আরেকটা যে বেসিক নীতির কথা বলছিলাম সেটা হলো **সামাজিক বেসিক**: পর্দা। **পর্দা মানে শুধু বোরকা না। পর্দা একটা লাইফস্টাইল। আমার কথা, হাসি, মেলামেশা, বাইরে যাওয়া, দেখা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরে অবস্থান সবকিছুই এর আওতায়। এবং এটা শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ও না, শুধু নারীর বিষয়ও না। একটা সামাজিক ইস্যু।** বিপদে পড়লে জীবিকা উপার্জন নারী করবে কিন্তু পর্দার হুকুম নষ্ট না করে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা না করে। সেজেগুজে বের হওয়া, পুরুষদের সাথে কাজ করা, কথা বলা, হাসিঠাট্টা-তামাশা, সহশিক্ষা এসব ইসলাম অনুমোদন দেয় না'। একটা বই দিবনে তিশা তোমাকে, পড়ে দেখো, পর্দার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে।[৮৭]

- 'হা-হা-হা, এত কঠিন শর্ত পূরণ করে আবার রোজগার সম্ভব নাকি? এর চেয়ে বলে দিলেই তো হত-নারীর রোজগার করা নিষেধ', গলায় উত্তাপ তিশার।

- আজকের সেকুলার সমাজে আছ বলে তোমার মনে হচ্ছে সম্ভব না। আজ সমাজ-রাষ্ট্র-বাজার-আদালত কোথাও ইসলাম নেই। শুধু মাসজিদ-মাদরাসা ছাড়া। **এজন্য আজ এই শর্তগুলো মেনে নারীর রোজগার আসলেই কঠিন, প্রায় অসম্ভবই বলা যায়।**

ভিন্ন একটা চিত্র কল্পনা করো তিশা—ইসলামি সমাজ, ইসলামি রাষ্ট্র, ইসলামি

---

[৮৬] *First-Year Maternal Employment and Child Development in the First Seven Years;* Brooks-Gunn et. al. 2010, [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4139074/pdf/nihms203165.pdf] পুরোপুরি স্বীকার করতে লজ্জা-ভয় পেয়েছে। তবে এটুকু স্বীকার করেছে যে, প্রমাণ মিলেছে। কীভাবে পুঁজিবাদ 'বিজ্ঞান'কে প্রভাবিত করে কাংক্ষিত ফলাফল বের করে নেয়, পরিশিষ্ট ৫ এ দেখুন। ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯০ সালে পর পর ৩ টি রিসার্চের ফলাফলের উপর University of London-এর প্রোফেসর Jay Belsky সিদ্ধান্তে আসেন: 'মানে হল: ছোটবয়েস থেকে দীর্ঘসময় বাচ্চাকে মা ছাড়া অন্য কারও কাছে রেখে পাললে (early and extensive nonmaternal care), পরবর্তীতে পিতামাতার সাথে সন্তানের দূরত্ব বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। সন্তানের ভিতরে রাগ-জেদ ইত্যাদি আগ্রাসী স্বভাব বৃদ্ধি পায়। বাচ্চা বয়সে, স্কুলে যাবার আগের বয়সে এবং প্রাথমিক ক্লাসগুলোতে কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক বিকাশ হয় না (noncompliance)'। পুঁজিবাদী-নারীবাদী মতের বিরুদ্ধে হওয়ায় এরপর বেচারাকে ধুয়ে দেওয়া হয়। তারপরও ২০০১ সালে *Journal of Child Psychiatry and Psychology*-তে তিনি নিজ মতের উপর অটল থাকেন। [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11693581#]

[৮৭] দেখুন *'মানসাঙ্ক'*, সমর্পণ প্রকাশনী।

বাজারব্যবস্থা, ইসলামি বিচারব্যবস্থা। হাসপাতালে সেকশন আলাদা; গার্মেন্টসে ফ্লোর আলাদা স্কুল-কলেজ পৃথক; মার্কেট আলাদা। দেখ, এখন আর কঠিন না। ইসলামের ইতিহাসে নারীরা রোজগার করেননি? করেছেন। গণহারে সবাই করেননি, শারীআর সীমার মাঝে থেকেই যাদের প্রয়োজন তারা রোজগার করেছেন, পূর্ণ পর্দার সাথেই শিক্ষকতা করেছেন। তথাকথিত জিডিপিতে অবদানও রেখেছেন অনেকে।

- 'খাদিজা রা.ও তো ব্যবসা করতেন। আয়িশা রা. চিকিৎসা করতেন, তাই না?', এইটুকু জানেনা এমন মেয়ে খুঁজে পাবেন না নিশ্চিত।

- 'হ্যাঁ, নিজে সরাসরি কাজে যেতেন না। লোক খাটাতেন, আমাদের নবিজিও ﷺ তাঁর অধীনে চাকরি করতেন। তবে ইসলামের পূর্বে কে কী করেছেন এটা অবশ্য দলিল না', নীরা ঝটপট সাফ করে দিল।

আর আম্মাজান আয়িশা রা. যে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা করেছেন, সেটা পর্দার হুকুম নাযিলের আগের বিষয়। সেজন্য এখন সেটাও আমাদের অনুকরণীয় নয়। তবে আগে যে তিনটা শর্ত বলল ঝিনুক, সেটাকে ঠিক রেখে নারী পেশা নিতে পারে। শুধুমাত্র জীবিকার তাগিদে। ভোগবাদী দুনিয়ায় ভোগের সামর্থ্য অর্জন করে সমাজে সম্মান খুঁজতে না।

আর এখন তো আরও সহজ, তিশা। **এখন ই-কমার্সের যুগ, ফ্রিল্যান্সিং-এর যুগ, অনলাইন জার্নালিজমের যুগ। শর্ত লংঘন না করেই কতকিছু করা যায়। অনেক মেয়েরা করছেনও।**

- ঠিক বলেছিস ঝিনুক, এখন অনেক স্কোপ। আবার দেখো তিশা, যখন ছাপাখানা ছিল না, তখন হাতের লেখার খুব দাম ছিল, এটাই ছিল একটা শিল্প, অনুলিপি শিল্প। ক্যালিগ্রাফি বলে যাকে। মুসলিম স্পেনের মেয়েরা, বাগদাদের মেয়েরা কুরআন কপি করত, বিভিন্ন বইয়ের কপি তৈরি করত। **হিজরি পাঁচ শতাব্দীতে শুধু গ্রানাডার রাবাদে ১৭০ জন নারী কুফী হস্তাক্ষরে কেবল কুরআন কপি করতেন, অন্যান্য বইয়ের কথা বাদ দিলাম।[৮৮] একটা শহরের এলাকায় এই অবস্থা। এই কপি বিক্রি করে যে অর্থ আসত, তা দিয়ে শত্রুর হাতে বন্দি মুজাহিদদের মুক্তিপণ দেওয়া হত।** তা হলে সো-কল্ড জিডিপিতেও অবদান নারী রেখেছে কি না?

- হুমমম।

- আসলে কি জানো তিশা? কেবলই যেটা বললাম, শিল্প-বিপ্লবের আগে ছিল কুটির

[৮৮] *ইসলামি সভ্যতায় নকলনবিশির কথকতা*, মুজাহিদুল ইসলাম; *ফাতেহ২৪ সাপ্তাহিকী*, ১৮ জানুয়ারি ২০২০

শিল্পের যুগ। **পুঁজিবাদের উত্থানের আগে তো ঘরই ছিল উৎপাদনের উৎস।** তখন সারা দুনিয়ার মেয়েরাই ঘরে কাজ করে জিডিপিতে অবদান রাখত। সুতরাং ঘরের **মূল দায়িত্ব পালন, শর্ত পূরণ ও উৎপাদনে অংশ নেবার মধ্যে টক্কর লাগত না।**

যখন পুঁজিবাদের বিকাশ হলো বৃহৎশিল্পের হাত ধরে। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে গেল। উৎপাদনে অবদান রাখতে মেয়েদের তাই এখন বাইরে আসার আওয়াজ দিচ্ছে পুঁজিবাদ।

- **'আজ মেয়েদের বাড়ি রেখে গার্মেন্টসে এসে যে কাজটা করতে হচ্ছে,** আগে তো **সে কাজটাই ঘরে ঘরে হতো।** আমাদের **ঘরের মসলিন-সিল্ক**-কিংখাব-প্রিন্টের **কাপড়, এমব্রয়ডারি, পাটের গালিচা, তামা-পিতলের পাত্র,** গহনা, লেদার **প্রোডাক্ট, অস্ত্রপাতি, পারফিউম, হাতির দাঁতের কারুকাজ, কাগজ** যেত ইউরোপ-**আমেরিকায়।[৮৯] পার্থক্য হলো, তখন শ্রম দিয়ে পেতাম বিরাট লাভ।[৯০]** আর এখন **লাভ করে ওরা, আর আমরা পাই কেবল মাসে ৮০০০ টাকা।'[৯১]**

- 'বাহ নীরা, দুই লাইনে পুরো ইতিহাস বলে দিলি রে?

তা হলে সোকল্ড জিডিপিতে ঘরে কাজ করেও অবদান রাখা যায়। মুসলিম মেয়েরা আগেও রেখেছে। পর্দা নষ্ট না করে, ঘর থেকে না বেরিয়ে, ঘরের দায়িত্ব কাটছাঁট না করেই করেছে। তবে গণহারে নয়। রোজগার তাদের ক্ষমতায়নের মাপকাঠিও না। মনে আছে তো?', মাথা নাড়ে তিশা।

মগজের উপর খুব ধকল যাচ্ছে আজ। এমন এমন সব কথা। জীবনে প্রথম শুনছি। কী অবস্থা মুসলমানের সন্তানদের। ইসলাম মানে যে এতকিছু, ইসলাম যে এতটা সুন্দর আজ ২৩ বছর পরে এসে কেন জানতে হচ্ছে? কার দোষ? বাবা-মা? কারিকুলাম? সমাজ?

---

[৮৯] *A journey from Madras through the countries of Mysore, Kanara and Malabar,* Francis Buchanan MD, Fellow of Royal Society.

[৯০] সুলতান আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়ের একটি চিঠি লেখেন ফ্রান্সের অর্থসচিব মঁশিয়ে কলবার্টকে। তাতে তিনি মুঘল আমলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লেখেন:

'হিন্দুস্থান প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। **সোনা-রূপা পৃথিবীর অন্য সব জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে এসে পৌঁছোয়। এবং হিন্দুস্থানের গুপ্ত-গহ্বরে অন্তর্ধান হয়ে যায়।** আমেরিকা-ইউরোপের সোনা এসে জমে তুরস্কে, তুর্কী পণ্যের বিনিময়ে। আর যেত ইয়েমেনে, ইয়েমেনী কফির বদলে। আর তুরস্ক-ইয়েমেন-পারস্য সবারই দরকার হিন্দুস্থানী পণ্য দ্রব্য। ডাচ ব্যবসায়ীরা জাপানের সাথে বাণিজ্য করে যা পেত, তাও এসে জমা হত ভারতে। যা কিছু পর্তুগাল-ফ্রান্স থেকে আসে, তাও ফেরত যায় না। তার বদলে হিন্দুস্তানের পণ্যের চালান যেত ... এর কারণ হল, **হিন্দুস্তানের বণিকরা সোনা দিয়ে দাম শোধ না করে, পণ্য দিয়েই দাম দিত।** আর পণ্যের **পসরা নিয়ে দেশ-বিদেশে গেলে, সেই জাহাজেই ভাল ভাল সোনা বোঝাই করে ফেরত আসত'।** [বাদশাহী আমল, বিনয় ঘোষ, পৃ: ৬৯-৭১]

[৯১] ২০১৮ সালে সর্বনিম্ন বেতন ৫৩০০ থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করেছে সরকার। [https://www.bbc.com/bengali/news-45509195]

পাটি রেখে মাটিতে

আসলে মানুষের চিরাচরিত খাসলতই এটা। আল্লাহ কুরআনে বলেই দিয়েছেন : নিশ্চয়ই মানুষ তার রাব্বের প্রতি অকৃতজ্ঞ।[১২] আমার নিজের ভিতরে কী কী আছে সেটা চোখেই পড়ে না, খালি অন্যের জিনিসে চোখ। 'নদীর এ পাড় কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ও পাড়েতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস'। মাইকেলের 'বঙ্গভাষা' কবিতা পড়েছিলাম কোনো ক্লাসে যেন আমরা।

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!

চোখ ধাঁধানো পশ্চিমা সভ্যতা। আসলে বড়োলোকের এঁটো-ঝুটাও মজা। সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু বড়োলোক হলো কী করে? যে-কোনো মানব-রচিত মতবাদ সমাজের শ্রেণীগুলোর মাঝে জুলুমের সম্পর্ক তৈরি করবে, এক পক্ষ পুরো ফায়দা ওঠাবেই। বানোয়াট খ্রিস্টবাদের ফায়দা ওঠাচ্ছিল যাজকতন্ত্র। অতিষ্ঠ ইউরোপ তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলে যখন সমাধান খুঁজছে, ধর্মের মতো করে গড়ে উঠছে আরেক বানোয়াট মতবাদ—পাশ্চাত্য দর্শন। এখন পুঁজিবাদ তার ফায়দা ওঠাচ্ছে। কিন্তু ইসলাম তো বানোয়াট মতবাদ না। এই পয়েন্টটাতেই সেকুলার মুসলিম আটকে গেছে। ইসলামকেও তারা খ্রিস্টবাদের মতো ঠাউরেছে। ভাবছে ইউরোপের মতো জাতে উঠতে হলে, ইউরোপ যেভাবে ধর্ম থেকে হাত ধুয়ে নিয়েছে, আমাদেরও আমাদের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু এটাই আমাদের হুঁশ নেই, **ইউরোপ যদি তাদের মধ্যযুগ ঝেড়ে ফেলে, আমাদেরকে ঝেড়ে ফেলতে হচ্ছে আমাদের স্বর্ণযুগ। পাটি রেখে যেতে হয় মাটিতে।**

- তা হলে এবার তোমাদের একটা গল্প শোনাই। অনেক কঠিন কঠিন কথা বলে ফেললাম। চোখ বুঁজে শুনতে পারলে আরও ভালো। না বুঁজলেও সই। রেডি?

---

[১২] সূরা আদিয়াত: আয়াত ০৬

- 'ওকে', নীরা চোখ বুঁজে ফেলে।
- 'নারীর আজকের সামাজিক অবস্থান আমাদের চোখে লেগে আছে। সেটা সরিয়ে দাও', চোখ বুঁজে বলছে ঝিনুক। নীরাও চোখ বুঁজে শুনছে। আর ওদের দিকে তাকিয়ে তিশা শুনে চলে। মন্ত্রের মতো শোনাচ্ছে। চোখ বুঁজে ফেলে তিশাও। 'আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি ১৪০০ বছর আগের এক গোত্রীয় পশুপালক সমাজে। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের বাড়ি আর খেজুরপাতার চাল। মরুর বুকে ৪০-৪৫ ডিগ্রি তাপে সেখানে উট-ছাগলের পাল পাথর চেটে তৃষ্ণা মেটায়। যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি দুটো—যুদ্ধ আর পশুপালন। প্রতিশোধস্পৃহা সেখানে প্রবাহিত হয় বংশানুক্রমে। আমরা এখন ১৪০০ বছর আগের সমাজটিতে খুঁজব নারীকে, যেখানে মানবতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয়—যুদ্ধ।

পুত্র যুদ্ধে আর কৃষিতে কাজে লাগে, তাই সৌভাগ্যের প্রতীক। আর কন্যা দুর্ভাগ্যের। মেয়ের বাপ সেখানে সামাজিকভাবে হীনম্মন্যতায় ভোগে, গোত্রীয় পঞ্চায়েতে হয়ে যায় অগুরুত্বপূর্ণ।

- এজন্য কন্যাসন্তানকে জীবন্ত দাফন করে বাপের ইজ্জত ও খরচ দুটোই বাঁচানো হয়। একটা দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কিছু কিছু গোত্রে এটাই সামাজিকভাবে অনুমোদিত প্রথা।[৯৩] [ক]
- বিয়ের কোনো সীমারেখা নেই। যার যত ইচ্ছে বিয়ে করে। যাকে ইচ্ছে খোরপোষ দেয়, যাকে ইচ্ছে দেয় না। কোনো কোনো সাহাবির ইসলাম কবুল করার সময় ১০-১২ জন স্ত্রী ছিল[৯৪] নবিজি ৪ জন রেখে বাকিদের তালাক দিতে বলেছিলেন, যাতে অন্য কেউ তাদের বিয়ে করে নেয়। [খ]
- বাবার মৃত্যুর পর সৎমাগুলোও বণ্টন হয় উত্তরাধিকারীদের মাঝে। কেউ বিয়ে করে সৎমাকে, কেউ আবার উচ্চমূল্যে কারও কাছে জোর করে বিয়ে দেয়, মানে বেচে দিলাম আরকি। আবার সৎমা যদি একটু সম্পদশালী হয়, তা হলে আর বিয়েও দেয় না, সম্পদ নিজে ভোগ করে।[৯৫] [গ]
- বিয়ের জন্য মেয়েদের মতামত নেওয়া হয় না। [ঘ]
- তালাকের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। ছেলেখেলার মতো। ইচ্ছে হলে তালাক দিল,

[৯৩] Burying infant girls alive was a custom among some (not all) of the Arab tribes of the time. Al muhadditha t, pp.3

[৯৪] হারিস ইবনু কায়িস ইবনু 'উমাইর আল-আসাদী রা. এর ৮ জনা এবং গাইলান সাকাফী রা. এর ১০ জনা করে স্ত্রী ছিল ইসলাম কবুলের সময়। [আবু দাউদ ২২৪১ ও তিরমিযি ১১২৮ (ihadis)]

[৯৫] যাহরাতুত তাফাসীর, আবূ যুহরা : ১৬২৭; আল-লুবাব ফী উলুমিল কিতাব : ২৭৯

ইচ্ছে হলে ফেরত নিল। যতবার ইচ্ছে তালাক দিল, যতবার ইচ্ছে ফেরত নিল। 'তুমি আমার মায়ের মতো' এরকম ফাউল মন্তব্যকেও তালাক মনে করা হয়। একটা মেয়ে ২৪ ঘণ্টা ইনসিকিউরিটিতে ভোগে এখানে। অতিষ্ঠ আর নাজেহাল তাদের বিবাহিত জীবন। [ঙ]

- সেখানে মেয়েরা বাবার সম্পদে উত্তরাধিকার পায় না। পোষ্য-ছেলে পায়, কিন্তু নিজের রক্তের মেয়েকে দেয় না। সাইকোলজিটা ভাবো? কুরআন যখন কন্যাসন্তানের অংশ নির্দিষ্ট করে দিল, তখন আরবরা পড়ল আকাশ থেকে: মেয়েরা কীভাবে আমাদের অর্ধেক নিয়ে যাবে, যেখানে তারা ঘোড়ায়ও চড়ে না, আত্মরক্ষাও করতে পারে না?[৯৬] [চ]
- দাসীদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি করিয়ে ইনকাম করে মনিব।[৯৭] [ছ]
- স্ত্রী বাপের বাড়ি থেকে কিছু পেলে স্বামী হয়ে যায় সেটুকুরও মালিক।[৯৮] [জ]

মোটকথা নবজাতক, শিশু, অবিবাহিতা, বিবাহিতা, বিধবা—কোনো অবস্থাতেই নারীর অধিকার বলে কোনো কিছু নেই সেখানে। প্রথম নারীবাদী যাকে বলা হয়, লেখিকা Mary Wollstonecraft-এর বইয়ে[৯৯] ব্রিটিশ নারীদের যে দুর্দশা ফুটে ওঠে অষ্টাদশ শতকে, আরবে পঞ্চম শতকে নারীর অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই তার চেয়ে বহুগুণে করুণ ছিল।

- স্বাভাবিক না? ১৭০০ সালের চেয়ে ৫০০ সালে নারীর অবস্থা করুণই থাকবে।

- **উমার রা. বলছেন : 'আল্লাহর কসম! জাহিলি যুগে আমরা নারীদের কোনো ক্ষেত্রেই গোণায় ধরতাম না। যতদিন না পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের কাছে কুরআন পাঠালেন। এরপর... এরপর আল্লাহ কুরআন পাঠালেন, তাদের ব্যাপারে যা আদেশ দেবার দিলেন, যা বণ্টন করবার ছিল করলেন'।**[১০০]

- তারপর?

- ইসলামের নবি এলেন, কুরআন এল, ইসলাম এল।

- কুরআন দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যাশিশু হত্যাকে হারাম করে দিল। আর নবিজি বলে

[৯৬] তাফসীরে ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড।
[৯৭] ইরশাদুস সারী শরহু সহীহিল বুখারি : ৫/২৪৫
[৯৮] কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী, ড. মাহবুবা রহমান, ইফা, পৃ.৩১
[৯৯] A Vindication to the Rights of Women, Mary Wollstonecraft, 1792
[১০০] মুসলিম ৩৫৮৪

দিলেন : ৩টা মেয়ে পেলেপুষে বড়ো করে, সেই বাপ আর আমি জান্নাতে এই রকম পাশাপাশি থাকব',[১০১] দুই আঙুল মিলিয়ে দেখায় তিথি।

'যদি কারও দুই মেয়ে থাকে তবুও,[১০২]

যদি কারও মেয়ে না থাকে তা হলে সে বোনদেরকে এইরকম বড়ো করে, সেও আমার সাথে জান্নাতে একসাথে থাকবে।'[১০৩]

যারা মেয়ে-সন্তান কবর দিত, তারা এবার মেয়ে সন্তানের জন্যই দুআ মাগতে থাকল। [ক]

- 'দারুণ তো, যেন কেউ সমাজটা ধরে উলটে দিল', তিশা আপ্লুত। কারা আমাদের এগুলো জানতে দেয় না? 'আর?'

- কুরআনে আল্লাহ্ বলে দিলেন : ৪টার বেশি বিয়ে করা যাবে না।

- আর একাধিক বিয়ের শর্ত হলো সব বউকে সমান সময় আর সমান খোরপোষ দিতে হবে। সমান ভালোবাসতে পারো আর না পারো, মনের উপর তো আইন চলবে না। স্বামী খোরপোশ না দিলে স্ত্রী আদালতে মামলা করতে পারবে।[১০৪] আর যদি ইনসাফ করতে পারবে না আশঙ্কা করো, তাইলে বিয়ে একটাই করো। স্রেফ একটাই।[১০৫] [খ]

- বাবা যার সাথে সহবাস করেছে, ছেলে তার সাথে করতে পারবে না। চাই সে সৎমা-ই হোক, আর বাপের দাসী-ই হোক। খবরদার।[১০৬] বেহায়াপনা বন্ধ।[গ]

- নবিজি বলে দিলেন : অনুমতি ছাড়া মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যাবে না, বিয়ে করা যাবে না।[১০৭] বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তাদের স্পষ্ট শব্দে সম্মতি নিতে হবে। আর কুমারী মেয়েরা লজ্জা লজ্জা পায় বলে, চুপ থাকাকেই সম্মতি ধরা হবে। বিয়েতে অস্বীকৃতি

---

[১০১] আদাবুল মুফরাদ ৭৬ (ihadis) আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ

[১০২] মুসলিম ৬৫৮৯, আদাবুল মুফরাদ ৭৭ (ihadis)

[১০৩] আদাবুল মুফরাদ ৭৯ (ihadis)

[১০৪] হানাফী মতে বিবাহবিচ্ছেদ করা হবে না, তবে স্ত্রীকে জীবিকা নির্বাহের অনুমতি দেওয়া হবে। আর শাফেঈ মতে বিবাহবিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। [হিদায়া ইফা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১]
স্ত্রী আদালতে ৩টির যেকোনো একটি বেছে নিতে পারবে: ১. বিয়ে বিচ্ছেদ ২. বিয়ে থাকবে, কিন্তু একসাথে থাকবে না সচ্ছলতা আসা অব্দি, আর ৩. বিয়ে বহাল থাকবে। [islamqa]

[১০৫] সূরা নিসা ০৩

[১০৬] যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। [সূরা নিসা: ২২] সৎমা হারাম হওয়ার জন্য বাবার বিবাহ করাই যথেষ্ট। সহবাস জরুরী না। তবে দাসীর ক্ষেত্রে শুধু ক্রয় যথেষ্ট না। সন্তানের জন্য সে হারাম হওয়ার জন্য সহবাসও জরুরী। -শারঈ সম্পাদক

[১০৭] আস-সুনান, দারাকুতনী : ৩৫৬৬

জানালে বাধ্য করা যাবে না। এতীম মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। নবিজি নিজে কয়েকটা বিয়ে বাতিল ঘোষণা করেছেন, যেখানে কনে এসে অভিযোগ করেছে যে, স্বামী তার পছন্দ না, জোর করে দিয়েছে বাপে।[১০৮] [ঘ]

- কুরআন এসে তালাকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিল। ২ বার তালাক। তৃতীয়বার দিলে নিজ ইচ্ছায় আর ফেরত নিতে পারবে না, পারমানেন্ট হয়ে যাবে।[১০৯] এসব ফাতরামি চলবে না। [ঙ]
- ব্যভিচার নিষেধ করে দেওয়া হলো, এবং দাসীদের ব্যভিচারে বাধ্য করাও নিষেধ করে দেওয়া হলো আলাদা করে।[১১০] [ছ]

- 'সুবহানাল্লাহ', নীরা ফিসিফিসিয়ে ওঠে।

- **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নও** করা হলো নারীকে।

- কুরআন বলে দিল, পোষ্য উত্তরাধিকারী না। বরং মেয়ে সন্তান পাবে। নির্দিষ্ট করে দিল, যাতে কেউ ভায়োলেট করতে না পারে।[১১১] বান্দার হক নষ্ট করাকে অমার্জনীয় ঘোষণা করে দেওয়া হলো। [চ]
- স্ত্রীর সম্পদ স্ত্রীর নিজের।[১১২] স্বামী উল্টো তাকে মোহরানা দিতে বাধ্য, তাকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য।[১১৩] স্ত্রীর সম্পদ স্ত্রী পরিবারে খরচ করতে বাধ্য না। [জ]

চোখ খুলে ফেলে ঝিনুক। ওরা দুজন খুলে ফেলেছে আগেই। গোল গোল চোখে দেখছে ঝিনুককে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। নীরবতা ভেঙে তিশা প্রথম কথা বলল।

---

[১০৮] একজন কুমারী মেয়ের ঘটনা [ইবনু মাজাহ ১৮৭৫, আলবানী সহীহ]
খানসা বিনতে খিযাম রা. এর দ্বিতীয় বিয়ে [ইবনু মাজাহ ১৮৭৩; বুখারি ৫১৩৯, ৬৯৪৫, ৬৯৬৯]

[১০৯] 'তালাক হবে দু'বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয় সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে। ... অতপর যদি (তৃতীয়বার) তালাক দেয় তাহলে আর স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না অন্যত্র বিবাহ করে... [সূরা বাকারা: ২২৯]

[১১০] তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।... [সূরা নূর: ৩৩]

[১১১] মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে; আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ। [সূরা নিসা: ০৭]

[১১২] পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।...[সূরা নিসা: ৩২]

[১১৩] আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। [সূরা নিসা: ০৪]
ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন: এ আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীকে মাহর প্রদান করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সকলে একমত। এতে কোনো বিরোধ নেই। [কুরআন হাদীসের আলোকে নারী, ড. মাহবুবা রহমান, ই.ফা. পৃ: ২১৯]

- 'মাত্র ২৩ বছরে', তিশার দিকে ঝুঁকে বলল নীরা।

- 'মাত্র ২৩ বছরে?!', তিশা চোখ কপালে না উঠলেও ভুরু তো উঠেছে, এই বা কম কি? 'এক জেনারেশনও যায়নি এখনও।'

- 'হুমমম, **এটাই মানব-রচিত বিধান আর আল্লাহর দেওয়া বিধানের মাঝে পার্থক্য।** চিন্তা করো তিশা। নারীর সামাজিক অবস্থান বদলেই গেল। পুরোটাই উলটে গেল। নিগ্রহ নির্মূল হয়েছে, তাই না কেবল। নিগ্রহ-অবহেলা থেকে সম্মানের সিংহাসনে, মাত্র ২৩ বছরে', আশার জোয়ার নীরার চোখে।

- প্রথমত, **কন্যা-মা-স্ত্রী-বোন হিসেবে নারীর আন্তঃব্যক্তি সম্পর্কগুলো উলটে গেল।** মাটির তলা থেকে পুরুষের মাথার উপরে চলে এল তার অধিকার-মর্যাদা।

বলা হলো, মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত।[১১৪]

বলা হলো, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পবিত্রা স্ত্রী। কৃষকের কাছে যেমন জমিটুকু,[১১৫] দেহের জন্য যেমন পোশাকখানি।[১১৬] তেমনি স্ত্রীরা তোমাদের ইজ্জত-মর্যাদা-আশ্রয়-প্রশান্তি-ভরসার জায়গা। উত্তম মুমিন সে, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।[১১৭]

বলা হলো, কন্যা হচ্ছে আদরণীয় মূল্যবান সম্পদ।[১১৮] যে ছেলেকে মেয়ের চেয়ে প্রাধান্য না দেবে তার জন্য জান্নাত।[১১৯]

যে সম্পর্কগুলোর কারণে পুরুষ হীনম্মন্যতায় ভুগত, সেগুলোই এখন তার কাছে অমূল্য করে দেওয়া হলো। পারিবারিক ক্ষমতায়ন।

- 'মানে এখন অর্ডার হয়ে গেছে, এখন থেকে নারীর কাছে পুরুষ ঠেকা,' হাসির আমেজ এল নীরার বলার ভঙ্গিতে।

- দ্বিতীয়ত, **যে সমাজ নারীর জন্মকেই অপমানের মনে করত, সে সমাজকে আদেশ করা হলো নারীর মতামতকে গুরুত্ব দিতে।** ১৪০০ বছর আগে প্রত্যেক জায়গায়

[১১৪] নাসাঈ ৩১০৪, আল-মুসনাদ, শিহাব : ১১৯
[১১৫] তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র [সূরা বাকারা : ২২৩]
[১১৬] 'তারা তোমাদের পোশাক, তোমরাও তাদের পোশাক।' [সূরা বাকারা : ১৮৭]
[১১৭] তিরমিযি ১১৬২ ও ৩৮৯৫ (ihadis)
[১১৮] لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات
তোমরা কন্যাসন্তানদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা আদরণীয় অমূল্য ধন। [মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৩০৬]
[১১৯] মুসান্নাফে আবী শাইবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২১

নারীর মতামতের স্থান রাখা হয়েছে।

সন্তানের দুধ ছাড়াতে মায়ের মতামত নাও,[১২০]

মেয়েকে বিয়ে দিতে মায়ের মতামত নাও।[১২১]

বিয়েতে কনের মতামত নাও।[১২২]

আর্থসামাজিক ব্যাপারে স্ত্রীর পরামর্শ নাও। নবিজি হুদাইবিয়ার কঠিন দিনে স্ত্রীর মতের উপর আমল করেছেন।[১২৩]

জানাযার নামাজের পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে আসমা বিনতে উমাইসের পরামর্শে।[১২৪]

রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন, কোনো কোনো সময় তাদের মতামত গ্রহণ করতেন।[১২৫] এককথায় **সামাজিক ক্ষমতায়ন।** সমাজ নারীর মতামতকে গুরুত্বের সাথে নেবে।

- 'হুমমম, ১৪০০ বছর আগের সমাজে চিন্তাই করা যায় না, আসলেই', তিশা বুঝতে পেরেছে। আসলে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, এই চিন্তাটাই আমরা করতে চাই না।

- প্রায় অর্ধশতক আন্দোলনের পর[১২৬] ইউরোপ-আমেরিকায় নারীরা ভোটাধিকার পেয়েছে। নারীর মতামতের রাজনৈতিক মূল্য দেওয়া হয়েছে। নিউজিল্যান্ডে শুরু

---

[১২০] ...যদি বাবা-মা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দুধ ছাড়িয়ে দিতে চায়, তবে তাদের কোনো গুনাহ হবে না।... (সূরা বাকারা: ২২৩)

[১২১] 'মহিলাদের সাথে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ কর'। [সুনানে দারা কুতনী, ৩/২২৯ সূত্রে কুরআন হাদীসের আলোকে নারী, ড. মাহবুবা রহমান, ই.ফা. পৃ: ৯৫]

[১২২] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বিধবা মহিলা (বিয়ের ব্যাপারে) তার অভিভাবকের চেয়ে নিজেই অধিক হকদার এবং কুমারীর বিয়ের ব্যাপারে তার সম্মতি নিতে হবে, তার নীরব থাকা সম্মতি গণ্য হবে। [আবু দাউদ ২০৯৮]

[১২৩] নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় প্রয়োজনবোধে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করেছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন কুরাইশদের সাথে ওই বছর হাজ্জ না করে ফিরে যাওয়ার সন্ধি হল এবং নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে হালাল হওয়ার জন্য কুরবানী করার আদেশ দিলেন, কেউ-ই সেই কথা মান্য করছিল না। একে একে তিনবার বলার পরেও যখন কেউ শুনছিল না তখন তিনি উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. এর কাছে গিয়ে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, আপনি কারও সাথে কোনো কথা না বলে নিজেই কুরবানি করে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলুন। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করার পর দেখা গেল সব সাহাবিরা আপনাআপনি তাঁর অনুসরণ করেছেন। [বুখারি : ২৭৩১] –শারঈ সম্পাদক

[১২৪] ইবনু সা'দ, তাবাকাত, ১/২০৬ সূত্রে কুরআন হাদীসের আলোকে নারী, ড. মাহবুবা রহমান, ই.ফা. পৃ: ৯৬

[১২৫] হাসান বাসরি রহ. এর কওল। ইবনু কুতাইবা, ইয়ুনুল আখবার, ১/২৭ সূত্রে কুরআন হাদীসের আলোকে নারী, ড. মাহবুবা রহমান, ই.ফা. পৃ: ৯৫

[১২৬] ১৮৪৮ সালে নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তী ৫০ বছর পাবলিককে বুঝানো হয় নারীদের ভোটাধিকারের গুরুত্ব।
https://www.womenshistory.org/resources/general/woman-suffrage-movement

১৮৯৩ সালে, ব্রিটেন ১৯২৮ সালে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯২০ সালে।

এখানে ইসলামি খলীফা নির্বাচন ব্যবস্থাটা কেমন একটু বুঝতে হবে তিশা।

- কেমন?

- **ইসলামি শাসনব্যবস্থায় পাবলিকের ঢালাও গণমতামতের স্থান নেই। একজন ভার্সিটি টিচার, আর একজন সাধারণ কৃষকের মতামতের রাজনৈতিক মূল্য সমান হতে পারে না।** একজন শিক্ষিত সচেতন নারী, আরেকজন অশিক্ষিত বৃদ্ধার সিদ্ধান্ত; তা-ও আবার রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের মতো বিষয়ে সমান মূল্য পাবে—এটা যে-কোনো সচেতন মানুষই মেনে নেবে না। ৫০০ টাকা দিলে যে তার ভোট দিয়ে দেয়, ভোটের মূল্যটাই যে বোঝে না, তার হাতে এত বড়ো সিদ্ধান্ত দেওয়া কতটুকু যৌক্তিক, বলো। এরকম আরও বহু কারণ আছে, যার কারণে প্রচলিত গণতন্ত্র ইনসাফ ও সুষ্ঠু সমাধান দেয় না। ইসলাম এর সাথে একমত পোষণ করে না। শিক্ষিত-সচেতন কিছু মানুষের মতের উপর পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা হবে, পুরুষের ক্ষেত্রেও তা-ই।

- 'হুমম', কেমন যেন লাগল কানে। আসলে প্রচলিত তো। কিন্তু কথা তো আর অযৌক্তিক না।

- ইসলামে পুরুষের ক্ষেত্রেও গণভোট বা সকলের মতামত নেওয়া জরুরি নয়। যোগ্য-বিশেষ লোকেদের পরামর্শেই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নারীদের ভেতরও সবার নয়; যারা যোগ্য-চিন্তক, তাদের মতামতের রাজনৈতিক মূল্য দেওয়া হতো।[১২৭] রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নারী সমাজের মতামত নিতেই হবে তা না, তারপরও—

উমার রা. খলীফা থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিদূষী নারীদের মতামত নিতেন।[১২৮]

এ ছাড়া শিফা বিনতে আবদুল্লাহর যুক্তি পরামর্শ খুব প্রাধান্য দিতেন, তার চৌকস

---

[১২৭] খলিফা অথবা কোনো ইমারতের আমীর নির্ধারণের সময় কেবল আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্দ এবং আহলুশ শাওকাহ-এর মত নেওয়া হবে। সাধারণত কোনো নারী এ দুই ক্যাটাগরিতে আসবে না। তাই সাধারণভাবে নারীদের মত নেওয়া খলিফা বা ইমারতের আমীর নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবশ্যিক না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে অল্পসংখ্যক নেতৃস্থানীয় মানুষের শূরার মাধ্যমে। সংখ্যার দিক হিসেবে করলে যারা হয়তো মোট জনসংখ্যার ১-৫% এরও কম। যদিও তাঁদের মত অন্যদের মতের প্রতিনিধিত্ব করে বলে ধরা হয়। অনেক মানুষের মতামত নেওয়া কিংবা নারীদের মধ্যে কারও কারও মত নেওয়া মূল শর্ত পূরণের পর অতিরিক্ত কিংবা ব্যতিক্রম। যেমন উম্মাহাতুল মুমিনীন রদিয়াল্লাহু আনহুম বেঁচে থাকাকালীন সময়ে তাঁদের মত নেওয়া বা সাইয়্যিদিনা উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর আবদুর রহমান ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু যা করেছিলেন। - সম্পাদক।

[১২৮] ইবনু সিরীন রহ. এর বর্ণনা। বাইহাকি রহ. এর সুনানে কুবরা ১/১১৩ সূত্রে কুরআন হাদীসের আলোকে নারী, ড. মাহবুবা রহমান, ই.ফা. পৃ: ৯৬

বিদ্যাবুদ্ধির কারণে।[১২৯]

তৃতীয় খলীফা নির্বাচনে বিশেষ বিশেষ নারীদের থেকে রায় নিয়েছেন সমন্বয়ক আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.।[১৩০]

ইসলাম এসে প্রথম ৪০ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিতে নারীর মতামতকে মূল্যায়ন করেছে, যখন ইউরোপ এসব কল্পনাও করতে পারত না। ও গান আমাদের শুনিয়ে লাভ আছে, বলো?

- আচ্ছা একটা কথা, ঝিনুক? আজকের নারীবাদীরা পুরুষকে 'এডুকেট' করার কথা বলে। আসলে পুরুষ সচেতন না হলে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভবও নয়। তো ১৪০০ বছর আগের পুরুষরা এত রাতারাতি পরিবর্তনকে কীভাবে নিয়েছিল?

প্রশ্ন। ভালো প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধেক।[১৩১] প্রশ্ন মানে এটা স্বীকার করে নেওয়া যে, এই দুনিয়ার সব আমি জানি না। আমি জানতে চাই। এই আগ্রহ জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়, আর তর্ক মূর্খতার। তর্কের অর্থ হলো, আমি সব জানি। যেটুকু সে জানে না, সেটুকু আর জানা হয় না। অজ্ঞতার উপর আরও সীলমোহর পড়ে যায়। নীরা দুইচোখ প্রশংসা নিয়ে তিশার পিঠে চাপড়ে দেয়।

- আচ্ছা, চমৎকার প্রশ্ন করেছ তিশা। এই প্রশ্নটার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা শোনাই। তুমি নিজেই আঁচ করতে পারবে, সে সময় পুরুষ কী ভাবছে। নবিজির যুগ শেষ।

পরের প্রজন্মে উম্মুদ দারদা রা. দামেশকের মাসজিদে লেকচার দিতেন। আর সে লেকচারে এসে বসতেন খলীফা আবদুল মালিক নিজে।[১৩২]

এজলাসে ঢুকে মদীনার চীফ জাস্টিসকে কুরআনের দলিল দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে মামলা ঘুরিয়ে দিলেন আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান রহ.। মামলা চলে গেল

---

[১২৯] আল্লামা ইবনু আবদুল বার রহ. এর বিবরণ। আল-ইস্তিয়াব ৮/১৮৬৮ সূত্রে প্রাগুক্ত।

[১৩০] আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা. তাদের সম্বন্ধে জনগণের সাথে পরামর্শ করেন। মুসলমানদের বিশিষ্ট নেতাকর্মীদের মতামতের নিরীখে সাধারণ মুসলমানদের সমষ্টিগত ও পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে মতামত সংগ্রহ করেন। তারপর তিনি পর্দানশীন মহিলাদের কাছে যান, তাদের জিজ্ঞেস করেন। প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করেন। [আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ই.ফা. ৭/২৬৮]

[১৩১] ফাতহুল বারী-১/১৭২, এটা স্বতন্ত্র কোন হাদীস নয়। বুখারির ৫৯ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন কথা বলেছেন। মোদ্দা কথা এটা হাদীসের ফলাফল, সরাসরি হাদীস নয়। প্রায় কাছাকাছি মর্মের আরো বক্তব্য পাওয়া যায় সালাফদের থেকে।

[১৩২] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া সূত্রে *Al-Muhaddithat*, Shaykh Akram Nadwi, p.150

অমুসলিম আসামির পক্ষে।[১৩৩]

দুই-দুইটা সুপার-পাওয়ারকে দখলকারী খলীফা উমারকে গণজমায়েতের মধ্যে দলিল দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে মতো পরিবর্তনে বাধ্য করলেন খাওলা বিনতে সালাবা রা.।[১৩৪]

এগুলো যদিও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু এগুলো থেকে পুরুষের চিন্তাজগতের পরিবর্তন টের পাওয়া যায়। নারী এই পরিমাণ সামাজিক মর্যাদা পেয়েছে প্রথম ৫০ বছরের মাঝে। পুরুষের মেন্টাল সেট-আপ পরিবর্তনের যে চিন্তা আজকে নারীবাদীরা করছে, সেটা ইসলাম কত দ্রুততার সাথে করেছে, দেখো।

একজন নারীর দেওয়া কুরআনের দলিলের উপর নিজের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছে স্বয়ং খলীফা,

বিচারপতি নারীর যুক্তিকে মেনে বিচার বদলে নিচ্ছেন, স্বীকার করে নিচ্ছেন নিজের ভুল।

নারীদের কাছে পুরুষেরা এসে শিক্ষা নিচ্ছে—মানে ৫০ বছরে পুরুষের সাইকোলজি সেভাবে বদলে দিয়েছে ইসলাম।

ঠিক ৫০ বছর আগে, উমার রা. বললেন যে, আমরা নারীদের গোনায়ই ধরতাম না। তারা আজ রাষ্ট্রীয় ইস্যুর বিষয়েও নারীদের ইনভলভ করছেন।

- 'চিন্তা কর। ইসলাম নারীদের জন্য একটা বিপ্লব। অথচ সেই নারীরাই আজ ইসলাম নিয়ে অন্ধের মতো প্রশ্ন তুলছি আমরা। নিজেদের সমাধান রেখে ইউরোপের পুঁজিবাদের ফাঁদকে ভাবছি সমাধান।', নীরার কথায় তিশা মুখ নামায়। আঙুল খুঁটতে থাকা ইতিবাচক লক্ষণ।

- শুধু সেই যুগেই না তিশা। পরবর্তী যুগেও মর্যাদা আর সম্মানের জায়গায় রাজত্ব করেছে আমাদের মেয়েরা। ইউরোপ যখন ডাইনী বলে লক্ষ লক্ষ মেয়েকে পুড়িয়ে মারছে,

• ফাতিমা বিনতে ইয়াহিয়া[১৩৫] তখন নিজ বিচারপতি পিতার সাথে নানান মামলার

[১৩৩] আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান রহ. ছিলেন তাবেঈ ও মুহাদ্দিস ফকীহ। মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ. এর বরাতে প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭৯

[১৩৪] আল-ইস্তিয়াব, ইবনু আবদুল বার রহ. সূত্রে প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৯

[১৩৫] নবম শতকের। আল-শাওকানী বলেন: তাঁর পিতা বলেন, আমার মেয়ের ইজতিহাদের যোগ্যতা ছিল।

বিষয়ে বিতর্ক করছেন। বিচারপতি স্বামীও কঠিন মামলায় তাঁর সাহায্য চাইতেন। এগুলো হলো ইসলামে নারীর ক্ষমতায়ন। পয়সার টুংটাং-এ ইসলামের নারীরা নাচে না। ইসলামে নারী ক্ষমতায়িত হয় যোগ্যতা-জ্ঞান-চরিত্র-তাকওয়ার বলে।

- শাইখা আসমা বিনতে কামাল[১৩৬] মেয়েদের প্রফেসর ছিলেন। প্রফেসর বললাম তোমার বোঝার জন্য। ওনারা ছিলেন মুহাদ্দিসা, হাদীসের বড়ো উস্তাযা। তাঁর এই পরিমাণ খ্যাতি-মর্যাদা-গ্রহণযোগ্যতা ছিল যে, পুরুষ লোকেরা বিভিন্ন সুপারিশ করাতে আসত। তিনি তাদের জন্য সুলতান-কাযীদের কাছে সুপারিশপত্র লিখে দিতেন এবং তাঁর সুপারিশ গৃহীত হত।
- হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'তুহফাতুল ফুকাহা' লিখেছেন বাবা। এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বাদায়িুস সানাওয়ি' লিখেছেন স্বামী। আর এই বইয়ের ভুলচুক সংশোধন করে দিতেন ফাতিমা। যে-কোনো লিগ্যাল ডকুমেন্টে বাপ-বেটি-জামাই ৩ জনের স্বাক্ষর থাকত।[১৩৭]
- শাইখ আকরাম নদভী সাহেবের ৪০ খণ্ডের একটা বিশ্বকোষ আছে। সেখানে ৮০০০ নারী মুহাদ্দিসা মানে প্রফেসরের জীবনী সংকলন করেছেন। যাঁদের কাছে পুরুষরাও শিখতে আসত, শারঈ পর্দার সাথে। তোমাকে সমাজ-মানস চিন্তা করতে হবে। যে সমাজ সপ্তম শতক থেকে আজ পর্যন্ত ১৩০০ বছরে 'উল্লেখযোগ্য' লেভেলের ৮০০০ নারী মুহাদ্দিসা তৈরি করেছে, সেই সমাজ মানসে নারীর অবস্থান কোথায় ছিল, সেটা বুঝে নিতে হবে। ইসলাম-পূর্ব যুগ আর ইসলামের পরের যুগের এই কনট্রাস্টটা আমাদের বুঝতে হবে, বন্ধু। তবে শেষের আগে একটা কথা...

- কী?

- 'ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীদের এত ক্ষমতায়নের ফিরিস্তি দিয়ে তোমাকে বোঝালাম, যেটার পিছনে ইউরোপ ঝেড়ে দৌড়োচ্ছে, সেসব আমরা পিছনে রেখে এসেছি। কিন্তু তিশা, **নারীর মূল ক্ষমতায়ন কিন্তু হয়েছে ঘরে। জাতি গঠনে ও দেশের উৎপাদনে নারীর মূল ভূমিকাটা কিন্তু ঘরেই, যা তার বায়োলজির অনুকূল, তাঁর সহজাত ঝোঁক মোতাবেক। নারীর এই ভূমিকা পুরুষতন্ত্র ঠিক করে দেয়নি, ঠিক করে দিয়েছে নারীর বায়োলজি, এবং বায়োলজির স্রষ্টা।**[১৩৮]

[১৩৬] মৃত্যু ৯০৪ হি.

[১৩৭] বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'ইসলামে নারীর ইলমী অবদান', মাওলানা কাজি আতহার মুবারকপুরী, আকিক পাবলিকেশান।

[১৩৮] বায়োলজি মানে এখানে 'জীববিজ্ঞান' নয়, এখানে 'শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াবিক্রিয়া' অর্থে। সামনে 'সুষমা' গল্পে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

আসল কথা হচ্ছে, ইসলামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা। যে ইসলামি আদর্শকে যত আঁকড়ে নেবে, আল্লাহর সাথে যত সম্পর্ক গড়ে নেবে, তত দুনিয়া-পরকালে তার মর্যাদা বাড়তে থাকবে। রূপ-বিদ্যা-বংশ-সম্পদের কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই। আল্লাহ শুধু আমাদের মাঝে কিছু গুণ খোঁজেন। **আল্লাহভীতি**-পরকালের **আগ্রহ-কৃতজ্ঞতা-ধৈর্য-বিনয়-পবিত্রতা-বদান্যতা-আনুগত্য-শুদ্ধতা** এসবের **দ্বারাই দোজাহানে মানুষের সম্মান বাড়ে।**

আর নারীকে বিচারের স্কেল হবে- এই গুণগুলো, সাথে তার নারীত্বের যথার্থ ব্যবহার। যেমন ধরো, ৪ জন নারীদেরকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেছেন। মারইয়াম-আসিয়া-খাদীজা-ফাতিমা রা.। আল্লাহকে খুশি করতে হলে আমাদের রোল-মডেল হবেন এঁরা। খেয়াল করলে দেখবে তিশা, এঁরা কেউ কামাই-বিদ্যা দিয়ে শ্রেষ্ঠ হননি। তাঁদের স্পেশালিটি হচ্ছে—**মারইয়াম ও আসিয়া রা.-এর মাতৃত্ব** এবং খাদীজা ও **ফাতিমা রা.-এর স্বামীপরায়ণতা। ঘরের যে ভূমিকাগুলোকে তুচ্ছ** তাচ্ছিল্য করতে **আমাদের শেখানো হয়েছে; আল্লাহর ফায়সালা হলো, এই কাজগুলোর** মাধ্যমেই **তিনি নারীদের শ্রেষ্ঠত্বের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠত্বের স্ট্যান্ডার্ডই** আলাদা। খেয়াল করেছ?

- হুমমম।

- 'এই যে ৮০০০ নারী প্রফেসরের কথা তোমাকে বললাম, তারা বাদে **নাম না জানা কোটি কোটি মুসলিমাহ ঘরে মা ও স্ত্রী হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন।** রত্নগর্ভা **হয়েছেন, মুজাহিদ-আলিম-দার্শনিক-বিজ্ঞানী গড়ে তুলেছেন, ইসলামি** সভ্যতার **পিছনে তাঁদের অবদানই তো বেশি, নাকি?** নারী প্রফেসরদের বিকল্প পুরুষ প্রফেসরেরা ছিলেন। কিন্তু এইসব সফল পরিবার সংগঠকদের কোনো বিকল্প ছিল না।'

এঁটো প্লেটটা নিয়ে উঠল ঝিনুক। আগুনের মতো আবেগ দিয়ে কথা বলে মেয়েটা। না গলিয়ে ছাড়বে না।

যেখানে আমার বিকল্প নেই, সেখানেই তো আমি সবচেয়ে সম্মানিত, আমি সেখানে ওয়ান অ্যান্ড অনলি, সর্বেসর্বা। এটা বোঝা এত কঠিন হবার কারণ কী? রাতটা তিশা হোস্টেলেই কাটাল। আরও অনেক আড্ডা হলো, গল্প হলো। একসাথে ডাইনিং-এ খাওয়া হলো। কিন্তু রাতে ঘুমটাই খালি হলো না। ফেসবুকে সিরিয়া-ইয়েমেনের শিশুদের কিছু ভিডিয়ো দেখাল নীরা। কংকালসার শিশু কোলে মা। শরীরের সব শক্তি

শেষ মায়ের। দুর্বল শরীরে সন্তানকে ছেঁচড়ে নিয়ে যাবার দৃশ্য। প্লেনের শব্দে ভীত বাচ্চাদের মাটিতে শুয়ে থাকা শৈশব, চীনে মাসজিদকে ক্লাব বানিয়ে নৃত্য, জোরপূর্বক চীনাদের সাথে বিয়ে দেওয়া, ভারতে মুসলিমকে গরুর মাংস বহনের অভিযোগে মব-লিঞ্চিং, গাযায় বসতি এলাকায় বোমা হামলা। ওসব দেখা ঠিক হয়নি, এখন ঘুম আসছে না। ঝিনুকের একটা কথা মাথার ভিতর বাজছে।

'জানো তিশা, সুস্থচিন্তার একজন মুরতাদও জানে যে, সারা দুনিয়াতেই মুসলিমদের উপর নির্যাতন চলছে। সারা দুনিয়ায়, সেকুলার মিডিয়াও ধামাচাপা দিয়ে কুল পাচ্ছে না। নিকাব পরলে ফাইন, নামাজ-রোজা করলে রিএডুকেশান ক্যাম্প, দাড়ি-টুপি রাখতে দিচ্ছে না, মারছে, ধর্ষণ করছে, ঘরবাড়ি জমিজমা কেড়ে নিচ্ছে, বাড়িঘর থেকে বের করে দিচ্ছে, গরুর মাংস বহন করলে মেরে ফেলছে, আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো বোমা ফেলছে। গণতান্ত্রিক লিবারেল রাষ্ট্র বলো, কমিউনিস্ট বলো, সামরিক শাসক বলো, জায়নবাদী-হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বলো, উপনিবেশিক শাসন বলো। সবাই একসাথে গত ৫০০ বছর ধরে উপর অত্যাচার করছে একটা বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের। কেন বল তো? **তাদের ধর্মে কী এমন আছে যা কারোরই সহ্য হচ্ছে না? কী এমন আছে যাকে পুঁজিবাদও হুমকি মনে করছে, সমাজতন্ত্রও হুমকি মনে করেছে, স্বৈরতন্ত্রও হুমকি মনে করেছে?** এমন কিছু কি, যেটা থাকলে পুঁজিবাদের প্রতারণা চলবে না, সমাজতন্ত্রের প্রতারণা চলবে না, স্বৈরতন্ত্রের জুলুম চলবে না? **তা হলে কী এটা কেবল ধর্ম না? কেবল প্রথা-পার্বণ না? এটা কি একটা টোটাল সিস্টেম, একটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি? যা চ্যালেঞ্জ করে আর সব সিস্টেমকে, আর সব দৃষ্টিভঙ্গিকে?** এটা বোঝা কী খুব কষ্টের?'।

ধ্যাত্তেরি, পুরো রাত এপাশ-ওপাশ করেই গেল। সকালে আবার ক্লাস আছে।

আপনারা ঘুমান কীভাবে বলেন তো?

পারেনও বটে আপনারা।

সুষমা

- ❖ নারী ≅ পুরুষ ?
- ❖ শুভঙ্করের জন্মবৃত্তান্ত
- ❖ সুষম

নারী ≒ পুরুষ ?

মহা খাপ্পা হয়ে রুমে ঢুকল চৈতি। আজকের মতো মেজাজ খারাপ ওর খুব কম হয়েছে। এমনিতে মেয়েটা হাসিখুশি, রাগ হলেও হাসি ধরে রাখে। যদিও পৃথিবীর কঠিনতম কাজগুলোর মধ্যে এটা একটা। রুমে ঢুকেই ব্যাগটা ছুড়ে দিল বিছানায়, গটগট করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গেল, কপাল থেকে টিপটা[১৩৯] খুলে সেঁটে দিল আয়নায়, চেয়ারের উপর থেকে তোয়ালেটা তুলে নিল, দড়াম করে লাগাল বাথরুমের দরজা। প্রতিদিন আমাদের অব্যক্ত আবেগগুলোর সাক্ষী হয় এরাই—দরজা, বালিশ, কীবোর্ডের এন্টার বাটন, কারও কারও সেলফোনটাও আছাড় খায় রোজ নিয়ম করে। বেচারা।

তিথি এতক্ষণ বই থেকে চোখ সরিয়ে চৈতির কাণ্ড দেখছিল। চোখ গোল গোল করে। রাগী মানুষের রাগ মজার জিনিস না। কিন্তু হাসিখুশি মানুষের এমন অগ্নিমূর্তি দেখারই জিনিস, সূর্যগ্রহণের মতো বিরল দৃশ্য।

- কী হলো গো। তাওয়া গরম করল কে হে?

শীতল দৃষ্টি হানল চৈতি। কেটে ফেলল তিথিকে। কিলার আই। শ্রাগ করে নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করে ফেলল তিথি। ব্যাপারটা এতটাই ইনোসেন্ট ছিল, দেখে হেসে দিল চৈতি।

- নাহ, তোর উপর একটু রাগও করা যায় না। ঢঙঢাঙ করে হাসিয়ে দিস সব সময়।
- কী হয়েছে রে?
- আর বলিস না। আজ 'বাহন' এ করে আসার সময়। মেয়েদের সিটগুলো সব ফিল আপ। দুটো স্টপেজ দাঁড়িয়ে আছি। লোকটা দেখছে আমি দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, এতটুকু ভদ্রতা নেই। একবার সিটটা অফার করল না।
- 'তাই নাকি? ভারি বেদ্দপ তো', পালে হাওয়া দিল তিথি।
- আরে অফার করলেই আমি নিতাম নাকি। কিন্তু কেমন না? শেষমেশ আমি বলেই ফেললাম, এই যে ভাই, আমি একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, আপনার কেমন ভদ্রতা

---

[১৩৯] 'টিপ পরা' অবশ্যই কাফিরদের সাদৃশ্য ধারণের মধ্যে পড়ে, যা পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতির লঙ্ঘন। মুসলিম নারীদের অবশ্যই এই সাজ পরিহার করা ঈমানের দাবি। দেখুন পরিশিষ্ট ৬।
www.ancient-origins.net [shorturl.at/bhE01]

যে আপনি আমাকে বসতে দিচ্ছেন না।

- কী বলে উজবুকটা।

- বলে কি না, দেখেন আপা, নারীপুরুষ এখন সমান। আপনারও কষ্ট হচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে গেলে আমারও কষ্ট হবে।

- বলিস কী রে?

- আরে হ্যাঁ। শেষপর্যন্ত এতখানি রাস্তা দাঁড়িয়ে বাংলামোটর এসে সিট পেলাম। উফ।

- আহা আহা, তো খেয়ে এসেছিস তো?

- নাহ, সময় পেলাম কোথায়?

- ক'টা বাজে দেখেছিস? ডাইনিং-এ খাবার শেষ হয়ে গেল বলে। তাড়াতাড়ি যা, নয়তো পরে আবার দৌড়তে হবে কলাভবন নয়তো নীলক্ষেত। সমস্যাটা হলো, একা তো আর যাবি না, যেতে হবে সাথে আমাকেই। আর আমার এখন ভেঙেচুরে ঘুম আসছে। আমি পারব না। বিকেলে আবার ঝিনুক আসছে বেড়াতে।

- ঝিনুক? যার নাম শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা করে দিয়েছিস, সেই ঝিনুক ?

- হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই-ই ঝিনুক ।

- গুডনেস। গেলাম খাইতে আমি। ঘুমাগে তুই।

তিথিটা আস্তে আস্তে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। আড্ডা, ফুচকা-চটপটি-আইসক্রীম, হ্যাং আউট, শপিং। কোথায় গেল এসব? তোতাপাখির মতো কথা বলায় যার ক্লান্তি আসত না। বসুন্ধরায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে যার জুড়ি ছিল না। এফবিতে পিকগুলো পর্যন্ত ডিলিট করে দিয়েছে মেয়েটা। ওর সুন্দর সুন্দর ঘণ্টা ধরে বেছে কেনা পোশাকগুলো আজ কালো অন্ধকারে ঢাকা। যার কথার ফুলঝুরিতে অচেনা মানুষরাও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখত—মেয়েটা এত কথা বলে কেন। সেই তিথি এখন বাইরে গেলে একদম 'স্পিকটি নট', মেয়েদের কণ্ঠেরও নাকি পর্দা আছে। অবশ্য রুমে ফিরলে আবার ফেরত আসে, আগের সেই কাকাতুয়া তিথি। হলোটা কী? তিন বছরের চেনা তিথিটা এভাবেই বিলকুল অন্য মানুষ হয়ে যায়।

ঝিনুক তিথির কলেজ-ফ্রেন্ড। ও ছোটোবেলা থেকেই ধার্মিক, ইনফ্যাক্ট ঝিনুকদের পরিবারটাই প্র্যাক্টিসিং পরিবার। আগে থেকেই নিকাব করত, কলেজের ভিতর ঢুকে অবশ্যি খুলে ফেলতে হত। দ্বীনের প্রতি আগ্রহ যেদিন থেকে এসেছে, সেদিনই ঝিনুকের কথা মনে পড়েছে তিথির। কলেজে থাকতে খুব বেশি মাখামাখি ছিল তা না,

তবে এখন প্রায়ই যাওয়া-আসা হয় ওদের বাসায়, আত্মার খোরাক মেলে। সাদাসিধা ঘরদোর, অগণিত বই, নামাজের টিপটপ একটা ঘর। সব সময় বাড়ির কেউ না কেউ আমলে আছেই। হয় ওর মা, নয় তো দুই ভাবির একজন, ঝিনুক বাসায় থাকলে ঝিনুক। রাতেরবেলা সবাই মিলে ভাগ করে নেয়। ওদের বাসায় পা দিলেই মনে হয় ঝুপ করে একপশলা শান্তি আর স্থিরতা এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

আড্ডায়-গল্পে কথায় কথায় তিথির মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল হাল জমানার সবচেয়ে বড়ো ট্যাবু। সাথে সাথে চৈতি ধরল ছাই দিয়ে। যত্তোসব মধ্যযুগীয় অনাছিষ্টি কথাবার্তা। এমনিতেই আজ তাওয়া কিন্তু গরম।

- 'আচ্ছা, তিথি তুই কীভাবে বললি নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল? তাও একটা মেয়ে হয়ে? বল, আমরা কোনো দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে কম? এখন মেয়েরা সব দিক দিয়েই পুরুষের সমকক্ষ। জ্ঞানে-বিদ্যা-বুদ্ধিতে-সৃষ্টিশীলতায়-এমনকি শারীরিক শক্তিতেও মেয়েরা কম কীসে? মেয়েরা ফুটবল খেলছে,আর্মিতে চাকরি করছে, দৌড়ে রেকর্ড করছে। বিজ্ঞান বলছে, নারী-পুরুষ সমান। আমরা এখন যে-কোনো সেক্টরে পুরুষের পারফর্ম্যান্সকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখি'। যাচ্চলে, চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেল তিথির পারফরমেন্স। তিথি আর ঝিনুক একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল চোখের কোণা দিয়ে। এমনি সকাল থেকে তাওয়া গরম আজ।

- 'আমি তোর সাথে একদম একমত চৈতি। নারী ও পুরুষ সমান। কিন্তু তোর বিজ্ঞানই তো তোর আমার সাথে একমত না রে', সাফাই করার চেষ্টা।

- 'মানে কী? কী বলতে চাচ্ছিস?', কোমর বাঁধার দশা রীতিমতো।

- ঝিনুক বলবে, বল ঝিনু।

- 'না থাক, বাদ দে না', আলোচনাটা এড়াতে চাচ্ছে ঝিনুক।

- না না বল, সেদিন আমাকে যা যা বলেছিলি। চৈতির জানা দরকার। আমি অত গুছিয়ে বলতে পারব না।

- 'এই যেমন দেখো, উচ্চতায় আমরা ছেলেদের চেয়ে গড়ে ৯% ছোটো, মস্তিষ্কের আয়তন ১১% কম আমাদের , হৃৎপিণ্ড ১৫% কম, লিভার ১২% কম, কিডনি দুটো

১৬% কম, ফুসফুস দুটো ২০% কম।[১৪০] পুরুষের হাড়ের ওজন (bone mass) ৫০% বেশি। উপরাংশে পুরুষের চেয়ে পেশী ৪০% কম, নিচের অংশে কম ৩৩%',[১৪১] এইসব ছিষ্টিছাড়া কথাবার্তা ভুরু কুঁচকে শুনতে হয়।

'রক্তে আমাদের হিমোগ্লোবিন কম, মানে অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কম, হাঁপিয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি।

হিপবোন আর পায়ের গঠন এমন কৌণিক যা দৌড়ের উপযোগী নয়, হাঁটু দুটো বাড়ি খাবার সম্ভাবনা বেশি।

বেশি গরমে আমাদের পুরুষের চেয়ে কষ্ট হয়। কারণ আমরা ঘামি কম।[১৪২]

এবং বেশি ঠাণ্ডায়ও আমরা কুপোকাত হই, মাথা কাজ করে না, বেশি শীত শীত লাগে।[১৪৩]

---

[১৪০] মস্তিষ্কের হিসাবটার রেফারেন্স: Results from a 1994 study published in *Der Pathologe* - and based on more than 8000 autopsies

বাকিগুলো এখান থেকে: In 2001, French researcher Grandmaison and co-authors published a paper in Forensic Science International analyzing organ weights from 684 autopsies performed on whites between 1987 and 1991

অঙ্গ	ছেলে	মেয়ে
মস্তিষ্ক	১৩৩৬ গ্রাম	১১৯৮ গ্রাম
হৃৎপিণ্ড	৩৬৫ গ্রাম	৩১২ গ্রাম
লিভার	১৬৭৭ গ্রাম	১৪৭৫ গ্রাম
কিডনী দুটো	৩২২ গ্রাম	২৭১ গ্রাম
ফুসফুস দুটো	১২৪৬ গ্রাম	১০১৩ গ্রাম

[১৪১] American Physiological Society এর মুখপত্র *Journal of Applied Physiology*. Volume 89, Issue 1, July 2000, Pages 81-88, http://jap.physiology.org/content/89/1/81

[১৪২] যখন বেশি ঘামার প্রয়োজন, যেমন গরম আবহাওয়া নারীর জন্য খানিকটা অস্বস্তিকরই বটে। জাপানের Osaka International University এবং Kobe University-র যৌথ গবেষণায় এমনটিই উঠে এসেছে। গবেষণার প্রধান সমন্বয়ক Yoshimitsu Inoue জানাচ্ছেন, মেয়েদের শরীরের পানির পরিমাণ এমনিতেই পুরুষের চেয়ে কম। ফলে দ্রুত পানিশূন্যতা হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই হতে পারে এই কম ঘামাটা নারীদের জন্য গরমে একটা সারভাইভাল কৌশল বা অভিযোজন। আর পুরুষের এই বেশি ঘামাটা কাজে দক্ষতা বজায় রাখার একটা কৌশল। গরমে মেয়েদের বেশি যত্ন নিতে সুপারিশ করেছেন গবেষকবৃন্দ।
[EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY]
https://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101007210546.htm

[১৪৩] নারীদেহে ক্রিয়াবিক্রিয়ার হার (metabolic rate) কম। তাপ উৎপাদন হয় কম। Warwick Medical School -এর Professor Paul Thornalley বলেছেন BBC-কে।
https://www.her.ie/health/apparently-reason-women-feel-cold-men-448973
আরও দেখুন:
https://www.theguardian.com/science/shortcuts/2017/oct/11/why-women-sewcretly-turn-up-the-heating
https://time.com/5592353/office-temperature-study/

সুতরাং কর্মউদ্যমে ও শারীরিকভাবে পুরুষ আমাদের চেয়ে বেশি অ্যাডভান্টেজ পায়'।

- 'শরীরই কি সব? শারীরিকভাবে ওরা শক্তিশালী, এটা তো আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু শারীরিক শক্তির কারণে শ্রেষ্ঠত্ব, এটা তো বর্বরযুগের সাইকোলজি রে', ছাই দিয়ে ধরল চৈতি।

এভাবেই **প্রথমে জোর করে দাবি করা হবে নারী-পুরুষ সর্বসম। যখন দেখা যাবে, না, সর্বসম তো না। এরপর বলা হবে, পেশীশক্তি তো মধ্যযুগীয় মাপকাঠি, ওটা বাদ। এরপর মনের ফাইলটা ধরলে বলা হবে, দুর্বল করে রাখা হয়েছে বলে, নারী মানসিকভাবে কোমল। শেষমেশ সিদ্ধান্ত হবে, তুমি নারীবিদ্বেষী-বর্বর-অসামাজিক সেক্সিস্ট পটেনশিয়াল রেপিস্ট।** কোনো প্রশ্ন করা যাবে না, Just shut your damn mouth up.

- 'তুই আমাকে বল চৈতি, শরীর লাগে না কোনো কাজে? সব কাজ তো শরীর দিয়েই করতে হয়। এমনকি ব্রেইনওয়ার্কও ব্রেইন দিয়ে মানে শরীর দিয়েই করতে হয়, চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেও হয় শরীর দিয়েই', ফেলে দেওয়া গেল না তিথির কথাটা।

- 'আচ্ছা বাদ দাও শরীর, মানসিক শক্তির কথায় এসো।

  মানসিক শক্তিতেও পুরুষ আমাদের চেয়ে এগিয়ে। **কোনো কাজে বাধাগ্রস্ত হলে পুরুষ সেটা বার বার করে করে ওভারকাম করে, আর আমরা ছেড়ে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেই।**[১৪৪] মানে ওদের মানসিক শক্তিও আমাদের চেয়ে বেশি, চৈতি। আমি না, রিসার্চ বলছে'।

যদিও কথাগুলো হজম করা কষ্টের। সত্য হলো ওষুধের মতো, গিলতে কষ্ট হয়। আর চোখ-নাক বুঁজে গিলে ফেললেই উপশম। আর খেতে স্বাদের খাবারগুলোই বদহজম করে বেশি। মিথ্যের মতো স্বাদের কিছু আছে নাকি?

- 'আর চৈতি, তুই বললি না, বিজ্ঞান বলছে নারী-পুরুষ সমান?', তিথি আগের কথাটা পাড়ে। 'হ্যাঁ, এমন বহু রিসার্চ পাবি যেখানে প্রমাণিত হয়েছে নারী-পুরুষ সমান। 'বিজ্ঞান' বলতে আমরা যদিও বুঝি পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান। এবং **এটা ভেবেই আমরা বিজ্ঞানকে অন্ধভাবে মেনে নেই যে, এটা পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া গেছে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ভিন্ন। বিজ্ঞান স্বাধীন না, পাশ্চাত্য দর্শন থেকে বিজ্ঞান বের হতে পারে না, পুঁজিবাদের ফরমায়েশের বাইরে কোনো রিসার্চ ডোনেশন পাবে না, প্রচার পাবে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে রেজাল্ট চাইবে বিজ্ঞানকে পদ্ধতি এদিক-সেদিক**

[১৪৪] পরিশিষ্ট ৭ দেখুন।

করে ফলাফলের ব্যাখ্যা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে সেই রেজাল্ট এনে দিতে হবে।[১৪৫] সুতরাং বিজ্ঞানকে আমরা যেমন নিরপেক্ষ ভেবে মেনে নিই, অতটা নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হতে পারে না চাইলেও।

- 'দ্বিতীয়ত, খেয়াল করে দেখ চৈতি, আমাদের পারফর্মেন্সে ধারাবাহিকতা নেই। একটানা একই গতির শ্রম আমরা দিতে পারি না। **জীবনের ৩ টা সময় আমাদের কর্মদক্ষতা ও কর্মধারাবাহিকতা কমে যায়, মানসিক-শারীরিক কারণে।**

  প্রতিমাসেই নির্দিষ্ট কিছুদিন আমাদের কর্মক্ষমতা কমে যায়, বেরিয়ে যায় ৮০ মিলি রক্ত,[১৪৬] মনমেজাজ একই রকম থাকে না।

  মেনোপজের পর স্বভাব ও দক্ষতায় অবনতি হয়।

  এবং **যখন আমরা সন্তান ধারণ করি**, সে সময় আমাদের কর্মদক্ষতা লোপ পায়, নির্ভরশীল হয়ে পড়ি।

পুরুষের এগুলো কোনটাই হয় না। কর্মে ধারাবাহিকভাবে দক্ষতার লেভেল বজায় রাখায়ও ওরা বেশি এগিয়ে। আমরা মানি আর না মানি', যথেষ্ট সহ্য করেছে চৈতির কান।

- 'কখনোই না। পিরিয়ডের সময় আমাদের অত কষ্ট কখনোই হয় না, যে কর্মদক্ষতা কমে যাবে', ও বেচারির কী দোষ, ও বেচারির মতো অযুত-নিযুত বেচারির মনে ধর্মের আপ্তবাক্যের মতো গেঁথে দেওয়া হয়েছে—'মাসের সব দিনই সমান'।

- 'তোমাকে কংগ্রাচুলেশান চৈতি। যে তুমি সেইসব ভাগ্যবতী ১০% এর একজন, যাদের কোনো সমস্যাই হয় না। রিসার্চ জানাচ্ছে, মাসিকের আগে মেয়েদের যে খারাপ লাগে, যাকে বলে Premenstrual Syndrome বা PMS।[১৪৭] **এই PMS-এ ৯০% নারীই কোনো-না-কোনো মাত্রায় ভোগে'।**[১৪৮]

চৈতি যতটা উত্তেজিত, ঝিনুক ততটাই শান্ত। ফুটবল যে দল স্পীড দিয়ে খেলে, তাদের হারানোর উপায় হলো খেলা স্লো করে দিতে হয়, নিজেদের মধ্যে বল চালাচালি করে। খেই হারিয়ে ফেলে প্রতিপক্ষ।

---

[১৪৫] পরিশিষ্ট ৫ দেখুন

[১৪৬] https://www.nhs.uk/conditions/heavy-periods/

[১৪৭] পরিশিষ্ট ৮ দেখুন

[১৪৮] Winer, S. A., Rapkin, A. J. (2006). *Premenstrual disorders: prevalence, etiology and impact. Journal of Reproductive Medicine;* 51(4 Suppl): 339-347
https://www.womenshealth.gov/menstrual-cycle/premenstrual-syndrome#13

'আমেরিকার গাইনী ডাক্তাররা এই রোগের যে শর্ত দিয়েছে তার[১৪৯] ৫ নং ক্রাইটেরিয়াই হলো : identifiable dysfunction in social and economic performance. মানে, লক্ষণগুলোর কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পারফর্মেন্সে 'চোখে পড়ার মতো' কমতি আসবে। এবং এই ক্রাইটেরিয়া অনুসারে ৯০ পার্সেন্ট নারীই এতে ভোগেন'।[১৫০]

- 'তোমার না হয় কষ্ট হয় না সখী সর্বংসহে, কিন্তু ৯০% নারীর কষ্ট হয় এবং কাজে কমতি আসে', ঝিনুকের কথা ছোঁ মেরে নেয় তিথি। তিথির খোঁচায় চৈতিরও হাসি পেল এই মেজাজ খারাপের মাঝেও। ফইন্নি একটা।

- 'বুঝলাম বাপু', দীর্ঘশ্বাস চৈতির। ভাল্লাগছে না, এতকালের বিশ্বাসের বাগান দুই ডাইনী মিলে এলোমেলো করে দিচ্ছে। বদলে যাক প্রসঙ্গটা। 'কফি খাবি তোরা? বানাব?'

- 'হলে তো ভালোই হয়। চল দুজন মিলেই বানাই। ঝিনুক প্রথম বার এল, খালিমুখে বসিয়ে রেখেছি। ঝিনু, আজকে কফিই খা, আর কিছু চাসনে, কেমন?'। তিথি ইলেকট্রিক কেটলিটা নিয়ে উঠতে উঠতে, 'আরেকটা সময় আমাদের কর্মদক্ষতার ছেদ পড়ে, কখন বল তো? মেনোপজ।'

- 'হা হা হা , দোস্ত এটা কী বললি? সফল নারীরা তো মেনোপজের পরই সফলতার শিখরে ওঠে', যাক অবশেষে এক হাত নেওয়া গেছে তিথুদের। ব্যাগ থেকে কফির প্যাকেট বেরোল।

- 'হি হি খি খি করিস না, শাঁকচুন্নী কোথাকার', কী মনে করেছে। কোনো ছাড় দেওয়া হলো না। 'ঐশ্বরিয়ার লাক্স মাখার অ্যাড দেখায়, আর হামলে পড়িস ২০ টাকার লাক্স কিনতে। কত জনে কত জন সফল নারী, সে হিসেব পরে দিচ্ছি তোকে। ৬৫% নারীর জীবন আউলে দেয় মেনোপজ, ১২% কে ফেলে দেয় বিছানায়।[১৫১] কোন জগতে আছ?'

- '৬৫% না, ৮৪%', সংশোধন করে দিল ঝিনুক ।

---

[১৪৯] American College of Obstetricians and Gynecologists এর ACOG criteria (পরিশিষ্ট ৯)

[১৫০] সঠিক হিসেবে ৮৫.৬% নারী। *A study on premenstrual syndrome symptoms and their association with sleep quality in nursing staff.* https://www.ijrcog.org/index.php/ijrcog/article/view/6220

[১৫১] ৫০-৫৯ বছর বয়েসী ৪০০ নারীর উপর বয়স্ক সেবা সংস্থা AARP এর জরিপে উঠে এসেছে। https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2018/menopause-symptoms-doctors-relief-treatment.html

- আচ্ছা, স্যরি। ওই হলো আর কি।
- 'বলিস কী?', অবাক হবার মতোই বিষয়, তাই না বলেন? 'এসব তো কানেও আসে না রে, চোখে তো পড়েই না'।
- 'কারণ আছে...। এগুলো স্বীকার করে নিলে তো অটো স্বীকারই করে নেওয়া হলো, নারী-পুরুষ আসলে এক না। তখন এই পুরো গেমটা ওভার। বুঝেছ? আর কতকাল মনে করবা ঐশ্বরিয়া ২০ টাকার লাক্সের ছোঁয়ায় স্টার হয়ে গেছে?', চৈতির গালটা টেনে দিল তিথি। 'তোমরা সমাজরা তালি দিচ্ছ, কিন্তু কেবল মেয়েটাই জানে সে কীসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। নারীবাদ আমাদেরকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নামিয়েছে। ফলে আমরা দাঁতে দাঁত চেপে দৌড়োচ্ছি, কিন্তু কষ্ট তো হচ্ছে। স্যানিটারি ন্যাপকিনের অ্যাড যতই বলুক 'কোনো বাধা নেই', বাস্তবতা তো ভিন্ন'। কফির পানি রেডি।
- 'হ্যাঁ, সেদিন ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখে পড়ল, তিথি জানিস?—
  - ৯০% নারী মাসিকের আগে PMS নিয়েই দৌড়োচ্ছে,[১৫২]
  - পিরিয়ডের ব্যথায় নারী 'কাত করে ফেলা ব্যথা' নিয়েই দৌড়োচ্ছে কিংবা ছুটি নিচ্ছে।[১৫৩]
  - প্রায় ৯০% কিশোরী জানে কী প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে তারা ক্লাসে দৌড়োচ্ছে প্রতিমাসে।[১৫৪]

  তোমার হচ্ছে না চৈতি বন্ধু, কিন্তু অধিকাংশের হচ্ছে।

- 'পুরুষের মতো আমরা না, আমাদের কষ্ট হয়। এটা বুঝি আমরা সবাই, কিন্তু জিদ আর হীনম্মন্যতা এই সহজ সত্যটা আমাদের স্বীকার করতে দেয় না'।
- 'হীনম্মন্যতা, কীসের হীনম্মন্যতা আবার?', আহত বাঘিনী।
- 'মাছ ডাঙায় উঠলে যে হীনম্মন্যতায় ভোগে। আমরা ডুবসাঁতারে যে হীনম্মন্যতায় ভুগি। মাছ পানিতে চলতে পারে, আমি কেন পারব না। মগডালে উঠতে গিয়ে মোটা বাঘটা যে হীনম্মন্যতায় ভোগে, বাঁদর পারলে আমি কেন পারব না। এই নে ঝিনুক', ধোঁয়া ওঠা কফিতে ছোটো ছোটো চুমুক।

[১৫২] https://www.medscape.com/viewarticle/705605_2

[১৫৩] https://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/should-we-have-paid-period-leave/10090848

[১৫৪] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15544981

- 'চিনি লাগলে নিও ঝিনুক ', চৈতির অবশ্য ভালো লেগে গেছে ঝিনুককে। চুপচাপ, ধীরে চিবিয়ে কথা বলে, তিথির মতো কাকাতুয়া না।

- না ঠিক আছে, আমি চিনি কমই খাই। তিথি কী যেন বলছিলি? মোটা বাঘকে বাঁদর কী করেছে?

- বলছিলাম, বাঘ হীনম্মন্যতায় ভোগে যে, বাঁদর গাছে উঠতে পারে, আমি কেন পারি না। আমরা মেয়েরাও এরকম একটা জেদ থেকেই শরীরের বিশ্রামের চাহিদাকে দমিয়ে সারা মাস ছুটছি।

- হ্যাঁ, ফলে স্ট্রেস বাড়ছে। শারীরিক মানসিক দুটো স্ট্রেসই।

- 'স্ট্রেস কি গো, ডাক্তারনী?', চৈতির সরল জিজ্ঞাসা।

- আচ্ছা, স্ট্রেস হলো সোজা বাংলায় 'জরুরি অবস্থা' বা 'রেড এলার্ট' বা '১০ নং মহাবিপদ সংকেত'। বিপদ সন্দেহে স্ট্রেস হয়, বাংলায় যে কী বলে এটাকে? যখন তোমার মনে হবে তোমার হাতে কিছু নেই, নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তোমার জীবনে যা যা হচ্ছে কিছুই তোমার কন্ট্রোলে নেই, যা চাচ্ছ তা হচ্ছে না। এই হতাশা, তিতকুটে মন, রাগ, প্রতিকূলতার অনুভূতিকে স্ট্রেস বলে। আবার ধর, তুমি টের পাচ্ছ তোমার বিশ্রামের দরকার। কিন্তু এরপরও তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে, তুমি অনিচ্ছায় কাজ করছ। এই অনুভূতিটাও স্ট্রেস।

- বাংলায় 'ধকল' বলা যায়। বা মানসিক চাপ।

- 'তা হলে তো আমি সব সময়ই স্ট্রেসে থাকি', আহ্লাদে আটখানা চৈতি ঠোঁট উল্টায়। 'আমার তো কিছুই ভাল্লাগে না। আমার কী হবে?'

- তোর আর কী হবে? বিয়ে-থা হবে, একগাদা বাচ্চাকাচ্চা হবে, একপাল নাতিপুতি হবে। বল ঝিনুক তারপর।

হাসির পর্ব শেষে ঝিনুক বলে চলে, 'আমাদের দেহের সাধারণ কিছু নিয়ম আছে। যখন আমরা কোনো কিছুকে বিপদ মনে করি তখন পালানো কিংবা আক্রমণের জন্য দেহ রেডি হয়ে যায়। হার্টবিট বাড়ে, শ্বাসের রেট বাড়ে, অক্সিজেন-গ্লুকোজ-রক্তের সাপ্লাই বাড়ে, ব্রেইন সজাগ থাকে-ঘুম উবে যায়, ব্লাড প্রেসার বাড়ে, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল মেজাজ থাকে। মানে বিপদ এসেছে, হয় পালাও, নইলে মোকাবেলা কর।

- ভালো জিনিসই তো স্ট্রেস তা হলে।

- 'ভালো-খারাপ পরে বুঝবা বাছাধন। শুনে নাও আগে পুরোটা।

- 'হ্যাঁ, ভালো', ঝিনুক থামায় তিথিকে। 'কিন্তু এই ভালো জিনিসই কাল হয়ে যায়

যদি দেহ দীর্ঘসময় এই অবস্থায় থাকে। নর্মালি বিপদ কেটে গেলে, নিরাপত্তা-প্রশান্তির অনুভূতি এলে এই চেঞ্জগুলো ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যদি তুমি মানসিকভাবে নিজেকে বিপদগ্রস্ত ভাবো, তখন বাধে ঝামেলাটা। হতাশা-অপ্রাপ্তি-উদ্বিগ্নতা-ভয় এগুলোকে আমাদের ব্রেন বিপদ হিসেবে বুঝে নেয় এবং ১৪৪ ধারা জারি করে রাখে। দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস'।

- সমস্যা তো তা হলে জটিল।

- শুধু সমস্যা না। মারাত্মক সমস্যা। এই স্ট্রেস বেশিক্ষণ থাকার মানে হলো, হার্টকে এক্সট্রা কাজ করতে হচ্ছে। প্রেসার বেড়েই থাকছে। ঘুম হচ্ছে না। রক্তে গ্লুকোজ হাই হয়ে থাকছে। মানে হার্ট-ব্রেইন-কিডনি-চোখ সবই বিপদের মধ্যে। হার্ট-এট্যাক, স্ট্রোক, কিডনি ড্যামেজ, অন্ধত্ব, ডায়বেটিস থেকে নিয়ে বড়ো বড়ো সব অসুখের কমন কারণ এই 'স্ট্রেস'।

মজার ব্যাপার হলো, এই স্ট্রেসেও আমরা সমান না। নারী-পুরুষের দেহ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়। **সামান্য স্ট্রেসেও নারীদেহে প্রভাব পড়ে বেশি।**

- 'তার মানে পানিতে থাকা একটা মাছের চেয়ে পানিতে একটা মানুষের...। আই মিন, স্ট্রেসে থাকা একজন পুরুষের চেয়ে স্ট্রেসে থাকা একজন নারীর শারীরিক ক্ষতি বেশি হয়, মানসিক অসুখও বেশি হয়।[১৫৫] বুঝলে রুমমেট?', সরল-রাগী লোকের পিছে লাগার মজাই আলাদা।

- 'মানে আমরা পুরুষের মতো স্ট্রেস সইতে পারি না?', গোল গোল চোখ বানায় চৈতি।

- 'হ্যাঁ। স্ট্রেসের প্রভাবে লক্ষণগুলো নারীদের বেশি প্রকাশ পায়। কারণ একই স্ট্রেসে নারীদের স্ট্রেস-হরমোন কর্টিসল বেশি বের হতে থাকে',[১৫৬] এক হাত দিয়ে আরেক হাতের আঙুল গোনে ঝিনুক। ছেলেমানুষ হলে এই আঙুল গোণার দিকে চেয়ে দুয়েকটা জীবন পার করে দেওয়া যেত।

  • 'ফলে টেনশন-জাতীয় মাথাব্যথা ও মানসিক রোগগুলো[১৫৭] নারীদের বেশি হয়।[১৫৮]

---

[১৫৫] https://www.womenshealth.gov/mental-health/good-mental-health/stress-and-your-health#10

[১৫৬] *Gender differences in stress response: Role of developmental and biological determinants*, Rohit Verma et. Al., *Industrial Psychiatry Journal.*

[১৫৭] Post-Traumatic Stress Disorder, Panic Disorder বা Obsessive-Compulsive Disorder ইত্যাদি।

[১৫৮] Hammen, C., Kim, E.Y., Eberhart, N.K., Brennan, P.A. (2009). *Chronic and acute stress and the predictors of major depression in women. Depression and Anxiety*; 26(8): 718-723. সূত্রে।

- কমবয়েসী নারীদের হার্টের সমস্যাগুলো মূলত হার্টের উপর এই স্ট্রেসের কারণেই হয়।[১৫৯]
- লম্বা সময় নিয়ে স্ট্রেস থেকে IBS নামক অসুখ হতে পারে। পুরুষের চেয়ে নারীদের এই রোগের হার দ্বিগুণ।[১৬০]
- স্ট্রেসের কারণে মুটিয়ে যাবার সম্ভাবনা নারীদের অনেক বেশি পুরুষের চেয়ে।[১৬১]
- লাগাতার স্ট্রেসে থাকা মহিলাদের PMS এর সমস্যা বেশি মারাত্মক লেভেলের হয়।[১৬২] কী বুঝলে?'

- 'বুঝলাম', দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চৈতি বলে, 'কিন্তু স্ট্রেস দিয়ে কী বোঝালে বুঝলাম না'।

- বোঝাতে চাচ্ছি : **নারী-পুরুষ কোনোভাবেই সমান না। এবং চাকুরির নামে, স্বাবলম্বী হবার নামে, সমানাধিকারের নামে, ক্ষমতায়নের নামে নারীকে জবমার্কেটে এনে আমরা এই অতিরিক্ত স্ট্রেসটা নারীর উপর চাপিয়ে দিয়েছি।** অফিসে ও বাসায় নারীর **দ্বৈত ভূমিকাই** তাদের কর্মস্থলে পুরুষের চেয়ে বেশি স্ট্রেস অনুভব করার মূল কারণ।[১৬৩]

- 'মানে যে জিনিস নিয়ে নারীকে আগে স্ট্রেস নিতে হত না, সেই জিনিসগুলো নিয়ে নারীকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, টেনশান করতে হচ্ছে', তিথি জুড়ে দেয়, 'যে সময় তার শরীর রেস্ট চায়, সে সময় তাকে ৯টা-৫টা কাজ করানো হচ্ছে। সে পুরুষের সমান হবার জন্য করছে। আমি কেন পারব না—এই জেদের কারণে করছে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য করছে। কিন্তু শরীর তো চলে শরীরের নিয়মে'।

- জাস্ট ইমাজিন, এই **চাকুরি-কেন্দ্রিক স্ট্রেসের কারণে** নারীদের হার্ট অ্যাটাক ও

---

[১৫৯] Vaccarino, V., Shah, A.J., Rooks, C., Ibeanu, I., Nye, J.A., Pimple, P., et al. (2014). *Sex differences in mental stress-induced myocardial ischemia in young survivors of an acute myocardial infarction*. Psychosomatic Medicine; 76(3): 171–180 সূত্রে

[১৬০] Grundmann, O., Yoon, S.L. (2010). *Irritable bowel syndrome: epidemiology, diagnosis and treatment: an update for health-care practitioners*. Journal of Gastroenterology and Hepatology; 25(4): 691–699. সূত্রে
Michopoulos, V. (2016). *Stress-induced alterations in estradiol sensitivity increase risk for obesity in women*. Physiology & Behavior; 166: 56–64 সূত্রে

[১৬১] Michopoulos, V. (2016). *Stress-induced alterations in estradiol sensitivity increase risk for obesity in women*. Physiology & Behavior; 166: 56–64. সূত্রে

[১৬২] Gollenberg, A.L., Hediger, M.L., Mumford, S.L., Whitcomb, B.W., Hovey, K.M., Wactawski-Wende, J., et al. (2010). *Perceived Stress and Severity of Perimenstrual Symptoms: The BioCycle Study*. Journal of Women's Health; 19(5): 959–967.

[১৬৩] *A Comparative Analysis on the Causes of Occupational Stress among Men and Women Employees and its Effect on Performance at the workplace of Information Technology Sector, Hyderabad.* [shorturl.at/mFQWX] www.researchgate.net

স্ট্রোকের সম্ভাবনা ৪০% বেশি।[১৬৪] কী বলবে একে?

- 'আচ্ছা, বুঝেছি এখন', না বুঝে আর পারা গেল না।

- 'পুরুষের মাঝে কাজ করতে সে বেশি স্ট্রেস ফীল করে, সেখানেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।[১৬৫]

নারী কর্মকর্তারা বেশি স্ট্রেস, উদ্‌বেগ ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন,[১৬৬] রিসার্চ বলছে।

যে দেশে নারীবাদীদের বেশিরভাগ দাবিই পূরণ করেছে, সেই ব্রিটেনের মতো দেশেই ৭৯% নারী কর্মক্ষেত্রের স্ট্রেসে ভুগছেন, ৭৮% নারী কর্মজীবীর ঘুমে সমস্যা, মোটের উপর ৮৭% নারী **চাকুরি নিয়ে স্ট্রেসে** আছেন বলে জানিয়েছেন।[১৬৭]

তা হলে থার্ড ওয়ার্ল্ডে কী অবস্থা ভেবে নাও'।

কিছু অস্ত্র আগে থেকেই মুখস্থ করে রাখা লাগে দাঈদের, বিশেষ করে খটমটে কিছু সংখ্যা-অংক। এক জাকির নায়েকে দেখেন সবাই আটকা, এই কয়েকটা সংখ্যা উপস্থাপনে। সংখ্যার শক্তি।

- 'আরেকটা সময় আমরা পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে পারি না, যখন আমরা গর্ভধারণ করি। শরীর আর মনের দিক থেকে একেবারে নির্ভরশীল হয়ে পড়ি', তিথি তিনটে আঙুল নাড়ায়।

- 'কিন্তু দোস্তো, কত মেয়ে তো গর্ভে সন্তান নিয়েই অফিস করছে, কাজে যাচ্ছে। করছে না, বল?' অভিযোগ থেকে এতক্ষণে অনুযোগে নেমেছে।

- 'হ্যাঁ, তা তো যাচ্ছেই। সেই সাথে ফ্রি ফ্রি—

    - গর্ভকালীন জটিলতাও এখন বেশি হচ্ছে,[১৬৮]

---

[১৬৪] ২০১২ সালে ২২,০০০ নারীর উপর এক রিসার্চে এসেছে, যেসব নারীদের **চাকুরি-কেন্দ্রিক স্ট্রেস** (job-related stress) বেশি, তাদের ৪০% বেশি সম্ভাবনা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক (cardiovascular event) হবার [https://time.com/4008343/women-male-jobs/]

[১৬৫] পুরুষপ্রধান কর্মস্থলে কর্মরত নারীরা উচ্চমাত্রার উদ্বেগের মাঝে থাকে (high levels of interpersonal stress) যা তাদের স্বাস্থ্যহানি করতে পারে।
https://time.com/4008343/women-male-jobs

[১৬৬] https://hbr.org/2016/08/why-women-feel-more-stress-at-work

[১৬৭] Women Are at Breaking Point Because of Workplace Stress: Wellbeing Survey from Cigna, Louise Chunn, *forbes.com* [shorturl.at/bMOZ5]

[১৬৮] যেমন আগেই ব্যথা ওঠা, আগে আগেই বাচ্চা হয়ে যাওয়া, কম ওজনের বাচ্চা, প্রি-এক্লাম্পশিয়া, গর্ভকালীন ডায়বেটিস ইত্যাদি।
Effects of prenatal stress on pregnancy and human development: mechanisms and pathways
Mary E Coussons-Read, PhD; *Obstetric Medicine*. 2013 Jun; 6(2): 52–57.

- বাচ্চাদের জন্মগত ত্রুটিও বেশি হচ্ছে,[১৬৯]
- বাচ্চা হবার পরও বাচ্চার সমস্যা রয়ে যাচ্ছে তার গর্ভকালীন স্ট্রেসের ফল হিসেবে।[১৭০]
- অটিজম রোগাক্রান্ত শিশুও বেশি জন্মাচ্ছে',[১৭১] ঝিনুক বলটাকে ফুলটস বানিয়ে স্ট্রেইটে ছক্কা হাঁকাল।

- যে সময়টা তার রেস্ট প্রয়োজন, সে সময় তাকে খাটাচ্ছ। গর্ভের সন্তান নিয়েই দৌড়তে বাধ্য করছ। ভাগোওওও, নারী-পুরুষ সমান। এক্সট্রা যে স্ট্রেসটা তাকে এ সময় নিতে হচ্ছে, আর সেই স্ট্রেসের ফলে মানব প্রজাতির যে ক্ষতি হচ্ছে, সেটার মাশুল কোন নারীবাদী এসে দিয়ে যাবে, শুনি?', কথা তো তিথি ঠিকই বলছে।

- 'তাইলে নারী-পুরুষ সমান না, তাই না?', চৈতিকে দেখে মায়া হলো তিথির। গাছের গোড়ায় কুড়ুল বেশি পড়ে গেছে, এতদিনের পুরনো মায়া-লাগা মহীরুহ।

- না রে পাগলী, আমি কি বলেছি নারী-পুরুষ সমান না? হ্যাঁ, আমরা সমান, কিন্তু সর্বসম না। যেমনটা নারীবাদ বা পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের বিশ্বাস করাতে চায়, তেমনটা না। মানবজাতির সদস্য হিসেবে আমরা সমান। আমাদের মর্যাদা সমান। কিন্তু আমরা পরস্পরের বিকল্প না। ব্যাপারটা এমন নয় যে পুরুষের কাজ মেয়ে দিয়ে হচ্ছে, তাই নারীপুরুষ সমান। **আমাদের বায়োলজি আলাদা, তার সাথে মিলিয়ে আমাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা হওয়াই বায়োলজির দাবি, শরীরের দাবি।**

- শেষ আরেকটা প্রশ্নের জবাব দে। তুই যে বললি, পুরুষের কাজ মেয়ে দিয়ে হয় না। দেখ, মেয়েরা কিন্তু পুরুষদের সেক্টরেও নিজেদের প্রমাণ করছে—আর্মিতে, খেলাধুলায়। এটাকে কী বলবি?

---

[১৬৯] যেমন তালুকাটা (cleft palate), গন্নাকাটা (cleft lip), মেরুদণ্ড জোড়া না লাগা (spina bifida), জন্মগত হৃদরোগ (Fallot's tetralogy) এবং মাথাবিহীন বাচ্চা (anencephaly) ইত্যাদি। মূলত অতিরিক্ত গর্ভকালীন স্ট্রেসের কারণে। অতিরিক্ত কর্টিসলকে এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে।
Maternal Stressful Life Events and Risks of Birth Defects, Epidemiology. 2007 May; 18(3): 356–361.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/913161.stm

[১৭০] বাচ্চার সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা, খিটখিটে মেজাজ, আবেগিক সমস্যা, অ্যাজমা, অ্যালার্জি, কম রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা, বুদ্ধিবিকাশে বাধা, স্মৃতিস্বল্পতা ইত্যাদি।
Effects of prenatal stress on pregnancy and human development: mechanisms and pathways; Mary E Coussons-Read, PhD; Obstetric Medicine. 2013 Jun; 6(2): 52–57.
Stress in pregnancy 'makes child personality disorder more likely' [https://www.bbc.com/news/health-49593620]

[১৭১] Stress exposure during pregnancy observed in mothers of children with autism [https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160607220116.htm]
Prenatal maternal stress events and phenotypic outcomes in Autism Spectrum Disorder; Autism Research, 2017 Nov;10(11):1866-1877

- আচ্ছা, ওকে।

মেয়েরা ফুটবল, আর্মি—ইত্যাদি জায়গায় কাজ করছে, মেয়েদের মতো করে করছে। প্রতিযোগিতা করে করছে না। এমন না যে তুমি নারী ভার্সেস পুরুষ ফুটবল খেলাচ্ছ। বা আর্মিতে ছেলে-মেয়েকে একই দায়িত্ব দিচ্ছ। পুরুষ তাদের মানের ফুটবল খেলছে, মেয়েরা মেয়েদের মানের। তুমি বলতে পারোনা যে সলিমুদ্দি ফুটবল খেলতে পারে না, আর মিয়াহ্যাম স্টার ফুটবলার—তাই নারীপুরুষ সমান। তুমি মিয়াহ্যাম আর মেসি-রোনালদোকে সমান প্রমাণ করে বলো যে নারী-পুরুষ সমান।

- আর শারীরিক শ্রমও কিন্তু একটা স্ট্রেস।

- অধিক শারীরিক শ্রম নারীকে বন্ধ্যা করে ফেলে।[১৭২]
- আমেরিকান আর্মিতে নারী সৈন্যরা ৩ গুণ বেশি বন্ধ্যাত্বে ভুগছে সিভিলিয়ান নারীদের চেয়ে।[১৭৩]
- উত্তর কোরিয়ার নারীসেনাদের পরিশ্রমের কারণে মাসিকই বন্ধ হয়ে যেত বছরের পর বছর, যেটা নারীদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।[১৭৪]
- **শিফটিং ডিউটি করে যেসব মেয়েরা, নর্মালের চেয়ে তাদের মোট ডিম্বাণু ৮.৮% কম। আর পরিণত ডিম্বাণু কমে গেছে ১৪.১%।**[১৭৫]

পুরুষের মতো শারীরিক পরিশ্রমের সেক্টরে মেয়েদের মতো করে কাজ করতে গেলেও নারীর কষ্ট হয়, নারীত্ব নষ্ট হয়।

- হুমমম, কী একটা অবস্থা?

- আর কী, জানিস চৈতি? নারীকে পুরুষের জায়গায় দাঁড় করালেও নারী নারীর মতো করেই করবে, এবং তার শরীরে এফেক্ট পড়বে। তুমি চৈতি চিৎকার করলেই, আর আমি তিথি প্ল্যাকার্ডবাজি করলেই নারীপুরুষ একই হয়ে যাবে না। **পুরুষের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে আমরা কেবল নিজেদের উপরই স্ট্রেস বাড়াচ্ছি—এই সত্যটা তুমি যত স্বীকার করবে, তত নারীর জীবন আরামের হবে, সম্মানের হবে।** আর যত অস্বীকার করবে, ততই নিজেকে পুরুষের সাথে এসব বিষয়ে প্রতিযোগিতায় যাবে,

---

[১৭২] https://www.theguardian.com/money/blog/2009/apr/15/women-work-infertile

[১৭৩] https://www.medscape.com/viewarticle/906907
https://www.businessinsider.com/military-women-suffer-infertility-at-3-times-the-rate-of-civilians-2018-12

[১৭৪] https://www.bbc.com/news/stories-41778470

[১৭৫] https://edition.cnn.com/2017/02/07/health/infertility-manual-labor-shift-work-egg-count-study/index.html

ততই নিজেকে কষ্ট দেবে। একটা উদাহরণ দেব? তোকে দিয়েই।

- আমাকে দিয়ে? কীরকম শুনি? অপমান করবি না বলে দিচ্ছি। বহুত অপমান করেছিস আজগে। খালি ঝিনুক আছে বলে কিছু বললাম না।

- 'না না, তোকে কি আমি শুধু অপমানই করি। একথা তুই বলতে পারলি। দুইটা না পাঁচটা না, একটা মাত্র রুমমেট তুই আমার', ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল।

- আচ্ছা আচ্ছা, কী উদাহরণ দিবি, দে।

- আজ তোকে একটা লোক বাসে সীট ছেড়ে দেয়নি, তাই না? লোকটা কারণ কী দেখিয়েছে?

- বলেছে, নারীপুরুষ এখন সমান। আপনারও কষ্ট হচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে গেলে আমারও কষ্ট হবে।

- 'ভেবে দেখ, উজবুকটা ভুল কিছু তো বলেনি।

বাসের সিটের পাশে কী লেখা দেখেছিস না? "মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ৯ টি সিট"।

কোটা কাদের জন্য থাকে? পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য, তাই না? প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়, এমন লোকদের প্রতিযোগিতা ছাড়াই সুবিধা দিতে কোটা পদ্ধতি— মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়তো যথেষ্ট মেধাবী নয়, বাবার অবদানের জন্য মেধাবীদের বাইপাস করে তাকে সুবিধা দিলাম। মুক্তিযোদ্ধা কোটা, উপজাতি কোটা ইত্যাদি', উদাহরণ দিতে পারাটা একটা আর্ট, একটা শিল্প। ঝিনুক হাঁ করে শিল্পীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

'আমাদের জন্য বাসে কোটা লাগে; কারণ পুরুষের মতো মাইলকে মাইল দাঁড়িয়ে যেতে আমাদের কষ্ট হয়। আবার লেখা থাকে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য। শিশু ও প্রতিবন্ধীরা যেমন শারীরিকভাবে কমজোর, নারীও কমজোর। এটা যদি মেনে নাও তবে বসে যাও। আর না মানলে কোটা নাও কেন? দাঁড়িয়েই যাও পুরুষের মতো। যেহেতু দাবি করছি আমরা সমান, দাবির প্রমাণ দাও।

নারী-পুরুষ যে ভিন্ন, এটা মেনে নিলে দুজনার জীবনই সুন্দর হয়। আরও বেশি একে অপরের প্রতি সহমর্মী হয়, সহযোগিতার হাত বাড়ায়। আর প্রতিযোগিকে সবাই হারাতেই চায়, হাত গুটিয়ে নেয়। সত্যের স্বাদ একটু তিতাই রে'।

তাই বলে এত তিতা। ভেজাল দুধ খেয়ে খেয়ে পেটে সয়ে গেছে, এখন খাঁটি দুধ আর হজম হতে চায় না। মিথ্যে বার বার বললে নাকি সত্য হয়ে যায়। সত্য ভেবে নিয়ে রোজ এমন কত মিথ্যের সাথে বসবাস করি আমরা। কে জানে?

শুভঙ্করের জন্মবৃত্তান্ত

আজ সাবেরী ম্যাডামের ক্লাস ছিল। 'সাংবাদিকতা ও নারী' পড়ালেন, মানে নারীবাদ পড়ালেন আর কি। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মকে একহাত, দেড়হাত করে বারকয়েক নিলেন। কিন্তু ওনার নিজের ধর্মের শতবছরের সতীদাহ-বিধবানিগ্রহ, ভারতে কন্যা ভ্রূণহত্যা একবারের জন্যও এল না। এজন্যই 'কিডা যেন কইছিল' : মোছলমান যখন নাস্তিক-নারীবাদী-কম্যুনিস্ট হয়, তখন নাস্তিক-নারীবাদী-কম্যুনিস্ট-ই হয়। আর হিন্দু যখন নাস্তিক হয়, তখন 'হিন্দু-নাস্তিক' হয়। যখন নারীবাদী হয়, তখন 'হিন্দু-নারীবাদী' হয়। যখন কম্যুনিস্ট হয়, 'হিন্দু-কম্যুনিস্ট' হয়। মোক্ষম।

চৈতি বার বার আড়চোখে দেখছিল তিথিকে পুরোটা ক্লাস। নির্লিপ্ত-ভঙ্গি ধরে রাখার চেষ্টা করছে তিথি। ইনফ্যাক্ট গোটা ক্লাসটাই তিথির দিকে তাকাচ্ছে খানিক পর পর। ব্যাপারটা ম্যাডামও খেয়াল করেছেন। বার বার 'কারও মনে আঘাত দেবার জন্য বলছি না' 'বিশেষ কারও উদ্দেশ্যে না' 'প্লিজ ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি'-জাতীয় কথা বলে বলে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করেছেন। এত 'আগাছানাশক দেবার পরও বেড়ে ওঠা বেয়াড়া ঘাসফুল' তিথি এখন ডিপার্টমেন্টের কাছে। একটা এক্সট্রোভার্ট মেয়ে হঠাৎ তাঁবু হয়ে যাওয়াটা পুঁজিবাদের একটা নীট লস না তো কী।

ক্লাস শেষে চৈতিরা ঘেঁষে এল। সিন্থিয়া-রেণু-তাসনীম, সবাই। উদ্দেশ্য তিথি মন খারাপ করেছে, তার মন ভালো করা। তিথি আসলে মন খারাপ করেনি। এটাই প্রত্যাশিত। আমাদের প্রত্যাশার সাথে না মিললে, মন খারাপ হয়। প্রত্যাশামাফিকই যদি হয়, তা হলে মন খারাপের কী আছে।

- 'দেখেছিস? ম্যাম কিন্তু হিন্দু ধর্মকে একবারও খোঁচাল না', রেণু গাল ফুলিয়ে নৈঃশব্দ ভাঙে।

- 'আরে হ্যাঁ, এদের সমস্যাই হলো ইসলাম। বুঝলি?', সিন্থিয়া বেশ বইপত্র নাড়েচাড়ে ইদানীং। 'বর্তমানে পুরো দুনিয়া চলছে পুঁজিবাদী অপারেটিং সিস্টেমে।[১৭৬] ইসলাম

[১৭৬] কম্পিউটার চলে যে সফটওয়্যার দিয়ে। যেমন- উইন্ডোজ একটা অপারেটিং সিস্টেম।

টোটালি বিপরীত কাউন্টার অপারেটিং সিস্টেম। স্নায়ুযুদ্ধে[১৭৭] সমাজতন্ত্রকে হারানোর পর এখন ইসলামই তাদের মূল শত্রু। কারণ তাদের সফটওয়্যারকে চ্যালেঞ্জ করার সব গুণাগুণ একমাত্র ইসলামের মধ্যেই আছে। এইসব নারীবাদ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, গণতন্ত্র, ভোগবাদ। এসবই পুরো দুনিয়াকে পুঁজিবাদের গ্রাসে আনার ভিন্ন ভিন্ন কৌশল'।

- 'বাহ রে সিন্থিয়া। তোর কনসেপ্ট তো বেশ ক্লিয়ার। কীভাবে?', তিথি শুধায়।
- 'আমার আগে থেকেই মনে একটা প্রশ্ন ছিল, সারা দুনিয়ায় সবাই কেন মুসলিমদেরকেই অত্যাচার করছে, কী এমন পাপ করে ফেলেছে ওরা। হিসেব মেলাতে পারতাম না। ভাইয়ার সাথে শেয়ার করলাম বিষয়টা। ভাইয়া তো অনেক হাবিজাবি পড়েটড়ে। তিনটে বই দিল সেদিন। একটা হলো 'চিন্তাপরাধ'। আর মোহাম্মদ এনামুল হক স্যারের দুটো বই। পড়েছিস তুই?'
- 'হ্যাঁ, দারুণ লিখেছে না? হিসেব মিলেছে?', জবাবে সিন্থিয়া উপর-নিচে মাথা নাড়ে।
- 'আমাকে দিস তো সিন্থি', রেণু বেশ ইন্টারেস্টেড।
- 'তবে সিন্থি', তিথি বলে চলে। 'নারীবাদের শুরুটা আসলেই যৌক্তিকই ছিল। ইউরোপের প্রেক্ষাপটে নারীবাদের প্রথম ওয়েভ[১৭৮] আসলেই দরকার ছিল। বুঝলি না? হাজার বছর ধরে ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থার উপর যাজকতন্ত্রের[১৭৯] জুলুম চলেছে। সেই জুলুমের জবাবেই এইসব নারীবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রের জন্ম'। তিথির বলার ভেতর একটা হারিয়ে যাওয়া আছে। তাই যে শোনে সেও হারিয়ে যায়, চলে যায় বহু পিছনের কোনো সাদাকালো সিনেমায়।

'উপনিবেশ চুষে ইউরোপে এল শিল্পবিপ্লব, হতে থাকে যন্ত্রশিল্পের বিকাশ। ছাতার মতো কলকারখানা গড়ে উঠল ইউরোপ-আমেরিকায়, স্রোতের মতো কাঁচামাল আসছিল উপনিবেশ থেকে। কুটির শিল্পগুলো বন্ধ হতে থাকল বৃহৎশিল্পের ঠেলায়। আগে নারীরা ঘরে থেকেই কৃষিতে-শিল্পে-উৎপাদনে অংশ নিত, সেটা গেল বন্ধ হয়ে'।

---

[১৭৭] ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর পুরো পৃথিবী ২টি ব্লকে ভাগ হয়ে পড়ে। একটা হলো আমেরিকার নেতৃত্বে 'ন্যাটো'র পুঁজিবাদী ব্লক। আরেকটা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে 'ওয়ারশ'-এর সমাজতান্ত্রিক ব্লক। সরাসরি যুদ্ধ না হলেও পুরো দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তারের ঠান্ডা লড়াই চলত এদের মাঝে। একেই বলা হয় স্নায়ুযুদ্ধ বা cold war. নিরপেক্ষ দেশগুলো মিলে তৈরি করে 'ন্যাম' নামের আরেক সংগঠন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্লক ধ্বংস হয়। শেষ হয় স্নায়ুযুদ্ধ। শুরু হয় দুনিয়াজোড়া আমেরিকার একচেটিয়া মোড়লগিরি।

[১৭৮] পরিশিষ্ট ১০ দেখুন

[১৭৯] খৃষ্টান যাজকদের শাসন। ইউরোপীয় দেশগুলোতে যাজকতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটায় এনলাইটেনমেন্ট।

- 'তার মানে শিল্পোন্নত হবার আগে ইউরোপকে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয়নি?', চৈতি প্যারাস্যুট ছাড়া আকাশ থেকে পড়ে গেল। 'আমাদের তো ছোটোবেলায় এটাই পড়িয়েছে: শিল্পে উন্নত হবার আগে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে'।
- 'না, হতে হয়নি', তিথির দৃঢ় জবাব। 'তৃতীয় বিশ্বকে চিরকাল কৃষিপ্রধান রাখতে এবং চিরদিন তাদের কাঁচামাল-সাপ্লায়ার বানিয়ে রাখতে এটাই তৃতীয় বিশ্বের একজন ছাত্রকে পড়াতে হবে, বুঝেছ বুদ্ধিমতী'।
- 'তারপর বল, তিথি', রেণুর কাছে কথাগুলো একেবারেই নতুন, বেচারী আগ্রহে মারা যাচ্ছে।
- 'দাসব্যবসা ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে, ওদিকে কারখানা বাড়ছে, কাঁচামালেরও কমতি নেই। বাড়তে থাকল শ্রমিকের চাহিদা। পরিবার এখন আর উৎপাদনের ইউনিট না, আয়ের ইউনিট; উৎপাদন চলে গেছে কারখানায়। নারীদের এখন কেবল বাসার কাজ ছাড়া অর্থনীতিতে কোনো কাজ নেই, যেটা তারা কুটিরশিল্পের যুগে করত। পুরুষ তো কারখানায় আছেই। ফলে শ্রমিকের যোগান দিতে পরিবার থেকে নারীদেরকেও বের করার প্রয়োজন দেখা দিল'।
- 'এই হলো শুরু', বাকিদের ক্লিয়ার করে সিন্থিয়া।
- 'নারীদের কারখানামুখী করতে চটকদার সব আইডিয়া বাজারে আসতে থাকল। নারীকর্মী রাখার সুবিধা হলো একই সময় খাটিয়ে নিবে; কিন্তু কেবল নারী হবার অজুহাতে বেতন দিবে কম। এইসব জুলুমের বিপরীতে গড়ে উঠল নারীদের নানা ট্রেড ইউনিয়ন। নারীরা দেখল, যেহেতু আমরা ভোটব্যাংক না, গণতান্ত্রিক দলগুলো আমাদের দাবিদাওয়া আদায়ে উদাসীন। অতএব প্রথমে আমাদের লাগবে ভোটাধিকার। শুরু হলো আন্দোলন, প্রথম ঢেউ, ফার্স্ট ওয়েভ। এরপর সমান বেতনের আন্দোলন, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি ইস্যু সামনে আসতে থাকল। বুঝলি?'
- 'হ্যাঁ, বুঝলাম। ম্যাডামের চেয়ে তুই নারীবাদের ইতিহাস ভালো পড়াচ্ছিস তো। তারপর?', স্বল্পভাষী তাসনীমের গলা শোনা গেল এতক্ষণ পর। তাসনীম যখন কথা বলেছে, মানে আলোচনাটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টাতে নারীরা ব্যাপকভাবে কারখানায় এল, কারণ পুরুষদের যেতে হয়েছিল যুদ্ধে। যুদ্ধের পরেও কারখানাগুলোতে নারীকর্মী ছিল প্রচুর, পুরুষ নিহত-নিখোঁজ ছিল বহু। মজা পেয়ে গেল মালিকেরা, নারীদের শ্রমবাজারে রাখাটা ব্যাপক লাভজনক সাব্যস্ত হলো।

এক, বেতন কম দিতে হয়।

দুই, চাকুরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, ফলে, পুরুষও আগের চেয়ে কম বেতনে শ্রম দিতে তৈরি থাকে, চাকুরিটা তো তার দরকার। পুঁজিবাদ তো এটাই চায়। নারীবাদ হয়ে গেল পুঁজিবাদের লাভজনক প্রোজেক্ট। নারীবাদের পালে সব ধরনের ফুঁ এখন পুঁজিবাদই দেয়।[১৮০]

- 'হুমমম, মেক্স সেন্স', চৈতিও পালে হাওয়া দিল।

- নারী-পুরুষ সমান এটা একটা ফাঁপা বুলি। নারীকে পুঁজিবাদের ওয়ার্কফোর্সে টেনে আনার একটা ফাঁদ। একটু চিন্তা কর, চাকরির বাজারে শুধু পুরুষ। এবার চাকরির বাজারে সমান সংখ্যক নারী চলে এল। শ্রমের যোগান বেড়ে গেল। চাহিদার চেয়ে যোগান বেড়ে গেলে মূল্য কমে যায়। শ্রম হয়ে গেল সস্তা। কার লাভ? ভেবে বল। যাদের লাভ, 'নারী-পুরুষ সমান'— এটাও তাদেরই বুলি। তাদের—

নারীশিক্ষা মানে শিক্ষিত হয়ে চাকুরিতে আসো।
নারী অধিকার মানে ঘরের বাইরে চাকুরি করার অধিকার,
নারীর ক্ষমতায়ন মানে চাকুরি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা।
নারী স্বাধীনতা মানে পরিবারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে চাকরি করার স্বাধীনতা।
নারী, তোমার স্বামী তোমার উপর জুলুম করে, ডিভোর্স দিয়ে চাকরি কর, সমাধান।
তোমার উপর ম্যারিটাল রেপ হয়, চাকরি কর।
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তোমার ভাল চায় না, চাকরি কর।

সব কিছুর সমাধান হলো, চাকরি কর, অর্থনীতিতে আসো, টাকা কামাও। আমার কাজে লেগে যাও। ব্যস। এটাই সমাধান। এটাই আলাদিনের জাদুর চেরাগ।

- 'এই যেমন তৃতীয়বিশ্বে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কথাই ধর', সিন্থিয়া হাল ধরে, লম্বা স্পীচ দিয়ে তিথি দম নিচ্ছে। 'গ্রামের এই মেয়েগুলোকে যদি নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার, নারীমুক্তি এসব বড়ি না গেলাত, তা হলে গ্রাম থেকে শহরে এনে মাত্র ৫-৬ হাজার টাকায় শ্রম নিত কীভাবে? লাভ হচ্ছে কার? ওদের তো না। ঢাকায়

[১৮০] **How feminism became capitalism's handmaiden - and how to reclaim it,** Nancy Fraser [https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal]

Feminism, Capitalism, and the Cunning of History; Nancy Fraser, American critical theorist, feminist, and the Henry A. and Louise Loeb Professor of Political and Social Science and professor of philosophy at The New School in New York City.

থাকতে গিয়ে ওভারটাইম করতে হচ্ছে, স্বামীস্ত্রী মিলে গার্মেন্টসে কাজ করতে হচ্ছে।'

- 'অথচ মার্কেটে শুধু পুরুষ থাকলে বেতন বেশি দিতে হত। এজন্য সরকারকে দিয়ে **পলিসি করিয়ে, এনজিও দিয়ে মেহনত করিয়ে মেয়েদের** সচেতন করার নামে **চাকরিতে আনাটাই উদ্দেশ্য'**, তিথি নিকাব তুলে রাখে।

- 'ওওও, সুতরাং আল্টিমেটলি পিরামিডের চূড়ায় যারা বসে আছে, তাদের লাভ', রেণু বুঝে গেছে প্রায় সবটা। 'কিন্তু দোস্তো, বিজ্ঞানের গবেষণায়ও তো নারী-পুরুষ সমতার কথাই এসেছে। এটাকে কী বলবি?'

- আচ্ছা, **বিজ্ঞান যেহেতু এখন ঠিকবেঠিকের মাপকাঠি, তাই বিজ্ঞানকে** দিয়েও **এই কথা বলানো দরকার। গবেষণার খরচ আমি দেব, রেজাল্ট যেন** আমি যেটা চাইব **সেটা হয়। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীদের দিয়ে বলানো হলো:**[১৮১] নারী-পুরুষ সমান। বাজারে এল 'জেন্ডার সমতার ধারণা'।

বলা হলো: লিঙ্গ ব্যাপারটা শারীরবৃত্তিক, কিন্তু জেন্ডার ব্যাপারটা সামাজিক ভূমিকাগত ও আচরণগত। নারীর একরকম সামাজিক ভূমিকা, পুরুষের আরেক—এমন না। বরং সব শিশু সমানই জন্মে। পরে সমাজ-পরিবার মিলে তাকে একটা জেন্ডার ভূমিকার দিকে ঝুঁকায়। এজন্য নারীর কাজ, পুরুষের কাজ বলে কিছু নেই; সবাই সব করার জন্য উপযুক্ত। অতএব, পুরুষ পারলে তুমি নারী হয়ে কেন পারবে না? সমানই তো। লিঙ্গ ভিন্ন হতে পারে, জেন্ডার সব সমান।[১৮২]

১০০ বছর আগেও 'নারী ঘর সামলাবে, পুরুষ বাহির'— ইউরোপ এমনই ছিল। জেন্ডারের নামে সব কর্মবণ্টন ভেঙে দেওয়া হলো। নারীকে বাইরে এনে শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর পুঁজিবাদী এজেন্ডার একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরি হলো। পুবদিকের নামটা বদলে পশ্চিম করে দিলে কাল থেকে সূর্য কিন্তু পশ্চিমেই উঠবে। তাই না, বল?

---

[১৮১] কীভাবে বিজ্ঞানকে দিয়ে বলানো হয়, তা 'পরিশিষ্ট ৫' এ আলোচনা করা হল।

[১৮২] সর্বপ্রথম ১৯৫৫ সালে আমেরিকান সেক্সোলজিস্ট ও মনোবিদ John Money আলাদা আলাদা সংজ্ঞা দেন sex ও gender-এর। এর আগ পর্যন্ত gender বলতে কেবল গ্রামারের 'লিঙ্গান্তর'ই বুঝানো হত। জেন্ডার দুটো অর্থে মূলত ব্যবহৃত হয়: ১. কারো sex-এর উপর ভিত্তি করে তার সামাজিক ভূমিকা কী হবে সেটা (gender role) ২. কেউ তার নিজের ভিতর থেকে নিজেকে যে ভূমিকায় দেখতে চায় (gender identity). John Money-র এই কনসেপ্ট সত্তরের দশকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়, যখন নারীবাদ gender-এর সামাজিক দিকটা গ্রহণ করে নেয়। Richard J. Udry, "*The Nature of Gender*"; Demography, November 1994; *Vol. 31* (4): 561–573. [https://web.archive.org/web/20170902100748/http://people.virginia.edu/~ser6f/udry.pdf]

- 'গতকাল তুই একটা কথা বলেছিলি : আমাদের বায়োলজিই আমাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা করে দিয়েছে। আমি ভাবছিলাম, এক করলটা কে? ক্লিয়ার।

- 'গতকাল কী ক্লাস নিয়েছে রে তিথি ম্যাডাম? দে সেই নোটগুলো আমাদের', হেসে কুটিকুটি সবগুলো।

- 'মজার ব্যাপার কি জানিস সিন্থি, এই সমতার ঢোপও কেবল একটা আওয়াজ। কেবল নারীকে জব মার্কেটে আনাটাই উদ্দেশ্য, একটা প্রতিযোগিতা তৈরি করাই উদ্দেশ্য। নারীকে বলা হবে, তুমিও পারো বস হতে, অফিস চালাতে। **কিন্তু মার্কেটে আনার পর তোমাকে পলিসি-লেভেলে নেওয়া হবে না, একই যোগ্যতা থাকলেও একটা পুরুষকেই নেওয়া হবে'।**

- 'কী?', কী-টা কেমন যেন কোরাস হয়ে গেল।

- 'যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী শেয়ার মার্কেটে টপ ৫০০ কোম্পানি, মানে পুঁজিবাদের নাটের গুরু যেগুলো আর কি। তাদের (S&P ৫০০) মাত্র ৪.২% এর CEO নারী এবং ১৯.২% বোর্ড-মেম্বার নারী। নারীবাদের এত বছর সংগ্রামের পরও এই অবস্থা কেন রে বাপু? খোঁজা হলো কারণ। বেড়িয়ে এল কেউটে না, ডাইনোসর। পরিসংখ্যানগত কারণে নিয়োগকারীরা মানে পুঁজিপতিরা মনে করেন, নারীর চেয়ে পুরুষকে নিলে প্রতিষ্ঠানের লাভ বাড়বে।[১৮৩] **মানে পুঁজিবাদ নারীবাদকে প্রচার করে, কিন্তু নিজেরা নারীবাদের উপর আমল করতে রাজি না।**

- অ্যাঁ, এটা কী শোনালি?

- কিন্তু দোস্ত, নারী তো বিসিএস, আর্মি, পুলিশে ধুমসে সুযোগ পাচ্ছে। কর্পোরেট জগতেও পিছিয়ে নেই।

- 'নিতে তো হবেই প্রতিযোগিতা জিইয়ে রাখার জন্য', সিন্থিয়া সায় দেয়। 'আর সরকারি প্রতিষ্ঠানে নারী নেওয়া হবে বেশি। কারণ সরকারকে দিয়েই দেশে দেশে পলিসি করানো হবে। তাই সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তো সেটা এপ্লাই করে

---

[১৮৩] Harvard Business School এর Assistant Professor জনাবা Katherine B. Coffman এবং Christine L. Exley. তাঁদের সাথে আছেন Stanford University এর economics এর প্রোফেসর Muriel Niederle. রিসার্চ পেপারের নাম When Gender Discrimination Is Not About Gender. এই বৈষম্যটা লৈঙ্গিক বাইনারি বা অনীহা থেকে নয়। গবেষকগণ দেখলেন, নারীকে কম নিয়োগ দেবার পেছনে বৈষম্যটা রুচিগত নয়, বরং পরিসংখ্যানগত। মানে নারীকে কেবল নারী হবার কারণে বাদ দেওয়া হয়নি, বরং কোম্পানির লাভ বেশি হবে ধারণা করে পুরুষ নিয়োগ দেওয়া হয়। এবং **এই ধারণাটা অহেতুক না, বরং স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে উদ্ভূত।** কোম্পানির পরিসংখ্যানই বলছে, নারীকে নিয়োগ দেওয়া পুরুষকে নিয়োগ দেবার মত লাভজনক না। সেই পরিসংখ্যান থেকেই নিয়োগকর্তাদের এই ধারণা জন্মেছে। এটা স্রেফ একটা স্টেরিওটাইপ না, এটার পিছনে আছে লাভ-লসের পরিসংখ্যান। https://hbswk.hbs.edu/item/why-employers-favor-men

দেখাতে হবে, যে নারীরা উন্নতি করছে। ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির বেতনে যাবে তো জনগণের টাকা'।

- 'নারীকে ৫০:৫০ রিক্রুট করে অর্ধেক কর্মচারীকে বেসরকারি কেউ ৬ মাস বসিয়ে খাওয়াবে? এজন্য কখনোই নারী-পুরুষ সমান সুযোগ দেওয়া হবে না', চৈতিও ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা। 'সেদিন দেখলাম, সরকারের নীতিমালা আছে, তারপরও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইচ্ছেমতো ছুটি দেয়, কাউকে ৪ মাস, কাউকে ৩ মাস। কেউ কেউ তো বেতন ছাড়া। আর গার্মেন্টস সেক্টরে আইনগতভাবেই ৪ মাস, অধিকাংশগুলোতেই নাকি অর্ধেক বেতনে দেয়। চাকরি হারানোর ভয়ে কেউ কিছু বলেও না'।[১৮৪]
- 'আর নারী বেশি নিলেও বা সমস্যা কী? প্রতিযোগিতা তৈরি করা হয়ে গেছে, বেতন দিতে হচ্ছে কম। নারীরা চাকরি করছে মানে ভোক্তা বেড়েছে, মানে ক্রেতা বেড়েছে, বাজারও বড়ো হয়েছে, প্রোডাক্ট বেশি যাচ্ছে'। তিথি ফুট কাটে, 'পুরুষ-নারী যেই চাকরিতে আসুক, পুঁজিবাদের লস নেই। বুঝে নে, লসটা কার?'
- 'কার আবার? মায়ের। বাচ্চার।', গতদিনের আলোচনা চৈতির মনে আছে দেখছি বেশ।
- 'নারী নিজেও শেষ হচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মও শেষ হচ্ছে। আনফিট একটা প্রজন্ম রেখে যাচ্ছি আমরা', সিন্থিয়া।
- 'জানিস তোরা, একটা সময় শিশুশ্রম চালু ছিল। পরে দেখা গেল, শিশুশ্রম শিশুর শরীরের জন্য খারাপ। এখন বন্ধ করা হচ্ছে।[১৮৫] নারীর শরীরের জন্য ৯টা-৫টা কর্পোরেট শ্রম, শিফটিং ডিউটি খারাপ এখন জানা যাচ্ছে।

  এখন আওয়াজ উঠেছে, নারী ঘরে যে কাজগুলো করে সেগুলোকে জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার। এখন এগুলোকে স্বীকৃতি দিচ্ছ কাজ হিসেবে। তা হলে নিষ্কর্মা-বেকার বলে বলে এতদিন যে নারীকে ঘর থেকে বাইরে এনে ঘরও বরবাদ করলে, নারীর শরীরও বরবাদ করলে, সে মাশুল কে দেবে?

  আজ বস্তুবাদী ইউরোপ একটা মাপকাঠি দিল যে, সমানাধিকার মানে নারীর

---

[১৮৪] মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে বৈষম্য চলছে
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/672982
কার্যকর হয়নি ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি [https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/152595/কার্যকর-হয়নি-৬-মাসের-মাতৃত্বকালীন-ছুটি]

[১৮৫] ১৯৯৫ সালে গার্মেন্টস সেক্টর শিশুশ্রম-মুক্ত করা হয়
http://www.bgmea.com.bd/home/pages/AboutGarmentsIndustry

জবমার্কেটে আসাটা সবচেয়ে কল্যাণকর। আর সেই মাপকাঠিতে সব ধর্ম, সব সামাজিক মূল্যবোধ, সব বন্ধনকে সাব্যস্ত করে দেওয়া হলো পুরুষতন্ত্রের কুসংস্কার, নারীনিগ্রহ, নারীর প্রতি অবিচার হিসেবে। দু-দিন পর যখন মাপকাঠি আবার বদলাবে, তখন আগের মাপকাঠিতে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

- চল তিথি, তোকে খাওয়াই? খাওয়াতে মন চাচ্ছে।
- 'কীরে রেণু, আমরা কী দোষ করলাম?', সিন্থিয়া ধরল ছাই দিয়ে।
- 'কী খাবি?'
- 'আইসক্রীম খাওয়া', হ্যাঁ জয়যুক্ত হলো চৈতির প্রস্তাবে।

সত্যের নিজস্ব একটা দীপ্তি আছে। স্বীকার করলেও সেটা জ্বলজ্বল করে, জোর করে অস্বীকার করলেও সেটা মনের মাঝে জ্বলতেই থাকে। মেনে না নেওয়া অব্দি শান্তি পেতে দেয় না। মুখ না মানলেও মন বলে ওটা সত্যি। মন না মানলেও আরও ভিতরে কে যেন গুমরে ওঠে সাক্ষ্য দিয়ে। রেণু ভাবছে অন্য কথা। তিথি মেয়েটা একদম অন্যরকম হয়ে গেল। আগের সেই উচ্ছ্বল উড়ন্ত তিথি এখন রাস্তার কোণা দিয়ে হাঁটে। আস্তে আস্তে। সিমেন্ট মিক্সচারের মতো আকর্ষণহীন সে হাঁটা। অন্যপথের কন্যার দিকে চেয়ে, মুখের অপেক্ষায় না থেকে, সাক্ষ্য দিয়ে ওঠে রেণুর মন। হোক না এক নিমেষের জন্য।

সুষম

আইসক্রীম অধ্যায়ের পর সিন্থিয়া চলে গেছে নোয়াখাইল্যাদের মতো। খাওয়াও শেষ, রাস্তা মাপা শুরু। আসলে দ্বীনের হুকুমের উপর আছে নোয়াখালিয়ানরাই। খাওয়া দাওয়ার পর দ্রুত বিদায় নেওয়াই নিয়ম।[১৮৬] মেজবানের গোছগাছ আছে, এঁটোকাঁটা ধুতে হবে, বাচ্চাকাচ্চাদের খাওয়ানো শোয়ানো আছে। মেহমান যত দেরি করবে, মেজবান তত অসুবিধায় পড়বে।

---

[১৮৬] ...আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ করো এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না; কারণ তা নবিকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের বিষয়ে সঙ্কোচবোধ করে; কিন্তু আল্লাহ সত্য প্রকাশে সঙ্কোচবোধ করেন না।... [আহযাব, ৩৩:৫৩]
মেহমানের আদব হলো, খাবার পর্ব শেষ হওয়ার পর বেশি কথাবার্তা বা আলাপচারিতায় লিপ্ত না হয়ে যত দ্রুত সম্ভব মেযবানের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। -আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবি ৩/১৭৭ সূত্রে *মেজবান ও মেহমানের কিছু আদব*, মুহাম্মাদুল্লাহ ইবনু ইয়াকূব, মাসিক আল-কাউসার, মার্চ ২০১৭

তিথিদের রুমে রেণুও আছে। রেণুর কাছে এই পুরো আলাপটা নতুন। বহুদিন পর ওর নিজেকে স্বাধীন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে নিজের উপযোগিতা ও খুঁজে পাচ্ছে আজ। আমি কোথায় 'সেট' হই, পৃথিবীর বুকে নিজের অবস্থান, নিজের জায়গাটা খুঁজে পাওয়াটা সর্বোচ্চ তৃপ্তির একটা বিষয়। এনাম চাচার বইয়ে তিথি একটা কথা পড়েছিল: চুম্বক যেমন সঠিক রেখা বরাবর না সন্নিবেশ হওয়া পর্যন্ত তিরতির করে কাঁপতে থাকে, তেমনি পৃথিবীতে আমরা নিজেদের সঠিক এলাইনমেন্টে না আনা পর্যন্ত অস্থির। আমাদের মন অস্থির, শরীর অস্থির। **একজন কর্মজীবী নারী** দেখলে সবাই **এপ্রিশিয়েট করে, মুগ্ধ হয়, তালি দেয়, কত সুন্দর সামলাচ্ছে। কিন্তু এই** দ্বৈত সত্তা **তাকে ভিতর থেকে অস্থির করে রাখে, সে স্থির হতে পারে না।** এটা কেবল সেই জানে, তবে ভুলিয়ে রাখার জন্য আরও অনেক ব্যবস্থা আছে। সুকুন-প্রশান্তি নামক অনুভূতির সাথে পরিচয় না হয়েই কত নারী বিদায় নিয়েছে দুনিয়া থেকে, তার হিসেব কে রাখে। **'মন-ভুলানো' শব্দটা অভিধানে আছে, 'শরীর-ভুলানো' বলে কোনো শব্দ** যে নেই।

- 'তা হলে সমাধান কোথায়? নারীবাদ তো ইউরোপীয় নারীদের এক প্রকার বাঁচিয়েছে, তাই না? তা হলে আমাদের নারীদের যে সমস্যা, তার সমাধানও আমরা ইউরোপকে দেখে নিতে পারি, নাকি?', রেণু প্রশ্নের শেষ নেই।

- ওকে, ওদের সমস্যা আর আমাদের সমস্যা কি এক?

- না। একই না।

- 'তা হলে ওদের সমাধানই কেন আমাকে নিতে হবে?

তোমরা বাপু বিশ্বযুদ্ধ করেছ, শ্রমিক সংকটে নারীকে কারখানায় এনেছ। আমাদের তো পুরুষ সংকট নেই,[১৮৭] আমাদের ছেলেরাই বেকার বসে আছে। কেন আগেই শ্রমবাজারে আসতে হবে আমাদের মেয়েদের।

তোমরা ক্যাথলিক খ্রিস্টবাদের নামে নারীকে গবাদিপশুর পর্যায়ে রেখেছো, ইনকুইজেশানের নামে নিত্যনতুন পদ্ধতিতে নারীদের টর্চার করার মেশিন বানিয়ে বানিয়ে টর্চার করেছ',[১৮৮] অপ্রতিরোধ্য তিথি। থামাতে মনে চায় না, এমন কিছু মুহূর্ত বানায় মেয়েটা।

'Iron Maiden বানিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছ,

Scold's Bridle মাথায় পড়িয়ে বাজারে হাঁটিয়েছো,

---

[১৮৭] দেশে বেকারের সংখ্যা এখন ২৬ লাখ। নারী ও পুরুষ—উভয়েই ১৩ লাখ করে বেকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপে এ চিত্র উঠে এসেছে। [http://m.prothomalo.com/bangladesh/article/1196626/দেশে-২৬-লাখ-বেকার]

[১৮৮] দুর্বল হার্টের কারুর দেখার দরকার নেই। http://www.medievalwarfare.info/torture.htm

Breast Ripper দিয়ে নারীদের স্তন ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছো,

Heretic's Fork লাগিয়ে থুতনি গলা এফোঁড় ওফোঁড় করেছ,

Wooden horse এর উপর বসিয়ে যোনি ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছো,

Spanish Boot এর প্যাঁচ কষে কোমল পা নীল করে দিয়েছো,

এরপর ৩০০ বছরে উইচ-হান্টের নামে ৪ থেকে সাড়ে ৬ লাখ নারীকে পুড়িয়ে মেরেছ' [১৮৯]।

- 'ইয়া আল্লাহ!', রেণুর দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে যায়। হয়তো গিয়ে মেশে সেই অভাগা নারীদের আর্তচিৎকারের সাথে।

- তাই তোমাদের নারীদের নারীমুক্তি-নারীশিক্ষা-নারীপ্রগতি-সমতার দরকার হয়েছে, পোপতন্ত্রের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসতে এনলাইটেনমেন্টের দরকার হয়েছে। মুসলিম নারীদের ইতিহাস কি এমন?

তোমাদের ভোটাধিকার দরকার হয়েছে, আর আমাদের নারীরা আগে থেকেই খলীফা সিলেকশনে মতামত দিত,[১৯০] বিচারিক কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত দিত, সামাজিক কাজে মতামত দিত।

তোমরা সম্পত্তি পেতে না। আর আমরা বাপ-ভাই-স্বামী-ছেলে এমনকি নাতির সম্পত্তিও পেয়ে আসছি।

তোমাদের শিক্ষকতা নিষেধ ছিল [১৯১]। আর আমরা ১৪০০ বছর ধরে দ্বীন শেখাই ঘরে, মাসজিদে, মাদরাসায় [১৯২]।

তোমাদের তাওরাত পড়াই নিষেধ ছিল, আমাদের পড়া বাধ্যতামূলক।

তোমাদের কোর্টে সাক্ষী দেওয়া নিষেধ ছিল, আমাদের সাক্ষী নেওয়া হয়ে আসছে।

তোমাদের বিয়ের পর সম্পদ হয়ে যেত স্বামীর, আমাদের সম্পদে স্বামীর হাত লাগানোরও অধিকার নেই। এমনকি আমরা আমাদের সম্পদ সংসারে খরচ

---

[১৮৯] ১৪৫০-১৭৫০ পর্যন্ত ৫-৭ লাখ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল, যাদের ৮০% ছিল নারী। The European Witch Craze of the 14th to 17th Centuries: A Sociologist's Perspective, Nachman Ben-Yehuda, American Journal of Sociology, Vol. 86, No. 1 (Jul., 1980), pp. 1-31 [https://www.jstor.org/stable/2778849?seq=1#page_scan_tab_contents]

[১৯০] নারীর মত নিতেই হবে এমন না। সব পুরুষের মত নিতে হবে, তাও না। ইসলামে খলীফা নির্বাচন কেমন হয় ১২৬ নং টীকা দেখুন।

[১৯১] তুলনার একটা ছক দেখুন 'পরিশিষ্ট ১১'-এ।

[১৯২] দেখুন 'শিক্ষা-অশিক্ষা-কুশিক্ষা' গল্পটি।

করতেও বাধ্য নই।[১১৩] যদি করি, সেটা আমাদের মহানুভবতা।

তা হলে তোমাদের জন্য যে সমাধান তোমরা বেছে নিয়েছ, ধর্মকে ছুড়ে ফেলা। সেটা আমাদের কেন নিতে হবে? আমাদের ধর্ম তো আমাদের অধিকার দিয়েই রেখেছে। **তোমরা লোহার শেকল খুলে ফেলেছো বলে আমাদের ফুলের মালা খুলে ফেলতে কেন বলছ?**

- 'অসাধারণ। আলহামদু লিল্লাহ', চৈতির অস্ফুট-স্বর।

- 'তাই বলে নারী ঘরের কোণে থাকবে, পুরুষের মতো করে এগিয়ে যাবে না? বন্দি হয়ে থাকবে? মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেবে না?', রেণু সন্দিগ্ধ।

- **কোনটা এগিয়ে যাওয়া আর কোনটা পিছিয়ে যাওয়া, এটা ঠিক করে** দিয়েছে কে? **ইউরোপ এগিয়ে যাওয়া বললেই** সেটা এগিয়ে যাওয়া, ওদের সূচকে পিছিয়ে গেলাম **মানেই পিছিয়ে গেলাম**— এটাই আমাদের তৃতীয় বিশ্বের বড়ো রোগ। ওরা **কি নারীদের অধিকার দিয়ে উন্নত হয়েছে? নাকি উপনিবেশের সম্পদ চুষে** খেয়ে উন্নত **হয়ে এখন জ্ঞান দিতে এসেছে? কোনটা?**

পুঁজিবাদের লাভ নারী জব মার্কেটে আসলে। এজন্য সমান-অসমানের মাপকাঠি তৈরি করে দিয়েছে ওরাই। নারীর কর্মক্ষেত্রকে নীচু আর পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে উঁচু বানিয়েছে। **নারীর কর্মক্ষেত্রকে বন্দিত্ব, আর পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে** মুক্তি বলছে। **আমি যদি বলি কর্পোরেট ৯টা-৫টা বন্দিত্ব থেকে নারীকে ঘরে এসে মুক্ত** বাতাসে **শ্বাস নিতে দাও।** তা হলে?

- ও, স্ট্যান্ডার্ডই আলাদা তো। বুঝেছি, বুঝেছি।

- খেয়াল করে দেখ রেণু, নারী-পুরুষ মানসিকভাবে আলাদা। জন্মগতভাবেই, মগজের নকশা লেভেলেই আলাদা। তাদের ঝোঁক আলাদা দিকে, সক্ষমতা ও পছন্দ আলাদা। শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা আলাদা। **এই ভিন্নতাগুলো সমাজের-**বাপমায়ের-**পরিবারের-স্কুলের শিখিয়ে দেওয়া নয়, এগুলো তার মগজের নকশা,** যার আদি **নকশা জিনে।**

সুতরাং ঝোঁক ও কর্মদক্ষতা যেহেতু আলাদা। **এই ভিন্নতার সূত্রেই তাদের** দায়িত্ব এবং **কর্মক্ষেত্রও আলাদা হওয়াই তার বায়োলজি ও সাইকোলজির সাথে** সামঞ্জস্যপূর্ণ,

[১১৩] https://www.islamweb.net/ar/fatwa/394219/لا-يلزم-المرأة-الإنفاق-على-بيتها-إلا-أن-تشاء-بطيب-نفس [shorturl.at/nopEI]

মানে দেহ-মনের সাথে যায় এমন হওয়া দরকার। সিম্পল। একদম জলবৎ তরলং একটা কথা। শচীনকে দিয়ে গান গাওয়ালে আর লতা মুঙ্গেশকরকে ক্রিকেট খেলালে যা হইত, আজ হয়েছে তাই। **লতা মুঙ্গেশকররা দাঁতে দাঁত চেপে ক্রিকেট খেলছে, কেউ কেউ ভালোও খেলছে। কাউকে কাউকে ম্যাচ পাতিয়ে ভালো খেলোয়াড় দেখানোও হচ্ছে। কিন্তু শরীর তো মানছে না।** যেটা ঝিনুক কাল বলল, চৈতি। সুতরাং **ইউরোপের সমান-সমান ফর্মুলা ভুল ও ক্ষতিকর; যার মাশুল নারীরা দিচ্ছে, দিবে। পুঁজিবাদ তাদেরকে ব্যবহার করে ফুলবে ফাঁপবে।** তাদের জীবন-যৌবন-প্রশান্তি-স্বাস্থ্য সব চুষে নিয়ে ফেলে দেবে ডাস্টবিনে।

- তা হলে নারী এগোবে কোনদিকে। আলাদা কর্মক্ষেত্র বলতে কী মীন করছিস?

- বলতে চাচ্ছি, **যেদিকে যার মন ঝোঁকে, শরীর যেমন চায়, যে যেমন নিতে পারে; সেদিকেই তার ডেভেলপ করে যাওয়া উচিত ছিল।** নারীকে পুরুষের বিকল্প হতে হবে, পুরুষ যা পারে আমাকে তা পারতেই হবে, পুরুষের সমান আমাকে হতেই হবে। এটা আমার জন্যই ক্ষতিকর।

কেন আমাকে কোম্পানির সিইও হতে হবে, কেন সচিব হয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।

কেন আমি একজন ভালো মা হবার পিছনে সময় দেব না,

কেন আমি আরও ১০০টা মা-কে ভালো মা বানানোর পিছনে সময় দেব না।

কেন আমি আরও ইফেক্টিভ হোম ম্যানেজার হবার পিছনে সময় দেব না?

আরও নিখুঁত সম্পর্ক গঠনের ব্যাপারে দক্ষ হব না।

প্যারেন্টিং, চাইল্ড এডুকেশান, চাইল্ড সাইকোলজি, গর্ভকালীন যত্ন, বয়স্কদের যত্ন, পার্সোনাল হাইজিন—এসব বিষয়ে এগিয়ে না গিয়ে কেন ব্যাংকে ৯টা-৫টা জব করে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে আমাকে? বল, আছে কোনো জবাব?

চুপ করে থাকে দুজনা। তাই তো, কেন আমি আমার মতো হব না। কেন আমি পুরুষের মতো হব। আমার সহজাত স্বভাবকে এগিয়ে না নিয়ে কেন আমি আমার নারীত্বকে অপমান করব? তিথির বাক্য শেষ, কিন্তু কথা তো বাক্য মানে না, শব্দও মানে না। কেবল রয়েই যায়।

'এজন্য সমানাধিকার না, চাই যার যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'সুষম অধিকার'। যাতে নারী নারীসুলভ দায়িত্ব ও আগ্রহগুলোতে এগিয়ে যেতে পারে, পুরুষ পুরুষেরগুলোতে। ইসলাম আমাদেরকে এই সুষমাধিকারের ফর্মুলা দেয়। ইউরোপের সমানাধিকারের

ভুল ফর্মুলা আমাদের দরকার নেই'।

- **'তোমাদের এনলাইটেনমেন্ট আমাদের দরকার নেই। আমরা** এনলাইটেনড-ই **ছিলাম। আমাদের ফিরতে হবে আমাদের 'এনলাইটেনমেন্টে'**, আমাদের ইসলামে। তোমরাও বাঁচতে চাইলে এসো, নাকি তিথি?', চৈতি ফিনিশিং টেনে দিল।

- 'কিন্তু দোস্ত, একটা খটকা', রেণু ক্লিয়ার হতে চায় সব। এমন বিশ্বাস চায়, যেখানে থাকবে না কোনো খাদ, এক চিলতেও না। 'ইসলাম কি প্র্যাকটিক্যালি আসলেই নারীদের সব অধিকার দিতে পেরেছিল? তা হলে আজ মুসলিম সমাজে নারীদের এ অবস্থা কেন? বেগম রোকেয়ার কলমে যা উঠে এসেছে, সেগুলো সব তো আর মিথ্যা না। মুসলিম সমাজে নারীদের অবস্থা খুব ভালো ছিল তা কিন্তু বলা যাবেনা'।

- 'চমৎকার একটা ব্যাপার তোর নজরে এসেছে, রেণু। চৈতিও শোন, তোর সাথে গত দুই দিন ধরে আমার আর ঝিনুকের যা কথা হয়েছে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। মুসলিমরাও বুঝি না আমরা', বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে রেণু সরে আসে তিথির দিকপানে।

'উপমহাদেশে আমরা মুসলিম-সমাজ সংখ্যালঘু। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আছি বৃহৎ হিন্দু সমাজের মাঝে। সেই সাথে মুসলিমদের মেজরিটিই 'কনভার্টেড হিন্দু' আমরা। ফলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করলেও, হিন্দু সমাজের সাম্যজিক ও সাংস্কৃতিক আবেদন আমাদের মধ্যে রয়েই গেছে'।

- 'এজন্যই হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির অনেক স্বভাব-প্রথা এসে গেছে মুসলিম সমাজে। তাই না?', রেণু বেশ উত্তেজিত।

- 'এক্সাক্টলি, নারীর প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোও অটো এসে পড়েছে মুসলিম সমাজে, যেমন—যৌতুক, সাদা শাড়ি, মেয়েশিশুকে ছেলের চেয়ে হেয় মনে করা। যেগুলো আমাদের ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক'।

শুধু আমরা না, সব মুসলিম-সমাজই কলোনিয়াল পিরিয়ড কাটিয়েছে। হয় ফ্রান্স, নয় ইটালি, নয়তো ব্রিটিশের উপনিবেশ হয়ে ছিল। ফলে সব দেশেই মুসলিম-সমাজ ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে সরে গেছে দূরে আঁকড়ে ধরেছে ইউরোপীয় নারী-দর্শন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত ইসলাম আর আদি ইসলাম এক না। **Traditional islam আর Islamic tradition দুটো এক জিনিস না'**, কথা বলার সময় তিথির নাটুকেপনা মুগ্ধ করে দেবার মতো।

'এজন্যই... **ইউরোপ সমাধান খুঁজেছে নারীবাদে, আর আমাদের সমাধান হিন্দুয়ানি মনোভাব থেকে বেরিয়ে Islamic tradition-এ ফিরে যাওয়া,** বুঝলে হে'।

- আচ্ছা, ধরতে পেরেছি।

- প্রথম ৩ প্রজন্মের ইসলাম হচ্ছে রেফারেন্স ইসলাম, বা আদি ইসলাম। আমাদের জন্য সমাধান আদি ইসলামে ফিরে যাওয়া, আমাদের এনলাইটেনমেন্ট, যেখানে আমাদের মুক্তি-অধিকার নিশ্চিত করাই ছিল। কেন না ইসলাম তো খ্রিস্টবাদের মতো যাজকতন্ত্র দ্বারা বিকৃত ধর্ম নয়। ইসলাম একটা কমপ্লিট জীবনব্যবস্থা এবং একটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। নারী-পুরুষ উভয়েই যার আদরের সৃষ্টি, তিনিই ইসলামের রচয়িতা এবং অবিকৃত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। ইউরোপের নারী স্বাধীনতার ফর্মুলা কেন আমাকে মেনে নিতে হবে? আমার নিজের কমপ্লিট ফর্মুলা থাকতে। তাঁর দেওয়া ফর্মুলার চেয়ে নারীবাদের ফর্মুলা কখনোই কল্যাণকর নয়। **তাঁর দেওয়া অধিকারের চেয়ে বেশি অধিকার যদি কেউ দিতে চায়, তো সেটা অধিকার না— ফাঁদ।**

- 'যেমন কেউ যদি বলে, তোমার মায়ের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি ভালোবাসি; তা হলে ওটাই বড়ো শয়তান', রেণুর সরল উপস্থাপনটাই ফানি ছিল। একচোট হাসির ঢেউ খেলে গেল রুমে। 'যৌক্তিক তোর কথা, নো ডাউট। কিন্তু ইসলাম আমাদের জন্য কী ফর্মুলা রেখেছে, এটা তো আমরা জানিও না। এগুলো আমাদের ছোটোবেলা থেকে যদি বোঝানো হতো'।

- 'তোমাকে জানতে দিলে তো জানবে। **তুমি সেটা জেনে ফেললে তো পুঁজিবাদের 'নারীবাদ' টোপটা গিলবে না,** বৎস'।

- নারীদের ঘরোয়া কাজে, সন্তানের লালনপালনে পুঁজিবাদের কোনো লাভ নেই, যেহেতু কোনো ইনকাম নেই। সে না পুঁজিবাদের ভোক্তা, না পুঁজিবাদের সেবিকা। উলটো দেখ, নিঃস্বার্থভাবে যে কাজ করা হয় প্রতিদান ছাড়া, সেটাকেই ইসলাম মর্যাদায় উঁচু বানিয়েছে, মুসলিম সমাজের কাছে সেই ব্যক্তি পেইড ব্যক্তির চেয়ে অনেক ইজ্জতদার।

- 'হ্যাঁ, তাই তো। বিনিময় ছাড়া কাজ করলে অর্থনীতিতে তো তুমি কোনো অবদান রাখছ না আসলে', চৈতি একলাইনে খোলাসা করে।

- যেহেতু **ঘর-বাহির দুটো কর্মক্ষেত্রই সমান ও পরিপূরক,** একটাকে ছাড়া আরেকটা চলবে না। নবিজি বলেই দিয়েছেন: পুরুষ হাজ্জ-ওমরা-জানাযা-জুমআ-জিহাদ সব মিলিয়ে বাইরে যে সওয়াব (প্রতিদান) অর্জন করে, নারী ঘরে স্বামীর আনুগত্য

করার দ্বারা সমান পরিমাণ প্রতিদান লাভ করে।[১৯৪] তাই কর্মগতভাবে নারী-পুরুষ সমান।

আল্লাহ কী বলছেন দেখ :

নিশ্চয়ই **আত্মসমর্পণকারী** পুরুষ ও নারী, **বিশ্বাসী** পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, **সত্যবাদী** পুরুষ ও নারী, **ধৈর্যশীল** পুরুষ ও নারী, বিনয়ী পুরুষ ও নারী, **দানশীল** পুরুষ ও নারী, **রোজাদার** পুরুষ ও নারী, **লজ্জাস্থান** হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, **যিকিরকারী** পুরুষ ও নারী; তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[১৯৫] কেউ পাপ করলে তাকে শুধু পাপের সমান শাস্তি দেওয়া হবে। আর যে পুরুষ বা নারী **বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করবে,** তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদের দেওয়া হবে বেহিসাব জীবনোপকরণ[১৯৬]।

খেয়াল করে দেখ, **কর্মগতভাবে এবং প্রতিদানে** নারী-পুরুষ সমান। কেবল **কর্মক্ষেত্র ভিন্ন বায়োলজিক্যাল কারণে, যার বায়োলজি যে জায়গায় ফিট হয়, বায়োলজির স্রষ্টা সেখানে সেট করেছেন। এই দায়িত্বগুলো পুরুষ বাহিরে কাজ করতে করতে আদায় করবে, আর নারী ঘরে করতে করতে আদায় করবে তো উভয়ের বিনিময় সমান, কেননা কর্মক্ষেত্র সমান।** কারও কাজকে কারও কাজের উপর শ্রেষ্ঠ-উঁচু-মুক্ত এভাবে দেখা হয় না।

- 'দারুণ তো?', আপ্লুত রেণু।

- সমাজে নারী ও পুরুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, যেমন এক অংশ আরেক অংশের পরিপূরক, দুটো অংশ মিলে কমপ্লিট কিছু।

  - আল্লাহ বলেন: ... আমি তোমাদের কোনো আমলকারীর আমল নষ্ট করব না, সে পুরুষ হোক, বা নারী। তোমরা তো পরস্পরের অংশ।[১৯৭]

    এবং সমাজের এই দুই অংশ পরস্পরের **সমতুল্য।**

  - নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নারীরা হলো পুরুষের সমতুল্য।[১৯৮]

---

[১৯৪] উসদুল গাবাহ, ইবনুল আসীর, ১/১০১৩ ['انصرفي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله']

[১৯৫] সূরা আহযাব : ৩৫

[১৯৬] সূরা মুমিন : ৪০

[১৯৭] সূরা আ ল ইমরান : ১৯৫

[১৯৮] আবূ দাউদ : ২৩৬। হাদীসে নারীকে شقائق الرجال বলা হয়েছে। এটি শাক্বীকাতুনের বহুবচন। যার শাব্দিক অর্থ হল সহোদরা, ভগ্নিসদৃশ। অর্থাৎ সাধারণত নারী-পুরুষ উভয়ে বিধিবিধান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমান। তবে যেক্ষেত্রে শরীয়ত ভিন্নতার কোন হুকুম দিয়েছে, তা ব্যতিক্রম। -শারঈ সম্পাদক

- যে ব্যক্তি কন্যাসন্তানকে জ্যান্ত দাফন করবে না এবং তার অমর্যাদা করবে না **এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেবে না** আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন।[১৯৯]

- 'বুঝলি রেণু, **ইসলামকে খন্ড খণ্ড করে দেখলে হবে না। দেখতে হবে উপর থেকে, সামগ্রিকভাবে, বার্ড'স আই ভিউতে'**, পায়চারি করছে চৈতি এখন, ধরে গেছে পা একদম।

- সমান মানেই কল্যাণ, তা না। **ইসলামে নারী-পুরুষ সমান না; তারা সমতুল্য। তারা equal না; তারা equivalent. এবং তাদের অধিকার-সুযোগ সুষম।** সুষম খাদ্যের কথা মনে আছে না, রেণু? ৫০০ গ্রাম শর্করা, ভিটামিন যদি ৫০০ গ্রাম, ফ্যাটও ৫০০ গ্রাম হয় তা হলে কেমন হয়, বল তো?

- 'তা হলে তো শরীরের বারোটা বেজে এক মিনিট', ফুট কাটল চৈতিতে।

- ঠিক তেমনি সমাজে-পরিবারে-রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা তাদের বায়োলজির অনুকূল করে সুষম করে দেওয়া, এবং সেই অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধাও সুষম অনুপাতে দেওয়া। **ইসলাম সুষমার ধর্ম, ভারসাম্যের লাইফস্টাইল, ন্যায়-ইনসাফের ওয়ার্ল্ডভিউ।**

সাবেরী ম্যাডামের 'সাংবাদিকতা ও নারী' টপিকের এসাইনমেন্ট জমা দিয়েছিল সবাই। রেণু বেচারি গোল্লা পেয়েছে। এসাইনমেন্টের কাভার পেজ পুরোটা ধরে বিরাট একটা প্রশ্নবোধক, লাল কালিতে। এই ভার্সিটি লেভেলে এসে গোল্লাটোল্লা দেওয়া এবং পাওয়া নিতান্তই দৃষ্টিকটু। শুধু তাই নাকি? ম্যাডাম নিজের রুমে দেখাও করতে বলেছেন রেণুকে দুটোর সময়। ঘটনা হলো, সবাই ভালো মার্ক ওঠানোর জন্য ম্যাডাম যা যা বলেছে ক্লাসে, সেগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে দিয়েছে, চৈতি-তিথি-সিম্থি সবাই। রেণুর কথা হলো, যা ভাবি না, যা মানি না, যা বিশ্বাস করি না— শিক্ষার নামে সেসব বকওয়াস লিখে কেন মার্ক ওঠাতে হবে। যত্তোসব।

দুটো বাজছে। পেত্নীটা খিলখিল করতে করতে যাচ্ছে ম্যাডামের রুমের দিকে। আর এদিকে ঐ হাসিটুকু হাসতে না পারার দুঃখে মরে যাচ্ছে তিথিরা। বিজয়ের হাসি, উজান ঠেলে সমুদ্রজয়ের হাসি, ভেড়ার পালের প্রতি করুণার হাসি।

হাসিটুকুর জন্য সবটুকু হিংসে।

---

[১৯৯] আবূ দাউদ, হাদীস : ৫১০৩

শিক্ষা-অশিক্ষা-কুশিক্ষা

- ❖ পেটেন্ট
- ❖ মধ্যযুগীয় '...'
- ❖ কৌতুক

পেটেন্ট[২০০]

জীবন-নদী। এক ঘাট থেকে এক নৌকায় অনেক জন সওয়ার হয়। খানিক চলার পর খরস্রোতা জীবনের তরঙ্গভঙ্গে এক এক জন আলাদা হয়ে নতুন নতুন নৌকোয় চড়ে বসে। ঘাটে ঘাটে সময়ের কড়িতে সওদা চলে। সময়ের দামে কেউ কেনে সম্পদ, কেউ খ্যাতি, কেউ ক্ষমতা আবার কেউ পরকাল তুলে নেয় কোঁচড় ভরে, কেউ বা কিছুই না—নিষ্ফলা মাঠের কৃষক। কোনো এক ঘাটে হয়তো দেখা হয়ে যায় পুরনো কোনো সহযাত্রীর সাথে। খরচ হয়ে যাওয়া সাদাকালো সময়গুলো মনে পড়ে মনের দুকোণা ভিজে ওঠে। হঠাৎ খেয়াল হয় মানিব্যাগে তো সময় খুব কম। আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে রঙের কেনাকাটায়। আর স্রোত নিয়ে যায় সাদাকালোদের।

বহুদিন বাদে তিথি আর রুমার দেখা, বহুদিন। সেই ফাইভ পর্যন্ত একসাথেই পড়ত ভিএনসি-তে, তাও দশ বছর আগের কথা। হঠাৎ ওর বাবা মারা যাওয়ায় ঢাকা ছাড়তে হয়েছিল রুমাদের। খুব ভাব ছিল দুটিতে, ইনি ওনাকে ছাড়া বসতেন না। কাউকে একা দেখলে বুঝতে হবে আরেকজন ওয়াশরুমে, কিংবা শরীর খারাপ, আজ আসেননি। আঠার মতো ছিপকে থাকত দুজন। হোসনে আরা ম্যাম ডাকতেন 'এপিঠ-ওপিঠ'।

একদম কাকতাল মানে কাকতাল। কে জানে চৈতির সেদিন শখ উথলে উঠবে। নেহারি-পরোটার দামটা শ'টাকা। কিন্তু শখটি আবার লাখ টাকা মূল্যমানের। কোনো এক রাক্ষসী তাকে খুব করে গপ্পো মেরে গেছে, চানখাঁর পুলের নেহারির। সেই বস্তুই লাগবে, অন্য কিছুতে চলবে না। সামনের টেবিলে তিনটে ছেলের সাথে একরত্তি আধুনিকাটি তিথির নজর এড়াল না। রুমা ঢাকা মেডিকেলে সেকেন্ড ইয়ারে এখন, ড্রপ গেছে এক বছর। খুব বেশি সময় থাকা গেল না একসাথে, দোকানে খুব রাশ। মোবাইলের নম্বর অদল-বদল করেই সেদিনের মতো আঠা ছুটল।

আজ রোকেয়া হলে তিথির রুমে বেড়াতে এসেছে রুমা। তিথির এই 'খোলনলচে বদল' রুমা মেনেই নিতে পারছে না। কী তিথি কী হয়ে গেছে দেখো দেখি। নিয়ম ভাঙার সঙ্গীর এই নিয়মনিষ্ঠ জীবন কীভাবে সহ্য হয়। ফার্মগেটের ভিড়ের মতো ভিড় করে

[২০০] আবিষ্কার-স্বত্ব। বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার (WIPO) সংজ্ঞা : A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem.

স্মৃতিরা, সেই ভিড় ঠেলে পেরোয় ঘন্টার কাঁটা। রাজ্যের প্যাঁচাল-আচাল শেষে নৌকো এসে ঠেকেছে ইসলামের ঘাটে। বাচ্চাদের হোমস্কুলিং-এর একটা স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করছে নাদিয়া আপু, তিথি সহ একটা সিন্ডিকেট। মোটামুটি ১০-১২ বছর বয়স অব্দি কীভাবে হোমস্কুলিং করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এন্ট্রি নেওয়া যায়, একটা স্কুলের সাথে এ বিষয়টা নিয়ে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে। এটা শুনে স্বাভাবিকভাবেই একজন আলোকিত নারীর আলোকিত কান নগদে করে বসল বিদ্রোহ:

- 'সব বুঝলাম। কিন্তু তোদের ইসলামপন্থীদের এই একটা বাতিক আমি কোনোভাবেই মানতে পারি না', তেতে ওঠে ইউরোমুগ্ধতা। 'মেয়েরা এখন চাঁদে চলে যাচ্ছে। আর তোরা এখনও মেয়েদের ঘরেই টেনে রাখছিস। নারীশিক্ষার ব্যাপারটা ইসলামের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাস তোরা, সব হুজুরদের এই একটা টেন্ডেন্সি আমি দেখেছি। মেয়েদের স্কুলে যাবার বিরুদ্ধে, নারীশিক্ষা সহ্যই হয় না এদের'।

- 'শিক্ষা' কাকে বলে? বল', উত্তেজনাকে খেলতে হবে স্থিরতা দিয়ে। আগুনকে খেলতে চাই পানি, আগুনকে আগুন দিয়ে বিলকুল খেলতে নেই।

- এটা কেমন প্রশ্ন? শিক্ষা আবার কাকে বলবে? শিক্ষা মানে শেখানো?

- 'কী শেখানো?', রুমার গালটা নেড়ে দেয় তিথি। 'শোনো হে অবলা নারী, তোমার এই 'শিক্ষা'র সংজ্ঞার ভিতরেই সব রহস্য, সর্ষের ভিতরেই ভূত'।, ইচ্ছে করে রাগায় মেয়েটাকে। তিথির স্বভাবই এটা। গায়ে মেখে লাভ নেই।

- 'মানে কী? কী বলতে চাচ্ছিস?', চশমার উপর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল রুমা।

- 'মানে', হেলান দিয়ে লম্বা কথার প্রস্তুতিটা নিল তিথি। 'আজ পশ্চিমা বিশ্ব 'নারীশিক্ষা'র বয়ান দিচ্ছে আমাদের। **নারীদেরকে যে শিক্ষিত করতে হয়, এবং এটাও যে একটা কাজ, বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে—এটা ইউরোপকে মুসলমানরাই শিখিয়েছে।** নারীদের ব্যাপকহারে শিক্ষিত করা—এটা ইসলামের পেটেন্ট। তবে এখানে কথা আছে, বন্ধু', বিজ্ঞের মতো দেখাচ্ছে তিথিকে, মহিলা শেয়াল পণ্ডিত।

- 'ঝেড়ে কাশো', শীতল কণ্ঠে।

- আচ্ছা, আয় দুজনে মিলে কাশি।

ইউরোপ যখন 'খ্রিস্টধর্ম-সামন্তসমাজ' থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদ' সেট-আপে আসছে, মোটামুটি অষ্টাদশ শতকে। সেটাকে বলে 'এনলাইটেনমেন্ট'-এর যুগ। নতুন করে সব কিছুর সংজ্ঞা ঠিক করা হচ্ছে। 'শিক্ষা'র সংজ্ঞাও বদলে গেল। আগে

শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—

লিখতে-পড়তে পারা, শৃঙ্খলা শেখানো আর নৈতিক চরিত্র গঠন। আর এখন তার সাথে যোগ হলো:

নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরি,

নতুন অর্থব্যবস্থার জন্য কর্মী তৈরি যারা চাকুরিতে আসবে

নতুন 'ব্যক্তি' তৈরি, যারা 'সফলতা'র নতুন সংজ্ঞার জন্য প্রস্তুত হবে।[২০১]

এখন তো সারা পৃথিবীই পুঁজিবাদের কব্জায়। ফলে **বর্তমান 'সেক্যুলার শিক্ষা' এই পুঁজিবাদী উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।** এটুকু বুঝলি?

- 'আচ্ছা', জানার আর ভাবার বিষয় এগুলোই।
- তা হলে 'নারীশিক্ষা' মানে কী দাঁড়াচ্ছে?

মেয়েদেরকে তাদের দেওয়া রাষ্ট্র-কাঠামোর যোগ্য নাগরিক বানানো

পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার কর্মী বানানো

'ব্যক্তি' হিসেবে মেয়েদের তৈরি করা, যারা ধর্মকে ঝেড়ে ফেলে নিজের নৈতিকতার মাপকাঠি ঠিক করতে পারে। নিজেকে পশ্চিমাদের সংজ্ঞায় যেটা 'সফলতা' সেভাবে গড়ে তুলতে পারে। খ্যাতি-অর্থ-পদ-আধুনিকতার দাসে পরিণত হতে পারে। মনে আছে তো, সেদিন 'স্বাধীনতা' নিয়ে কী আলোচনা করেছিলাম?[২০২]

- 'মনে থাকবে না মানে। এত অ্যাটিপিক্যাল কথাবার্তা ভোলা যায়?', ঝগড়াই বেধে গিয়েছিল সেদিন। তবে কিছু টোকা তো লেগেছেই।
- এখন তোর 'নারীশিক্ষা' মানে যদি হয় 'এই', তা হলে ইউরোপের বাকি সব সংজ্ঞার মতো, ঐ 'নারীশিক্ষা'র সাথেও ইসলাম একমত না। এই যে এদেশের বড়ো বড়ো আলিমগণ যে এই সেক্যুলার 'নারীশিক্ষা'র বিরুদ্ধে কথা বলেন, এই কারণে বলেন।
- 'ওওও', আলোকিত মগজে সন্ধ্যের আবছায়া।
- আর কী শেখানো হচ্ছে শিক্ষার নামে। 'পশ্চিমা শিক্ষা দর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টই হলো: **'পাশ্চাত্য সভ্যতার মহান ধারণাগুলো** যেন বুঝিয়ে দেওয়া যায়

[২০১] The **new social and economic changes** also called upon the schools, public and private, to broaden their aims and curricula. Schools were expected not only to promote literacy, mental discipline, and good moral character but also to help prepare children for **citizenship**, for **jobs**, and for **individual development and success.**
[https://www.britannica.com/topic/education/Western-education-in-the-19th-century]
প্রথম গল্পে 'ব্যক্তি'র পশ্চিমা সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে নিন।

[২০২] প্রথম গল্পের আলোচনাটা তিথি সবার সাথেই করে।

শিক্ষার্থীদের। কেননা **এই আইডিয়াগুলো চিরন্তন, ধ্রুব সত্য** এবং সর্বযুগের **সমাধান'।**[২০৩]

১৮৩৪ সালে ভারতে শিক্ষা প্রসারের জন্য কমিটি করা হয়। এর প্রধান ছিলেন লর্ড মেকলে। স্কীমের রিপোর্টে কমিটির উদ্দেশ্য হিসেবে লেখেন—

> বর্তমানে এমন একটি শ্রেণী তৈরি করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নেওয়া উচিত, যারা আমাদের ও আমাদের মিলিয়ন মিলিয়ন প্রজাদের মাঝে ভাষ্যকার হিসেবে কাজ করবে। **এরা হবে এমন একটা শ্রেণী,** যারা রক্তে-গায়ের রঙে **তো ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতে** হবে ইংরেজ। এই শ্রেণীর কাছে আমরা দায়িত্ব দেব তাদের **দেশী প্রচলিত কথাগুলোকে** সংস্কার **করার এবং পশ্চিমা পরিভাষা নিয়ে তাদের স্থানীয় ভাষাগুলোকে** সমৃদ্ধ করার। তাদেরকে আমরা যানবাহন হিসেবে দেব বিভিন্ন ডিগ্রি, যাতে চড়ে তারা এই জ্ঞান পৌঁছে দেবে বাকি জনগণকে'।[২০৪]

- আর কিছু বলতে হবে?', জবাবে মাথা নাড়ে রুমা। 'বুঝলে বুঝপাতা, না বুঝলে তেজপাতা। **বর্তমান সেক্যুলার শিক্ষার উদ্দেশ্য তোমার আমার মাথায়** পাশ্চাত্য **ভোগবাদী কালচার গেঁথে দেওয়া, যাতে আমি তাদের পণ্যের বাজার** হই, চাকুরির **নামে তাদের শ্রমিক হই।** দেখ, ছোটোবেলা থেকে শেখায়, 'এইম ইন লাইফ' ডাক্তার হব, ইঞ্জিনিয়ার হব। শেখায় না যে 'ব্যবসায়ী' হব, উদ্যোক্তা হব।

কিন্তু 'মেয়েদেরও যে শিক্ষাদীক্ষার দরকার, সেটা যে ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার, আর বিবেকবান প্রজন্ম বানাতে শিক্ষিত মায়ের যে কোনো বিকল্প নেই'- এটা নেপোলিয়নবাবু বলার আগেই সমাজে প্রচলন করে ফেলেছে ইসলাম। এজন্যই বললাম 'পেটেন্ট'।

- পশ্চিমা সেক্যুলার শিক্ষা বাদ দিলাম, ইসলাম কেমন শিক্ষার কথা বলে।
- আচ্ছা। এখানে তিনটে বিষয়:

  শিক্ষার পরিবেশটা কেমন?
  কী শেখানো হচ্ছে? কারিকুলাম?

---

[২০৩] Perennialism দর্শন।
'For Perennialists, the aim of education is to ensure that students **acquire understandings about the great ideas of Western civilization.** These ideas have the **potential for solving problems in any era.** The focus is to teach **ideas that are everlasting, to seek enduring truths which are constant,** not changing, as the natural and human worlds at their most essential level, do not change.' [*Philosophical Perspectives in Education*, Oregon State University ওয়েবসাইট]

[২০৪] *Minute on Indian Education*, 2nd February, 1935; Thomas Babington Macaulay, point 12.

শেখার উদ্দেশ্য কী? কী প্রোডাক্ট বেরোচ্ছে?

- ওকে।

- তিনটা পয়েন্টেই প্রচলিত পুঁজিবাদী শিক্ষার সাথে ইসলামের সংঘর্ষ রয়েছে। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। পুঁজিবাদ একটা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি, একটা মাপকাঠি, যেটা ইউরোপ থেকে এসেছে। আর ইসলাম আরেকটা বিপরীত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডভিউ, আলাদা মাপকাঠি। পুঁজিবাদের মাপকাঠি মানুষের তৈরি। আর ইসলামের স্ট্যান্ডার্ড সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেওয়া।

ইসলাম বলছে-সহশিক্ষা হারাম, পর্দা ফরজ [২০৫]। তোমাদের ফ্রিমিক্সিং মানি না।

ইসলাম বলছে- ইলম শেখা ফরজ। ইলম কী? আভিধানিক অর্থ না, পারিভাষিক অর্থ নিতে হবে। নবিজি যে অর্থে বলেছেন, সাহাবারা যে অর্থে বুঝেছেন, সেটা। ইলম হলো 'ইলমে ওহি'— কুরআন-হাদীস। কারিকুলাম হবে ইলমভিত্তিক। তোমাদের পাশ্চাত্য দর্শন গেলানো কারিকুলাম চলবে না।

আর তিন, ইসলাম বলছে- এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, মা'রিফাত। আল্লাহকে চেনা। কেননা জিন ও মানুষকে আল্লাহ তাঁর পরিচয় অর্জন ও তাঁর দাসত্বে জীবন কাটানোর জন্য সৃষ্ট করেছেন। নাস্তিক বানানো শিক্ষা চলবে না।

- কিন্তু বন্ধু তিথি, এখানে একটা কথা আছে। শুধু কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিলে কি চলবে? নামাজ-রোজা [২০৬] ছাড়া মেয়েরা কি আর কিছুই শিখবে না। দুনিয়া কত এগিয়ে গেছে, মানুষ মঙ্গলগ্রহে চলে যাচ্ছে, আর মুসলিম কত মেয়েরা পিছিয়ে আছে।

- 'তোর আর কি দোষ, প্রায় শতভাগ মুসলিমেরই এই ধারণা। ইসলাম বলতে ইবাদাত ছাড়াও যে আরও বহুকিছু, ২০০ বছরের উপনিবেশ আমল সেকথা আমাদেরকে ভুলিয়েই দিয়ে গেছে। **যে ইসলাম পরিবারনীতি শেখায়, যে ইসলাম সমাজ পরিচালনা শেখায়, শেখায় সমরনীতি কিংবা অর্থনীতি—সেই ইসলামকে লুকিয়ে রাখা শিখিয়েছে। চিনিয়ে গেছে 'ধর্ম যার যার' টাইপ ইসলাম, করে নাকো ফোঁসফাঁস,**

---

[২০৫] পর্দা কেন প্রয়োজন ও সহশিক্ষার ফল কী দাঁড়িয়েছে ইউরোপে সেটা বড়ো আলোচনা। লেখকের গোটা একটা বই-ই এর উপর—'মানসাঙ্ক' নাম। আগ্রহীরা দেখতে পারেন। আজ ইউরোপকে অনুসরণ করলে ইউরোপের মত খেসারত দিতে আমরা তৈরি আছি তো? অলরেডি খেসারত দিতে হচ্ছে। সংক্ষেপে সহশিক্ষার বাস্তবতা দেখুন পরিশিষ্ট ২০।

[২০৬] নামাজ-রোজা নিছক ধর্মীয় আচার নয়। মানুষের আত্মিক জীবনে, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে, ব্যক্তিগত অভ্যাস-নিয়মানুবর্তিতায়, সমাজ-জীবনে, কর্মজীবনে, অর্থ ও বাজারব্যবস্থায়, রাষ্ট্র ও বিচারব্যবস্থায় এর প্রভাব গভীর ও অপরিসীম। এজন্য এগুলোকে বলা হয়েছে দ্বীনের খুঁটি। এই সামগ্রিক সিস্টেমের ভিত্তিই ঈমান-নামাজ-রোজা-যাকাত-হাজ্জ।

মারে নাকো ঢুঁসঢাস। যেন এসব ইসলামের অংশই না', টেবিলের লাগোয়া শেলফ থেকে ডায়েরিটা টেনে নেয় তিথি। উলটে যায় পৃষ্ঠারা কালো রক্ত বুকে নিয়ে।

- তা হলে?

- 'শোন তবে', পড়ে চলে তিথি। **'কারিকুলাম হবে ইলমে ওহি-ভিত্তিক** [২০৭]। **কুরআন-হাদীস তো আছেই। এর সাথে তা থেকে উৎসারিত—**

- ইসলামি অর্থনীতি- যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান- ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা
- ফিকহ বা ইসলামি আইনশাস্ত্র- দণ্ডবিধি, পারিবারিক আইন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, মুসলিমের অধিকার-কর্তব্য
- ইসলামি নীতিশাস্ত্র বা ইথিকস
- ওহিভিত্তিক ব্যবসায় শিক্ষা বা ক্রয়বিক্রয়, পার্টনারশিপ কারবার নীতিমালা
- আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণ।[২০৮]
- ইতিহাস
- গণিতশাস্ত্র। এখনকার ক্যালকুলাস দিয়ে ভাবলে হবে না। তারা ব্যবসায়িক জমা-খরচ ও উত্তরাধিকার বণ্টনের অংকই শিখত মেইনলি। আর বীজগণিত তো আরও পরের আবিষ্কার।
- এ ছাড়া কর্মমুখী শিক্ষা আছে যেমন, এম্ব্রয়ডারি ডিজাইন,

  ক্যালিগ্রাফি, [২০৯]

  অনুলিপিকরণ,

  স্থাপত্য,

---

[২০৭] এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে? তা হলে কি রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান—মানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান 'ইলম' না? পরিশিষ্ট ১৩ দ্রষ্টব্য। বড়ো আলোচনা, গল্পের ভিতর করা গেল না।

[২০৮] মুসলিম স্পেনে বেশ ক'জন মহিলা কবি-সাহিত্যিক ছিলেন যাদের খ্যাতি পুরো সাম্রাজ্যব্যাপী ছিল। ৩য় হিজরি শতকে সেভিলের **মারইয়াম বিনতে ইয়াকূব** মহিলাদের সাহিত্যের প্রফেসর ছিলেন। এছাড়া বুজায়া শহরের **গাসসানিয়া**, সেভিলের দাদী **আসিয়া**, গ্রানাডার **নাজহুন**, স্বভাবকবি **ওয়াল্লাদা** প্রমুখ খুবই মশহুর ছিলেন। মক্কার **খাদিজা নুওয়াহরী, যাইনাব বিনতে কামালুদ্দিন হাশেমী**, মরক্কোর **সারা বিনতে আহমাদ, উম্মে হুসাইন বিনতে কাযীয়ে মক্কা, উম্মে আলি বিনতে আবুল ফরজ সূরী** প্রমুখের কাব্যচর্চা ইতিহাস মনে রেখেছে।

[২০৯] ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে হস্তলিপিবিদ্যা একটি বহুল চর্চিত ও প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল। বহু নারী লিপিকার রাষ্ট্রীয় অনুলিপিকারের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের মাঝে **কাতেবা বিনতে আকরা** বাগদাদী ছিলেন 'উস্তায' পর্যায়ের। আরও ছিলেন **লুবনা উন্দুলুসী, মুযনাহ উন্দুলুসী**। কেবল কর্ডোভা শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ১৭০ জন আলিমা ছিলেন যারা কুরআন অনুলিপি করতেন। এছাড়া **সাফিয়া বিনতে আবদুল্লাহ উন্দুলুসী, ফখরুন্নিসা শুহ্দা বিনতে আহমাদ** (উপাধি ছিল লিপিকার), **আয়িশাহ বিনতে উমারা ইফ্রিকিয়াহ** প্রমুখ ক্যালিগ্রাফি জগতে বিখ্যাত ছিলেন।

জ্যামিতিক নকশা করা।

- তাহারাত বা পবিত্রতা, মানে পরিচ্ছন্নতা, পার্সোনাল হাইজিন এবং জীবাণুমুক্তকরণ শেখা– আজকের প্রিভেনটিভ মেডিসিন [২১০] যাকে বলে।
- আর চিকিৎসাবিজ্ঞান- ডাক্তার হিসেবে আম্মাজান আয়িশা রা. এর খ্যাতি ছিল ব্যাপক। **শুধু মেডিসিন না,**[২১১] **সার্জারিতেও**[২১২] তিনি ছিলেন বিখ্যাত। আরেকজন নারী সাহাবি বিখ্যাত ছিলেন। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ।[২১৩] মেডিকেল রিলেটেড টপিক বলে শেষ দুটো কান লাগিয়ে শুনল রুমা।

'হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল-মুলক তুসী রহ. ফর্মাল কারিকুলাম তৈরি করেন। যাকে বলা হয় 'নিজামী সিলেবাস'। দর্শন, কালামশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, মেডিসিন, প্রকৌশল সব-সহ প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যন্ত পড়ানো হতো। একই কারিকুলাম পড়ানো হতো ছেলে-মেয়ে উভয়কেই।

মুঘল আমলে ভারতের মেয়েদের সিলেবাস ছিল আরবি গ্রামার, গণিত, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং অন্যান্য বিজ্ঞান সহযোগে।

শুধু ভারতেই না, এই যে, ইয়েমেনে যাইনাব আল-মুয়াইয়াদি[২১৪] শিখছেন গ্রামার, তর্কশাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, ফিকহ, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য। সেখানকার সিলেবাসেরও একটা ধারণা কিন্তু পাওয়া গেল'।

- আচ্ছা... বেশ বেশ।

- অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। মানে বাচ্চা বয়সেই, বেতন ছাড়াই, সরকারি পলিসি বানিয়ে, কারিকুলামের মধ্য দিয়ে, পশ্চিমা মতবাদগুলো শেখাকে বাধ্যতামূলক করা

---

[২১০] দেখুন লেখকের আরেকটি বই 'কষ্টিপাথর', শুদ্ধি প্রকাশনী।

[২১১] ইবনু আবী মুলায়কা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব ও বাগ্মীতা দেখে চমৎকৃত হই না। কারণ আপনি আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যা। আর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাগ্মীতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসাবিদ্যা কীভাবে শিখেছেন? আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাঁর চিকিৎসা করত। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।(হাকিম, মুসতাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১)

[২১২] সাহাবি উরওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ''আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে অন্য কোনো মহিলাকে ইলমে তীব্ব ও অস্ত্রপচার বিদ্যার অতীব পারদর্শী হতে দেখিনি। (মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫)

[২১৩] শিফা বিনতে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি হাফসা রা. এর সাথে বসে ছিলেন। নবিজি স. এলেন এবং বললেন, কেন তুমি তাকে (আম্মাজানকে) রোগের চিকিৎসা শেখাচ্ছ না যেমন তাকে লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছ? (আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ)

[২১৪] মৃত্যু ১১১৪ হি.

হয়েছে।

১৪০০ বছর আগে, যখন মানুষ গণশিক্ষা-র কথা কল্পনাও করতে পারত না। তখন ইসলাম ফরয করেছে ন্যূনতম প্রাথমিক ইলম শিক্ষা।[২১৫] নারী-পুরুষ-বাচ্চা-বুড়ো নির্বিশেষে। ক্যান ইউ ইমাজিন?

এখানে আমরা আরেকটা ভুল করি। **ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে ওহিভিত্তিক জীবনঘনিষ্ঠ ইলম। যেটুকু মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে সবাইকে জানতেই হবে, সেটা ফরজ। অনেকে আবার এটাকে সেট করে সেক্যুলার শিক্ষায়; পিএসসি-এসএসসি পাশকে ফরজ বানিয়ে ফেলে।** আজকের 'শিক্ষা' আর 'ইলম' এক জিনিস না। শিক্ষা মানে পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা, মানবরচিত মাপকাঠি। আর ইলম হলো আল্লাহর মাপকাঠি শেখা। আর ওহিভিত্তিক ইলম মানে শুধু ইবাদত না, ২৪ ঘণ্টায় যে যে ক্ষেত্রে একজন মানুষ কাজ করে সবকিছুকেই কাভার করে। কেবলই যেটা বললাম।

- **'মোটকথা আমাদের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা সভ্যতা ছিল'**, রুমা 'ওন' করছে। নিজের মনে করছে।

এটা একটা বিরাট ব্যাপার। জাতীয়তাবাদ আমাদের 'ডিজ-ওন' করা শিখিয়েছে। আরাকানীরা আমার কেউ না। সিরিয়ান শিশুরা। ইরাকী, ইয়েমেনী, লিবিয়ান, সোমালি, ফিলিস্তিনী। তারা বাংলাদেশী না, সো আমার কেউ না ওরা। নবিজি আমাদের এটা শেখাননি। আমাদেরকে 'ওন' করা শিখিয়েছেন। উম্মাহ শিখিয়েছেন। দেহের মতো, মাথাও আমার, পা-ও আমার। যে-কোনো এক জায়গায় অসুখ হলে পুরো দেহ ভোগ করতে শিখিয়েছিলেন। আর পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের জাতীয়তাবাদ শিখিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে উম্মাহ।

- **হ্যাঁ। অতএব, পশ্চিম থেকে কোনো দর্শন কোনো ধারণা নেওয়ার দরকার নেই আমাদের। প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিনিময় হতে পারে। কিন্তু এনলাইটেনমেন্টের ওসব মানবীয় সংজ্ঞা, ওসব মাপকাঠি আমাদের দরকার নেই।** আমাদের রয়েছে স্রষ্টাপ্রদত্ত সংজ্ঞা ও ভালোমন্দের মাপকাঠি। হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম— কিন্তু ইসলাম ধর্ম না। ইসলাম হলো দ্বীন, জীবনবিধান, লাইফস্টাইল, ওয়ার্ল্ডভিউ। কবে যে বুঝব এসব আমরা...', তিথির দীর্ঘশ্বাসে ডায়েরির পাতারা উলটোয় না। ডায়েরির পাতা উলটোতে হাত লাগে, হাত। কেবল দীর্ঘশ্বাসে কিছুই হয় না, কিচ্ছু না।

---

[২১৫] ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (ইবনু মাজাহ, হাদিস : ২২৪; তবরানী-আওসাত, হাদিস : ৯)

- বুঝে ফেলেছি প্রায়। টেনশন নিস না।

- দেখ রুমা। ইউরোপ যেমন তাদের এনলাইটেনমেন্ট যুগে খ্রিস্টধর্মকে খেদিয়েছে। ভ্রষ্ট ধর্মকে সমাজ-রাষ্ট্র থেকে হটিয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করেছে। আর সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি পরিচালনার জন্য বানিয়েছে মানবরচিত কিছু নিয়মকানুন। এখন তাদের সেই নিয়মকানুনগুলো মুসলিম দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। সরকারকে দিয়ে সেক্যুলার পলিসি করিয়ে 'ধর্ম যার যার' করে দিয়েছে। সত্যধর্ম ইসলামকেও হটিয়ে দিয়েছি আমরা, ইসলাম এখন শুধু মাসজিদে। মাসজিদে ঢুকার সময় প্যান্ট গুটায় ছেলেরা, আবার বেরিয়ে ছেড়ে দেয়। এজন্য আজ ইসলামি রাষ্ট্র, ইসলামি সমাজ, ইসলামি বাজার ব্যবস্থার দেখা মেলা ভার।

- ফলে যে পরিবেশে ইসলাম মেয়েদের শিক্ষার কথা বলেছিল, সেক্যুলার স্কুল-কলেজ- ভার্সিটিতে সেই পরিবেশ আর নেই। শিক্ষকের হাতে ছাত্রী বা সহপাঠীর কাছে সহপাঠিনীর ধর্ষণ-হয়রানি এগুলো এখন সয়ে গেছে।
- যে শিক্ষা ইসলাম মানবজাতির জন্য এনেছিল, সেক্যুলার কারিকুলামে সেই শিক্ষা আর নেই। কারিকুলাম এখন পাশ্চাত্য দর্শনকে জোর করে ধ্রুব সত্য বানানোর হাতিয়ার।
- শিক্ষার মাধ্যমে ইসলাম যে পবিত্র মানুষ গড়ে তুলতে চাচ্ছিল, সে মানুষ বের হবে না সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থায়। এই শিক্ষায় ডিগ্রি আসে, মনুষ্যত্ব আসে না।

সুতরাং **যদিও ইসলাম নারীদের শিক্ষিত করার কথা বলে, কিন্তু সেটা বর্তমান সেকুলার শিক্ষা না। সেটা সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা না। বর্তমান সহশিক্ষা ব্যবস্থা কোনোভাবেই ইসলামে জায়েয না, কম্বাইন্ড স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে পড়া জায়েয না।**[২১৬]

- তা হলে মেয়েরা কী শিখবে? বসিয়ে তো রাখা যায় না একেবারে।
- নেপোলিয়নের কথা খুব চলে: শিক্ষিত মা দাও, শিক্ষিত জাতি দিচ্ছি।

পুঁজিবাদী শিক্ষা তো মা-কে জার্নালিজম শেখাচ্ছে। জার্নালিজম শিখে মা বাচ্চাকে কি

---

[২১৬] **সালাফী ফতোয়া** : islamqa.info এর ফতোয়া নং ১২৮৯৯৬ ও ১২০০
The meeting together, mixing, and intermingling of men and women in one place, the crowding of them together, and the revealing and exposure of women to men are prohibited by the Law of Islam (Shari'ah).
দেওবন্দের ফতোয়া: https://www.darulifta-deoband.com/ এর প্রশ্ন নং 48955 ও 781 এবং https://timesofindia.indiatimes.com/india/Deoband-says-co-education-unlawful/articleshow/2182795.cms

শিক্ষিত করবে। যদি শিক্ষিত জাতি-ই দরকার, তা হলে শেখানো তো দরকার ছিল 'চাইল্ড এডুকেশান', 'নিউট্রিশন', 'চাইল্ড-সাইকোলজি' এগুলা।

আর মা-কে শিখিয়ে পাঠাচ্ছ জবে, সারাদিন। আর এদিকে বুয়ার কাছে জাতি খুব শিক্ষিত-বিবেকবান হচ্ছে, না কি? আমার ডিগ্রি পুঁজিবাদের কাজে আসছে। পাবলিকের সার্ভিসে লাগছে। ভেবে দেখ, আমি মাস্টার্স পাশ, ফার্স্ট ক্লাস। **আমি ৯টা-৫টা ব্যাংকে, আর আমার সন্তানকে পড়াচ্ছে মেট্রিক-ইন্টার পাস মানুষ। তা হলে শিক্ষিত জাতি গঠনে আমার ডিগ্রির কী ফায়দা?**

অথচ ইসলাম এটাই করতে বলছে। আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা এবং আদর্শ হোম-ম্যানেজার হতে যা যা শিখতে হবে, ইসলামের দৃষ্টিতে সেটাই নারীর প্রকৃত শিক্ষা। **নারী শিক্ষা নেবে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা, যেটা জীবনে তার লাগবে। আর নিজের পুরো মেধা-শিক্ষা-শ্রম প্রয়োগ করবে ঘরে। এটাই তার অফিস, তার প্রতিষ্ঠান, তার ফার্ম। তার আসল 'ক্যারিয়ার'। যেখানে তৈরি হবে শিক্ষিত আদর্শ জাতি, গড়ে উঠবে ইসলামি সভ্যতা।**

মধ্যযুগীয় '...'

যার আলোচনা হয়, তা বিশ্বাস অন্তরে বসে। আমেরিকার অ্যাটম বোমা চোখে দেখেছেন কেউ। এরপরও আমেরিকার ইয়াকীনে-ঈমানে বলীয়ান আমরা। আমেরিকা এসে গেছে, আর রক্ষা নাই। এত বেশি আলোচনা হয়েছে, যে না দেখেও দেখার মতোই বিশ্বাস জন্মেছে। আর ওদিকে আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাস নড়বড়ো। ইসলামের প্রয়োগে যে সব সমাধান, বিশ্বাস হতে চায় না। দিনের মধ্যে, মাসের মধ্যে একবারও আলোচনা হয় কিনা কে জানে। উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে আল্লাহর শক্তি, ইসলামের শক্তি আর অদৃশ্যের বিষয় আলোচনা হওয়া দরকার। আলি রা. বলেছিলেন: জান্নাত-জাহান্নাম আমার সামনে আনলেও আমার ঈমান আর বাড়বে না, বাড়ার আর কিছু নেই। দেখে যে পরিমাণ ঈমান হয়, তা এখনই আমার আছে, না দেখেই। এর নাম ঈমান। আমাদেরগুলো তা হলে কী?

- এত নিয়মকানুন মেনে কি এই যুগে মেয়েদের শিক্ষা সম্ভব দোস্ত?
- তোকে তা হলে একটু বলি। তুই নিজেই বুঝবি সম্ভব কি না। তুই আমাকে ইসলামপূর্ব পৃথিবীতে একজন, জাস্ট একজন মহিলা স্কলার-এর নাম বল। মোটামুটি পরিচিত—

এমন একজন নারী স্কলার। ৬০০ শতাব্দীর আগে।

ইসলামের আগে ৩১০০ বছরে ডাকসাইটে সব সভ্যতা মিলে ১০০ জন স্কলার নারী দিতে পারেনি। আর ইসলাম এসে প্রথম ১০০ বছরেই দেড়শ নারী দিল, যাদের কাছে মানুষ আসত... শিখতে।[২১৭] পুরুষরাও, আর মহিলারা তো বটেই। এনাদের মাঝে অন্তত ২১ জন ছিলেন এক্সপার্ট পর্যায়ের, যাদের মধ্যে নবিজির সম্মানিতা স্ত্রীগণও আছেন।[২১৮] বিশেষ করে আম্মাজান আয়িশা রা. ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাবতী—আইন, হাদীস, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত।

- 'আচ্ছা?', বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কায় চশমাটা টেবিলে রেখে দিল রুমা। আসলে সত্যের জন্য আমাদের রুহ তৃষ্ণার্ত থাকে, মিথ্যের এই দাবদাহে। আরও শুনতে চায় সেই পিপাসা।

- আয়িশা রা. এর ভাগ্নে উরওয়া বিন যুবাইর রা.পর্দার ভিতরে খালার সাথে বসে থাকতেন। বাইরে পুরুষ শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত, ফতোয়া জানতে আসত। আম্মাজান ভাগ্নেকে বলে দিতেন, ভাগ্নে জোরে বলে দিতেন। পর্দার সাথেই তিনি উম্মাহর শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করেছেন।

'ইউরোপের সাথে কিছুটা তুলনা দিলে বুঝবি আরও ভালো করে', ডায়েরির পাতা উলটে চলে তিথি। 'পেয়েছি, ইউরোপ ডাইনী-নিধনের (witch-hunt) নামে তিনশত বছর ধরে ৪ থেকে সাড়ে ৬ লাখ নারীকে হত্যা করছিল।[২১৯] সময়টা হিজরি মোতাবেক ৮৫০-১১৫০ হিজরি। সেই সময় মুসলিম মেয়েরা কী করছে দেখ। ধুমসে পড়ছে আর পড়াচ্ছে।

- **আয়িশা বিনতে জারুল্লাহ শাইবানি**[২২০] বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে ১০৫ জন শিক্ষকের কাছে সনদ নিচ্ছেন।
- **আসিয়া বিনতে মুহাম্মাদ ইরবিলি** ২০০ এর অধিক উস্তাদের থেকে সনদ নিয়েছেন।

---

[২১৭]

[২১৮] তাবিয়ি আবূ রাফে রহ. যখনই মদীনার ফিকহ গবেষকদের নাম নিতেন সবার আগে নিতেন যাইনাব বিনতে আবূ সালামা রা. এর নাম।

[২১৯] ১৪৫০-১৭৫০ পর্যন্ত ৫-৭ লাখ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল, যাদের ৮০% ছিল নারী। *The European Witch Craze of the 14th to 17th Centuries: A Sociologist's Perspective*, Nachman Ben-Yehuda, *American Journal of Sociology*, Vol. 86, No. 1 (Jul., 1980). pp. 1-31 [https://www.jstor.org/stable/2778849?seq=1#page_scan_tab_contents]

[২২০] মৃত্যু ৮৭৩ হি.। ইমাম সুয়ূতী তাঁর উস্তাদদের তালিকা করেছেন।

- **উম্মুল হায়া উমামাহ** [২২১] আরবি ব্যাকরণের বইগুলো মুখস্থ করছেন।
- **বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কন্যা যাইবুন্নিসা** [২২২] কুরআন- হাদীস-ফিকহ-ক্যালিগ্রাফি শিখছেন।
- **শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম** [২২৩] শিখছে উচ্চারণশাস্ত্র, ক্যালিগ্রাফি, ফার্সি, সাহিত্য।
- **উম্মে হানি বিনতে নুরুদ্দীন** [২২৪] তখন ৭ জন উস্তাদের কাছে শিখছেন ৫০ এর অধিক বই।

- 'এগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে হতে পারে। সাধারণ নারীদের শিক্ষার সুযোগ এত ছিল না মনে হয়', বিস্ময়ে বাঁধ দেবার চেষ্টা করল রুমা।

- 'ইতিহাস তো এমনই, ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে সমাজের মাইণ্ডসেট বুঝে নিতে হয়। **এখান থেকে সাধারণ নারীশিক্ষাটা আঁচ করা যায়।**

একজন নারীর যদি নানান শহর ঘুরে এক-দুইশ' জন শিক্ষকের দারস্থ হবার মতো সুযোগ ও সামাজিক মাইন্ডসেট থাকে, তা হলে নিজ শহরে এক-দুজন শিক্ষকের কাছে যাওয়া নারীদের সংখ্যা কেমন?

নিজ পরিবারে আত্মীয়দের কাছে শিক্ষা নেওয়া নারীদের সংখ্যা কেমন?

একজন নারী যদি ৫০টা কিতাব অধ্যয়নের হিম্মত করেন, তা হলে ২-৫-১০টা কিতাব পড়া নারীদের সংখ্যা কেমন ছিল?

এত কেবল বললাম শিক্ষার্থীদের অবস্থা', দুটো পাতা উলটে যায়। মন দিয়ে শুনছে রুমা, তাচ্ছিল্য এখন বিস্ময়।

'চার্চ যখন পান থেকে চুন খসলে নারীদের পুড়িয়ে মারছে, নিত্যনতুন ডিভাইস বানিয়ে টর্চার করছে,[২২৫] তখন—

- **আয়িশা বিনতে আল-যাইন**[২২৬] এবং সারা বিনতে উমার হামাবী[২২৭] বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সেশান নিয়ে চলেছেন।

---

[২২১] মৃত্যু ৯৩৯ হি.
[২২২] মৃত্যু ১১১৩ হি.
[২২৩] মৃত্যু ১০৯২ হি.
[২২৪] মৃত্যু ৮৭১ হি.
[২২৫] দুর্বল হার্টের কারুর দেখার দরকার নেই। http://www.medievalwarfare.info/torture.htm
[২২৬] মৃত্যু ৮৮০ হি.
[২২৭] মৃত্যু ৮৫৫ হি.

- শাইখা আসমা বিনতে কামাল[২২৮] বিশেষভাবে মেয়েদের ক্লাস নিচ্ছেন।
- হাদীসবিদ **যাইনুশ শারীফ**[২২৯] ও তাঁর বোন **মুবারাকাহ** মিলে মক্কার মতো জায়গায়, যেখানে হাদীসের পুরুষ প্রফেসর[২৩০] গিজ গিজ করত সব সময়। সেখানে হাদীসের সর্বোচ্চ কিতাব বুখারি শরীফ[২৩১]-সহ অন্যান্য বড়ো বড়ো কিতাব পড়াচ্ছেন।
- মক্কার ফকীহা **কুরাইশ আল-তাবারী** শ্রেষ্ঠ ৭ জন হাদীসবিদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি বাগিয়ে নিচ্ছেন পুরুষদের ডিঙিয়ে।
- মদীনার দীর্ঘজীবী **শাইখা মুফতী ফাতিমা বিনতে শুকরুল্লাহ** নিজ বাসায় পুরুষ-মহিলাদের লেকচার নিচ্ছেন ৯০ বছর ধরে।

এবার দেখ, **শিক্ষকতায়ই যদি নারীর এমন ডাকসাইটে পদচারণা থাকে, তা হলে সাধারণ নারীদের শিক্ষার অবস্থাটা কল্পনা করে নে'।**

- 'হুমমম', চেহারায় বিস্ময়ের ভাবটা সামাল দিতে পারছে না রুমা এখন।

- 'আরে এত তাও পড়তির দিকের দু-একটা নমুনা দিলাম। এই সময়টা নারী-পুরুষ সবারই হাদীসের চর্চা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। আন্দালুস[২৩২] হারিয়েছে মুসলিমরা। তাতারদের আক্রমণে মুসলিম শহরগুলো[২৩৩] ধ্বংসপ্রাপ্ত। তখনই এই অবস্থা', ডায়েরির শুরুতে সূচি ঘেঁটে নেয় তিথি, উলটে যায় এক বাণ্ডিল পৃষ্ঠা।

'আর সবচেয়ে চূড়ার সময়টা ছিল ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম হিজরি শতক, এই তিন শ বছর। এই তিন শ বছর তো মার মার কাট কাট অবস্থা। আর সে সময় ইউরোপে চলছে ক্যাথলিক সমর্থিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। এবং সেখানে চলছে নারীদের ব্যাপারে সেন্ট পলের ফতোয়া: I don't permit a woman to teach or have authority over a man... And Adam was not the one deceived, it was the woman who deceived and became a sinner.[২৩৪] আর এদিকে মুসলিম বিশ্বে—

[২২৮] মৃত্যু ৯০৪ হি.
[২২৯] মৃত্যু ১০৮৩ হি.। হাসান হুযাইমী যেসব কিতাব তাঁর কাছে পড়েছেন তার এক লম্বা তালিকা করেছেন।
[২৩০] 'মুহাদ্দিস' শব্দটা অনেক পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বিধায় 'প্রফেসর' শব্দটা বার বার ব্যবহার করছি। বর্তমান ইলমী ফরম্যাটে সর্বোচ্চ ক্লাসে (দাওরায়ে হাদীস, মাস্টার্স সমমানের) হাদীসের বইগুলো পড়ানো হয়। এই ক্লাসগুলো যাঁরা নেন তাঁদেরকে বলা হয় মুহাদ্দিস। একজন মুহাদ্দিস ইজ্জত-সম্মানে সেকুলার 'প্রফেসর'এর সাথে তুলনীয় নন কোনোভাবেই। কেবল বোঝার সুবিধার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
[২৩১] সাধারণ নিয়মানুসারে সবচেয়ে সিনিয়র মুহাদ্দিসগণ বুখারি শরীফ পড়ানোর অনুমতি লাভ করেন।
[২৩২] মুসলিম শাসনাধীন স্পেন
[২৩৩] বুখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ ইত্যাদি
[২৩৪] ১ Timothy ২: ১১-১৪

- তখন মদীনার মাসজিদে **উম্মুল খাইর ফাতিমা** আর দামেশকের বনু উমাইয়া মাসজিদে **আয়িশা বিনতে আবদুল হাদী** সর্বোচ্চ ক্লাসে মুহাদ্দিসা হিসেবে 'বুখারি শরীফ' পড়াচ্ছেন।[২৩৫] আয়িশা বিনতে হাদীকে তো তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ লেভেলের হাদীস স্পেশালিস্ট মনে করা হত। দূর দূর থেকে ছাত্ররা আসত তাঁর কাছে।
- তখন একই ক্লাসে ১৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে 'তাবারানি শরীফ' পড়াচ্ছেন **শাইখা যাইনাব বিনতে কামাল।**[২৩৬]
- দামেশক ও কায়রোর মাসজিদে মাসজিদে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে সারাটা দিন ধরে বুখারি শরীফের লেকচার নিচ্ছেন **সিত্তুল উযারা বিনতে উমার তানূখী।**[২৩৭] এরকম আরও আছেন **ফাতিমা বিনতে সাদ খাইর।**
- ইস্পাহানে **শাইখা ফাতিমা জুযদানী**, দামেশকে **আমিনা বিনতে মুহাম্মাদ** পড়াচ্ছেন নারী-পুরুষ বিদ্যার্থীদের।
- মার্ভ শহরে **কারীমা** ৫ দিনে পুরো বুখারি পড়িয়েছেন খতীব বাগদাদীকে।[২৩৮]
- **সিত্তুল উজারা বিনতে মুনাজ্জা** যাহাবীকে[২৩৯] পড়াচ্ছেন বুখারি আর মুসনাদে শাফিঈ।
- শাইখ মুওয়াফফাক দীনের বাসায় বড়ো বড়ো ক্লাস হত। সেখানে অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষিকা। ২৪ জনের তালিকা পাওয়া গেছে, যারা নিয়মিত এখানে ক্লাস নিতেন।[২৪০]
- ইমাম হাফিয ইবনু নাজ্জার ৪০০ নারী শিক্ষিকার কাছে , ইবনু আসাকির ৮০-র অধিক, আবু সাদ সামানী ৬৯ জন, আবু তাহির সিলাফী ২০-এর অধিক, এবং ইবনু জাওযী ৩ জন শিক্ষিকার নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আছির, ইবনুল সালাহ, জিয়াউদ্দিন মাকদিসী, আল-মুনযিরী সকলেই বহু সংখ্যক শিক্ষিকার অধীনে শিক্ষা নিয়েছেন [২৪১] বলে জানিয়েছেন।
- **ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ আল-মুনাজ্জা**[২৪২] ১৬৪ টি কিতাবের লেকচার দিচ্ছেন

---

[২৩৫] Al-Muhaddithat, Mohammad Akram Nadwi

[২৩৬] মৃত্যু ৭৮০ হি.। শাইখ আকরাম নদভী একটি ক্লাসের উপস্থিতির খাতার পৃষ্ঠা উল্লেখ করেন। ক্লাসটি হয়েছিল দামেশকের কাসিয়ুনের জামিয়া আল-মুযাফফরীতে ১লা রজব, ৭১৮ হিজরিতে।

[২৩৭] মৃত্যু ৭১৬ হি.। তাঁর স্ট্যামিনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দিনভর ক্লাস নিতেন।

[২৩৮] Al-Muhaddithat, Mohammad Akram Nadwi

[২৩৯] প্রাগুক্ত

[২৪০] শাইখ আকরাম নদভী ছাত্রছাত্রীর হিসাব উল্লেখ করেননি অগণিত বলে।

[২৪১] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪১

[২৪২] মৃত্যু ৮০৩ হি.। শাইখ আকরাম নদভী, পৃ: ২১৪

নিয়মিত।

- ইবনু হাজার আসকালানী 'আদ-দুরার আল-কামিনাহ' গ্রন্থে হিজরি ৮ম শতাব্দীর ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর জীবনী উল্লেখ করেন যাঁদের অধিকাংশই হাদীসবিদ ছিলেন। এর মধ্যে কয়েকজন ছিলেন প্রফেসর লেভেলের। যেমন **জুয়াইরিয়া বিনতে আহমাদ**, তিনি বড়ো বড়ো মাদরাসায় ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন।

- বাগদাদের **শুহদা বিনতে নাসর** এর ছাত্রদের ৫৯ জনের তালিকা এসেছে যাদের সবাই উঁচু উঁচু পদে আসীন হয়েছেন পরে; কেউ বিচারপতি, কেউ অধ্যক্ষ, কেউ গবেষক।

- **যাইনাব বিনতে মাক্কীর** ছাত্র ছিলেন আল-মিযযী, ইবনু তাইমিয়্যা, যাহাবী, বিরযালী সহ বিখ্যাত আরও অনেকে।

- হিজরি ৯ম শতাব্দীর ১৩০ জন নারী বিশেষজ্ঞদের নাম এসেছে আবদুল আযীয ইবনু উমার এর 'মুজাম আল-শুয়ুখ' গ্রন্থে।

- ১০২ জনের একটা তালিকা এসেছে যাদের সবাইকে সনদ দিয়েছেন **শাইখা উম্মে মুহাম্মাদ যাইনাব মাকদিসী**, এঁদের প্রায় সবাই পুরুষ।

- নিজ বাসায় ক্লাস নিতেন **ফাতিমা বিনতে আলি, উম্মুল ফাখর জুমুয়া, উম্মুল ফিতইয়ান হান্তামাহ,** ইবনু রুশাইদের **উস্তাযা যাইনাব বিনতে আলাম, উম্মুল ফজল কারীমাহ**-সহ অনেক অনেক শিক্ষিকা', তিথি হাঁপাচ্ছে। যতটা না রীডিং পড়ার পরিশ্রমে, তার চেয়ে বেশি আবেগে আর গর্বে। আমার ইসলাম, আমাদের ইসলাম। আর আবেগ সব সময়ই ছোঁয়াচে।

- 'দারুণ তো', কেমন যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল টাইপ, স্বতঃস্ফূর্ত।

- তা হলে বুঝলি তো। ইউরোপ আর আমাদের নারীদের চিত্র টোটালি বিপরীত। **'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' শব্দটা ইউরোপের জন্য। মুসলিম বিশ্ব তখন ঝলমল করছে আলোয়।**

- কিন্তু এই ইতিহাসগুলো আমরা জানি না কেন?

- জানার সুযোগ থাকলে তো জানবি। জানতেই দিবে না তোকে। **ওদের মধ্যযুগ আর আমাদের মধ্যযুগ গুলিয়ে তোর সামনে দেবে। তোকে বিশ্বাস করাবে, ইসলাম মধ্যযুগীয় একটা ব্যবস্থা, নারীদের অধিকার দেয় না, নারীশিক্ষা চায় না।** এর মধ্যে সংস্কার করে নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা, নারী অধিকার এসব ঢুকানো লাগবে।

আমাদের থেকে কিনে আবার আমাদের কাছেই ভেজাল দিয়ে বেচতেছে। আর আমরা এতটাই গোলামের জাত যে, মনে করছি বাহ, ইউরোপ কত আধুনিক। ইলমের জগতে নারীদের এই ব্যাপক পদচারণার মূলে ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষা। সারা দুনিয়া যখন নারীকে অবহেলা আর নির্যাতন করছে, ইসলাম তখন নারীদের সামাজিকভাবে সম্মানের স্থান নিশ্চিত করে ফেলেছে।

তবে এখানে দুটো জিনিস ক্লিয়ার করি। **ইসলামি সমাজে, ইসলামি সভ্যতায় নারীরা ব্যাপকভাবে শিক্ষিত হয়েছে; তার মানে এই না যে এখন সেক্যুলার সেট-আপে নারী কো-এডুকেশনে পড়বে, ভার্সিটিতে পড়াবে। এসব নারী প্রফেসরদের তাদের হায়া, পর্দা, গায়রত, আল্লাহভীতি বিসর্জন দিতে হয়নি। কেননা তখন সমাজটাই ছিল ইসলামের, রাষ্ট্রই ছিল ইসলামের, পুরো সেট-আপই ইসলামি।** ইনারা সবাই পর্দা, নারী-পুরুষ আলাদা, মাহরাম-সহ ভ্রমণ—শারীআর সব ফরজ নিয়ম মেনেই পড়েছেন, পড়িয়েছেন। নফল করতে যেয়ে ফরজ হুকুম তাদের ছাড়তে হয়নি, যা আমাদের মেয়েরা আজ অবলীলায় ছেড়ে দিচ্ছে। ইসলাম এর অনুমোদন দেয় না। আমাদের শুনতে ভালো লাগুক, আর না-ই লাগুক।

- এখন তো ইসলামি সেট-আপ নেই। তা হলে মুসলিম মেয়েরা কী করবে, পড়বে না? মূর্খ হয়ে বসে থাকবে?

- এজন্যই বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে, যেটার জন্য আমরা কাজ করছি। এবং এরকম আরও অনেক উদ্যোগ হওয়া দরকার। আবার ইসলামি সমাজ ফিরে না আসা অব্দি আমাদের মেয়েদের বিকল্প শিক্ষা দিতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র ফিরে এলে আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাণ ফিরে পাবে আগের মতো।

আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, এত এত নারী প্রফেসরের কথা শোনালাম মানে এই না যে, মেয়েদেরকে প্রফেসর বানানো ইসলামের উদ্দেশ্য। এই উদাহরণগুলো আমি এজন্য দিলাম, আমাদের ব্রেইন আজ পশ্চিমা ফরমেটের বাইরে ভাবতে পারে না। ওকে ফাইন। **যদি পশ্চিমা ফরমেটেও চাও, তবু তাদের নারীশিক্ষা-নারীপ্রগতি-নারী ক্ষমতায়নের পুঁজিবাদী সংজ্ঞা আমাদের দরকার নেই। ইসলাম সে সুযোগ রেখেছে ইসলামি সেট-আপে। সুতরাং আমাদের ইসলামি সমাজ ফিরিয়ে আনতে হবে, ফিরিয়ে আনতে হবে ইসলামি রাষ্ট্র।** এটাই আমাদের কাজ হওয়া উচিত।

পুরুষের সাথে পাল্লা দেওয়া নারীর কাজ নয়, নারী-বান্ধব নয়। পশ্চিমা সভ্যতা নারীবাদের নামে বায়োলজির বিরুদ্ধে নামিয়েছে নারীকে। বিপরীতে ইসলাম নারীর ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। স্রষ্টা নিজে নারীর বায়োলজি-বান্ধব কর্মক্ষেত্র দিয়েছেন নারীকে। তোমরা ঘরে থাকো, স্বামীর মাল-সম্পদের হেফাজত করো,

তাকে নিশ্চিন্তে রাখো যাতে সে ইসলামি সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে পারে। আর সুস্থ প্রজন্মকে দুনিয়াতে নিয়ে আসো, তাদের পরিচর্যা করো যাতে তারা আদর্শ মুসলিম হিসেবে, ইসলামি রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। **কৃষক যেমন খাদ্যের জোগান দেয়, আমরা নারীরা তেমনি সভ্যতাকে জোগান দিই।** আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব এটা। যুগে যুগে কোটি কোটি মুসলিম নারী এভাবেই এই সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছেন। আলিম, মুহাদ্দিস, বিজ্ঞানী, শাসক, মুজাহিদ জোগান দিয়েছেন। নাম না জানলেও এই সভ্যতায় প্রফেসরদের তুলনায় তাদের অবদানই বেশি। **প্রফেসরদের বিকল্প আরও পুরুষ প্রফেসর ছিল। কিন্তু 'মা'-এর বিকল্প কোথায়?**

- মানে দাঁড়াচ্ছে, পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে না, নারী তার নিজ দায়িত্বের উপর এক্সপার্ট হবে। জ্ঞানের ঐ শাখাগুলোতে দক্ষ হবে। হয়ে পরিবারকে ইফেক্টিভ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে। আচ্ছা তিথি, আল্লাহ আমাদেরকে নির্দিষ্টভাবে কী কী দায়িত্ব দিয়েছেন? একদম স্পেসিফিক, যেগুলো করতেই হবে।

- দারুণ রুমা। ভালো প্রশ্ন করেছিস। এটা বুঝলে, ইসলামে নারীদের শিক্ষা দেবার ফিল্ডগুলো বোঝা সহজ। যে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই সেই বিষয়ে পারদর্শী করা হবে নারীকে। কয়েকটা হাদীস বলি শোন, নিজেই বুঝতে পারবি:

- নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন শাসক তার প্রজাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। **স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঘরে বসবাসকারী সন্তান, মালপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে।..**[২৪৩]
- আরেক হাদীসে এসেছে: চারটা কাজ যদি কোনো নারী করে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।

পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ,
রমজানের রোজা,
নিজ ইজ্জত-আব্রু হিফাযত এবং
স্বামীর আনুগত্য।[২৪৪]

---

[২৪৩] আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে তার রাইয়ত (অধীনস্থ)দের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।... স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের জিম্মাদার, তাহাকে তার ঘরে বসবাসকারী সন্তান ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।.. [বুখারি ৮৯৩ সূত্রে মুন্তাখাব]

[২৪৪] যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমযানের রোজা রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৬১; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৭৪৮০; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪১৬৩]

- আরেকবার এক নারী সাহাবি। আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা.। নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন : পুরুষ তো জানাযা-জুমআ-জিহাদ-হাজ্জ-উমরায় গিয়ে কত সওয়াব পায়। আমরা তাদের ঘর দেখি, সন্তান পালন করি। আমরা কি কিছু পাব না? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : গিয়ে সব মেয়েদের জানিয়ে দাও, তিনটা কাজ করলে পুরুষ কষ্ট-মেহনত করে যা পায়, তা-ই মিলবে তোমাদের।

 স্বামীর খেয়াল রাখা
 তাকে সন্তুষ্ট রাখা
 তার সম্মতি নিয়ে বের হওয়া।[২৪৫]

- মানে এই দায়িত্বগুলো পূরণ না করলে নারীকে জবাবদিহি করতে হবে?

- হ্যাঁ, এবং নারী-পুরুষের ঘরে-বাইরে এই পৃথক ভূমিকা ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। কোনো পুরুষের জীবিকা উপার্জন না করে ঘরে বসে থাকার সুযোগ নেই। আবার কোনো নারীর ঘরের এই দায়িত্বগুলো অবহেলা করে বাইরে ক্যারিয়ারিজমের দাসত্বের সুযোগ নেই।

এজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবেই ইসলাম নারীদের জন্য দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল।

- নবিজি মহিলাদের উদ্দেশ্যে লেকচার দেবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।[২৪৬]

- নারীদের দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে নবিজি পুরুষদেরকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন : কারও ঘরে

---

[২৪৫] আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. নবিজির দরবারে গিয়ে আরয করেন, নারীদের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আগমন করেছি। (আল্লাহর রাসূল!) আল্লাহ তাআলা আপনাকে নারী ও পুরুষ সবার কাছেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার উপর ও আপনার প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। আমরা নারীরা তো ঘরের কাজ-কর্ম আঞ্জাম দেই। সন্তান গর্ভে ধারণ করি। (তাদের লালন-পালন করি) আমাদের উপর (বিভিন্ন ইবাদাতের ক্ষেত্রে) পুরুষদের ফজিলত রয়েছে। তারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে। রোগী দেখতে যায়। জানাযায় শরীক হয়। একের পর এক হাজ্জ করে। সবচেয়ে বড়ো ফজিলতের ব্যাপার হল তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে। তো আমরা কীভাবে তাদের মত ফজিলত ও সাওয়াব লাভ করতে পারব? নবিজি তখন সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো দ্বীনী বিষয়ে তোমরা কি কোনো নারীকে এর চেয়ে সুন্দর প্রশ্ন করতে শুনেছ কখনও? এরপর নবিজি সে নারীকে লক্ষ করে বললেন, তুমি আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবন করো এবং অন্যান্য মহিলাদেরও একথা জানিয়ে দাও যে, স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা ও তার পছন্দনীয় কাজ করা এসকল আমলের সমতুল্য সাওয়াব ও মর্যাদা রাখে। [শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৮৩৬৯; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৫২০৯] (আন-নাফাকাহ আলাল ইয়াল, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ৫২৮)

[২৪৬] আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,
''মহিলারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আপনার কাছে পুরুষরা এত ভিড় লাগিয়ে থাকে যে, অনেক সময় আমাদের পক্ষে আপনার কথা শোনা সম্ভবই হয় না। অতএব আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। একথা শুনে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই দিন তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিতেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দান করতেন।'

[illegible] তিনজন বা দুজন কন্যা বা ভগ্নি থাকে, আর সে তাদের উত্তম আদব-শিক্ষা [illegible] করে, তারপর তাদেরকে উত্তম পাত্রে বিবাহ দেয় তা হলে তার জন্য জান্নাত [illegible] হয়ে যায়।[১৪৭]

- [illegible] মেয়েদের পর্যাপ্ত দ্বীন শেখানো দেওয়া পুরুষদের দায়িত্বে। জবাবদিহি করতে হবে পুরুষকে।[১৪৮]

- শুধু স্বাধীনা সম্ভ্রান্ত নারীদেরই না, দ্বীন শিক্ষাকে এত ব্যাপক করার নির্দেশ [illegible]ছিলেন নবিজি, যে দাসীদেরকেও সুশিক্ষিত করতে আদেশ দিয়েছিলেন।[১৪৯] [illegible] যেটা হলো, দাসীদের মাঝেও লিজেন্ড লেভেলের স্কলার তৈরি হয়ে গেল।

- [illegible] কী?

- 'যেমন ধর...', আবার সূচি দেখে পৃষ্ঠা বের করে নেয় তিথি। যেমন ধর—

    - স্পেনের খলিফা ৩য় আবদুর রহমানের দাসী রাদ্বিয়াহ।

    - আরও ছিলেন আবুল মুতাররিফের বাঁদী ইশরাক আল-সুওয়াইদা। আবুল মুতাররিফ তাকে আরবি, ব্যাকরণ, সাহিত্য শিখাতেন। পরে সেই বাঁদীই সাহিত্যের বড়ো উস্তাযা হয়ে যান।

    - ৩য় আবদুর রহমান ও তাঁর ছেলে আল-হাকামের আমলে ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন লুবনা নামের এক সাবেক দাসী। গণিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এবং ৫ লক্ষ বইয়ের রাজকীয় লাইব্রেরির দায়িত্বে থাকতেন।[১৫০]

---

[১৪৭] "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোনকে লালন-পালন করবে এবং তাদেরকে ভদ্রতা, শি[illegible], উত্তম চালচলন ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে সাবলম্বী হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত [illegible] করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কেউ [illegible] দুজনের জন্য এরূপ করে? তিনি বললেন, দুজনের জন্য এরূপ করলেও হবে।[৫৭]" শারহুস সুন্নাহ, হাদীস নং ৩৪৫৭। «وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللهُ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ» . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ [illegible] «[illegible]»

[১৪৮] ইলম শিক্ষা ওয়াজিব। সুতরাং মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব, কিছু সংখ্যক মহিলাকে রীতিমতো [illegible] রূপে গড়িয়া তোলা ওয়াজিব। কেননা ওয়াজিবের মাধ্যম গড়িয়া তোলাও ওয়াজিব। (ইসলাহে [illegible], মাওলানা আশরাফ আলি থানভী রহ.-এর অনুবাদ 'নারী জাতির সংশোধন', মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা : ১২৬)

[১৪৯] [illegible] শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার নিকট [illegible] দাসী [illegible] এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালোভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।' বুখারি, হাদীস নং ৯৭।

[১৫০] প্রখ্যাত আন্দালুসী আলিম ইবনু বাশকুয়াল বলেন : তিনি লেখনী, ব্যাকরণ ও কাব্যে পারদর্শী ছিলেন। [illegible] তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ছিল, অন্যান্য বিজ্ঞানেও প্রাজ্ঞ ছিলেন। উমাইয়া দরবারে তাঁর মতো শ্রদ্ধাস্পদ আর কেউ ছিল না। [Ibn Bashkuwal, Kitab al-Sila (Cairo, 2008), Vol. 2: 324].

'ফিরে যা ১৪০০ বছর আগে। যে সময় ইউরোপে মেয়েরা পশুর জীবন কাটাচ্ছে, সে সময় মুসলিম মেয়েরা শিখছে সব বিষয়ের আধুনিকতম জ্ঞান। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলাম দিয়েছিল আধুনিকতম অর্থব্যবস্থা, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আধুনিক আইন, স্বাস্থ্যনীতি। তখনও আধুনিক, এবং ... এখনও আধুনিক', এমন আত্মবিশ্বাস যেখানে কোনো কিন্তু-হ্যাঁ-না-তবে নেই, কোনো মোচড়ামুচড়ি নেই। ফুলস্টপ।

- 'এখনও আধুনিক' মানে কী? এটা কেমন কথা রে?', ৯৫% শতাংশ মুসলমানের বাচ্চার মনের প্রশ্নটা করে রুমা। ঠোঁটের কোণায় আফসোসমাখা মৃদু হাসি ধরে রেখে তিথি বলে চলে।

- 'খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভাব রুমা। তখন এত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিল না, 'বিজ্ঞানসম্মত জীবন'টা জেনে যাপন করা সম্ভব ছিল না। মানুষ বিজ্ঞান জানত না, কিন্তু বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা তো বিজ্ঞান জানতেন। তিনিই কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত জীবনধারা বলে দিয়েছেন মানবজাতিকে। আর মানুষ না জেনে, শুধু রাসূলের উপর বিশ্বাস দিয়েই বিজ্ঞানসম্মত জীবনধারাটা গ্রহণ করে নিয়েছে। পার্থক্য এটাই আজ আমরা ভিতরের সায়েন্সটা জানি, জেনে সে অনুযায়ী চলি। আর সে সময় মানুষ সায়েন্সটা জানত না, বিশ্বাসের দ্বারা তারাও সেই অনুযায়ীই চলে এসেছে।'

- 'ইন্টারেস্টিং তো,' মুখে না বললেও চলত।

মেয়ের হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে রুমা আগ্রহ পাচ্ছে। এভাবে ইসলামকে কেউ চেনায়নি কখনও। কেবল কিছু 'এটা করো না, ওটা করো না'— হিসেবেই আজকের ছেলে মেয়েরা চেনে দ্বীনকে। অথচ একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলেই সেকুলার প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা যায় ইসলামের অপরিহার্যতা। সেকুলার দুনিয়ায় ইসলামের অলৌকিকতা ও বিকল্পহীনতাই প্রমাণ করে দেয় তার ওহিত্ব।

- আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তগুলো তাই মিলে যাচ্ছে ১৪০০ বছর আগের সুন্নাতের সাথে, 'জানিয়ে দেওয়া' বিজ্ঞানের সাথে। যেমন ধর, এখন আমরা সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধুই পায়খানার পর, জীবাণুটিবাণুর কথা জেনে। আর ১৪০০ বছর মুসলিম বিশ্বও পায়খানার পর মাটি দিয়ে হাত ধুয়ে এসেছে, কিন্তু জীবাণুর কথা জানত না, নবিজি ধুয়েছেন তাই ধুয়েছে। এজন্যই বললাম, কুরআন-হাদীস এসে সেই সময় সবচেয়ে আধুনিক জ্ঞানটা দিয়েছিল, এখনও সে জ্ঞানটা আধুনিকই আছে। খুঁজে নিতে হচ্ছে জাস্ট।

'দাঁড়া রুমা, তোকে একটা বই দিই। তুই মেডিকেল স্টুডেন্ট তো। আমাদের চেয়ে বেশি মজা পাবি', তিথি বুক শেলফে গিয়ে খুঁজেপেতে কালচে মতন একটা বই নিয়ে

হেসে। 'নে, লেখক-সম্পাদক সব ডাক্তার। তোর জাতভাই'।

— কষ্টিপাথর? মানে কী?

— মানে কী, এটা পড়লে বুঝবি। বলে দিয়ে মজা নষ্ট করব না। আর কেমন লাগল, আমাকে জানাস। ঠিক আছে?

রুমার চোখে নিমেষের জন্য ভেসে ওঠে হাজার বছর আগের কোনো এক আরব শহর। দলে দলে বোরকাবৃতা মেয়েরা ঢুকছে একটা পুরোনমতো বিল্ডিং-এ। মেয়েদের দারস নিচ্ছেন কোনো এক শাইখা। আক্রান্ত রোগিণীর পাশে দাঁড়িয়ে একদল পশ্চাৎপদ মেয়ে মেডিসিন শিখছে। ন্যুব্জ বয়োবৃদ্ধ কোনো শাইখ আর অ্যাস্ট্রোল্যাব[২৫১] ঘিরে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা জনাদশেক জেনে নিচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যার কালকের পড়া। একটা রুমে একদল অনুলেখিকা আশ্চর্য সুন্দর হাতের প্যাঁচে কপি করছেন জীর্ণ পাণ্ডুলিপি। কোথাও কচি কণ্ঠের কোলাহল— আলিফ-বা-তা। শহরের আরেক প্রান্তে পর্দার ওপারে দীর্ঘায়ু এক বৃদ্ধা। আর এপারে জনা ত্রিশেক যুবক দুলে দুলে শুনছে, আর একজন পড়ছে। ভুল পড়লে বৃদ্ধা শুধরে দিচ্ছেন, ছেলেগুলো নোট নিচ্ছে। এক লহমায় রুমার মনে হয়: তাই তো, ওদের চেয়ে তো আমরা অনেক স্বাধীন, জানিও বেশি। তারপরও, কী ছিল ওদের যা আমাদের নেই। হঠাৎ করে কেন জানি সেসব পশ্চাৎপদ মেয়েদের চেয়ে ছোটো মনে হয় নিজেকে রুমার, কেন যেন।

কৌতুক

একেকটা শব্দ স্রেফ কয়েকটা নিরীহ বর্ণ না। একটা শব্দে লুকোনো থাকে একটা দর্শন, একটা ইতিহাস। স্নায়ুযুদ্ধে বিজয়ী পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার একমাত্র শত্রু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ। ইসলামের উপর যত ধরনের হামলা পুঁজিবাদ করে, তার একটা হাতিয়ার হলো : **শব্দ আক্রমণ, পরিভাষাগত হামলা।** ওরা **আমাদের উপর কিছু শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করে আমাদের আকীদা-আদর্শ-ওয়ার্ল্ডভিউকে ভিলেন বানায়।** আর ওদের আকীদা-আদর্শকে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করে, ওদের আগ্রাসনগুলোকে অনুমোদন করিয়ে নেয় আপনার থেকে। যেমন :

[২৫১] জ্যোতির বিজ্ঞান চর্চার টেবিল।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার জন্য যারা হুমকি তারা 'সন্ত্রাসী-জঙ্গি'

পশ্চিমা ফরমেট অনুযায়ী 'নারীঅধিকার, নারীশিক্ষা, নারী-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র'

পশ্চিমের মনোমতো শাসনকে বলা হবে 'সুশাসন'

পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর সব ভিন্ন চিন্তা পরিত্যাগের নাম 'বৈষম্যদূরীকরণ', 'মুক্তচিন্তা'।

পশ্চিমের মতো হওয়াকে বলা হবে 'আধুনিকতা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

একেকটা শব্দ প্রতিনিধিত্ব করে পশ্চিমা সভ্যতা ও দর্শনের। এই প্রতিটা পরিভাষার পিছনে আছে প্রতারণা, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, পশ্চিমের সুবিধা। বার বার বিভিন্ন মিডিয়ায় এই শব্দগুলো তারা ব্যবহার করতে থাকে নিজেদের সুপিরিয়রিটি ও আমাদের ইনফিরিওর প্রমাণের জন্য। মুহুর্মুহু ফেলতে থাকে শব্দ-বোমা। একসময় বদলে যায় আমাদের মনের জিয়োগ্রাফি। আমরাও সুরে সুর মেলাই। শব্দগুলো ব্যবহার করতে করতে একসময় দেহমন দিয়ে স্বীকার করে নিই ওদের শ্রেষ্ঠত্ব, আর আমাদের নীচুত্ব। হীনম্মন্যতায় মাথা নিচু করে সাজদা করি শ্বেত সভ্যতাকে।

চৈতি এসেছে। নীলক্ষেতের দিকেই গিয়েছিল কাজে। রুমা এসেছে শুনে তেহারি এনেছে। তিনজনে বসেছে প্লেটে বেড়ে নিয়ে। জীবনের ছোটো ছোটো সুখগুলোই বেশি আনন্দের। একসাথে কয়েকজন মিলে বসে খাওয়া নিতান্তই মামুলি একটা ব্যাপার। কিন্তু কী পরিমাণ আনন্দের আর তৃপ্তির, চিন্তা করেছেন? টাকা আর সুখকে সমার্থক বানিয়ে ছোটাচ্ছে আমাদের কেউ। আর আমরা ছুটছি। **এই বিন্দু বিন্দু সুখের সিন্ধু রেখে ক্যারিয়ার আর টাকার মরীচিকায় তৃষ্ণা মেটাতে।**

- আর রুমা তুই বললি না, হুজুরেরা নারীশিক্ষা এড়িয়ে যায়? আসলে হুজুররা নারী শিক্ষা এড়িয়ে যায় না, নারীদের শিক্ষা তো আল্লাহরই হুকুম। এবং পুরুষকে দায়িত্ব দেওয়া আছে নারীদেরকে শিক্ষিত করার, শিক্ষা অর্জনের সুযোগ করে দেবার। কিন্তু এখানে কয়েকটা 'কিন্তু' আছে।
- 'ওওও, এই আলোচনা চলছে তোমাদের?', নবিন চৈতিকে বরণ করে নেওয়া হলো আলোচনায়।
- কী 'কিন্তু', শুনি?
- প্রথমত, যে শিক্ষাটাকে নারীশিক্ষা নারীশিক্ষা বলে হৈচৈ করা হচ্ছে সেটার উদ্দেশ্য কী আমাকে বোঝা।
- 'শিক্ষার উদ্দেশ্য আবার কী হবে? দুনিয়াকে জানা, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত

হওয়া', কী উদ্ভট প্রশ্ন রে বাবা!

- 'এগুলা তো ডিকশনারির কথাবার্তা। আসলে কী? সেদিন একটা পত্রিকায় হেডলাইন করেছে 'শিক্ষিত হয়েও নারী বেকার'?[২২] মানে কী? কী এই শিক্ষার উদ্দেশ্য?', চোখ-মুখ-ভুরু সব দিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিল তিথি।

- 'তার মানে, **এই শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজেকে ডেভেলপ করা না। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য 'কাজ জোটানো'**, বেকারত্ব ঘোচানো', চৈতি হাটে হাঁড়িটা ভাংতে একটু হেল্প করল।

- বুঝলি তো রুমা, বর্তমান পুঁজিবাদ সমর্থিত নারীশিক্ষার লক্ষ্যই হলো নারীকে শ্রমবাজারে নিয়ে আসা। পুরুষের সাথে মিলিয়ে চাকরির ক্যান্ডিডেট বাড়ানো। চাকরির প্রতিযোগিতা বাড়ানো। যাতে কম বেতনেও সবাই কাজ করতে রাজি থাকে।

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়। বলা হচ্ছে নিজেকে 'ভবিষ্যৎজীবনের' জন্য প্রস্তুত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই 'ভবিষ্যৎজীবন' মানে কি কেবল চাকরি? তুই-ই বল?

- না।

- বিয়ে, দাম্পত্য, সন্তান, পরিবার—এগুলো কি ভবিষ্যৎজীবনের অংশ না?

- অবশ্যই অংশ।

- ৯টা-৫টা ডিউটির পর তুই কোথায় থাকিস? এই ১৬ ঘণ্টা একজন মানুষ কোথায় থাকে? পরিবারের সাথে। তা হলে শুধু তোকে চাকুরির যোগ্যতাই শেখাবে, শুধু ডিগ্রি দেবার জন্যই ৫টা বছর নিয়ে নেবে? নিজেকে আলোকিত করে ভালো মানুষ হওয়াই যদি উদ্দেশ্য হত, তা হলে বল,

ভালো বাবা-মা হওয়ার শিক্ষা কোথায়?

কীভাবে ভালো স্বামী-স্ত্রী হওয়া যায়, সে চ্যাপ্টার কই?

ভালো চাকুরের সাথে ভালো সন্তান হবার সিলেবাস কই গেল তা হলে?

- 'হুমমম', রুমা ভাবছে। তিথির প্রশ্নগুলো রুমাকে ভাবাচ্ছে। এটাই দরকার। সহমত সবাই হবে না, ৭০০ কোটি মানুষকে সহমত বানানো অসম্ভব। ভাবাতে পারলেই আপনি সফল।

- এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, জাস্ট তোমাকে 'বেকার' না রাখা, শুধু তোমার থেকে সার্ভিস নেওয়া। তার মানে, ওরা তোর সুন্দর জীবন চায় না, চায় শুধু তোর সুন্দর সার্ভিসটুকু। কেবল শ্রমবাজারের জন্যই তোকে প্রস্তুত করে। ষাট বছর বয়েস

[২২] https://www.prothomalo.com/we-are/article/1611158/নারীরা-শিক্ষিত-হয়েও-বেকার

হলে ছুড়ে ফেলে দেবে তোর ছিবড়েটা, ব্যস। স্রেফ তোর কাজ নেবার জন্যই এত আয়োজন, এতকিছু। এটাকেই বলে পুঁজিবাদী শিক্ষা। এই 'কেরানী গড়ার শিক্ষা'টা আমরা অস্বীকার করি। বুঝলি?

- বুঝলাম কিছুটা।

- 'আরেকটু ক্লিয়ার করি। তুই-ই বল,

- **নারীর মানসিক ও শারীরিক গঠন, পছন্দ, সময়ে সময়ে তাদের দেহ-মনে পরিবর্তন, সেক্স-**[২৫৩] একটা ছেলের জন্য এগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কোনো শিক্ষা আছে আমাদের কারিকুলামে? পোলাপান পর্ন দেখে দেখে ভুলভাল মিথ্যা শেখে কতগুলান।
- **গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন সমস্যা**গুলো সম্পর্কে প্রতিটা মেয়েকেই শেখানো দরকার কি না।
- **প্যারেন্টিং** সম্পর্কে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান কি সবার জন্যই জরুরি না?
- **বয়স্কদের শরীর-মনস্তত্ত্ব-যত্ন** কেন নেই সিলেবাসে?
- **ধর্ম ও নৈতিকতার উচ্চতর জ্ঞান** অপরিহার্য না? কেবল এটার অভাবে সমাজের কি পরিণতি আজ দেখ।
- **নিজের শরীরকে জানা ও প্রাথমিক মেডিকেল জ্ঞান** কি প্রত্যেকেরই দরকার নেই?
- **জমি বণ্টন ও ভূমির টুকটাক আইন, দেশের টুকটাক আইন, মামলা করা, জিডি করা**— ইত্যাদি আইনগত কাজকর্মগুলো কেন শেখানো হবে না?', প্রত্যেকবার মাথা নেড়ে সায় দেয় রুমা।

- 'সবার আগে 'কাণ্ডজ্ঞান' নামের একটা সাবজেক্ট খোলা দরকার, কখন-কাকে-কোন কথা কীভাবে বলতে হয়। ৮০% মানুষের এটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, তাই না বল?', চৈতিটা মাঝে মধ্যে হাসিয়ে মারে।

- 'তা হলেই দেখ রুমা, যেগুলো আসলেই লাগে জীবনে, সেগুলোই আমরা জানি না। তা হলে উচ্চতর ৫ বছর আর প্রাথমিক-মাধ্যমিকে শেখালোটা কী? এইসব জীবনঘনিষ্ঠ জিনিস বাদ দিয়ে, যেগুলো আমাদের লাগবেই সেগুলো বাদ দিয়ে,

[২৫৩] মানুষকে খাওয়া যেমন শেখাতে হয় না, যৌনক্রিয়াও শেখাতে হয় না। এটা সহজাত। তবে বর্তমানে পর্নোগ্রাফির কারণে যৌনতা নিয়ে ভুল ধারণা আর পপ কালচারের কারণে হুক-আপ/ভালোবাসা/যিনা সম্পর্কে ভুল ধারণা ব্যাপকভাবে তৈরি হয়েছে। সেটার মোকাবিলার জন্য সঠিক স্বাভাবিক বিষয়গুলো তুলে ধরা দরকার। - সম্পাদক

ভার্সিটি ক্যাম্পাসে অহেতুক সময় পার করানোর কী যৌক্তিকতা।[২৫৪] কাজের জিনিস শেখাচ্ছে না, কী শেখাচ্ছে শুনবি?

- বল শুনি।

- দেখ রুমা,

একটা ছেলে ফিজিক্সে ৫ বছর পড়ে মাস্টার্স করে অ্যাডমিন ক্যাডারে চলে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে আবার লোকপ্রশাসনে ট্রেনিং নিচ্ছে। একইসাথে এদিকে আবার, লোকপ্রশাসন সাবজেক্টটাই পড়ে একজন বেকার বসে আছে।

কৃষিবিজ্ঞান পড়ে ব্যাংকে চাকরি করছে, সেখানে ব্যাংকিং-এর ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। অথচ, ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইনান্স পড়া লোকের অভাব আছে? নেই।

- 'কথা সত্য', বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে দুজন।

- তা হলে দেখ :

- এই ৫ বছরের পড়াটা তার না পেশাগত, না পারিবারিক—কোনো কাজেই লাগল না।
- অহেতুক কিছু স্ট্রেস, পরীক্ষা পাশের টেনশান ইত্যাদি ধকল গেল।
- সরকারি খরচের নামে জনগণের টাকা একবার ব্যয় হলো তাকে ডিগ্রি দেওয়াতে, আরেকবার ব্যয় হলো পেশার ট্রেনিং-এ।
- ৫টা বছর জীবন থেকে লস হলো—কোনো কাজের শিক্ষা না, কেবল ডিগ্রির পিছনে। জাস্ট ডিগ্রিটা লাগল চাকরিতে, শিক্ষাটা না। অথচ সিস্টেমে পরিবর্তন হলে এই ৫টা বছর বাঁচানো যেত। ব্যাংকিং-এ পড়া ছেলেগুলোকে ব্যাংকে ঢুকোলেই হত।

- হ্যাঁ রে, যে ক'টা পদার্থবিদ লাগবে সেই ক'টা পড়ালেই হত। বছরে যে ক'টা আমলা লাগবে, লোকপ্রশাসনে সেই ক'টা সীট হলেই হত।

- এই তো বুঝেছিস, **উচ্চশিক্ষার নামে এইসব অপ্রাসঙ্গিক শিক্ষা** আমাদের মেয়েদের দিয়ে সময়ক্ষেপণ করাতে চাই না আমরা।

- 'আসলেই রে। কী পেইনটাই না যায় একেকটা পরীক্ষায়। অথচ আমাদের অনেকেই

[২৫৪] প্রচলিত উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থায় মর্যাদা নয়, কেবল ডিগ্রি অর্জন সম্ভব : বাংলা একাডেমির সেমিনারে শিক্ষাবিদরা
https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2015/08/26/68744.html

জার্নালিজম নিয়ে কাজ করবে না। আমিই তো করব না, আমি বাচ্চাদের পড়াবো। হুদাই', চৈতি মুখ ভ্যাঙায়।

- এইবার খেয়াল করিস চৈতি-রুমা, পরিবার একটা প্রতিষ্ঠান। পরিবারের অগ্রগতি-সুস্থতা মানে সমাজের অগ্রগতি-সুস্থতা, মানে আল্টিমেটলি রাষ্ট্র ও জাতির উন্নতি-সুস্থতা। কিন্তু, **পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হলে, ওদিকে পুঁজিবাদের লস।** কারণ মানবজাতির বহু চাহিদা পূরণ করে দেয় পরিবার। **পরিবার দুর্বল হলে, সেই চাহিদাগুলো পূরণের জন্য মানুষকে দ্বারস্থ হতে হবে পুঁজিবাদের। মানে পরিবার শক্তিশালী হলে কমে যাবে পুঁজিবাদের ব্যবসা।**

- 'বিরাট একটা কথা বলে ফেলেছিস তিথি। বুঝতে পেরেছি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলেছিস, কিন্তু ক্যাচ করতে পারছি না। একটু ভেঙে বল তো', নড়ে চড়ে বসে রুমা। সরে আসে চৈতিও।

- যেমন ধর, শক্তিশালী পারিবারিক বন্ধন দূর করে হতাশা ও স্ট্রেস। সবাই মিলে সুন্দর সম্পর্ক, একসাথে খাওয়া-বেড়ানো। এখনকার পরিবারগুলোর দিকে তাকা। নিউক্লিয়ার, কারও জন্য কারুর সময় নেই। সবাই সবার মতো।

  পুরো পৃথিবীর দিকে তাকা।[২৫৫] দুর্বল পরিবারে হতাশা ও স্ট্রেস বাড়বে। সেটার উপর টিকে থাকবে বিলিয়ন ডলারের ড্রাগ-ব্যবসা, মদ-ব্যবসা, ঘুমের ওষুধ, ডিপ্রেশান-প্রেসার-ডায়বেটিস-স্ট্রোকের ওষুধ-হাসপাতাল ইত্যাদি।

  কেউ কাউকে সময় দিচ্ছে না। ফলে টিকে আছে বিলিয়ন ডলারের ক্যাবল টিভি ব্যবসা, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবসা, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি।

  যে কারণে এই কথাটা পাড়লাম, ছেলেমেয়েদের **উচ্চশিক্ষার নামে আটকে রেখে পরিবার গঠন পিছানো হচ্ছে, মাঝের এই ২০টা বছরের উপর টিকে আছে পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, টিকে আছে পতিতা-ব্যবসা, যৌন-রোগের ওষুধের ব্যবসা।**

  নারীবাদের প্রচারণায় বাড়ছে ডিভোর্স, ভাঙছে পরিবার। এই ব্যবসাগুলো বাজার আরও বাড়ছে।

- মানে মোটকথা, পরিবার না থাকলে, আমাদের চাহিদাগুলো নিয়ে পুঁজিবাদের ব্যবসাটা জমে। ওকে, তারপর?

- এখন দেখ, সব মেয়ে চাকরি করবে না, এটাই স্বাভাবিক। বিজ্ঞান বলছে, মেয়েশিশুর মগজ মায়ের পেটের ভিতরেই হরমোনের কারণে নারীসুলভ গঠন অর্জন করে ফেলে।

---

[২৫৫] কোন ইন্ডাস্ট্রির মার্কেট কত বড়ো সেটা দেখুন 'পরিশিষ্ট ১২'-এ

- ফলে **একটা ছেলে আকর্ষিত হয় 'বস্তু'র দিকে**—ঝুনঝুনি, রঙচঙে জিনিস, শিসের শব্দ। আর একটা মেয়ে আকর্ষিত হয় মানুষের 'চেহারা'র দিকে।
- এই মগজের গঠনের কারণেই ছেলেরা বস্তুর দিকে ঝোঁকে—আইফোন, বাইক, কার। আর মেয়েরা ঝোঁকে সম্পর্কের দিকে।
- ছেলেরা চেহারা ছাড়া একটা স্তন বা যোনির ছবি দেখে উত্তেজিত হয়, 'বস্তু' হিসেবে শনাক্ত করে যৌনতাকে। আর মেয়েরা 'সম্পর্কের সাথে সেক্স' চায়, হুদাই অপরিচিত লোকের সাথে সেক্স মেয়েদের ভালো লাগে না।
- **ছেলেরা ভালোবাসার উপহার হিসেবে দিতে চায় বস্তু, আংটি-চকলেট-ফুল; আর মেয়েরা চায় 'সময়-আলাপ'।**[২৫৬]

- দারুণ তো।

- 'ব্রেইনসেক্স' বইটা পড়ে দেখো রুমা, দারুণ লিখেছে', সত্যায়িত বাই চৈতি।

- 'দিয়ো দেখি বইটা', ইশারায় লেনদেন হয়ে গেল।

- যা বলছিলাম, তো সব মেয়ে চাকুরি করে 'বস্তু কেনার সামর্থ্য অর্জন'কে বড়ো করে দেখবে না। সমাজে প্রতিপত্তি-আত্মমর্যাদা অর্জনের প্রতিযোগিতা, এটা ছেলেদের ব্রেইনের নকশা। যতই নারীবাদ চেঁচামেচি করুক, অধিকাংশ মেয়ে তাদের নিজস্ব বায়োলজির[২৫৭] বাইরে যাবে না। ফলে গণহারে সব মেয়েকে

  ২৭-২৮ বছর পর্যন্ত ভার্সিটিতে ধরে রেখে-

  তাদের সত্তাগত ঝোঁক যেটা ছিল, সম্পর্ক স্থাপন ও লালন। সেটাকে পিছিয়ে দিয়ে-

  ছেলেদের সত্তাগত ঝোঁকের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য-

  'জীবনের সাথে অপ্রাসঙ্গিক' এইসব শিক্ষা দেওয়ার কী অর্থ?

  সবাইকে ডিগ্রির পিছনে ছোটানোর কী মানে?

- 'বরং যেহেতু তাদের ঝোঁক সম্পর্কগুলোর দিকে, কীভাবে আরও ইফেক্টিভ সম্পর্ক গড়ে তুলে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে আরও সফল করা যায়, সেটা শেখানো দরকার মেয়েদের। না রে?', চৈতি বুঝে ফেলেছে তিথি কী বলতে চায়।

- রাইট চৈতি। পুঁজিবাদের ঘরে ফসল ওঠাতে গিয়ে আমাদের সত্তাগত ঝোঁক-আগ্রহ

[২৫৬] **Brain Sex: The Real Difference between Men & Women**, Anne Moir & David Jessel, 1989. অনুবাদের কাজ চলছে। অনুবাদ করছি অধম নিজেই।

[২৫৭] এখানে 'জীববিজ্ঞান' অর্থে না। এখানে অর্থ হবে দেহতত্ত্ব, দৈহিক গঠন ও চাহিদা।

কেন পিছাব? **বাই-বর্ন মেয়েরা যে বিষয়ে এক্সপার্ট, সেটাতে এগিয়ে না গিয়ে পিছিয়ে দিয়ে কার লাভ হচ্ছে?** আমার, আমার পরিবারের, আমার সন্তানের, নাকি আমার সমাজের?

সুতরাং মাই ফ্রেন্ড, **উচ্চশিক্ষার তামাশার নামে 'পরিবার গঠন' আমরা পিছাব না। আমাদের মেয়েদের আমরা সফল 'রিলেশানশিপ বীল্ডার' হিসেবে এক্সপার্ট করে তুলব। এবং দ্রুত বিয়ে দিয়ে সফল 'ফ্যামিলি-মেকার' বানাব। আমাদের মেয়েরা হবে সংগঠক ও ম্যানেজার।** বুঝলি?

- এবার সবচেয়ে শকিং কথাটা বলব। সবাই জানি এটা, কিন্তু মুখে স্বীকার করি না।

- কী রে?

- দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, **মেয়েদের উচ্চশিক্ষার আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিয়ের বাজার ধরা।** আমার ছেলের বউ ডাক্তার, বা ঢাবি'র মাস্টার্স পাশ। বিয়ের বাজারে ডিগ্রির কাটতি আছে।[২৫৮] চিন্তা কর, কী পরিমাণ লেম? ভাল বিয়ে হবে এইজন্য শিক্ষা [২৫৯]? ও শিক্ষা আমার মেয়ের দরকার নেই।

- 'এহ রে', রুমা সায় দেয়। 'আমাদের ম্যাডামরাও পড়া না পারলে বকে এগুলা বলে। ডাক্তারি পড়তে এসেছ, আর চিন্তা কী ভালো বিয়ে তো হবেই'।

- তবে তিথু, একদমই কিছু না পড়ালে মেয়ে তো মূর্খ রয়ে যাবে রে। তখন বিয়ে হবে

---

[২৫৮] https://www.prothomalo.com/we-are/article/1611158/ নারীরা-শিক্ষিত-হয়েও-বেকার
২০০৬ থেকে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলে (বিএমডিসি) নিবন্ধিত ৩৪ হাজার ৬৯৭ জন চিকিৎসকের তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও আইসিডিডিআরবির গবেষকেরা দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ পুরুষ চিকিৎসক ও ৫২ শতাংশ নারী চিকিৎসক। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে অনলাইন মেডিকেল জার্নাল PLOS ONE-এ প্রকাশিত গবেষণায় এমবিবিএস শেষ বর্ষের সরকারি মেডিকেলের ২০৭ জন ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ১০৭ জন ছাত্রীর ওপর জরিপ করা হয়। জরিপে অংশ নেওয়া ছাত্রীদের ১৭ শতাংশ বলেছিলেন, বিয়ের বাজারে এই পেশার দাম আছে। এই গবেষণায় ছাত্রীরা বিয়ের পর পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পাল্টে যাওয়া, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার সমস্যাসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেন। এই গবেষণা প্রবন্ধেই উল্লেখ করা হয়েছে, এমবিবিএস পাস করলেও অনেক নারী চিকিৎসক পেশা চর্চার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান, অনেকে পেশা ছেড়ে দেন। প্রতিবেশী দেশ ভারতেও এই প্রবণতা আছে।

[২৫৯] প্রাগুক্ত
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্টের পক্ষে বিডিওএসএনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স ও মেকাট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান লাফিফা জামাল স্বল্পপরিসরে করা একটি জরিপে দেখেছেন, প্রকৌশলবিদ্যায় নারীদের শিক্ষার হার যত বাড়ছে কাজে অংশ নেওয়ার হার সেভাবে বাড়ছে না। তিনি বললেন, ২০১৫ সালে এই ইন্ডাস্ট্রিতে মাত্র ৯ শতাংশ নারী ছিলেন। বিডিওএসএন এবং সরকারের পক্ষ থেকে অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ, বৃত্তি এবং আর্থিক সহায়তার পর ২০১৭ সালে এসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১১-১২ শতাংশ, কিন্তু প্রকৌশলশিক্ষায় নারী ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ।

কীভাবে? সমাজ যে বিয়েতে ডিগ্রিকে দাম দেয়, তা তো আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

- তোর এই প্রশ্নের উত্তরও আমার রেডি, চৈতি। আমার মেয়ের জন্য যে ধরনের ছেলে আমি চাই, তাদের ওসব লাগবে না। তাদের যা যা লাগবে, আদর্শ মা-স্ত্রী-সন্তান হতে আমার মেয়ের যা যা লাগবে, একজন সচেতন নাগরিক হতে, একজন গুণবতী-যোগ্য মানুষ হতে, ইফেক্টিভলি সম্পর্ক গড়তে আমার মেয়ের যা যা শিখতে হবে, তা আমি তাকে শিখিয়ে দেব। এই শিক্ষা নিজেকে ডেভেলপ করার শিক্ষা, জীবনমুখী শিক্ষা। **একটা সনদের জন্য এই 'পুঁজিবাদী অযৌক্তিক দীর্ঘসূত্রী হাইস্যকর' শিক্ষা আমার সন্তানকে আমি দেব না।**

আমি মেয়ে কী কী বই পড়েছে তার তালিকা দিব পাত্রপক্ষের কাছে। এটাই আমার মেয়ের ডিগ্রি, এটাই তার সনদ। যেহেতু সে পুঁজিবাদের চাকরি করবে না, তাই ওসব সার্টিফিকেটেরও তার দরকার নেই।

- 'বুঝলাম। তো তোদের 'হোম-স্কুলিং' ফরমেটে মেয়েদের কী কী শেখাবি বলে ঠিক করেছিস', পুরো চিত্রটা ধরতে পারছে রুমা। 'দেখা দেখি'।

- কোনটা রে তিথি, ঐ যে নাদিয়া আপু সেদিন যা বলছিল? হোম-স্কুলিং?

- 'হ্যাঁ হ্যাঁ। দাঁড়া রুমা', সেই ডায়েরিটা টেনে পাতা উলটোয় তিথি। 'রাফ একটা লিস্ট করেছি, এটা জাস্ট প্ল্যানের পর্যায়ে আছে। ফাইনাল কিছু না। আমার মেয়েকে আমি যা যা শেখাবো:

- যে-কোনো লেভেলের একটা বাংলা বই পড়ে তার রস বোঝার যোগ্যতা
- একটা মানসম্পন্ন আর্টিকেল বাংলায় ও ইংরেজিতে লেখার যোগ্যতা
- যে-কোনো লেভেলের একটা ইংরেজি বই পড়ে তা বোঝার যোগ্যতা
- আরবি ভাষা, কুরআন-হাদীস-ফিকহ
- প্যারেন্টিং বা সন্তান পালন
- জেরিয়াট্রিক্স বা বার্ধক্যের যত্ন
- দাম্পত্য জীবন
- প্রাথমিক মেডিকেল সায়েন্স ও শারীরতত্ত্ব
- খাদ্য ও পুষ্টি
- ভোকেশনাল কিছু একটা— সূচিশিল্প বা ফুলের কাজ জাতীয় কিছু
- কম্পিউটার ও ফ্রিল্যান্সিং

- ইতিহাস-দর্শন-ভূগোলের সব বিষয়ে যেন স্পষ্ট ধারণা থাকে
- বিজ্ঞানের সব শাখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা
- অঙ্কের সব শাখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

সব মোটামুটি এসে গেছে না? কেউ যদি চায় সে ডিগ্রি নেবে, সে অপশনও যেন থাকে সেই চেষ্টা করছি। কেম্ব্রিজ বা দেশী কারিকুলামে যেন ঢুকে যেতে পারে যখন তখন, সে রাস্তাও খোলা রাখা দরকার।

আসলে দোস্ত, পশ্চিমা পুঁজিবাদী সভ্যতা নিজ স্বার্থে নারীকে রোজগারে আনতে চাচ্ছে [২৬০]। আর নারীরা এই ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের জীবন কঠিন করে ফেলছে, ভয়ানক কঠিন [২৬১]। মেয়েদের শারীরিক মানসিক অসুস্থতা বাড়ছে, বাড়ছে বন্ধ্যাত্ব। **আমরা মুসলিমরা নিজেদের মেয়েদের পুঁজিবাদের শিকার বানাতে চাই না। ব্যস। এজন্য পুঁজিবাদের দেওয়া এই ব্যর্থ, বায়োলজি-বিরুদ্ধ, জুলুম-মুখী কারিকুলাম আমাদের দরকার নেই।**

রিকশার ঝাঁকুনিতে সংবিৎ ফিরে পায় রুমা। হোস্টেলে এসে গেছে, বেশি দূর না, রিকশায় কুড়ি টাকা। নিজেকে নিয়ে হীনম্মন্যতা আপনাকে কুঁকড়ে ফেলে। আর যে-কোনো কিছু বুঝে ফেললে মন ভরে যায়, পাঁজরের সীমা ছাড়িয়ে বুকের ভেতরটা এক হাত চওড়া হয়ে যায়, মনে হয় টুথপেস্ট দিয়ে কেউ হৃদয়টা মেজে দিয়েছে, শরীর মনে হয় কয়েক কেজি কমে গেছে ওজন, দুনিয়াটা লাগে আরেকটু সুন্দর। একে 'হিদায়াত' বলে, 'সরল পথের' উপর স্থিরতা-তৃপ্তি-প্রশান্তি।

পার্স থেকে শ'টাকার নোটটা বের করে রুমা। রিকশাওয়ালার হাতে দিয়ে গেটের পানে হন হন করে হাঁটতে থাকে মেয়েটা। চাচামিয়ার বিস্ফোরিত চোখের দিকে তাকানোর সময় কোথায়?

---

[২৬০] How feminism became capitalism's handmaiden - and how to reclaim it, Nancy Fraser (Professor of philosophy and politics at the New School for Social Research in New York. Visiting Professor of gender studies at Cambridge University)
https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal
পুরুষ জীবিকা উপার্জন করবে, নারী ঘর সামলাবে—এই পরিবার কাঠামো (male breadwinner-female homemaker family) ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। নারীবাদের নামে আমরা এই কাঠামোটার সমালোচনা করেছিলাম। এই সমালোচনা এখন কাজে লাগাচ্ছে কর্পোরেট বেসরকারী পুঁজিবাদ (flexible capitalism)। কেননা বেসরকারি পুঁজিবাদ নির্ভরই করে নারীর শ্রমের উপর, বিশেষ করে সেবা ও শিল্প খাতে নারীর কমমূল্যের শ্রমের উপর। এই শ্রম কেবল তরুণী অবিবাহিতারা দেয় তা না, বরং বিবাহিতা ও মায়েরাও দিচ্ছে। কেবল কট্টর নারীবাদীরাই দেয় তা না, বরং সব জাতির মেয়েরাই দিয়ে চলেছে। সারা দুনিয়াতেই যেহেতু মেয়েরা শ্রমবাজারে বানের মতো আসছে, আগের সেই পরিবার কাঠামো বদলে হয়েছে, 'দুই রোজগেরে' পরিবার (two-earner family), নারীবাদের কারণে।

[২৬১] দেখুন 'সুষমা' গল্পটি।

কর্তা, কর্তৃত্ব ও কর্তব্য

ছি! তুমি না বড়ো

ঢাবির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ। এখানে সংশয়ের বীজ বুনে সার-সেচ দিয়ে চাষ করা হয়। নাস্তিক্যবাদের মালীরা ক্লাসে এসে পড়ায়—'সূরা নিসার আলোকে নারীর অবস্থান'। এটাও নাকি জার্নালিজমের টপিক এখন। পর্দানশীন মেয়েরা এখানে ৪ বছর পর ওড়না পরতেও ভুলে যায়। সারা জীবন নামাজ কাযা না হওয়া ছেলেটার মনে রয়ে যায় সূরা ফাতিহা-টা। তিথির ব্যাপারটায় স্যাররা বেশ বিরক্ত। এক ম্যাডাম তো প্রতি ক্লাসেই দশ মিনিট করে চুলকোয় তিথি এ্যালার্জিতে।

- 'এই মেয়ে, তোমার পোশাকের মতো তোমার ভবিষ্যৎটাও অন্ধকার। পাশ করে করবেটা কী?', ক্লাসে উনার কিছু বাঁধা চেলা লুফে নেয় টিটকারিগুলো।
- ম্যাডাম, অনলাইন জার্নালিজমে ক্যারিয়ার গড়তে চাই। পেশা হিসেবে লেখালেখিও করতে চাই।
-'হবে না, তোমাকে দিয়ে, কিচ্ছু হবে না। রান্নাঘরে স্বামীর সেবাদাসী হওয়াটাই তোমার ক্যারিয়ার', কেউ দেখল না নিকাবের আড়ালে অপমানের লালিমা। শুধু একজন দেখলেন। যিনি সব দেখেন।

চৈতি চেনে তিথিকে খুব। মুখের আগায় তিথির রেডিই থাকত ধারাল জবাব, ক্লাসের ছেলেরা থেকে নিয়ে রিকশাওয়ালা- কাউকে দু-কথা শোনাতে বাকি রাখতেন না মহারাণী। অবাক চৈতির সামনে এখন কতদিন গুজরায়, একবারও উত্তর দেয় না মেয়েটা। কোথা থেকে এল ওর এত ধৈর্য, এত দৃঢ়তা।

- কীরে তিথি, তুই প্রতিদিন ওই মহিলার কথা সহ্য করিস কেন?
- জবাব দিয়ে কি লাভ। সাবেরী ম্যাডাম বুঝবেন না আমার জবাব। শুধু শুধু।
- বুঝেছি, তুই কিছুই বলবি না। তুই এখন হয়েছিস সর্বংসহা। এখন ওসব কৃচ্ছ্রসাধনা করে লাভ নেই। এযুগে সবাই শক্তের ভক্ত। দাঁড়াস, এর পরদিন আমিই দু-কথা শুনিয়ে দেব খন।

সেদিন কী হলো জানেন? জোবায়েদ স্যার তো একটু বেশিই করে ফেললেন।

- 'এই মেয়ে, তুমি এত পড়াশুনো করে কী করবে। একটা মোল্লাকে বিয়ে করে হাঁড়ি

ঠেলা শুরু করে দাও। আর মোল্লা তো তোমাকে লাঠি দিয়ে পিটাবে দৈনিক দুইবেলা। কুরআনে তো বউ পেটানোর লাইসেন্স দেওয়াই আছে'।

হাসির রোল পড়ে যায় ক্লাসে।

- 'স্যার, আমরা সবাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছি— জার্নালিজম শিখতে'। চৈতি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল। 'আপনার এই কথাগুলো একদম প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে না'।

খাটো মানুষরা একটু রাগী প্রকৃতির হন। স্যারের রাগতে একটু সময় লাগল। ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন, 'আমার ক্লাসে আমি কী বলব না বলব— তা নিতান্তই আমার ব্যাপার। বোথ অফ ইউ গেট আউট অফ মাই ক্লাস'।

আরও ৩/৪ জন ছেলেমেয়ে প্রতিবাদ করে উঠল। চাটার দল পদলেহন করতে লাগল। বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো কিছুক্ষণের জন্য। স্যার বললেন, 'আজ সূরা নিসার আলোকে ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব। যদি কারও আপত্তি থাকে, লীভ দ্য ক্লাস'। জনা পনেরো ছেলেমেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। বাকিরা যোগ দিল খিস্তি-খেউড়ে।

নিজের কাপড় ইস্ত্রী করছে তিথি। আর চৈতি গুছিয়ে নিচ্ছেনিজের পড়ার টেবিলটা। সামনে সেমিস্টার ফাইনাল। পড়ার চেয়ে পড়ার আয়োজনটাই এখন বেশি জরুরি ও সময়সাপেক্ষ।

- আচ্ছা তিথি, সাবেরী ম্যাম-জোবায়েদ স্যার যে মাঝে মাঝেই বলে যে, ইসলাম নারীকে পরিবারে হেয় করেছে। স্বামীর দাসীতে পরিণত করেছে। এই এক রেকর্ড শুনতে শুনতে কান পচে গেল। আসলে ব্যাপারটা কী রে?
- আসলে ব্যাপার কিছুই না। উনারা একটু বেশি শিক্ষিত তো।
- মানে কি?
- আচ্ছা, শোন তা হলে। একটা মজার ইনফরমেশন দিয়ে শুরু করি। বাংলা 'গৃহিণী' আর ইংরেজি 'Housewife' শব্দদুটোর ভাব কিন্তু একই- 'যে ঘরে থাকে'। 'সন্ন্যাসী'র বিপরীত শব্দ কী পড়েছিলাম মনে আছে?
- 'গৃহী'। তাই তো, যে ঘরে থাকে সে গৃহী, আর যে মহিলা ঘরে থাকে সে গৃহিণী।
- ঠিক ধরেছিস। Housewife-ও একই। House-এ যে wife থাকে। শব্দ দুটোর মধ্যে 'অকর্মা, কিছুই করে না'— জাতীয় একটা ভাব লক্ষ করেছিস? 'তোমার ওয়াইফ কী করেন? কিছুই না, হাউজওয়াইফ'। ইদানীং অবশ্য Home-maker শব্দের চল

হয়েছে। অকর্মা ভাবটা দূর হয়েছে কিছুটা।

- তো কি বলতে চাচ্ছিস?

- আরবি ভাষার ব্যাকরণ গঠিত হয়েছেই কুরআনকে কেন্দ্র করে, আর প্যাগান আরব সংস্কৃতিকে ঢেলে সাজিয়েছে ইসলাম। মানে বর্তমান আরব ভাষা-সংস্কৃতি পুরোটাই ইসলাম থেকে উৎসারিত।

আরবি ভাষায় স্ত্রীকে দেওয়া উপাধি হলো **'রাব্বাতুল বাইত'**। মানে হলো ঘরের প্রতিপালক, মানে যিনি ঘরের বিষয়াদি চালান-পরিচালনা করেন-ম্যানেজ করেন। আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম 'রব্ব', প্রতিপালক। এই শব্দটার স্ত্রীবাচক শব্দ 'রাব্বাতুন'। আল্লাহপাক যেভাবে সারা সৃষ্টিজগৎ দেখভাল করেন, প্রতিপালন-পরিচালনা করেন। নারীও ঘরের দেখভাল করে, পালন ও চালনা করে, সবাইকে ধরে রাখে, ঘরের উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি করে, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করে, রাজত্ব করে, 'ওন' করে। **শব্দটার মধ্যে কর্মব্যস্ততা, সৃষ্টিশীলতা, ক্ষমতা, দায়িত্ব, সম্মান—কী নেই।** [২৬২] শব্দটা থেকেই ইসলামে নারীর পারিবারিক অবস্থান আঁচ করা যায়, ঠিক না বল?

- দারুণ তো'। চৈতির চোখেমুখে উত্তেজনা।

- কুরআনের যে আয়াতটা নিয়ে উনারা বেশি চুলকান সেটা হলো ফোর্থ সূরা 'সূরা নিসা'র ৩৪ নম্বর আয়াত। তবে এই আয়াতটা বোঝার আগে আমাদের সেকেন্ড সূরা 'সূরা বাকারা'র ২২৮ নম্বর আয়াতটা বুঝে আসতে হবে। **কুরআন নবিজির**

---

[২৬২] رَبَّة শব্দের অর্থ যেগুলো মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য [https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/ربة/]
lady ; mistress (পুংবাচক lord, master) ('সাইয়্যেদা' অর্থে তুলনীয় ফ্রেঞ্চ 'মাদমোয়াজেল', স্প্যানিশ 'সিনোরিটা')
- a married woman, or a woman who has been awarded the highest grade of an order (সর্বোচ্চ সম্মানিতা)
- woman (who is always polite, or who is born in a high social class) সম্ভ্রান্ত বিনয়ী নারী
- dame (মালকিন)
owner - a person who owns something (মালকিন)
ر-ب-ب হচ্ছে শব্দমূল। যা অনেকগুলো অর্থ একসাথে মিলিয়ে বোঝায়। নিচের সবগুলো কাজ যিনি একসাথে করেন, তিনি হলেন রাব্ব। [https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/ رب /]
বিচ্ছিন্ন কিছুকে জমা করা (Gather), একত্র করা (bring together), নিজের ভিতর ধারণ করা, ধরে রাখা (hold within itself), পরিপূর্ণ করা (fill or compress), ভিতরে নিয়ে নেয়া (include; take in), লালনপালন করা (foster ; raise), উন্নতি করা, বাড়ানো (develop; increase; prosper), প্রভু, স্বত্বাধিকারী (lord ; master) নিয়ন্ত্রণ রাখা, কর্তৃত্ব রাখা (have control, authority, power over), নিয়ন্ত্রণ করা (to regulate or restrain), রাজত্ব করা, শাসন করা (to rule), মালিক, অধিকারী (holder ; owner ; possessor)
[আরবী রব্ব(رب) শব্দটি যদি শুধু আল যোগে ব্যবহার হয় (الرب) তখন কেবল আল্লাহকে বোঝায়। আর অন্য শব্দের দিকে সম্বন্ধিত হয়ে ব্যবহার হলে মানুষের জন্যও হতে পারে। যেমন- রাব্বুল মাল মানে পুঁজিপতি, রাব্বুল বাইত মানে বাড়িওয়ালা ইত্যাদি। -শারঈ সম্পাদক]

উপর নাযিল হয়েছে। কুরআনের মর্ম-ব্যাখ্যাও নবিজির উপর নাযিল হয়েছে যাকে আমরা 'হাদীস' নামে চিনি। নবিজির সুন্নাহ, মানে তাঁর কথা ও জীবনাচার দিয়েই কুরআনের মর্ম বুঝতে হবে।[২৬৩]

- আচ্ছা। বেশ।

- তো সূরা বাকারার ঐ আয়াতে আল্লাহ বলছেন...তার আগে একটা কথা—

কুরআন বাইবেলের মতো ইতিহাসবিবরণী নয়, বেদ-ত্রিপিটকের মতো মন্ত্র-শ্লোকের বই নয়। কুরআন বিধানের কিতাব। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেমন সংবিধান; তেমনি রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিক-ব্যক্তিগত, মোটকথা মানবজীবনের সব সেক্টর পরিচালনার সংবিধান হলো কুরআন। শুরুতেই কুরআন নিজের পরিচয় দিয়ে নিচ্ছে যে এটা কীসের বই। "হুদাল লিল মুত্তাক্বীন"— যারা মুত্তাক্বী, ইসলামি আদর্শবাদী তাদের জন্য পথনির্দেশ এটা; ডিরেকশন, বিধান। [২৬৪] আমার পুরো আলোচনা জুড়ে এটা মনে রাখবি।

- বুঝলাম। আচ্ছা।

- সূরা বাক্বারার ২২৬-২২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য পুরুষকে বিধান বলে দিচ্ছেন। আর পরের আয়াতে পুরুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য নারীকে বিধান বলে দিচ্ছেন।

পুরুষকে বলে দিচ্ছেন—

- যদি স্ত্রীসহবাস না করার প্রতিজ্ঞা করে বসো, তবে চার মাসের মধ্যে মিটমাট করে নাও, বছরের পর বছর সেপারেশনে রেখে স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া চলবে না।[২৬৫]
- চার মাস পেরিয়ে গেলে নতুন করে বিয়ের হাঙ্গামা করতে হবে কিন্তু।[২৬৬]
- আর যদি একেবারে তালাকই দিয়ে দিতে চাও, তবে অন্তরের খবর কিন্তু আমি জানি।[২৬৭]

---

[২৬৩] *আল-কুরআন সংরক্ষণ : স্রষ্টার বিস্ময়কর ব্যবস্থা*, মাওলানা হুযায়ফা [https://www.alkawsar.com/bn/article/126/]

[২৬৪] সূরা বাকারা ২ : ০২

[২৬৫] যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে অতঃপর যদি পারস্পরিক মিল-মিশ করে নেয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। -সূরা বাকারাহ : ২২৬

[২৬৬] চারমাস পেরিয়ে গেলে 'তালাকে-কাতঈ' পতিত হবে। পুনর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয থাকবে না। [তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন]

[২৬৭] আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তা হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। -সূরা বাকারাহ : ২২৭

আর ২২৮ নং আয়াতে স্ত্রীকে বলে দিচ্ছেন—

যদি তোমার তালাক হয়েই যায়, তবে ৩ মাসিক পর্যন্ত অপেক্ষা করো যাতে বোঝা যায়, আগের স্বামীর সন্তান তোমার গর্ভে নেই।[২৬৮] এরপর নতুন স্বামী গ্রহণ করো। নাহলে আবার আগের স্বামীর সন্তান পরের স্বামীর ঘাড়ে এসে পড়বে। আর যদি মিলমিশ করে থাকতে চাও, থাকতে পারো।

- ওকে, তারপর?

- এরপর আল্লাহ বলছেন- 'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার আছে, তেমনি নিয়মানুযায়ী স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষের উপর', তার মধ্যেই একটা অধিকার আগে আলোচনা হলো যে, সেপারেশন সর্বোচ্চ ৪ মাস, এটা পারস্পরিক অধিকার, দুজনের জন্যই সুবিধাজনক, কেউ কারও জন্য ঝুলে নেই।

- হুমম, মেয়েটারই লাভ বেশি। ঝুলে না থেকে, আরেকটা বিয়ে করে জীবন গুছিয়ে নিতে পারে।

- আচ্ছা। পারিবারিক বিষয়ে সুষমাধিকার ডিক্লেয়ার করা হলো। এখন কাজীর গরু গোয়ালে আছে, খাতায় নেই—তা হলে তো হবে না। ইসলাম শুধু বিধান বলে দিয়েই খালাস না। সেই বিধান বাস্তবায়নের ব্যবস্থাও করে **দেয়। শুধু পাশ করতে হবে, এটুকু বলেই শেষ না; এমনভাবে ক্লাসটেস্ট-লেকচার সাজানো, রেগুলার থাকলে যে-কেউ পাশ করবেই।** আল্লাহ এখন বলছেন কীভাবে এই 'সুষমাধিকার'[২৬৯] নিশ্চিত করা হবে।

- ইন্টারেস্টিং তো।

- পুরুষ তো গায়ের জোরে নিজেরটুকু আদায় করে ফেলবে, স্ত্রী তো গায়ের জোর খাটাতে পারবে না। স্ত্রীর অধিকার নিশ্চিত হবে তখনই, যখন পুরুষ গায়ের জোর খাটাবে না, বরং স্যাক্রিফাইস করবে। পুরুষকে এমন কিছু বলতে হবে, যাতে তারা স্ত্রীদের জন্য ছাড় দিতে উদ্বুদ্ধ হয়। খুশি খুশি দিয়ে দেয় তাদেরটা তাদের।

---

[২৬৮] আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তা হলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। [সূরা বাকারাহ : ২২৮]

[২৬৯] 'সুষমা'-গল্পটি দেখুন।

- আচ্ছা? এখন এই স্যাক্রিফাইসিং মেন্টালিটি নিশ্চিত করা হলো কী বলে?

- পুরুষকে ছাড় দিতে উদ্‌বুদ্ধ করা হলো পরের কথাটা দিয়ে—'আর নারীদের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে'। উভয় পক্ষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও পুরুষকে এক স্তর বেশি মর্যাদা দেওয়া হলো।

কেমন মর্যাদা এটা? এর অর্থ লুকিয়ে আছে পরের অংশে— 'আল্লাহ তোমাদের (উভয়ের উপরে) মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। জোর করা হলো শেষে এসে।

সাবধান! আল্লাহ তোমাদের উভয়ের উপর মহাপরাক্রমশালী। **এই একস্তর বেশি মর্যাদা অধিকারের নয়, সতর্কতার।** যেহেতু স্ত্রীরা জোর খাটিয়ে অধিকার আদায় করতে পারবে না, তাই তাদের অধিকার আদায়ের দায়িত্ব পুরুষেরই জিম্মায়।[২৭০] যে রাঁধে সে খায় সবার শেষে। যে বণ্টন করে, সে নেয় সবার শেষে। দায়িত্ব যার সেই করে স্যাক্রিফাইস—কমন রুলস।[২৭১] যদি পুরুষের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের গাফলতি হয়েও যায় তবে পুরুষ তা সহ্য করে নেবে, যেহেতু সে দায়িত্বে, সে অভিভাবক-কর্তা। কিন্তু যখন স্ত্রীর অধিকার আদায়ের প্রশ্ন আসবে তখন মোটেই অবহেলা করবে না, কারণ সে দায়িত্বে।[২৭২]

- হ্যাঁ রে, যার দ্বারা নিয়ম ভাঙার সম্ভাবনা, তাকেই দায়িত্বশীল করে দেওয়া। এটা তো টিচাররাও করে। সবচেয়ে দুষ্ট ছেলেটাকে ক্লাস-ক্যাপ্টেন বানিয়ে দেয়। সে নিজেই তখন ধীরস্থির হয়ে যায়।

- ভালো মিল বের করেছিস তো চৈতি। অবশ্য অনেকে ভাবতে পারে যে নারীবাদীদের তোপের মুখে হুজুররা এই ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এটাই কুরআন ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সরাসরি সাহাবি ইবনু আব্বাস রা. এর ব্যাখ্যা— নারীবাদের জন্মেরও

---

[২৭০] وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ (তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে)। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, **পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় ও খোদা প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীর অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।** [তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, সূরা বাকারাহ : ২: ২২৮-এর তাফসীর]

[২৭১] এতে স্ত্রীলোকের কথা পুরুষের আগে বর্ণনা করা হয়েছে... এতে আরও একটি। বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে **অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত।** [প্রাগুক্ত]

[২৭২] অতঃপর বলা হয়েছে وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয়পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর একস্তর বেশি মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য- وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. এ আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। **তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক।** যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফলতিও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। (কুরতুবী) [তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, সূরা বাকারাহ : ২: ২২৮-এর তাফসীর, মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ.]

হাজার বছর আগের ব্যাখ্যা, যখন ইউরোপে নারীরা ছিল অবমানব, মানুষের পরের প্রজাতি। নারীর উপর পুরুষের এই মর্যাদা খবরদারি আর শাসনের নয়, বরং দায়িত্ব আর স্যাক্রিফাইসিং মেন্টালিটির জন্য দেওয়া হলো। [২৭৩]

- ওহ হো তিথি, ছোটোবেলায় কোনো খেলনা যখন একইসাথে আমি আর আমার ছোটোভাই চাইতাম তখন বাবা-মা খেলনাটা ছোটোভাইকে কিনে দিতেন আর আমাকে বলতেন— ছি, চৈতি, জেদ করে না, **তুমি না বড়ো।** তখন আমি বড়ো— এটা ভেবে স্যাক্রিফাইস করাটা সহজ হত। তাই তো, আমি তো বড়ো, ও-ই নিক, ও তো ছোটো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ঠিক একই কাজ করলেন।

- 'ওয়াও চৈতি, দারুণ বলেছিস', তিথি নিজেও অবাক। **'পুরুষকে এভাবেই আল্লাহ একস্তর মর্যাদা স্মরণ করিয়ে স্যাক্রিফাইস নিলেন। আর দুর্বল নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করলেন ঐ পুরুষকে দিয়েই।** কত সুন্দর। অথচ এ বিষয়টা নিয়ে কত কথা— ইসলাম খারাপ, হ্যানত্যান।

  আচ্ছা শোন, ১২টা বেজে গেছে। গোসল নামাজ শেষ করে নিই। খেয়েদেয়ে বলব, সূরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতে কী আছে, ওকে?'

একজনের চোখের কোণা চিক চিক করছে।
ময়লা আবর্জনা ধুতে একটু পানিপুনি তো লাগেই, না?

লাইসেন্স

পরিবেশ। সারাউন্ডিংস। চরিত্র-বিবেক-মানসিকতা গঠনের সবচেয়ে বড়ো ফ্যাক্টর। যদি বলি একমাত্র ফ্যাক্টর, তবে ভুল হলেও খুব বেশি ভুল হবে না। একজন ডাক্তারকে যদি ক্যান্টনমেন্ট ঘুরিয়ে আনা যায় তবে আর্মিদের ঠাঁটবাট দেখে একবার হলেও হৃদয়ের কোণে চর জাগার মতো জেগে উঠবে, আর্মি অফিসার হলে নেহাত মন্দ হতো না, বড়ো ছেলেটাকে আর্মি অফিসার বানাব। আবার আর্মির বড়ো অফিসারকে হাসপাতাল বা লম্বা সিরিয়ালওয়ালা প্রফেসারের চেম্বার ঘুরিয়ে আনলে তারও মানসপটে ভেসে উঠেই হারিয়ে যাবে—বাহ, কত মানুষের সেবা করছে, আমিও যদি পারতাম। প্রচুর অর্থসমাগম, সাথে মানুষের সেবা, আবার সম্মানও। ছোটো মেয়েটাকে ডাক্তারি

[২৭৩] প্রাগুক্ত

পড়াতেই হবে, নিজে পড়িনি তো কি হয়েছে।

সঙ্গদোষে লোহা ভুস করে ভেসে ওঠে। উপাদানগতভাবেই মানুষ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। হিউম্যান নেচার। কিচ্ছু করার নেই। কত মদখোর পরিবেশে গিয়ে তাহাজ্জুদগুজার হয়,আবার কত তাহাজ্জুদগুজার পরিবেশের কারণে তুলে নেয় সুরাপাত্র—তার ইয়ত্তা নেই। যিনি মানুষ বানিয়েছেন তিনি খুব ভালো করেই জানেন আমি এদের কি দিয়ে বানিয়েছি। সমাধানটাও বলে দিয়েছেন—কুনু মাআস সদিক্বীন,[২৭৪] সত্যবাদীদের নেককারদের সাথে থাকো। আমলওয়ালাদের পরিবেশে থাকো, পাঁচবার দৈনিক পরিবেশে ঢোকো, স্মরণকারীদের মজলিসে যাও। নবিজি বলে দিয়েছেন—একাকী থেকো না, একা বকরী বাঘে খায়।[২৭৫] জামাতবদ্ধ জীবন ছেড়ো না। পরিবেশ।

মাসুদ এত তাড়াতাড়ি বদলে যেতে চায়নি। ভেবেছিল ইসলামের বিধান অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবে, কিন্তু বিয়েশাদীর পর, এখনই না। কেবল দামাল ছেলেদের কমিটি হয়েছে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে। ৪টা বছর এই কমিটির জন্য গাধার মতো শ্রম দিলাম, এখনমাত্র পোস্ট পেয়েছি, এখন একটু হালকা রংবাজি-স্টান্ডবাজি-হম্বিতম্বি না করলে কেমন হয়। তা ছাড়া কো-এডুকেশনে এত অপ্সরীদের মাঝে ইসলাম অনুযায়ী চলা? অসম্ভবেরও এক কাঠি উপরে। এখন যা চলছে চলুক, একবারে বিয়ে করে দরবেশ হয়ে যাব। প্ল্যান ছিল এটাই।

কিন্তু ওই যে পরিবেশ। ফাইনালের পর অদৃশ্য কেউ প্রায় অর্ধচন্দ্র দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিল পরিবেশে। চার মাস। আজব এক পরিবেশ। আজব এক অনুভূতি। যার তুলনা কিছুর সাথে নেই। প্রতি নিশ্বাসে মিন্ট ফ্লেভার, প্রতি অশ্রুতে থাকে হাসি, প্রতি হাসিতে সুখের মতো ব্যথা। বুকটা যেন ভরা, যেন শূন্যতার শূন্যতা। যেন আমি সব পেয়ে গেছি। আসলেই তো 'সে' আমার তো সারা দুনিয়া আমার। পরিবেশ থেকে ফিরে ছেলেটা একেবারেই বদলে গেল। মেয়েবন্ধুরা ইয়ার্কি করে সালাম দেওয়া শুরু করল। চরম মেয়েঘেঁষা ছেলেটা 'নতুন কেনা জুতোর রূপ' দেখতে দেখতে নারীশংকুল এলাকা ক্রস করে এখন। ইন্টার্নীতে স্যার-ম্যাডাম-বড়ো ভাইরা চোখ কপালে তুলে—এই তুমি মাসুদ না, ওই যে শর্টফিল্মে অভিনয় করেছিলে? তোমার এই অবস্থা কীভাবে? আর সিস্টাররা ডাকে 'হুজুর স্যার'। হুজুরও, স্যারও। ইজ্জত আল্লাহর হাতে, যাকে ইচ্ছা

---

[২৭৪] হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো [সূরা আত তাওবা : ১১৯]

[২৭৫] আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, কোনো জনপদে বা বনজঙ্গলে তিনজন লোক একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা জামাআতে সলাত আদায়ের ব্যবস্থা না করলে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তোমরা জামাআতকে আঁকড়ে ধরো। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরিটিকেই খেয়ে থাকে। [আবূ দাউদ ৫৪৭, আহমাদ ২১৬০২, মিশকাত ১৮৪ (ihadis)]

বাড়িয়ে দেন।

নতুন রুমে মাসুদ, জাহিদ আর সাগর ভাই। শুধু আগের ব্যাচের বলে সাগর ভাইকে 'ভাই' ডাকে ওরা। নইলে হেতে তো বন্ধুর চেয়েও বেশি। জাতীয় ছয় নেতা ২১২ নম্বর রুম ছেড়ে ৩ রুমে ভাগ হয়ে গেছে। জাহিদ নিরুপদ্রব মানবশিশু। আর সাগরভাই দিন বিশেক পরিবেশে ছিলেন। পরে এসে বিপরীত পরিবেশে ফিরে গিয়ে আগের লাউ এখন কদু হয়েছেন। তবে ফ্রেশ মনের মানুষ, আল্লাহ আবার ফিরিয়ে আনবেন আশা করা যায়। তখন সময়টা টালমাটাল প্র্যাক্টিসিং মুসলিমদের জন্য। ব্লগ বলে যে একটা জিনিস আছে, সেখানে ইসলাম ও নবিজিকে নিয়ে ভাষার ইতিহাসে কুৎসিততম শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করা হচ্ছে—এ বিষয়গুলো আলোচনার তুঙ্গে। কেউ প্রতিবাদী, কেউ বাদী, কেউ বিবাদী।

জাহিদ কোথা থেকে কী পড়ে এসে আজ জিজ্ঞেস করেছে সূরা নিসা নিয়ে। ইসলাম নারীকে ছোটো করেছে, পুরুষের অধীন করে দিয়েছে, মারার অধিকার দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ওদিকে আবার মাসুদ 'পরিবেশ' থেকে এসেই তাফসীর আর নাজেরা পড়া শুরু করেছে মাসজিদের মুফতি ইয়াকুব সাহেবের কাছে। সূরা নিসা শেষ করেছে বেশিদিন হয়নি। জাহিদের প্রশ্নের উত্তরগুলো তাই ছবির মতো মাথায় সাজানো। বাঘা ওলের এন্টিডোট বুনো তেঁতুল। মাত্র সাগর ভাইও যোগ দিল।

- আচ্ছা। এই হলো সূরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াত। তা হলে পুরুষের যে ধরনের কর্তৃত্বের কথা ইসলাম বলছে সেটা কিছুটা বুঝেছিস হয়তো।

- হুমমম, কিছুটা।

- তা হলে এবার আসো সূরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতে।

ইসলামপূর্ব পৃথিবীতে নারী ছিল অবমানব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। আরেকদিন বলব ডিটেইলস।[২৭৬] কুরআন তো সমাধান নিয়েই এসেছে। পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যার এই ব্যাপক অবহেলা ও নিপীড়ন তো অবশ্যই বিরাট সমস্যা। তাই একটা আলাদা চ্যাপ্টারই দেওয়া হলো—**'অধ্যায় : নারী'**, সূরা নিসা। এই সূরার প্রথম থেকে ৩৪ নম্বর আয়াত আলোচনা হয়েছে যে বিষয়গুলো নিয়ে তার অধিকাংশই নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিধান, মানে আইন।

- মানবজাতির উৎস হিসেবে নারীর মর্যাদা দিয়ে শুরু। Respect the womb that

[২৭৬] বইয়ের বাকি গল্পগুলোকে কিছুটা আঁচ পাওয়ার কথা। বিস্তারিত পরে কোনো সময় লেখা যাবে ইন শা আল্লাহ।

bore you—এ ধরনের একটা মেসেজ।[২৭৭]

- এতীমের ব্যাপারে বিধান[২৭৮]
- এতীম মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বিধান[২৭৯]
- বহুবিবাহ সীমিতকরণ, আগে ছিল লাগামছাড়া। এখন লাগাম দেওয়া হলো।[২৮০]
- একবিবাহ উদ্বুদ্ধকরণ [২৮১]
- স্ত্রীর মোহর পাবার অধিকার (সিকিউরিটি মানি হিসেবে) ও ভরণপোষণের অধিকার[২৮২]
- নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রবর্তন, আগে কিছুই পেত না।[২৮৩]
- নারীর উপর ব্যভিচারের মামলা কঠিন করা হলো যাতে চাইলেই অপবাদ দেওয়া না যায় নারীকে।[২৮৪]
- নারী মৃতব্যক্তির সম্পত্তি গণ্য হত। ওয়ারিশ তাকে জোর করে বিয়ে করত বা টাকার বিনিময়ে অন্যত্র বিয়ে দিত। পুরুষ নিজেকে নারীর জানমালের মালিক ভাবত। এটাকে এবং এই মানসিকতা থেকে যত জুলুম হতে পারে সেগুলো হারাম করা হলো।[২৮৫]
- কোন কোন নারীকে বিবাহ করা যাবে না সে বিধান দেওয়া হলো। আগে সৎমাকে বিয়ে করার ন্যাক্কারজনক রীতি ছিল।[২৮৬]
- এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এসব অধিকার লঙ্ঘন হলে তীব্র শাস্তির হুমকি এবং অধিকার আদায় করলে লোভনীয় অফার দেওয়া হলো।[২৮৭]

- পড়ে দেখতে হবে তো পুরোটা।

- ওরা তো শুধু ওই আয়াতটাই আওড়াবে। তা হলেই বুঝে নাও এত কিছু বাদ দিয়ে

[২৭৭] সূরা নিসা : ০১
[২৭৮] সূরা নিসা : ০২, ০৬, ১০
[২৭৯] সূরা নিসা : ০৩
[২৮০] সূরা নিসা : ০৩
[২৮১] সূরা নিসা : ০৩
[২৮২] সূরা নিসা : ০৪-০৫
[২৮৩] সূরা নিসা : ০৭, ১১-১৪
[২৮৪] সূরা নিসা : ১৫-১৮
[২৮৫] সূরা নিসা : ১৯-২১ এবং আবূ দাউদ : ২০৮৯, ২০৯০
[২৮৬] সূরা নিসা : ২২-২৫
[২৮৭] সূরা নিসা : ২৬-৩১

ঐ আয়াতটাই তোমার সামনে আনা হচ্ছে। কারা আনছে? কেন আনছে? চিন্তার বিষয় আছে কি না?

- 'হুমমম। তারপর?' জাহিদ বেশ উৎসুক।

- এগুলো কিন্তু নারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি। এতক্ষণ পুরুষকে শোনানো হলো যে নারীর কী কী অধিকার তোমার উপর আছে। এখন ৩২ নম্বর আয়াতে পুরুষকে স্মরণ করানো হচ্ছে সেই কথাটাই যেটা সূরা বাক্বারায় আলোচনা করলাম—তোমরা না বড়ো, তোমরা না কর্তৃত্বে, তাই তোমরাই স্যাক্রিফাইস করে হলেও নিশ্চিত করবে ওদের এসব অধিকার।[২৮৮]

- জোশ, কুরআনের এই জায়গাটার ভাবটা দারুন লেগেছে, মাসুদ। একদম মা-বাপের মতো রে। যেন কত আপন কোনো অভিভাবক বলছেন এভাবে। তাই না জাহিদ?

- হ ভাই।

- আল্লাহ তো আমাদের অভিভাবকই। বাবামায়ের চেয়েও আপন। আরও কাছের। আমরাই চিনতে পারি না, চিনতে চাইও না।

এরপর আল্লাহ জানাচ্ছেন পুরুষকে যে, তোমাদের কর্তৃত্বে দিলাম। কিন্তু কেন দিলাম?

এক, **তোমাদের প্রভাব-প্রবল** বৈশিষ্ট্য ওদের চেয়ে বেশি **দিয়েছি।**[২৮৯] **এর মাঝে একটা হলো—দৈহিক বৈশিষ্ট্য।** বেশী শক্তি, **প্রতিকূল পরিবেশে বেশী কর্মদক্ষতা ও বাধাহীন কর্মধারাবাহিকতার কারণে শারীরিকভাবেই অ্যাডভান্টেজ পায় পুরুষ।** বিশেষ বিশেষ সময়ে যেমন পিরিয়ডের সময়, প্রেগন্যান্সির সময়, মেনোপজের পর নারীর কর্মদক্ষতা, মানসিক দক্ষতা হ্রাস পায়; পরনির্ভরশীলতা এসে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই, যেটা পুরুষের আসে না।[২৯০]

---

[২৮৮] আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তাআলা **তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।** পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। [সূরা নিসা : ৩২]

[২৮৯] নিচের আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর রহ. বলেন: 'পুরুষ নারীর তুলনায় শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলি, প্রভাব, প্রতিপত্তি, আল্লাহর আনুগত্য, ব্যয়, তত্ত্বাবধান এবং সদগুণে শ্রেষ্ঠতর; দুনিয়া ও আখিরাতে'। বিস্তারিত দেখুন islamqa.info- এর সাইটে : [shorturl.at/deuFQ]

[২৯০] পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ **একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন** এবং **এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।** সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় **অনুগতা** এবং আল্লাহ যা **হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে।** আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। [সূরা নিসা : ৩৪]

আর দুই, যেহেতু নারীদের যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা নিজের অর্জিত সম্পদের দ্বারা দিতে পুরুষকে বাধ্য করেছি। তাই তারা কর্তা হিসেবে রইল। আমরা স্ত্রীদের খরচ দিতে বাধ্য, আমাদের জন্য ওয়াজিব।[২৯১] কিন্তু মেয়েদের সম্পদ সেটা বাবার বাড়ি থেকেই পাক, মোহরানা হিসেবে পাক,আর নিজেই উপার্জন করুক, সংসারে জন্য খরচ করতে স্ত্রীরা বাধ্য না।[২৯২]

- কিন্তু, দোস্ত...

- প্রশ্ন পরে করতে দেব। আগে শুনে নে।

আর এর পরের অংশে নারীদেরকে বলা হচ্ছে—তোমাদের সব অধিকার পুরুষরা দেবে, দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছি। যেহেতু তোমরা জোর করে আদায় করতে পারবে না, তার দরকারও নেই। তোমরা শুধু ওদের অনুগত থেকো, কর্তৃত্ব মেনে নিলেই সব পাবে, আরও বেশি পাবে। নেককার মেয়েরা অনুগতই হয়। মেয়েরা, তোমাদের উপর ওদেরও অধিকার আছে যে, তোমরা নিজের ইজ্জত ও স্বামীর সম্পদের হেফাজত করবে—এটা কোরো।[২৯৩] তোমরা তোমাদের কাছে থাকা ওদের অধিকার পুরো কোরো, খিয়ানত কোরো না। ওরাও ওদের কাছে থাকা তোমাদের অধিকার নষ্ট করবে না, বরং স্যাক্রিফাইস করবে, ওদের বলা আছে। সিস্টেমটা সেভাবেই করেছি। ব্যালেন্স। সুবহানাল্লাহ।

- সব মানলাম, মারার ব্যাপারটা ক্লিয়ার কর।

- সেদিকেই এগোচ্ছি। ধীরে বন্ধু ধীরে। এরপর বলা হচ্ছে, আল্লাহর হুকুম অমান্য বা স্বামী/স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করার দ্বারা যদি এই ব্যালেন্স নষ্ট হয় তখন কি করণীয়। যেহেতু পুরুষকে অ্যাডমিন করা হলো, এখন অ্যাডমিনকে কর্মপদ্ধতি বলে দেওয়া হচ্ছে। যদি মেয়ের কারণে ব্যালেন্স নষ্ট হয় (স্বামীর খিয়ানত/আল্লাহর নাফরমানী দ্বারা) তখন পরিবার বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে :[২৯৪]

---

[২৯১] হিদায়া ইফা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৭

[২৯২] ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : ১৪/৪১৩

[২৯৩] ... অতএব, নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় **অনুগতা** এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন **লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে।**... [সূরা নিসা : ৩৪] পুরুষের এই একস্তর মর্যাদার বিধান নারীর জন্য পালন করা ফরজ। এবং নারী-পুরুষ পরিবারে যার যার দায়িত্ব-কর্তব্য সমভাবে পালন করা ওয়াজিব। [মাআরেফুল কুরআন, বাকারা ২২৮ নং আয়াতের তাফসীর]

[২৯৪] ... আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর **তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো** এবং **প্রহার করো।** যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় **আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।** [সূরা নিসা : ৩৪]

এক, স্ত্রীকে বোঝাও, মোটিভেট করো।

দুই, এতে কাজ না হলে স্ত্রীর বিছানা পৃথক করে দাও। এটা তার জন্য সতর্কীকরণ। টেম্পোরারি সেপারেশান।

তিন, এতেও সে সতর্ক হচ্ছে না সীমিত আঘাতের অনুমতি দেওয়া হলো পরিবার বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে। সেই সীমা হলো—

> চেহারায় মারা যাবে না,[২৯৫]
>
> গালিগালাজ করা যাবে না[২৯৬]
>
> আঘাতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে না, দাগ হবে না। তা হলে কি নামেমাত্র মার হলো সেটা একটু ফুলবেও না, একটু ব্যথাও হবে না, একটু লালও হবে না।[২৯৭]

- 'এটা আবার কেমন মার হলো রে।' সাগর ভাই মজা নিল 'তাহলে তো ফুল দিয়ে মারা লাগবে'

- আরে হ্যাঁ ভাই, এই নিয়েই তো এত কথা। **এই নাম-কা-ওয়াস্তে মারকেও নবিজি বললেন : ভাল লোক এমনটাও করে না।**[২৯৮]

শেষে পুরুষকে আবার একটা ধমকি আছে, যদি কর্তা পুরুষের কারণে ব্যালেন্স নষ্ট হয়। যেভাবে যা বলা হলো, এতে বাড়াবাড়ি করো না কর্তৃত্ব পেয়েছ বলে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের উপর কর্তৃত্ববান, শ্রেষ্ঠ। এমন কোনো মর্যাদা দেইনি যে যা খুশি তাই করবে। খবরদার।[২৯৯]

এই হলো সূরা নিসার ৩২ নম্বর আয়াত। এখন জাহিদ, তোর প্রশ্নগুলো কর।

---

[২৯৫] মুসলিম : ১২১৮; আল-মাওসুআতুল ফিকহিইয়্যা : ২৪/১০। ইমাম ইববী বলেন, 'চেহারায় আঘাত করা সম্মানের যোগ্য প্রাণীদের বেলায় নিষেধ। যেমন : মানুষ, ঘোড়া, গাধা, উট, বকরী ইত্যাদি। তবে এই নিষিদ্ধতার পরিমাণ (অধিক সম্মানের কারণে) মানুষের বেলায় অত্যধিক। কারণ চেহারা হলো সৌন্দর্যের মূল ক্ষেত্র। তা ছাড়া এই জায়গাটি অনেক সংবেদনশীল। অল্পতেই এতে আঘাতের দাগ পড়ে যায়।' (শরহে মুসলিম, নববী : ১৪/৯৭)-শারঈ সম্পাদক

[২৯৬] বুখারি : ২৪৫৯

[২৯৭] আল-মাওসুআতুল ফিকহিইয়্যা : ২৪/১০

[২৯৮] আবূ দাউদ : ২১৪২-২১৪৭

[২৯৯] শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا অর্থাৎ, যদি এই তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষানুসন্ধান করতে যেয়ো না, বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর। আর একথা খুব ভালো করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন কোনো উচ্চমর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোনোরকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে। [তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ., সূরা নিসা ৩৪ নং আয়াতের তাফসীর]

- এখন একটু চা-বিড়ি হলে কেমন হয়? দাঁড়া একটু। জাহিদের বাচ্চা, হাজারীরে ফোন লাগা। আমি একটু কাদিয়ানী অফিস থেকে আসি। খবরদার শুরু করিস না যেন।
- কাদিয়ানী অফিস মানে? কই যান ভাই?
- আরে টয়লেটে। তুই হাজারীরে ফোন দিয়ে ৩ টা চা পাঠাতে বল।
- 'দিচ্ছি', আলাদিনের চেরাগ বের হলো। টিপলেই চা-বিড়ি-নুডলস এলে হাজির হয়। নেতাগিরি করে নাও। ডাক এল বলে।

দম ফুরালে আর নেতারা কেউ থাকবে না, শুধু হুজুররা থাকবে। আজরাইল হুজুর, মুনকার নাকীর হুজুর, সব ফেরেশতারাই হুজুর। নন-হুজুর কেউ নেই। **হুজুরদের সাথে যেমন মনোভাব, যেমন সম্পর্ক, মরার পর হুজুরেরাও তেমন ব্যবহার করবে।** হুজুর দেখলে যদি ভয় লাগে, ওপারের হুজুরেরাও তবে ভয়ই দেখাবে। হুজুর দেখলে যদি ভালোবাসা আসে, তবে ওনারাও ভালোবাসবে। **আর সবচেয়ে নিরাপদ হলো নিজেই হুজুর হয়ে যাওয়া।** কিন্তু কবে? মরার পর? না মরার ঠিক আগে? কবে মরবেন জানা আছে তো?

অ্যাডমিন

দিন চারেক পর। আর ৩ দিন পর সেমিস্টার ফাইনাল। কাঁহাতক এই বই আর ক্লাসনোটের অত্যাচার সহ্য হয়। ধূমায়িত কফি হাতে ওরা ছাদে এসে বসল। রাত জাগাই লাগবে বোধ হয় আজ। সিনিয়র কিছু আপুরা এদিকে সেদিকে বসে হেঁটে ফোনে কথা বলছে 'বাসায়'। উম্মত সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে হবে। গীবত, অহংকার, রাগ—জবানের যত গুনাহ আছে তাদের মাস্টার কী হলো—বদ ধারণা। যার কাছে এই মাস্টার কী থাকবে তার জন্য জবানের গুনাহের দরজা খুলে যাবে।

- তিথি।
- বলে ফেলো, সখী।
- তোর সেদিনের আলোচনা থেকে অনেক কিছুই ক্লিয়ার হয়েছিলাম। বাট দু-একটা বিষয়ে একটু খটকা আছে।
- কী খটকা, শুনি।

- আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, স্বামী পরিবারের কর্তা তার কারণ হিসেবে বলা হলো, স্বামী উপার্জন কোরে খরচ করে। এখন তো মেয়েরাও সমান ভাবে উপার্জন করে। তা হলে স্বামীকে কেন কর্তা মেনে নিতে হবে? অনেক পরিবারে তো আর্নিং মেম্বারই নারী। তা হলে সে পরিবারে কর্তা মেয়েটা হবে না কেন?

- জানতাম এই প্রশ্নটাই তুই করবি। প্রচলিত অর্থে, 'কর্তা' শব্দটা 'ডিসিশন মেকিং' এর সাথে সম্পর্কিত। যার সিদ্ধান্ত, সেই কর্তা। আর সিদ্ধান্ত কে দিবে তা অনেকটাই পরিবারে অর্থের জোগান কে দেয় তার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ তাআলাও পুরুষকে কর্তা নিয়োগের একটা কারণ হিসেবে সেটাই বলেছেন—অর্থের জোগান ও শক্তিমত্তা।

এখন দেখ :

প্রথমত, শারীরিক শক্তির কারণেই পুরুষের কামাই করা ও পরিবারের উপর খরচ করা ওয়াজিব। বিনা কারণে ঘরে বসে থাকা নাজায়েয।[৩০০]

তাই পুরুষ কামাই না করে ঘরে বসে থাকবে বা ঘরে খরচ দেবে না, এই সুযোগ ইসলাম দেয়নি। এখন নেশাখোর স্বামী সংসারে খরচ না দিয়ে নেশা করবে আর রোজগেরে স্ত্রীর উপর খবরদারি করবে—এটা কি ইসলামের দোষ? ইসলাম তো নেশাখোরকে নারীর কর্তৃত্ব দেয়নি। নাফরমানের নাফরমানি সিদ্ধান্ত মানতে ইসলাম বলেনি নারীকে। স্বামীর নেশার টাকা, যৌতুক এসব দিতে ইসলাম বলেনি বরং ইসলাম বলছে, হারাম কাজে কোনো আনুগত্য নয়।[৩০১]

- আসলে আমার মনে হয় দোস্তো, ইসলাম নারীকে অনেক সুযোগ দিয়েছে, যেটা আমরা জানি না বলেই পুরুষের নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়।

- ঠিক বলেছিস চৈতি। স্বামী-স্ত্রী কেউ-ই জানে না, ইসলাম তাদেরকে কী কী বলেছে, কী কী নিষেধ করেছে। **পরিবার পরিচালনার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা না জানার কারণেই পারিবারিক-সমস্যাগুলো হয়।**

স্বামী নির্যাতন করে, যৌতুক আনতে বলছে, নেশা করে—তালাক চেয়ে নাও।

---

[৩০০] সচ্ছলতা অনুপাতে স্ত্রীর ভরণপোষণ দেওয়া পুরুষের উপর ওয়াজিব। [হিদায়া ইফা, ২য় খণ্ড, পৃ.২২৭]

[৩০১] আলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: আল্লাহ তাআলার নাফরমানির কাজে কারও আনুগত্য করো না। আনুগত্য তো শুধু নেক কাজে। [আবূ দাউদ ২৬২৫, মুসনাদে আহমাদ ২/১৪২ সূত্রে মুত্তাফাক্ব হাদীস]

ইসলাম কি বলেছে কামড়ে পরে থাকো। আল্লাহর নাফরমান স্বামীর ঘর করতে আমি বাধ্য না। আরেকটা বিয়ে কর। স্বামী তালাক দিতে না চাইলে ইসলামি আদালতের দ্বারস্থ হবার সুযোগ দেওয়া রয়েছে।[৩০২]

- সমস্যা আছে দোস্ত, এখন তো ইসলামি আদালতও নেই।

- **ইসলামের সিস্টেমটা বুননের মতো।** যেমন ধর-

ছোটোবেলা থেকে ছেলেদের প্রোপার ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা যদি থাকত যাতে নারীদের সম্মানের বিষয়টা সে শিখে বড়ো হবে।

যদি ইসলামি সমাজ হত, যেখানে ডিভোর্সী মেয়েকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া হবে, যেখানে পুরুষের একাধিক বিয়েকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া হবে; তা হলে নারীর জীবনই আরও সহজ হত।

আর যদি থাকত ইসলামি আদালত যেখানে অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

এই তিন-চারটে জিনিস মিলে নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করবে। শুধু বাবা-মা, বা শুধু আদালত, বা শুধু সমাজ পুরো সমাধানটা দিতে পারবে না।

- একাধিক বিয়ে থাকলে মেয়েদের জীবনই সহজ হত, মানে? কী বললি এটা?

- একটা ডিভোর্সী মেয়েকে অবিবাহিত ছেলেরা বিয়ে করবে না এটাই স্বাভাবিক। একের অধিক বিবাহ প্রচলিত থাকলে, পারিবারিক জীবনে নারীর অসহায়ত্ব কমে যেত, স্বামী কোনো কথা বলার আগে দু-বার ভাবত, সব স্বামী প্রেসারে থাকত। স্ত্রীও নিজেকে এই স্বামীর হাতেই আটক, যে-কোনো মূল্যে এই স্বামীরই ঘর করতে হবে—এটা ভাবত না; আমার যাওয়ার জায়গার অভাব নেই। ইসলামের এই সীমিত একাধিক বিবাহের অনুমতি—এটাও নারীর বিধান, নারীর জন্যই, বিধবা আর ডিভোর্সী নারীর পক্ষে। অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি।[৩০৩]

- 'আচ্ছা বাদ দে। এখন বল, স্বামী-স্ত্রী দুজনই কামাই করে সে পরিবারে কর্তা কেন পুরুষ হবে?', জেনেই ছাড়বে আজ।

- আচ্ছা, তোর সবচেয়ে অপছন্দের প্রাণী কি?

- উমমমমম, মাকড়সা।

- তেলাপোকা, টিকটিকি, কেন্নো,সাপ—এগুলো ভালো লাগে?

- টিকটিকি অতটা ভয় লাগেনা। কিন্তু কেন্নো, সাপ? ইইইক।

[৩০২] এই বিষয়ে বিস্তারিত- আল-হীলাতুন নাজিযাহ, আশরাফ আলি থানবি রহ.

[৩০৩] দেখুন 'দুই-তিন-চার-এক' গল্পটি।

- তুই তো বিড়ালও ভয় পাস, হা হা হা।
- হ্যাঁ, আর আপনি তো বীর বাহাদুর।
- 'তো যেটা বলছিলাম', হাসি থামিয়ে তিথি বলে চলে,

'আমরা তেলাপোকা, মাকড়সা এসব নিরীহ কিন্তু বদখদ জিনিস দেখে ভয় পাই। রক্ত দেখে ভয় পাই। মেডিকেল ছাত্রীদের কথা আলাদা। আমি বলতে চাচ্ছি, ৯৯ ভাগ নারী প্রকৃতিগত ভাবেই ৯৯ ভাগ পুরুষের তুলনায় ভীতিপ্রবণ।

- ঠিক আছে, কথা সত্য।
- **এটা কিন্তু তার দুর্বলতা নয়, চৈতি। এই ভীতিই তার অস্ত্র।** প্রজন্ম টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ বিভিন্ন জীবকে বিভিন্ন অস্ত্র বা কৌশল দেন, সেকুলারীয় ভাষায় বললে—'প্রকৃতি দেয়'; যা দিয়ে তারা সন্তানদের রক্ষা করে প্রজন্মের টিকে থাকা নিশ্চিত করে। যেমন ধর, একটা কৌশল হলো, বেশি সন্তান দেওয়া। যে প্রাণীগুলো 'খাদ্য'তে পরিণত হবার চান্স বেশি, তারা বাচ্চাও পাড়ে বেশি। এতে-ওতে খেয়েও শেষ হয় না, প্রজাতি টিকে যায়।
- 'হুমমম', চৈতি সায় দেয়।
- ঠিক তেমনি, **নারীর এই 'ভয়' হলো মানবপ্রজাতি টিকিয়ে রাখারই একটা কৌশল। যাতে করে ছোটো ছোটো বিষয়ে, বিপদের ক্ষুদ্রতম আভাসে নারী সতর্ক হয়, উতলা হয় এবং সন্তানকে আগলে ফেলে।** যেমন লক্ষ করলে দেখবি, সব প্রাণীর মায়েরাই সন্তান জন্ম দেবার পর বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।
- হ্যাঁ হ্যাঁ, বাচ্চাওয়ালী মুরগীর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই তেড়ে ওঠে। বাচ্চাওয়ালী কুকুর, ডিমওয়ালা সাপ বেশি অ্যাগ্রেসিভ থাকে।
- রাইট। নারীর এই ভীতিপ্রবণতাও তেমনি স্রষ্টাপ্রদত্ত অস্ত্র; এটা দুর্বলতা নয়।

এই ভীতি বা উতলা ভাবের (ইনসিকিউরিটি) কারণে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি সিদ্ধান্তহীনতায় বা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে—'এটা না ওটা'। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। **এই 'ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কা' নারীর মমতা, মাতৃত্ব আর সন্তানবাৎসল্য থেকে উৎসারিত। এটাই নারীত্ব। যে উদ্দেশ্যে 'প্রকৃতি' তাকে বানিয়েছে, সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে দেওয়া হয়েছে।** মূল উদ্দেশ্য প্রজাতির ধারা বজায় রাখা। এটা স্বীকার করে নিলে নারী ছোটো হয় না। নারীত্বের পূর্ণতাই নারীর মহিমা।

- লজিক্যাল মনে হচ্ছে।

- এবার পুরুষের ব্যাপারটায় আয়।

পুরুষ স্বভাবগতভাবে বেপরোয়া। এটাও প্রকৃতিগতভাবেই তার ভেতর আছে। ভীতু পুরুষ বা সাহসী নারী যে নেই তা আমি বলছি না। আমি ইন-জেনারেল বৈশিষ্ট্য বলছি।

এর প্রয়োজনটাও সেই প্রজাতি টিকিয়ে রাখার কৌশল। যে-কোনো কিছুকে বিপজ্জনক মনে করলে সে লাভ-ঝুঁকি সাত-পাঁচ কম ভাববে, বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিবে, এবং পরিবার রক্ষায় পেশীশক্তি ব্যবহার করবে যা তাকে দেওয়া হয়েছে। এই কাজ নারী জাতিও করে, কিন্তু পরে, শেষ মুহূর্তে। আর পুরুষ করে আগেই। **এই বেপরোয়া ভাব পুরুষের প্রথম অস্ত্র, আর নারীর শেষ অস্ত্র—প্রজাতি বাঁচানোর।**

আরেকটু সহজ করে বলি। ধর, ঘরে একটা সাপ ঢুকল। এরপর কী ঘটনাগুলো ঘটবে, চিন্তা কর। স্ত্রী চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলবে, বাচ্চাগুলোকে সামলাবে, নিয়ে খাটের উপর উঠবে। আর স্বামীটা লাঠিটাঠি কিছু একটা নিয়ে সাপ মারার চেষ্টা করবে। এটাই কাম্য এবং স্বাভাবিক সিনারিও। তাই না? না কি উলটোটা?

- 'না না, এটাই। স্বামী বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে খাটের উপর উঠে বসে আছে। আর বউ ঝাঁটা দিয়ে লাফঝাঁপ দিয়ে সাপ মারার চেষ্টা করছে। এটা খুবই হাস্যকর। হা হা'। দুজন খুব করে হেসে নিল।

- দেখলি, কতটা উদ্ভট।

- 'হাসি থামাতে পারছি না...হি হি...'। আরও কিছুক্ষণ হেসে থামল হাসির দমক।

- বেশ। পরিবার একটা প্রতিষ্ঠান। যেটা স্বামী-স্ত্রী পরামর্শে চলে, বিকশিত হয়, উন্নতি করে। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে পরামর্শ খুব ইম্পর্টেন্ট।

- নবিজির পরামর্শের দরকার ছিল না, ওহির মাধ্যমেই সঠিক নির্দেশনা পেতেন। তারপরও তাঁকে আল্লাহ পরামর্শ নিতে বলেছেন।[৩০৪]
- তিনি এত বেশি পরামর্শ করতেন, সাহাবি বলছেন, তাঁর মতন এত পরামর্শ করতে

[৩০৪] "... কাজেই আপনি তাদের (সাহাবিদের) ক্ষমা করে দিন, তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং **কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন**। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন।" [সূরা আ ল ইমরান, ১৫৯]

আমরা কাউকে দেখিনি।[৩০৫]

- সন্তানের দুধ ছাড়ানোর মতো বিষয়েও আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীকে পরামর্শ করে নিতে বলেছেন।[৩০৬] আর এই ছোটো একটা বিষয়ে পরামর্শের গুরুত্ব উল্লেখ করে বড়ো বড়ো বিষয়েও পরামর্শ করার প্রচ্ছন্ন আদেশ রয়েছে।

- মনে যা চায় তাই করলাম, এটা ইসলাম অনুমোদন দেয় না। **মু'মিনের একটা গুণ হলো, সে পরামর্শ করে সব কাজ করবে।**[৩০৭]

দ্বীনদার স্বামী অবশ্যই খামখেয়ালি হবে না, সব বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ নেবে।

পরামর্শ করার পর সিদ্ধান্তের বিষয় আসে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে একজনকে। সিদ্ধান্তদাতা দুজন হতে পারে না। কারণ, যে বিষয়ে একমত হওয়া গেল না, সে বিষয়েও তো সিদ্ধান্তে আসতে হবে। কে হবে? যে হবে, সেই পরিবারের কর্তা।

- কেন? নারী কেন সিদ্ধান্ত দেবে না? কেন পুরুষই প্রত্যেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবে?

- খুব খেয়াল করার বিষয় এটা, চৈতি।

প্রথমত, একটা সিদ্ধান্ত যখন তুই নিচ্ছিস, সেই মুহূর্তে আরও কিছু অপশন তুই বাতিল করছিস। দেখা যাচ্ছে ৫টা সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের মাঝে একটা তুই নিলি, আর বাকি ৪টা তোকে বাতিল করে দিতে হলো। ঐ বাকি ৪টাকে বলে 'অপরচুনিটি কস্ট'। একটা করতে গিয়ে আর যেগুলো তুই করতে পারছিস না, সেগুলোর পজিটিভ দিক তোকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

---

[৩০৫] আবূ হারায়রা রা. বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অধিক নিজের সাথীদের সাথে পরামর্শ করতে আমি কাউকেও দেখিনি। অর্থাৎ তিনি অত্যধিক পরামর্শ করতেন। [তিরমিযি ১৭১৪ সূত্রে মুন্তাখাব হাদীস]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ব্যাপারে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। এমন কি যে-কোনো ব্যাপারে পরামর্শ করা তাঁহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। [ইবনু কাছীর, ২য় খণ্ড/৬৪৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তো পরামর্শের প্রয়োজন নাই। তবে আল্লাহ ইহাকে আমার উম্মতের জন্য রহমতের বস্তু বানাইয়াছেন। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে সে সোজা পথের উপর থাকে। আর যে পরামর্শ করে না সে চিন্তাযুক্ত থাকে। [বায়হাকী ৭৬/৬]

[৩০৬] মায়েরা তাদের বাচ্চাদের পুরো দুই বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধ খাওয়ানোর সময় পূরণ করতে চায়। আর জন্মদাতা বাবার দায়িত্ব হচ্ছে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাদের কাপড়, সংস্থানের ব্যবস্থা করা। কাউকে তার সাধ্যের বাইরে চাপ দেওয়া যাবে না। কোনো মা-কে তার বাচ্চার কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না, কোনো বাবাকেও না। একই দায়িত্ব বাচ্চার উত্তরাধিকারীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। **যদি বাবা-মা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দুধ ছাড়িয়ে দিতে চায়,** তবে তাদের কোনো গুনাহ হবে না। তোমরা যদি তোমাদের বাচ্চাদের কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তা হলেও তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না, যদি তোমরা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পারিশ্রমিক দাও। আর আল্লাহ'র ব্যাপারে সাবধান! জেনে রেখো, তোমাদের সব কাজ তিনি দেখছেন। [সূরা বাকারাহ : ২৩৩]

[৩০৭] "যারা বড়ো গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। যারা তাদের রবের আদেশ মান্য করে, নামাজ কায়েম করে, **তাদের কাজসমূহ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়** এবং আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা শূরা : ৩৬-৩৮)

আর দ্বিতীয়ত, মানুষের প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তের, প্রতিটা বিষয়েরই মেরিটস-ডিমেরিটস আছে। যে সিদ্ধান্তটা সবার ঐকমত্যে তুই নিলি, সবচেয়ে পারফেক্ট, সেটারও কিছু মন্দ দিক, কিছু অসুবিধা রয়ে গেছে। হয়তো বাকি ৪টার চেয়ে তোর সিদ্ধান্তটার লাভ একটু বেশি, ক্ষতি কিছু কম।

মানে বলতে চাচ্ছি, কোনো বিষয়ে সার্বিক লাভ-ক্ষতি বিচার করে **'কিছু ক্ষতি সত্ত্বেও'** একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হয়, লাভের পাল্লা ভারি রেখে। **এজন্য লাভ বেশি দেখে ঐ ঝুঁকিটুকুকে অগ্রাহ্য করতে হয়। ফাইনাল সিদ্ধান্তটা নিতে হয় কিছুটা বেপরোয়া হয়ে। কিছুটা ড্যাম কেয়ার ভাব না নিলে শেষ মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। রিস্ক সব ডিসিশানেরই অংশ।**

- বুঝলাম। এই শেষ মুহূর্তের বেপরোয়াগিরির জন্য পুরুষকে লাগবে, তাই তো?

- ইয়েস মাই ফ্রেন্ড। এ বিষয়ে অধিকাংশ রিসার্চ বলছে, **স্ট্রেস বাড়লে মানে কোনো একটা সমস্যার সম্মুখীন হলে, পুরুষ বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নেয়, আর মেয়েদের উপর কোনো প্রভাব হয় পড়ে না, না হয় মেয়েরা আরও পিছিয়ে যায়।**[৩০৮]

- শুধু বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিলেও তো সমস্যা।

- এক্সাক্টলি। এখানে আল্লাহ চমৎকার একটা ব্যালেন্স করেছেন।

সেটা হলো, **নারী তার স্বভাবগত ভীতি ও দ্বিধা দিয়ে কোনো সিদ্ধান্তের লাভ-ঝুঁকি তুলে ধরবে।**

আর পুরুষ তার স্বভাবগত বেপরোয়া ভাব দিয়ে ঝুঁকি বরদাশত করে লাভের দিকে চোখ রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে ও ঝুঁকি প্রথম ফেস করবে। এভাবেই দুজনের সম্মিলিত মিটিং-এ পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান চলবে ও এগিয়ে যাবে।

আচ্ছা যদি উলটোটা হয়। যদি নারী ডিসিশান মেকার হয়? কী হবে বল দেখি?

- পুরুষ বেপরোয়া অপশন দিবে তার স্বভাবসুলভ, ফলে নারী আরও কনফিউজড হয়ে যাবে, সেই সাথে স্বভাবসুলভ দ্বিধা ও সিদ্ধান্তহীনতা তো আছেই।

---

[৩০৮] জার্মানির হামবুর্গ ইউনিভার্সিটির Cognitive Psychology বিভাগের Lisa Marieke Kluen ও Lars Schwabe এবং University Medical Center-এর Psychiatry and Psychotherapy বিভাগের Klaus Wiedemann ও Agorastos Agorastos-এর পরিচালিত গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় Psychoneuroendocrinology জার্নালে ২০১৭ Oct; vol. 84:181-189। এ ছাড়াও এর আগে Lighthall et al. 2009, Lighthall et al. 2012 ও van den Bos et al. 2009 একই ফলাফল পেয়েছেন। মূলত স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল ব্রেনের বিশেষ জায়গাকে উদ্দীপ্ত করে risk-taking behavior সৃষ্টি করে। মেয়েদের ইস্ট্রোজেন হরমোন কর্টিসলকে বাধা দেয় (Moore et al. 1978)। আর পুরুষের টেস্টোস্টেরন বাড়িয়ে দেয় কর্টিসলের কার্যকারিতা (Mehta et al. 2015, Cueva et al. 2015)। এমনকি টেস্টোস্টেরন যে নিজেই বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিতে কাজ করে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে (Apicella et al. 2015, Nave et al. 2017)

- ফলে সিদ্ধান্তটা কেমন দাঁড়াবে, তুই-ই বল? এজন্যই ইসলাম পুরুষকে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের কর্তা বানিয়েছে। এটা ৯৯ ভাগ পরিবারের কথা বললাম। ২-১ জন কর্পোরেট আইকন মহিলা তো আর সমগ্র নারী জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন না।

আর দুজন আয় করলেও, আমি আমার ইনকাম সংসারে দিতে বাধ্য নই। আমার স্বামী তার আয় সংসারে দিতে ধর্মতঃ বাধ্য। আমাকে ভরণপোষণ না দিলে ইসলামি আদালত তার থেকে সমপরিমাণ আদায় করে আমাকে দেবে।[৩০৯] **এই বাধ্যবাধকতার কারণে সেই থাকবে কর্তা।** আমি যদি সংসারে দিই সেটা আমার সিদ্ধান্ত। স্বামী দাবিও করতে পারবে না, জেরাও করতে পারবে না। ইসলামের বিধান এটাই।[৩১০]

- আচ্ছা, বুঝলাম।

- 'তা হলে সামারি দাঁড়াল : রিস্ক নেবার বেপরোয়া পুরুষালি স্বভাব, দ্বিধাহীনতা, পরিপূর্ণ অবাধ (আনহ্যাম্পার্ড) কর্মক্ষমতা আর অর্থব্যয়ের বাধ্যবাধকতার জন্য পুরুষই পরিবারের কর্তা হবার বেশি উপযুক্ত। আর ঠিক বিপরীত কারণে নারী কর্তা হবার জন্য কম উপযুক্ত। আর তা হলো—ভীতি প্রবণতা থেকে উৎসারিত দ্বিধা, শারীরিক নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিকভাবেই বাধাপ্রাপ্ত কর্মদক্ষতা। যেটা আমরা জোর করে অস্বীকার করলেই, তা থেকে মুক্ত হতে পারব না', চৈতির পিঠে হাত রাখে তিথি। 'আর এতক্ষণ কেবল একটা দিক বললাম পুরুষের কর্তৃত্বের কারণ হিসেবে, এরকম আরও দিক রয়েছে'।

'আসলে চৈতি, আমরা যারা মুসলিমা, আত্মসমর্পিতা; আমাদের তো এত যুক্তি খোঁজার দরকার নেই, না? সব যুক্তি সব তর্কের শেষ এটাই যে, আল্লাহ, যিনি সব জানেন, সব বোঝেন, আমাদেরকে-আমাদের সাইকোলজিকেই যিনি বানিয়েছেন, তিনি বলে দিয়েছেন 'পুরুষ কর্তা'। ব্যস, **একজন মুসলিমার মেনে নেওয়ার জন্য আর কোনো দলিল-যুক্তি দরকার আছে?**

- না, তা অবশ্য যে বিশ্বাস করে তার দরকার নেই। তবে কেমন খটকা লাগে দোস্ত।

---

[৩০৯] নাবালেগ সন্তানের খোরপোষ পিতার **একক দায়িত্ব,** এতে অন্য কেউ তার অংশীদার হবে না। যেমন স্ত্রীর খোরপোশে কেউ তার অংশীদার হয় না। [হিদায়া ই: ফা:, ২/২৩৮] ইমাম কুদূরী রহ. বলেন : স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণ ওয়াজিব। স্ত্রী যখন নিজেকে স্বামীগৃহে সমর্পণ করবে, তখন স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে। তবে কীরকম খোরপোশ ওয়াজিব, এ ব্যাপারে উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করা হবে। ইমাম খাসসাফের মতে, উভয়ই সচ্ছল হলে সচ্ছলতাপূর্ণ খোরপোশ ওয়াজিব, উভয়ে অসচ্ছল হলে অসচ্ছলতা অনুযায়ী খোরপোশ ওয়াজিব। আর স্ত্রী সচ্ছল স্বামী অসচ্ছল হলে, তার খোরপোশ হবে সচ্ছলের চেয়ে কম, অসচ্ছলের চেয়ে বেশি, এমন পরিমাণের। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম কারখী রহ. এর মতে শুধু স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করা হবে। [হিদায়া ই: ফা:, ২/২২৬]

[৩১০] ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : ১৪/৪১৩

উশখুশ করে।

- তা তো করবেই। শয়তানের কাজই তো এটা। আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি করা। পশ্চিমা মাপকাঠি আজ আমাদের মন-মগজে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তাই আজ আমাদের মনে এত প্রশ্ন, এত সন্দেহ। দূষিত মনস্তত্ত্বে কষ্ট হয় আল্লাহর বিধান মানতে। এটাও আল্লাহ জানেন, একটা সময় মেয়েদের খটকা লাগবে, ইগো ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য বলে দিয়েছেন : **যে বিষয়ে পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, সে বিষয় আকাঙ্ক্ষা কোরো না।**[৩১১] এটাও আমাদের জন্য একটা পরীক্ষা। নিজের খেয়াল-খুশি ফলো করছো, ইগোর চাহিদা মেটাচ্ছো; না কি আমার আদেশ মানছো? স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া আমাদের জন্য ওয়াজিব, সর্বোচ্চ পর্যায়ের হুকুম।[৩১২]

- হুমমম, আসলে পুরো জীবনটাই তো পরীক্ষা। আমাদের মেয়েদের জন্য এটা আসলেই বড়ো একটা পরীক্ষা রে।

- আর বড়ো পরীক্ষার পুরস্কারও বড়ো।

পুরুষ জানাযা-জুমআ-জিহাদ-হাজ্জ-উমরায় অংশ নিয়ে পুরো দুনিয়া চষে রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে যে সওয়াব পাবে, আল্লাহ নারীকে সমান প্রতিদান দিবেন যদি সে তিনটা কাজ করে। **স্বামীর খেয়াল রাখে, তাকে সন্তুষ্ট রাখে, তার সম্মতি নিয়ে বের হয়।**[৩১৩]

যে নারী এই অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় যে, তার **স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট,** সেই নারীর পুরস্কার জান্নাত।[৩১৪]

---

[৩১১] আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।... [সূরা নিসা: ৩২]

[৩১২] হানাফী মাযহাবে ওয়াজিব হল ফরযের পরের হুকুম, না মানলে কবিরা গুনাহ। তবে অস্বীকার করলে কাফির হবে না, যেমনটা ফরয অস্বীকার করলে হয়। আর অন্যান্য মাযহাবে ফরয-ওয়াজিব একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। [তা'লীমুল ইসলাম, মুফতি কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রহ.]

[৩১৩] আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. নবিজির দরবারে গিয়ে আরয করেন, নারীদের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আগমন করেছি। (আল্লাহর রাসূল!) আল্লাহ তাআলা আপনাকে নারী ও পুরুষ সবার কাছেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার উপর ও আপনার প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। আমরা নারীরা তো ঘরের কাজ-কর্ম আঞ্জাম দেই। সন্তান গর্ভে ধারণ করি। (তাদের লালন-পালন করি) আমাদের উপর (বিভিন্ন ইবাদাতের ক্ষেত্রে) পুরুষদের ফজিলত রয়েছে। তারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে। রোগী দেখতে যায়। জানাযায় শরীক হয়। একের পর এক হাজ্জ করে। সবচেয়ে বড়ো ফজিলতের ব্যাপার হল তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে। তো আমরা কীভাবে তাদের মত ফজিলত ও সাওয়াব লাভ করতে পারব? নবিজি তখন সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো দ্বীনী বিষয়ে তোমরা কি কোনো নারীকে এর চেয়ে সুন্দর প্রশ্ন করতে শুনেছ কখনও? এরপর নবিজি সে নারীকে লক্ষ করে বললেন, তুমি আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবন কর এবং অন্যান্য মহিলাদেরও একথা জানিয়ে দাও যে, স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা ও তার পছন্দনীয় কাজ করা এসকল আমলের সমতুল্য সাওয়াব ও মর্যাদা রাখে। [শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৮৩৬৯; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৫২০৯]

[৩১৪] উম্মু সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে-কোনো নারী তার স্বামীকে খুশী রেখে মারা যায় সে জান্নাতে যাবে।[তিরমিযি ১১৬১, যঈফ]

আরেক হাদীসে এসেছে: চারটা কাজ যদি কোনো নারী করে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।

পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ,
রমযানের রোজা,
নিজ ইজ্জত-আব্রু হিফাযত এবং
স্বামীর আনুগত্য।[৩১৫]

পরীক্ষাও বড়ো, পুরস্কারও বিশাল। সুতরাং চিন্তা নেই। মু'মিন তো মেনেই নিয়েছে, তার আসল জীবন আখিরাতের জীবন। না রে?

- অবশ্যই। দুনিয়া আর কয়দিনের।

- আল্লাহর শুকরিয়া যে, আল্লাহ তাঁর হিকমাহ বা প্রজ্ঞার কিছু কিছু আভাস বোঝার ক্ষমতা আমাদের দিয়েছেন। এতক্ষণ যা আমরা আলোচনা করলাম। **কিন্তু সব কী আর বোঝা যায়, বল? তাঁর প্রজ্ঞার পুরোটা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিছু কিছু যৌক্তিকতা বুঝে আসে, কিন্তু ফাইনাল কথা হলো, আল্লাহ পুরুষকে কর্তৃত্ব দিয়েই বানিয়েছেন, আর নারীকে আনুগত্য দিয়েই বানিয়েছেন, এটাই তাদের সহজাত স্বভাব। পুরুষকে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যা কর্তার উপযোগী। আর নারীকে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যা অধীনতার উপযোগী। কর্তা হবার জন্য বানানো হয়েছে বলেই আল্লাহর পুরুষের মধ্যে কর্তার উপযোগী বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন।** এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। এটাই আমাদের ঈমান। দিনশেষে আমরা আল্লাহ চিনে নিয়েছি, সুতরাং তাঁর সব সিদ্ধান্ত, সব বিধান, সব স্ট্যান্ডার্ডের সামনে বিনা প্রশ্নে সারেন্ডার করাই বান্দা হিসেবে আমাদের কর্তব্য, যতই মনে বাধো বাধো ঠেকুক। বুঝলি?

- হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, দোস্ত।

'আসলে চৈতি, সবচেয়ে বড়ো কথা, স্বামীস্ত্রী দ্বীনদার হতে হবে। এটাই সব সমস্যার সমাধান। প্র্যাক্টিসিং হতে হবে। ইসলাম প্র্যাক্টিস করার জিনিস, নিজের জীবনে প্রয়োগ করার জিনিস। শুধু ফর্ম ফিল-আপ এর সময় লিখলাম ধর্ম ইসলাম। এজন্য ইসলাম দেওয়া হয়নি। যে স্বামী আল্লাহকে ভয় করে তাকে স্ত্রীর অধিকার বলে দিতে

[৩১৫] যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমাদানের রোজা রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের যে-কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৬১; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৭৪৮০; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস ৪১৬৩]

হবে না। সে অধিকার আদায় করে আরও বেশি করার সুযোগ খুঁজবে। আর স্ত্রী যদি আল্লাহকে ভয় করে চলে সেও স্বামীর অধিকার আদায় করে তো চলবেই, উলটো আরও স্বামীর সাহায্য করবে। **বল তো, একটা সংসারে দুজনই দুজনের উপকার করতে চাচ্ছে, সাহায্য করতে চাচ্ছে; সে সংসারে কলহ হবে কীভাবে?**

আর **অনুগত স্ত্রী স্বামীর ভালোবাসাও বেশিই পায়। আর অনুগত থাকব না কেন? দ্বীনদার স্বামী তো এমন কোনো অন্যায় দাবিই করবে না যে আমাকে প্রতিবাদ করতে হবে।** সে আমার কাছে যৌতুক চাবে না, মাতাল হয়ে আমাকে পেটাবে না, তরকারিতে লবণ কম হলে আমার গায়ে হাত তুলবে না। আমার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।[৩১৬] এমন দ্বীনদার স্বামী তো আর পথে ঘাটে মেলে না রে। দুআ করে চেয়ে নিতে হয়। সবার আগে নিজে যদি দ্বীনদার হই, তা হলে দ্বীনদার ছেলের মনে আল্লাহ আমার জন্য পছন্দ ঢেলে দেবেন। আর নিজে বদদ্বীন হলে, ঐরকম বদদ্বীনই ভাগ্যে জুটবে যে নামাজও পড়ে না, ইসলামের দাম্পত্য নিয়মও মানে না। **যে তার স্রষ্টা আল্লাহর হক বোঝে না, তার কাছে আমার হকের কী মূল্য?** ঝগড়াঝাটি, নির্যাতনে জীবন বিষিয়ে উঠবে। আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। সাধে কি নবিজি বিয়ের সময় সবার আগে দ্বীনদারি দেখতে বলেছেন', চৈতি মাথা নিচু করে শুনছে, সম্ভবত লজ্জায় লাল-টালও হয়ে আছে। সাঁঝের বেলায় তো, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। 'এখন চলো গো কন্যা, পড়তে যাই। এমনিতেই ডিপার্টমেন্ট আমাদের দেখতে পারে না।'

- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চল উঠি', যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

চৈতির বিয়ের কথা চলছে। পরীক্ষার পর ঈদের ছুটি। সব ঠিক থাকলে ঈদের ছুটিতেই বিয়ে হবার কথা।

ভারকেন্দ্রে ভারসাম্য

আড্ডা আর চা বোধ হয় সমার্থক শব্দ। মগজের গোড়ায় (মাথা আর মুখ তো কাছাকাছিই) দু-চুমুক চা ঢেলে দিলেই বিপ্লব গজিয়ে ওঠে। ছেলেরা আবার বুদ্ধির

[৩১৬] বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে।" [মুসলিম ২৮৪০ (ihadis)]

গোড়ায় ধোঁয়া দেয়। সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। সাগর ভাই দুটোই দিচ্ছেন বেশ। জাহিদ মনোযোগ দিয়ে মাসুদের ক্লাস করছে। মাঝে মাঝে প্রশ্নও করছে। জানার প্রথম দরজা প্রশ্ন করা। উত্তম প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধেক। কিন্তু নাস্তিক প্রজাতি 'জানার জন্য প্রশ্ন' করার চেয়ে 'জানানোর জন্য প্রশ্ন' করাকে স্বভাব হিসেবে নিয়েছে। আবার তোরা মানুষ হ, ভাই।

- মাসুদ, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইসলাম নারীকে মারধোরের অনুমতি দিয়েছে, হোক সেটা সীমিত। কিন্তু এই সীমিত সুযোগটাই নিয়ে পরিবারে নারী নির্যাতন, দাম্পত্য ভায়োলেন্স গুলো হচ্ছে। এটা কেমন হলো না, দোস্ত? প্রহার পুরোপুরি নিষেধ করলেই কি আরও ভালো হতো না?

- প্রথমটা তো ক্লিয়ার। এবার তোর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব।

তোকে আমার প্রশ্ন, যারা বউ পেটায় বলে পত্রিকায় রিপোর্ট আসে, ইসলাম অনুমতি দিয়েছে তাই তারা পেটায়, নাকি নিজের স্বভাবের কারণে পেটায়? ইসলামের আর কোনো বিধান যে মানে না, মাসজিদে যায় না, দাড়ি রাখে না, সে বউ পেটানোর আয়াতটাই মানে? অমুসলিম পরিবারের ভায়োলেন্সও কি ইসলামের এই অনুমতির কারণেই?

উত্তরটা হলো—না। যারা স্ত্রী নির্যাতন করে তারা নিজ স্বভাবের জন্যই করে। তারা অমুসলিম হলেও বউ পেটাত। সুতরাং ইসলামের অনুমতির কারণে বউগুলো মার খাচ্ছে ব্যাপারটা তা নয়। তুই বল, কেন বউরা মার খায়? কখন?

- কখন?

- দেখ, শারীরিকভাবে নারী দুর্বল। কোনো বিষয়ে যখন স্ত্রী প্রতিবাদ করবে, তখন পুরুষ নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাদের উইক পয়েন্ট খুঁজে নেবে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার নিয়মই হলো, তার দুর্বলতায় আঘাত করা। **স্ত্রীরা সংসারজীবনে নিজেকে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করালেই, পুরুষ প্রাকৃতিক নিয়মেই নিজের শারীরিক প্রবলতাকে কাজে লাগাবে। ইসলাম যখন ছিল না তখনও এটাই হয়েছে, হয়ে আসছে, সামনেও হবে, অমুসলিমরাও পেটাচ্ছে, পেটাবে। কারণ এটাই স্বভাবনিয়ম।**

ইসলাম এসে যে কাজটা করেছে সেটা হলো— **পুরুষের এই টেন্ডেন্সিকে, এই পেশীশক্তি খাটিয়ে নারীকে ডোমিনেট করার প্রাকৃতিক প্রবণতাকে লাগাম দিয়ে দিয়েছে।**

- আচ্ছা? কীভাবে?

- প্রথমত, **ইমোশনালি পুরুষকে তিরস্কার** করে—

- ছি, তুমি না পুরুষ, তুমি না কর্তা, তুমি না বড়ো।[৩১৭]
- হাদীসে এমন এসেছে, তোমাদের কেউ কেন স্ত্রীকে দাসীর মতো বেত্রাঘাত করে, অথচ রাতে আবার তার কাছেই ফিরতে হবে? নবিজি লজ্জা দিলেন বউপেটানো স্বামীদের। দিনে মারো, রাতে নির্লজ্জের মতো তাদের সাথেই সহবাস করো।[৩১৮]

আর দ্বিতীয়ত, **পুরুষকে বাধ্য করে**—

- তোমরা আল্লাহর বান্দীদের প্রহার করো না... যারা এটা করে তাদেরকে ভালোলোক হিসেবে পাবে না।[৩১৯]
- কখনও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না...।[৩২০]
- নবিজি কোনো খাদেমকে বা কোনো স্ত্রীকে মারপিট করেননি, বা অন্য কাউকে প্রহারও করেননি।[৩২১]

আর তৃতীয়ত, **পুরুষের কিছুটা লাগাম স্ত্রীদের হাতে তুলে দিয়ে** যাতে পুরুষও স্ত্রীর বাধ্য থাকে—

- তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম, আর আমি আমার পরিবারের কাছে বেশি উত্তম তোমাদের মধ্যে।[৩২২]
- সে উত্তম মুমিন যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, আর তার চরিত্রই সবচেয়ে উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।[৩২৩]

---

[৩১৭] সূরা বাকারাহ : ২২৮ এবং সূরা নিসা : ৩০

[৩১৮] বুখারি ৪৯৪২, ৫২০৪, মুসলিম ২৮৫৫, তিরমিযি ৩৩৪৩, ইবনু মাজাহ ১৯৮৩

[৩১৯] ইবনু মাজাহ ১৯৮৫

[৩২০] মুআবিয়া ইবনু হায়দার রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, স্বামীর উপর স্ত্রীর ককী অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন, সে আহার করলে তাকেও (একই মানের) আহার করাবে, সে পরিধান করলে তাকেও একই মানের পোশাক পরিধান করাবে (অথবা তোমাদের ভরণপোষণের সাথে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করার সাথে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ও ব্যবস্থা করবে)। কখন ও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং নিজ বাড়ী ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকী ত্যাগ করবে না। [ইবনু মাজাহ ১৮৫০]

[৩২১] ইবনু মাজাহ ১৯৮৪, বুখারি ৩৫৬০, ৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩, মুসলিম ২৩২৮, আবূ দাউদ ৪৭৮৫, ৪৭৮৬

[৩২২] ইবনু মাজাহ ১৯৭৭

[৩২৩] ইবনু মাজাহ ১৯৭৮

- 'মানে নারীর পারিবারিক ক্ষমতায়ন? হি হি', সাগর ভাই ব্যাপক আমোদ পাচ্ছেন।

- হ্যাঁ, তাই। আসলে এ বিষয়গুলো আমরা জানি না। **আমাদের পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে ভাল কেরানি হয়ে পুঁজিবাদকে সার্ভিস দেওয়াই শিখায়। ভাল মানুষ, ভালো স্বামী-স্ত্রী, ভালো বাবা-মা হওয়া শেখায় না।** বিয়ে কি জীবনের একটা মেজর ইভেন্ট না? নবির এই হাদীসগুলো কেন একজন হবু বর জানবে না? সন্তান জন্ম দেওয়া কি বড়ো একটা ঘটনা না জীবনের? তা হলে এগুলোর জন্য আমাদের তৈরি করা হয় না কেন? পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়গুলো আসবে না কেন?

- ঠিক কইছস, মাসুদ।

- আর ইসলামে যে এই বিষয়গুলো ডিটেইলস আছে, এটাকে লুকিয়ে রাখা হয়। এমনকি অস্বীকারও করা হয়। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন, প্রকৃত স্বাধীনতা, প্রকৃত মুক্তি দিয়েছে ইসলামই।

- 'আচ্ছা। তো ইসলাম স্ত্রীকে প্রহার করাটা একেবারে উঠিয়ে দিল না কেন?', জাহিদের প্রশ্ন।

- প্রথমে দেখম জাহিদ, স্ত্রীকে নামেমাত্র প্রহার করার অধিকার কখন দিয়েছে ইসলাম? চাইলাম আর সাপমারা মার দিলাম, ব্যাপারটা তা না। দুইটা সময়ে অনুমতি আছে : **এক, আল্লাহর নাফরমানি করলে।**

আর দুই, আল্লাহপ্রদত্ত যে স্বামীর অধিকার তা লঙ্ঘন করলে।[৩২৪]

এই দুই জায়গা ছাড়া এই 'নামেমাত্র প্রহার' উচ্চারণও হবে না। ধর স্ত্রী **প্রকাশ্য অশ্লীলতায়** লিপ্ত—[৩২৫]

- প্রথমে বোঝাও,
- না বুঝলে বিছানা টেম্পোরারি সেপারেশনে যাও, কিন্তু ঘর সেপারেশান না।[৩২৬] ভালোবাসার মানুষের এই বিচ্ছেদের কষ্টে হয়তো মতি ফিরবে। বুঝুক যে স্বামী

---

[৩২৪] ... তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর।... [মুসলিম ২৮৪০ (ihadis)] বিদায় হজ্জের ভাষণ

[৩২৫] ... এর অধিক তাদের উপর তোমাদের কর্তৃত্ব নাই যে, তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সত্যিই যদি তারা তাই করে, তবে তোমরা তাদেরকে পৃথক বিছানায় রাখবে এবং আহত হয় না এরূপ হালকা মারধর করবে।... [তিরমিযি ১১৬৩, ৩০৮৭, ইবনু মাজাহ ১৮৫১]

[৩২৬] কুরআনে এ প্রসঙ্গে فِي الْمَضَاجِعِ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ এই মর্মোদ্ধার করেছেন যে, পৃথকতা শুধু বিছানাতেই হবে। বাড়ি বা থাকার ঘর পৃথক করবে না—যাতে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। কারণ তাতে তার দুঃখও বেশি হবে, এবং এতে কোনো রকম অঘটন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাও অধিক। [তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, সূরা নিসা ৩৪ নং আয়াতের তাফসীর]

রাগ করেছে।

- এতেও না হলে হালকা প্রহার। যাতে জখম হবে না, দাগ হবে না, মারের প্রতিক্রিয়া হবেনা, মুখে মারা যাবে না, গালিগালাজ করা যাবে না।[৩২৭] উদাহরণ দেওয়া হয় মিসওয়াক দিয়ে মারার।

উদ্দেশ্য, ভালোবাসার মানুষটা তার উপর কতটা নারাজ তা বোঝানো। যে আমাকে এতটা ভালোবাসে, সে আমাকে আজ মারল, নিশ্চয়ই আমার অপরাধ গুরুতর। যাতে ভালোবাসার মানুষকে রাজি করার তাগিদে হলেও ফিরে আসে। এই হালকা-ঝাপসা আঘাতের উদ্দেশ্য আর কী হতে পারে 'ভালোবাসা উস্কে দিয়ে সংশোধন' করা ছাড়া?[৩২৮]

- 'দারুণ। একেই বলে 'প্রেমের আঘাত', সাগর ভাইয়ের চোখে দুষ্টামি।

- এখন ভাই ধরেন, কেউ যৌতুকের জন্য চড় দিয়ে স্ত্রীর কান ফাটিয়ে দিল। বা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দিল। **এজন্য কি 'ইসলাম দায়ী' না 'ইসলামি শিক্ষা না থাকা' দায়ী, বলেন?** এজন্যই ইসলামে এলেম অর্জন নর ও নারী উভয়ের উপর ফরজ।[৩২৯] বিয়েশাদীর আগে বিয়ের এলেম অর্জন করা ফরজ।

আর জাহিদ, **ইসলাম যার জীবনে নাই তার কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামকে কেন দায়ী করছিস? সে তো ইসলামকে জীবনে স্থানই দেয়নি। যে দায়িত্ব নারীকে দেওয়া হয়নি, সে দায়িত্বের জন্য স্ত্রীকে ঐ মৃদু আঘাতও স্বামী করতে পারবে না।**

যৌতুক স্বামীর প্রাপ্য না, নেশার টাকা যোগাতে আর সংসারে খরচ দিতে স্ত্রী বাধ্য না[৩৩০] শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত তাদের দায়িত্ব না,[৩৩১] এমনকি স্বামীর সন্তানকে

---

[৩২৭] হাকীম ইবনু মু'আবিয়া থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর হক তার উপর কতটুকু? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তখন তাকেও আহার করাবে; আর যখন তুমি বস্ত্র পরবে, তখন তাকেও বস্ত্র পরাবে। মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। আর অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে না। [আবূ দাউদ ২১৪২-২১৪৪, ইবনু মাজাহ ১৮৫০]

[৩২৮] ইবনু মাজাহ ১৮৫১

[৩২৯] ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (ইবনু মাজাহ, হাদীস : ২২৪; তবরানী-আওসাত, হাদীস : ৯)। এখানে ইলম মানে দ্বীনি ইলম।

[৩৩০] আলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ তাআলার নাফরমানির কাজে কারও আনুগত্য করো না। আনুগত্য তো শুধু নেক কাজে। [আবূ দাউদ ২৬২৫, মুসনাদে আহমাদ ২/১৪২ সূত্রে মুন্তাখাব হাদীস]

[৩৩১] শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত স্বামীর (তাদের ছেলের) দায়িত্ব। স্ত্রী সাহায্য করলে সাওয়াব পাবে। না করতে চাইলে বাধ্য না, আল্লাহ জবাব চাইবেন না। (However, it is not wajib or necessary as per the Shariah i.e. if the daughter-in-law did not serve her in-laws, she shall not be accountable before Allah. But if she serves then she shall earn reward.) https://www.darulifta-deoband.com/home/en/Womens-Issues/56439

রাগ করেছে।

- এতেও না হলে হালকা প্রহার। যাতে জখম হবে না, দাগ হবে না, মারের প্রতিক্রিয়া হবেনা, মুখে মারা যাবে না, গালিগালাজ করা যাবে না।[৩২৭] উদাহরণ দেওয়া হয় মিসওয়াক দিয়ে মারার।

উদ্দেশ্য, ভালোবাসার মানুষটা তার উপর কতটা নারাজ তা বোঝানো। যে আমাকে এতটা ভালোবাসে, সে আমাকে আজ মারল, নিশ্চয়ই আমার অপরাধ গুরুতর। যাতে ভালোবাসার মানুষকে রাজি করার তাগিদে হলেও ফিরে আসে। এই হালকা-ঝাপসা আঘাতের উদ্দেশ্য আর কী হতে পারে 'ভালোবাসা উস্কে দিয়ে সংশোধন' করা ছাড়া?[৩২৮]

- 'দারুণ। একেই বলে 'প্রেমের আঘাত', সাগর ভাইয়ের চোখে দুষ্টামি।

- এখন ভাই ধরেন, কেউ যৌতুকের জন্য চড় দিয়ে স্ত্রীর কান ফাটিয়ে দিল। বা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দিল। **এজন্য কি 'ইসলাম দায়ী' না 'ইসলামি শিক্ষা না থাকা' দায়ী, বলেন?** এজন্যই ইসলামে এলেম অর্জন নর ও নারী উভয়ের উপর ফরজ।[৩২৯] বিয়েশাদীর আগে বিয়ের এলেম অর্জন করা ফরজ।

আর জাহিদ, **ইসলাম যার জীবনে নাই তার কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামকে কেন দায়ী করছিস? সে তো ইসলামকে জীবনে স্থানই দেয়নি। যে দায়িত্ব নারীকে দেওয়া হয়নি, সে দায়িত্বের জন্য স্ত্রীকে ঐ মৃদু আঘাতও স্বামী করতে পারবে না।**

যৌতুক স্বামীর প্রাপ্য না, নেশার টাকা যোগাতে আর সংসারে খরচ দিতে স্ত্রী বাধ্য না[৩৩০] শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত তাদের দায়িত্ব না,[৩৩১] এমনকি স্বামীর সন্তানকে

---

[৩২৭] হাকীম ইবনু মু'আবিয়া থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর হক তার উপর কতটুকু? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তখন তাকেও আহার করাবে; আর যখন তুমি বস্ত্র পরবে, তখন তাকেও বস্ত্র পরাবে। মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। আর অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করবে না। [আবূ দাউদ ২১৪২-২১৪৪, ইবনু মাজাহ ১৮৫০]

[৩২৮] ইবনু মাজাহ ১৮৫১

[৩২৯] ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (ইবনু মাজাহ, হাদীস : ২২৪; তবরানী-আওসাত, হাদীস : ৯)। এখানে ইলম মানে দ্বীনি ইলম।

[৩৩০] আলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ তাআলার নাফরমানির কাজে কারও আনুগত্য করো না। আনুগত্য তো শুধু নেক কাজে। [আবূ দাউদ ২৬২৫, মুসনাদে আহমাদ ২/১৪২ সূত্রে মুন্তাখাব হাদীস]

[৩৩১] শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত স্বামীর (তাদের ছেলের) দায়িত্ব। স্ত্রী সাহায্য করলে সাওয়াব পাবে। না করতে চাইলে বাধ্য না, আল্লাহ জবাব চাইবেন না। (However, it is not wajib or necessary as per the Shariah i.e. if the daughter-in-law did not serve her in-laws, she shall not be accountable before Allah. But if she serves then she shall earn reward.) https://www.darulifta-deoband.com/home/en/Womens-Issues/56439

দুধ পান করানোও স্ত্রীর দায়িত্বে দেয়নি ইসলাম।[৩৩২]

- 'বলিস কিরে?', তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে সাগর ভাই।

- হ ভাই, কিচ্ছু করার নাই। ওরা যে ঘরে কাজ করে, এটুকু তাদের দায়িত্ব ঠিক আছে।[৩৩৩] হাদীসে এসেছে : স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বে, কাজেই তাকে তার দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে।[৩৩৪] কিন্তু ভাই, তারা যে শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করে, সন্তানকে দুধপান করায়—এগুলো স্বামীর দায়িত্ব লোক রেখে করানো।

- 'হায় হায়। এগুলো জানলে তো বউরা আর বাচ্চাকাচ্চা পালবে না রে', ভাইয়ের বিরাট টেনশন।

- পালবে ভাই, পালবে। মেয়েরা এমনিতেই এগুলো করে। সন্তান পালন যদিও ইসলাম তাদের দায়িত্ব দেয়নি, মমতার কারণেই ওরা এগুলো করে। মায়ের জাত বলে কথা।

- আচ্ছা মাসুদ, ধর দ্বীনদার কোনো মেয়ে বিয়ে করলাম যে এগুলো খুব ভালো করে জানে। বলেই দিল যে এগুলো করতে পারব না। তখন কী হবে?

- দ্বীনদার মেয়েরা এগুলো করে ভালোবাসার তাগিদে, ভালোবাসার মানুষটার যাতে ভার কমে, কিছু টাকা বাঁচে। এবং পরকালে সওয়াবের নিয়তে ওরা এগুলো করেই যাবে। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ঠিক হতে হবে আমাদের। স্বামী যদি স্ত্রীর অধিকার

---

[৩৩২] নাবালেগ সন্তানের খোরপোষ পিতার একক দায়িত্ব, এতে অন্য কেউ তার অংশীদার হবে না। ছোট শিশুটি যদি দুগ্ধপোষ্য হয়, তা হলে তার মায়ের দায়িত্ব নয় তাকে দুগ্ধ দান করা। কেননা আমরা বর্ণনা করেছি, শিশুর প্রয়োজন পূর্ণ করা পিতার দায়িত্বে। আর এটাও খোরপোষের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম কুদূরী রহ. বলেন : পিতা এমন কোন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করবে, যে শিশুকে মায়ের কাছে রেখে স্তন্যপান করাবে। কেননা লালনপালন মায়ের অধিকার, তাই মায়ের কাছে রেখে।... এটা বিধান, কিন্তু এটা তখনই কার্যকর হবে যখন স্তন্যদানের জন্য কাউকে পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি স্তন্যদানের কাউকে পাওয়া না যায়, তখন শিশুকে ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে মাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা হবে। [আল হিদায়া, ই: ফা: ২/২৩৮]

[৩৩৩] এক্ষেত্রে আবূ বকর ইবনু আবী শাইবা, আবু ইসহাক আল-যাওজানী এবং ইবনু তাইমিয়্যা রহ.-এর মতটি ভারসাম্যপূর্ণ : যৌক্তিকভাবে শরীআর সীমায় যে কাজগুলো একজন মেয়ে ঘরে করে থাকে, সেগুলো করা তার দায়িত্ব। প্রথাগতভাবে স্বামীদের জন্য যেসব কাজ ঐ এলাকায় স্ত্রীরা করে থাকেন, সেগুলো করা স্ত্রীর কর্তব্য। পরিবেশ, স্থান ও যুগভেদে এটা বদলাতে পারে। যেমন গ্রামের মেয়ে এবং শহরের স্ত্রীর ঘরের কাজ এক রকম হবে না। দলিল হিসেবে বলা যেতে পারে, ফাতিমা রা. এর হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি রুটি তৈরি করতেন, যাঁতা পিষে আটা বানাতেন। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন : স্ত্রী স্বামীর ঘরে কাজ করা ও ঘরের দেখভাল করার বিষয়টি উরফ (প্রচলিত প্রথা)-এর সাথে জড়িত। উরফ-ও শরীয়তের একটি উৎস। দেখুন https://islamqa.info/en/answers/1704/the-wife-serving-her-husband
হানাফী আলিমগণের মতও একই। https://islamqa.org/hanafi/daruliftaa-birmingham/88515
তবে সচ্ছল স্বামীর উপর স্ত্রীর একজন চাকরের খরচও ধার্য হবে, ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে দুইজন চাকরের খরচ দিতে হবে। [আল হিদায়া, ই: ফা: ২/২৩০]

[৩৩৪] বুখারি ২৫৫৮, ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, তিরমিযি ১৭০৫, আবূ দাউদ ২৯২৮, আহমদ ৪৪৮১, ৫১৪৮, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০

আদায় করে আরও এহসান[৩৩৫] করে, স্ত্রীও স্বামীর হক আদায় করার পরও আরও এহসান করবে। আপনি বেশি বেশি করবেন, সে আরও বেশি বেশি করবে।

তবে যদি কেউ এগুলোর কোনো একটা করতে না চায়, স্বামীর কী প্রহারের অধিকার আছে? না।

এজন্য যদি কেউ প্রহার করে তার দায় কি ইসলামের? না।

তার দায় ইসলামের না বরং 'ইসলামকে মানুষের কাছে থেকে লুকিয়ে রাখা'-টাই এজন্য দায়ী।

জাহিদ, একটা হাদীস বলি। এই একটা হাদীসেই বুঝতে পারবি নারীদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন। নবিজির নির্দেশনা কেমন। হাদীসটা হলো, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:[৩৩৬]

'আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তা হলে ভেঙে যাবে। ভেঙে যাওয়া মানে তালাক।[৩৩৭] আর যদি তুমি তা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তা হলে বাঁকাই থাকবে। যদি তাদের দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তা হলে বাঁকা রেখেই উপকৃত হতে হবে।[৩৩৮] অতএব, তোমাদেরকে ওসীয়ত করা হলো নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার'।

এই একটা হাদীসই যথেষ্ট যে বুঝতে চায়। আর যে বুঝতে চায় না। তার জন্য ১ লাখ প্রমাণও যথেষ্ট না। আজীব জিনিস এই হেদায়েত। নিজের হাতে রেখেছেন। যে পায়, সরাসরি তাঁর কাছে থেকেই পায়। কত উঁচু উপহার। কদর না করলে আবার চলে যাবারও ভয় আছে। বড়ো না-কদরি হয়ে গেছে, মালিক। মাফ করে দেন। এবারের মতো মাফ করে দেন।

---

[৩৩৫] উপকার, অনুগ্রহ।

[৩৩৬] বুখারি ৫১৮৬

[৩৩৭] في رواية لمسلم: «إنَّ المرأةَ خُلِقَت مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فإنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا».

[৩৩৮] বুখারি ৫১৮৪

Wi-Fi রসায়ন

যার কাছে একটা হীরা আছে, তার হারানোর ভয় আছে, টেনশন আছে। যার হীরা নাই, তার টেনশনও নাই। একটা নাজায়েয পলকে ছুটে যায় তাহাজ্জুদের তৌফিক, দরুদের মিষ্টি স্বাদ। একটা নাজায়েয সংলাপে ছুটে যায় তিলওয়াতের মজা, যিকিরের মিন্ট ফ্লেভার। বেনামাজী সারারাত কাটায় হলিউড মুভি দেখে, প্রিমিয়ার লীগের জন্য জাগে রাতের পর রাত। আহ, যদি জানতে রাতে মাওলার সামনে লম্বা সূরার স্বাদ, লম্বা সাজদায় পড়ে হেঁচকি তুলে কাঁদার মজা, হেসে-কেঁদে-বুঝে কুরআনে বুঁদ হয়ে থাকার টেস্ট। তা হলে খোদার কসম, তোমাদের রাত কাটত টিভি-ল্যাপটপের সামনে না, জায়নামাযে।

ঈদের দু-সপ্তাহ পর গাইনী বিভাগে ইন্টার্নী প্লেসমেন্ট। তার আগে বিয়ে না হলে মহাবিপদে পড়ে যাবে মাসুদ। সব শেষ হয়ে যাবে। চার মাসের সব কামাই শেষ হয়ে যাবে এক পলকেই। নিচের দিকে তাকিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়। ওয়ার্ডে, ইউনিট রুমে, ওটিতে সবখানে নন-মাহরাম। আগেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়, সে জন্য দুআ করেই যাচ্ছে বেচারা। তা হলে নজরের হেফাজতে একটু গ্যারান্টি পাওয়া যেত। চোখের একেকটা বেঈমানিতে মনে হয় আল্লাহর থেকে এক আসমান দূরে ছিটকে গেলাম। **সব কিছু থেকে দূরত্ব সহ্য হয়, এই দূরত্ব তো প্রাণে সয় না।** যে একবার নৈকট্যের স্বাদ পেয়েছে, তার কাছে বিরহ কীভাবে সহে। **হায়, নাবালেগদের কীভাবে বোঝাব বালেগ হবার মজা।**

মুফতি সাহেব কিছু আমলও বাতলে দিয়েছেন বিয়ের জন্য। সূরা ফুরক্বানের ৭৪ নম্বর, সূরা ইয়াসীনের ৩৬ নম্বর আয়াত, আর আল্লাহুম্মা ইয়া জামিউ' ১১১১ বার আগে পিছে দরূদ শরীফ ১১ বার করে।[৩৩৯] আর তাহাজ্জুদে কান্নাকাটি তো আছেই। হে মালিক, নেককার দ্বীনদার স্ত্রীর ফয়সালা করে দাও। একসাথে জান্নাতে থাকব এমন বিবির ফয়সালা কর। তুমি বলেছ, পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্য। আমার তাওবা কবুল করে নাও। আমি নাপাক, আমাকে পবিত্র করে আমার জন্য এক পবিত্র নারীর

[৩৩৯] এই আমলের আয়াত-দুআ কুরআন-সুন্নাহের। তবে সংখ্যাটা মাসনুন না। বরং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয়ে থাকবে, যাকে মুজাররাব বলা হয়। বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত। যাতে তরীকাটাকে কেউ মাসনুন মনে না করে বসে। -শারঈ সম্পাদক

বেস্থা করে দাও। রাব্বি ইন্নী লিমা আনঝালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাকীর।[৩৪০] ইয়া রাব্বি, আপনি আমাকে যা দিবেন ঐটাই আমার দরকার।

অবাক জাহিদ আর না পেরে একবার জিজ্ঞেস করেই বসেছে,

- জীবনে প্রথম তোকেই দেখলাম। আচ্ছা লোক তো তুই। বিয়ের জন্য এত কান্নাকাটির কী আছে?

- আছে বন্ধু, আছে। বিয়ে তো অনুষ্ঠান না রে। বিয়ে হলো একটা আমল। অনেক বড়ো একটা সুন্নাত আমল। বিয়ে হলো দ্বীনের অর্ধেক। এই এক জিনিসের কারণে দুনিয়া জান্নাত হতে পারে, আবার এই কারণেই দোযখ হয়ে যেতে পারে পৃথিবী। এত সহজ না রে বোকা।

ওদিকে আরেকজনও চোখের পানিতে একসা হচ্ছে। ইয়া আল্লাহ, আমার বুজুর্গকে আমার কাছে এনে দাও। দ্বীনদার তাকওয়াবান স্বামীর ফয়সালা করে দাও। এমন কারও হাতে আমাকে দিয়ো না, যে তোমাকে চেনে না। তোমাকে যে চেনে না, তোমার হাবীবের মূল্য যার কাছে নেই, তার কাছে আমার কী মূল্য।

ভাবছেন, কী মেয়েরে বাবা। লজ্জা শরমের মাথা খেয়েছে। আরে লজ্জার কী আছে। তাঁর কাছে সব বলা যায়, সব চাওয়া যায়। এই কেমিস্ট্রি রুপালি পর্দায় পাবেন না। রুপালি পর্দায় দুজন রাত জেগে দুজনের জন্য বালিশ ভেজায়। আর এখানে কেউ কাউকে দেখেনি, চেনে না, জানে না। দুজনই রাত জেগে চোখের জলে দুজনাকে চাচ্ছে এক মহাসত্তার কাছে, যিনি সব দেন। মিলিয়ে দেন, ম্যাচিং করে দেন। আমরা খুজে পাই না, আর তাঁর খুজতে হয় না। তাঁর ভান্ডারে কোন অভাব নেই।

লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশান

আসেন এবার আপনাদের একটা ত্রিমাত্রিক সিনেমা দেখাই। কল্পনা তো ত্রিমাত্রিকই দেখি আমরা। চোখ বুজে পড়া গেলে চোখ বন্ধ করতে বলতাম। মেয়েদের দৃশ্যটা কল্পনা না করাই ভালো। শুধু ভাবেন, আপনি সিনেমা দেখছেন। আর দৃশ্যগুলো বদলে যাচ্ছে

[৩৪০] সুরা কাসাস ২৪

দ্রুত।[৩৪১] যেখানে গিয়ে এক দৃশ্য শেষ, পরের দৃশ্য সেখান থেকেই শুরু।

তো শুরু হচ্ছে কিন্তু... লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশান।

১ম অঙ্ক

তিথিদের পরীক্ষা প্রায় শেষ। পরীক্ষা চলাকালে একটা সময় পরীক্ষা কেমন হলো এটা ব্যাপার থাকে না। পরীক্ষা শেষ হওয়াটাই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

- 'শোন চৈতি', পড়ায় মনোযোগ আনার জন্য ঘর গুছানো একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি। নারিকেলের ঝাড়ু হাতে তিথি ঝেড়ে বিছানা টান করল। 'ছেলের দ্বীনদারি কেমন দেখবি। ছেলের পেশা, বংশ, টাকা এসব সুখের ডিটারমাইনার না। সুখের পূর্বশর্ত হলো দ্বীন। **দ্বীনদার ছেলে যদি তোকে ভালোবাসে তবে তোকে রাণী করে রাখবে। মানুষের মন তো, যদি কোনোদিন তোর প্রতি কোনো কারণে ভালোবাসা চলেও যায় তবু আল্লাহর ভয়ে তোর অধিকার আদায় করতে থাকবে, কষ্ট দেবে না, জুলুম করবে না।** আর যে ছেলে ব্যক্তিগত জীবনে বেদ্বীন, সে তো পারিবারিক জীবনেও ইসলাম মানবে না, বুঝেছিস?'।

- 'হুমমম, বুঝলাম। কিন্তু আমি নিজেই তো প্র্যাক্টিসিং না। পর্দা করি না। নামাজ ঠিকমতো পড়ি না'। জানালার পর্দার গায়ে এত ঝুল এল কোত্থেকে কে জানে।

- এখন থেকে করবি। একবার খাঁটি তওবা করলে বান্দা এমন হয়ে যায় যেন সে গুনাহ করেইনি। কিন্তু ভবিষ্যতে আর না করার সংকল্প থাকতে হবে। আল্লাহকে তো আর ফাঁকি দেওয়া যায় না, তাই না? অনুতাপের গভীরতা তো তাঁর অজানা নয়।' নতুন বালিশের কাভার পরানো হলো।

- বুঝলাম। আমি পর্দা করতে চাই। কিন্তু হিম্মত পাচ্ছি না যে।

- শুরু করে দে। আল্লাহ বাকিটা সহজ করে দেবেন। কেউ হারাম রেখে হালালের উপর চলতে চায়, আর আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন না এটা হতেই পারে না। আমাদের কাজ কেবল শুরু করা।

- 'এখন থেকে নামাজ পড়ব ইন শা আল্লাহ, আমার জন্য দুআ করিস তো'। চৈতির টেবিলের অবস্থা ছেলেদের টেবিলের মতো, বইয়ের ভাগাড়...

---

[৩৪১] বিঃদ্রঃ সিনেমা দেখা হারাম। বাস্তবে। তা সে যত সামাজিক সিনেমাই হোক, বা অ্যানিমেশন।

২য় অঙ্ক

...বইয়ের গাদা থেকে তুষার ভাই একটা বই টেনে নিলেন। শাইখ যুলফিকার নকশবন্দির 'সংসার সুখের হয় দুজনের গুণে'।

- এই বইটা আগাগোড়া বারকয়েক পড়ে ফেলো, মাসুদ। আর প্রথমে নিয়ত ঠিক করে নেওয়া চাই। কী নিয়তে বিয়ে করবা?

- 'নিয়ত করব : এই বিয়ে আমি গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য করছি'। বেচারার মাথায় খালি এটাই ঘুরছে। সামনে গাইনী ওয়ার্ড তো।

- প্রথমে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি, নবির সুন্নাত পুরা করার উদ্দেশ্যে করছি। যেমন নিয়ত করবা, আল্লাহ তেমন বিবি মিলায়ে দিবেন।

- জি ভাই।

- মেয়ে দেখবা কবে?

- রবিবার ইন শা আল্লাহ।

- হুমমম, নির্মমভাবে পাত্রীর দ্বীনদারি দেখবা, কোনো ছাড় দিবা না। যেমন তেমন বিয়ে করে দ্বীনদার বানিয়ে নিবা, এটা বিলকুল শয়তানের ধোঁকা। হেদায়েত কি তোমার হাতে? মেয়ের শিক্ষা, রূপ, বংশ—এগুলোর ভিতর শান্তির গ্যারান্টি নেই। তবে রূপের দিকেও একটু খেয়াল রাখা দরকার, বেশি না। আমরা যেহেতু টিভিটুভি দেখি না, রাস্তায় মেয়েদের দিকে তাকাই না। তাই মোটামুটি সুন্দরী হলে তোমার জন্য নজরের হেফাজত খানিকটা সহজ হবে। খালি নিজের বউকে দেখবা, প্রাণভরে দেখবা।

- তা ভাই, প্রথম রাতের কাজ কী? মানে কী করব, আর কী করব না বলেন।

- 'হ্যাঁ, এইটা ইম্পর্টেন্ট। পয়লা দিনই নিজেকে 'আসল পুরুষ' প্রমাণ করে ফেলতে হবে, এইটা একটা ভুল ধারণা। এইটা মেয়েরা খুব অপছন্দ করে। বাসর রাতেই বিড়াল মেরে ফেলতে হবে এটা জরুরি না। বিড়াল মারার কিছু নেই, বিড়াল কি অমর? বিড়াল তো মরণশীল প্রাণী', না হেসে পারা গেল না তুষার ভাইয়ের কথায়।

বাসর রাতে ঘরে ঢুকবা, সালাম দিবা, মুসাফাহা করবা। সারাদিন ভারি ভারি পোশাক আশাক পরা, খাওয়াদাওয়া হয় নাই, কান্নাকাটিও হইছে। দুজনেই ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া করবা।

এরপর দু-রাকাআত নামাজ পড়ে[৩৪২] দুআ করে নতুন জীবন শুরু করবা। কিছু গপসপ করবা, এবং ঘুমাইবা ও ঘুমাইতে দিবা। সারাদিন খুব ধকল গেছে।

পনেরো বছর যেহেতু নিজেরে সামলাইতে পারছ, আরও দুই-একদিনও পারবা। শুরুতেই ব্যাপারটাকে ভীতিকর বানানোর তো কিছু নাই। বিলাই-বুলাই একা একাই মরে যাবে।

- বুঝছি ভাই। আর বলতে হবে না।

দিবাস্বপ্ন কী শুধু আকাশের দিকে চেয়েই দেখতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি। লজ্জায় মাথা নিচু করে মাসুদ। মেঝের দিকে চেয়েও আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখা যায়। অবশ্য মেঝেটা আকাশের মতো পরিষ্কার না, ব্যাচেলারদের রুম, ব্যাচেলারদের মেঝে...

তৃতীয় অঙ্ক

... মেঝেতে অবশ্য ময়লা খুব বেশি নেই, সপ্তাহে দু-দিন তিথি নিজেই রুম ঝাড়ু দেয়। চৈতি একটু অগোছালো। তিথির নাকমুখে কাপড় পেঁচানো, অ্যালার্জির সমস্যা সেই ছোটো থেকে।

- 'আচ্ছা তিথি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদার হুকুম থাকলে স্বামীকে সাজদা করার হুকুম দেওয়া হতো মেয়েদের, এটা কি হাদীস?', চৈতির বই গোছানোই শেষ হচ্ছে না।

- আরে হ্যাঁ, অবশ্যই।[৩৪৩] স্বামীর মর্যাদা অনেক উঁচুতে। যদি নিজে রাণী হতে চাও, স্বামীকে রাজার মতো মনে করো। নিজে দাসী হয়ে যাও, তা হলে স্বামীকে দাস

---

[৩৪২] ইবনু আবি শাইবা (১৭১৫৬) শাকীক থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) কাছে এক লোক এসে বলল, আমি এক যুবতী মেয়েকে বিয়ে করেছি। আমি আশংকা করছি- সে আমাকে অপছন্দ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আব্দুল্লাহ বললেন: মিল-মহব্বত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। দূরত্ব ও ঘৃণা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ যা হালাল করেছেন শয়তান সেটাকে তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে তুলতে চায়। যখন সে তোমার কাছে আসবে তখন তাকে তোমার পিছনে দুই রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ দিবে।"[আলবানী 'আদাবুয যিফাফ' গ্রন্থে (২৪) হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন] islamqa.info লিংকঃ shorturl.at/fntwV

[৩৪৩] আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদাহ করতে। এটা ঐ হকের কারণে যা আল্লাহ তাদের স্বামীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। [আবূ দাউদ ২১৪০ সূত্রে মুস্তাখাব হাদীস]

হিসেবে পাবে, মানে স্বামীও তোর সব প্রয়োজন পুরা করবে।[৩৪৪] পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বলে একটা টার্ম আছে না। ইসলাম ঐটাই শিখিয়েছে। স্ত্রীকে শিখিয়েছে স্বামী কত বড়ো। আর স্বামীকে শিখিয়েছে স্ত্রী কত বড়ো। আমাদের কাজ স্বামীর সামনে নম্র থাকা, তা হলেই সব আদায় করা সম্ভব, শক্ত হলেই সমস্যা। নম্র নারী স্বামী সোহাগিনী হয়।

হাদীসে এসেছে: স্বামী খুশি থাকা অবস্থায় কোনো স্ত্রী মারা গেলে সে জান্নাতি।[৩৪৫]

মানুষের মধ্যে কাউকে সাজদা করার অনুমতি থাকলে স্ত্রীদের জন্য স্বামীকে সাজদা করার আদেশ হত।[৩৪৬] এত দাম স্বামীর।

যে নারীর দিকে তাকালে স্বামীর অন্তর খুশিতে ভরে ওঠে, সেই শ্রেষ্ঠ নারী। সেই শ্রেষ্ঠ নারী যে স্বামীর আদেশ পালন করে এবং এমন কিছু করে না , যা স্বামীর অপছন্দ।[৩৪৭] সুতরাং যাকে মাথার উপর রাখতে হবে, খুব সাবধানে তাকে বেছে নিতে হবে রে। যে আল্লাহকে ভয় করে, সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা রাখে, এমন লোক না হলে জীবন বরবাদ।

- শুধু আমরাই ওদের খুশি রাখব? ওদের কী কোনো দায়িত্ব নেই? স্বামীকে কী কী করতে বলা হয়েছে শুনি?

- কেন থাকবে না? এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল, স্বামীর উপর নারীদের কী কী হক আছে? নবিজি বললেন : তোমাদের ভরণপোষণ ও পোষাক-পরিচ্ছদের সাথে তাদের ভরণপোষণ ও পোযাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করবে। কখনও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং নিজ বাড়ী ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকী ত্যাগ করবে না।[৩৪৮]

---

[৩৪৪] আওফ আশ-শাইবানীর মেয়ের বিয়ে হলে স্বামীর হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়ার মুহূর্তে মা উমামা বিনতে হারেস মেয়েকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেন,
মেয়ে আমার! যে ঘরে তুমি বেড়ে উঠেছ, খুশি ও আনন্দে যাকে ভরে রেখেছ সে ঘর ছেড়ে অপরিচিত ঘরে অপরিচিত একজন মানুষের কাছে তুমি যাচ্ছ। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমার কয়টি নসীহত মনে রেখ। এগুলো তোমার সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। (তার অনেক নসীহতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নসীহত ছিল) সে তোমাকে কোনো আদেশ করলে কখনও তা অমান্য করবে না। এবং তার ব্যক্তিগত কোনো কথা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না। ...মনে রাখবে, নিজের চাওয়া ও চাহিদার উপর স্বামীর চাওয়া ও চাহিদাকে প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত তুমি কখনও তার মন জয় করতে পারবে না। **তুমি যদি তার দাসী হও তা হলে সে তোমার দাস হবে।** [আল ইকদুল ফারীদ, খ- ৩, পৃষ্ঠা ১৯১ আলমুসতাতরাফ, খ- ২ পৃষ্ঠা ১৮৪, সূত্রে আল-কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ প্রকাশিত *'স্বামীর আনুগত্য : সুখী দাম্পত্যের প্রথম সোপান'*, উম্মে আদীবা সাফফানা রচিত]

[৩৪৫] তিরমিযি ১১৬১ সূত্রে মুন্তাখাব হাদীস

[৩৪৬] ইবনু মাজাহ ১৮৫৩, সহীহা ৩৩৬৬

[৩৪৭] صحيح • انظر حديث رقم -٣٢٩٨- في صحيح جامع

[৩৪৮] ইবনু মাজাহ ১৮৫০

স্বামীদেরকে ইসলাম বলেছে—কাল হাশরের মাঠে 'চারিত্রিক সনদপত্র' দিবে স্ত্রীরা, সো বি কেয়ারফুল। নবিজি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যার চরিত্র, মানে ব্যবহার ভালো, আর তারই চরিত্র ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো [৩৪৯]। স্ত্রীকে খুশি রাখতে হবে, মানে দুজনাই যেন দুজনার সাথে উত্তম আচরণ করে সেটা নিশ্চিত করা হলো।

নবিজির পারিবারিক জীবন দেখ কত সুন্দর। একজন নবি, একজন বাদশাহ। এরপরও ঘরে এসে কত উত্তম স্বামী—আর তোমাদের মধ্যে পরিবারের সাথে আমার ব্যবহারই সবচেয়ে উত্তম।[৩৫০] স্ত্রীর ঘরের কাজে হাত লাগাতেন, হাসি-তামাশা করতেন, খেলা করতেন, পরিবারকে খুশি রাখতেন। যত পেরেশানি-টেনশান সব ঘরের বাইরে, ঘরে শুধু খুশি আর খুশি।[৩৫১]

- এখনকার ছেলেরা তো এসব করে না। ঘরে ঢোকে বাঘের মতো।

- করে বাবা করে। এজন্যই তো বলি, দ্বীনদারি দেখে বিয়ে করবি। যে নবিজির পারিবারিক জীবন দিয়ে নিজের জীবন সাজায়। আরেকটা জিনিস, যেহেতু তোর বিয়ে হয়েই যাচ্ছে, বলে রাখি।

- নাহ, কই হয়ে যাচ্ছে। কেবল তো দেখতে আসছে ।

- ঐ হলো আরকি। 'স্বামীর সাথে আমরা মেয়েরা সবচেয়ে বেশি গুনাহ করি। স্বামীর গীবত করি, না-শোকরি মানে অকৃতজ্ঞতা করি, এক মুহূর্তে স্বামীর সব অবদান ভুলে যাই যে বেচারা আমার জন্য কত কষ্ট করে। ছেলেরা উপরে উপরে রাফ অ্যান্ড টাফ ভাব দেখালেও, আসলে কিন্তু খুব বউপাগল। বউয়ের সুখের জন্য ওরা সবকিছু করে, এমনকি সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি পর্যন্ত করে বউ-সন্তানকে সুখে রাখার জন্য। বউয়ের কাছ থেকে কষ্ট পেলে তাই ওদের মাথা ঠিক থাকে না, বুঝলি?'

দামী জড়োয়া গহনার চেয়েও মোহনীয় অলংকার মেয়েদের লজ্জা। সাদা টমবয়ের সাথে শ্যামার লাজনম্র সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয়? ভীষণ লজ্জা লাগছে চৈতির। লজ্জায় বুক দুরু-দুরু করে, জানেন আপনারা? হাতে একটা পেপারওয়েট নিয়ে লোফালুফি করাটাই এখন শ্রেয়, তিথিকে বুঝতে দেওয়া যাবে না যে লজ্জা পাচ্ছি। সারাদিন খেপিয়ে মারবে। রাক্ষসী...

[৩৪৯] মুসনাদে আহমদ : ৭৪০২

[৩৫০] ইবনু হিব্বান ৯/৩৮৩ সূত্রে মুন্তাখাব হাদীস। সনদ সহীহ

[৩৫১] দেখুন 'নবিজির সংসার', মাকতাবাতুল আসলাফ।
হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, নবি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে কোন নারীকে প্রহার করেননি, বরং যখনই ঘরে প্রবেশ করতেন (তাঁর মনের অবস্থা যেমনই হোক) পবিত্র মুখমন্ডল হাসিতে উদ্ভাসিত থাকতো। তিনি নিজের কাজ নিজে করা পছন্দ করতেন, এমনকি ছেঁড়া জুতা নিজের হাতে সেলাই করতেন। (শামাইলে তিরমিযি; আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ)

চতুর্থ অঙ্ক

... টেবিলের উপর পেপার-ওয়েট ঘুরাচ্ছে মাসুদ, আঙুলের মোচড়ে। আসলে তুষার ভাইয়ের কথাগুলো চোখপানে তাকিয়ে শোনা যাচ্ছে না। যদিও পুরুষমানুষের শরম মানায় না, কিন্তু লজ্জা লাগলে আর কী করার।

- শোনো মাসুদ, হাসি তামাশা করেও 'তালাক' শব্দটা উচ্চারণ করবা না। তালাকের মাসআলা কিন্তু খুবই শক্ত। বুঝলা? এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেলেই ঝামেলা হয়ে যায়। সাবধান।

  আর, সংসার জীবনে তো রাগারাগি হতেই পারে। তবে দুজন একসাথে রাগা যাবে না। রাগের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বা, বসা থাকলে শুয়ে পড়বা।[৩৫২] পারলে ওযু করবা।[৩৫৩]

- জি ভাই।

- স্ত্রীকে 'আপনি' করে ডাকতে পারো। ঐ যে 'আকবর দি গ্রেট' সিরিয়ালে আকবর বউদের ডাকত, মনে আছে। একটা রাজকীয় ভাব আছে কিন্তু। সেইটা ব্যাপার না, আসল ব্যাপার হলো তা হলে ঝগড়াঝাটিও 'আপনি'র পর্যায়েই থাকবে। রাজা-বাদশা টাইপ একটা ভাবও হইল, আহ্লাদও হইল, আবার ঝগড়াও একটা লিমিটে থাকল।

- আইডিয়া খারাপ না। চেষ্টা করা যেতে পারে।

- আর শোনো, মেয়েরা হইল কাঁচের বোতল।[৩৫৪] হ্যান্ডল উইথ কেয়ার। সাথে সাথে রিঅ্যাক্ট করবা না। একদমই না পারলে বাসা থেকে বের হয়ে যাবা, ঘুরেফিরে ঠাণ্ডা হলে ফিরবা।

  কোনো কিছুতে মেজাজ খারাপ হলে ভালো দিক মনে আনার চেষ্টা করবা, সবকিছুই

---

[৩৫২] আবূ দাউদ : ৪৭৬৪

[৩৫৩] আবূ দাউদ : ৪১৫২

[৩৫৪] একসফরে নবি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, আনজাশা নামে এক ছাহাবী উট দ্রুত হাঁকিয়ে নিচ্ছেন। ঐ উটের আরোহী ছিলো নারী। তখন তিনি ছাহাবীকে ধীরগতিতে ও কোমলভাবে উটচালনা করার আদেশ দিয়ে বললেন-

رويدك يا أنجشة، رفقا بالقوارير

ধীরে হে আনজাশা! কাচের পাত্রগুলোর প্রতি কোমল হও। (বুখারি ও মুসলিম) নারীকে কাচের পাত্রের সঙ্গে উপমা প্রদান করা কত যে প্রজ্ঞাপূর্ণ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই একটি উপমা দ্বারাই উম্মতকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নারীর স্বভাব ও প্রকৃতি কত কোমল এবং তাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে পুরুষকে কত সতর্ক, সাবধানী ও কোমল হতে হবে।

তো আর খারাপ না।[৩৫৫]

এক প্লেটে, এক গ্লাসে খাইবা; তা হলে দ্রুত ভালোবাসা হবে।[৩৫৬]

প্রতিদিন একবার বলবা- আমি আপনাকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি।[৩৫৭]

আর ঘরে ঢুকার সুন্নাত আছে কিছু। যেমন ধরো—

- বিসমিল্লাহ বলে ঢুকা[৩৫৮]
- প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়া
- প্রবেশের দুআ পড়া[৩৫৯]
- ডান পায়ে ঢুকা[৩৬০]
- জোরে সালাম দেওয়া[৩৬১]
- দরুদ পড়া
- সূরা ইখলাস পড়া

---

[৩৫৫] নবি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বলেছেন, 'কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে যেন সম্পূর্ণ অপছন্দ না করে। কারণ তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, আরেকটি স্বভাব অবশ্যই পছন্দনীয় হবে। (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস : ১৪৬৯; ইবনু মাজাহ, হাদীস : ১৯৭৯)

[৩৫৬] উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা একত্রে আহার করো এবং বিচ্ছিন্নভাবে করো না। কারণ বরকত থাকে সমষ্টির সাথে। [আস-সুনান, ইবনু মাজাহ : ৩২৮৭ (iHadis)]

[৩৫৭] কাউকে ভালবাসলে তা জানিয়ে দেওয়া নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ। (আওনুল মাবুদ আলা সুনানি আবী দাউদ : ৪/৩৪৮) –শারঈ সম্পাদক

[৩৫৮] ঘরে প্রবেশকালে কেউ আল্লাহকে স্মরণ না করলে সেই ঘরে শয়তান রাত যাপন করে। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, কোন লোক তার ঘরে প্রবেশকালে এবং তার আহার গ্রহণকালে মহামহিম আল্লাহকে স্মরণ করলে, শয়তান (তার সাঙ্গপাঙ্গকে) বলে, তোমরা রাত যাপনের স্থান ও রাতের আহার থেকে বঞ্চিত হলে। সে তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত কাটানোর জায়গা পেয়ে গেলে। সে তার আহার গ্রহণকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাত কাটানোর জায়গা এবং রাতের আহার উভয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল।" (মুসলিম, হাকিম, ইবনু হিব্বান, আবু আওয়ানা) – শারঈ সম্পাদক

[৩৫৯] আবূ মালিক আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছি। আমি আল্লাহ্‌র উপর, যিনি আমাদের রব তাঁর ভরসা করছি।" এরপর সে যেন তার পরিবার-পরিজনদের উপর সালাম করে।" (সুনান আবূ দাউদ : ৫০০৮) – শারঈ সম্পাদক

[৩৬০] নবি সল্লাল্লাহু আলিহি ওয়াসাল্লাম সব ভাল কাজে ডান দিককে অগ্রাধিকার দিতেন আর মন্দ কাজে বাম দিককে। (সুনানুল কুবরা, বাইহাকী : ১১৫) – শারঈ সম্পাদক

[৩৬১] আবু যুবাইর (র) থেকে বর্ণিতঃ তিনি জাবের (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তুমি তোমার ঘরে প্রবেশকালে তোমার পরিজনদের সালাম দিও। [আদাবুল মুফরাদ ১১০৫]

- মুসাফাহা করা
- তার সাথে মুয়ানাকা করা
- ছোটো হলেও তার জন্য গিফট নিয়ে ঢুকা, একটা চকলেটই হোক।
- স্ত্রীর প্রশংসা করা
- ঢুকেই সবার আগে মিসওয়াক করা[৩৬২]

এই ক'টা যদি কোনো স্বামী করে সেই পরিবারে ঝগড়া কীভাবে হবে? আপনারাই বলেন। তুষার ভাইয়ের একটা কথা কানে বাজতেই আছে, বাজতেই আছে :

তোমার স্ত্রী কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য হাদিয়া, গিফট। তুমি অনেক কেঁদে, অনেক চেয়ে তাকে পেয়েছ। সব সময় এই গিফটের কদর করবে,তার শুকরিয়া আদায় করবে। আল্লাহ যদি দেখেন তুমি কদর করছ না, ছিনিয়েও নিতে পারেন। সাবধান।

তিথির কান্না পাচ্ছে। প্রিয় বান্ধবীর বিয়ে। না জানি কার সাথে লেখা আছে ওর ভাগ্য। ও সুখী হবে তো। কষ্টে-পেরেশানিতে ভরে যাবে না তো ওর জীবনটা। দুআ করল অনেকক্ষণ তিথি আজ। চৈতি শুনে ফেলেছে তিথি কি চাইছিল। এরা কেমন মানুষ। অন্যের জন্য এদের কেন এত মায়া, এদের কথায় কেন এত মধু। আমিও এমন হতে চাই। মায়াবতী, মধুমতী।

নেশা লাগিল রে...

শেষ রমজানের দিন মাসুদ পাঁচ শ টাকা নিয়ে বের হয়েছে রাস্তায়। গরিব খুঁজে খুঁজে দান করে দিয়েছে। আর দুআ করেছে।

ইয়া আল্লাহ, শাওয়াল মাসে বিয়ে করা তোমার হাবীবের সুন্নাত। আমাকে এই সুন্নাত আমল থেকে মাহরুম করো না, মালিক। আমার ঈমানের হেফাজত করো, ইয়া হাফিয।

[৩৬২] শুরায়হ (রহঃ) বলেনঃ আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথমে কি করতেন ? তিনি বলেনঃ মিসওয়াক করতেন। [নাসায়ী ৮]

দানের সাথে দুআ কবুল হয় দ্রুত।[৩৬৩] এত দ্রুত হবে মাসুদ ভাবেনি। ওর মা-বোন গিয়ে মেয়ে দেখে এসেছে। বোনের খুব পছন্দ। ভাইয়া, চোখগুলো এইইইইইইই রকম—চোখের কোণা টেনে দেখায় বোন। মা শোনায় চুল কত বড়ো, হাসি কত সুন্দর। মাসুদ ইস্তেখারা করে।[৩৬৪]

রাব্বি, আপনি ভবিষ্যৎ জানেন, আপনি ভবিষ্যতের স্রষ্টা, এই মেয়ে যদি আমার জন্য কল্যাণের হয় আমাকে দান করেন, আর যদি অকল্যাণের হয় তবে আমাকে হেফাজত করেন।

গত সোমবার মাসুদ আর সেই মেয়ে দেখেছে একজন আরেকজনাকে। নবিজি বলেছেন বিয়ের আগে ছেলেমেয়ে যেন পরস্পরকে দেখে নেয়। এতে সংসারে ভালোবাসা বাড়ে।[৩৬৫] তবে অবশ্যই নির্জনে না। মাসুদের মা বসেছিলেন সামনে। সিনেমা টিনেমা আসলেই প্রতারণা। ওসব ছাতামাথা কিচ্ছু হয় না। হাওয়া চলে না, পাখি গায় না, নদী বয়ে যায় না। শুধু সে যখন হেঁটে এল, হৃৎপিণ্ডমশাই একপাশ থেকে আরেকপাশ ফিরল। আর কয়েক সেকেন্ডের জন্য সাইলেন্ট মোডে চলে গেল মাসুদের দুনিয়া। ব্যস, এটুকুই। ফিল্মটিল্ম পুরাই ভুয়া। আর মনে হলো—ওহ হো, এ মেয়েকে তো আমি চিনি, আমার কত পরিচিত। যদিও কখনও দেখে নাই। আসলে ঐ যে উনি, যার সাথে যার লিখে রাখেন, তার সামনে গেলে এমন পরিচিতই মনে হয়। আগে থেকে চারপাঁচ বছর গুনাহ কামানো লাগে না, চিপায়-চাপায় রিকশায় সিএনজিতে।

সালাম বিনিময় হলো। মাসুদ বেচারা কেঁপে হেঁপে জিজ্ঞেস করে : আমার সম্পর্কে আপনার কিছু জানার আছে? ওপাশ থেকে কোনো জবাব নেই। মাসুদ বুঝতে পারছে ওপারের একজোড়া টানা চোখ তার দিকেই চেয়ে। তখনই মনে পড়ল তুষার ভাইয়ের অমর বাণী : 'নির্লজ্জের মতো দেখবা। লজ্জা পেলে এখানে লোকসান'। মাসুদ চোখ তুলে তাকায়। ওপারের চোখজোড়া নেমে যায়।

---

[৩৬৩] মূল বিষয় হল দুআ করার আগে নেক আমল করে নেওয়া মুস্তাহাব। এতে দুআ দ্রুত কবুল হয়ে থাকে। চাই তা দান-খয়রাত হোক বা অন্য কিছু। আর হাদীসে এসেছে দান বিপদকে বিদূরিত করে। সবমিলিয়ে তাই দুআ করার পূর্বে দান করলে সেই দুআ কবুল হওয়ার সম্ভবনা বেড়ে যায়। আনাস ইবনু মালিক রাহ. বলেছেন, নেক আমল দুআকে আলাহর দরবারে পৌঁছে দেয়। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক : ২৫৪) –শারঈ সম্পাদক

[৩৬৪] জাবের (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাবতীয় কাজের জন্য ইস্তেখারা শিখাতেন। যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। [বুখারি ১১৬৬, ৬৩৮২, ৭৩৯০, তিরমিযি ৪৮০, নাসায়ী ৩২৫৩, আবূ দাউদ ১৫৩৮, ইবনু মাজাহ ১৩৮৩]

[৩৬৫] মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি এক মহিলার নিকট বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। নবি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে দেখে নাও, তোমাদের মধ্যে এটা ভালবাসার সৃষ্টি করবে। [আবূ দাউদ ২০৮২, তিরমিযি ১০৮৭]

কলেজে দীনেশ স্যার 'শকুন্তলা' পড়িয়েছিলেন। সে ক্লাসটা বহুদিন মনে গেঁথে ছিল। বিশেষ করে শকুন্তলার রূপ বোঝাতে গিয়ে স্যার অন্য একটা কবিতা পড়েছিলেন, দুটোমাত্র লাইন। কিন্তু এই দুই লাইনেই মাসুদ সে সময় দুই মাস পাগল ছিল। শুনবেন? বলি তা হলে—

'সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলঙ্কার?'

চোখ বুজে ভাবেন। বিবাহিতরা চোখ খুলে হাতটা মুঠোয় নিয়েও ভাবতে পারেন। একটা হাত, হাতে সোনার কাঁকন। কে কার অলঙ্কার। চুড়ি হাতের রূপ বাড়াল, নাকি হাতটাই চুড়ির রূপ বাড়াল। সাহিত্যের উঠোনে আনাগোনা ছিল আগের মাসুদের। সেই ভাবালুতা কি আর এক বছরে কাটে? সামনে বসা 'কবিতা'টা এখনও জানে না, কবিতা মাসুদের আগে থেকেই পছন্দ।

ঐ মধুমুখ, ঐ মৃদু হাসি
ঐ মায়াভরা আঁখি;
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল,
চিরদিন দিল ফাঁকি।

'কিচ্ছু জানার নেই আমার সম্পর্কে'? তা হলে বোধ হয় আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি', এবারও জবাব নেই। তা হলে কি এটাও ফাঁকি।

'দেখেন, আমি-আপনি দুইজন মানুষ, দুই পরিবারে বড়ো হয়েছি। অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও, আবার অনেক বিষয়েই আলাদা। কিন্তু আমরা দুজনই যদি দ্বীন মেনে চলি, দ্বীনকে আগে রেখে চলি; ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি-আবেগ পরে। আগে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কি বলেছেন সেটা। দুজনই যদি এভাবে চলি, তা হলে আমাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো কোনো পার্থক্য নয়। তাই না?', স্রেফ হ্যাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকানো হলো।

'জানিনা লেখা আছে কি না, আমাদের যদি বিয়ে হয়, আমরা সারা পৃথিবীতে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করব। বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া আর চীনের বোনেরা বাংলাদেশের মহিলাদেরকে খুব চান। বাংলাদেশি মা-বোনেরা খুব সুন্দর মিশতে পারেন। ওরা দ্বীন শিখতে চায়। আমরা ওখানে যাব, আফ্রিকাতে যাব, ইউরোপে যাব। তৈরি আছেন ইন শা আল্লাহ? যাবেন আমার সাথে?'

সাড়া নেই। তবে কি...? ভাবনারা থেমে আছে মাসুদের। বিজয় সরণির জ্যামের মতো। আরে নাহ, আপনারা শুধু শুধু চিন্তা করছেন। মেয়ে তো রাজি হয়েছে। মিয়া-বিবি

রাজি, খেজুর খায়েগা কাযী?[৩৬৬] এতক্ষণ পরে এলে হবে? বিয়ে তো হয়ে গেছে আজ বাদ মাগরিব। হাদীসে আছে, ছেলে মেয়ে রাজি হয়ে গেলে আর দেরি না করতে।[৩৬৭] কাকরাইল মাসজিদে। মেয়ের বাবা মেয়ের সম্মতি নিয়ে এসেছেন।[৩৬৮] আর ছেলে কবুল বলেছে। ব্যস, হয়ে গেল। কাবিনটাবিন পরে করে নেবে খন।

- আলহামদু লিল্লাহ, বিয়ের ৩ টা ফজিলত মিলে গেছে—শাওয়াল মাস,[৩৬৯] শুক্রবার,[৩৭০] মাসজিদে।[৩৭১]

- মোহরে ফাতেমীতে, মানে এক লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা দেনমোহরে।[৩৭২] এত কম

---

[৩৬৬] ফাতিমা রা. ও আলি রা. এর বিবাহের খুতবার পর একপাত্র খুরমা উপস্থিতদের মাঝে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কারো বর্ননায় উপস্থিতদের মাঝে মধুর শরবত ও খেজুর বন্টন করা হয়েছিল। আরেক বর্ণনায়, নবিজি সেখানে খুরমা বন্টন করেছিলেন। এর ওপর ভিত্তি করেই কোনো কোনো ফকীহ্ বিবাহের সময় খুরমা/বাদাম/চিনি ছিটানোকে মুস্তাহাব বলেছেন। [সীরাতে ফাতিমাতুয যাহরা, ৯১-৯৩ সূত্রে 'মহীয়সী নারী সাহাবিদের আলোকিত জীবন', মাকতাবাতুল ফুরকান, পৃ: ২৮০]

[৩৬৭] আলি ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেনঃ হে 'আলি! তিনটি ব্যাপারে দেরি করো নাঃ 'নামাজ'-যখন তার ওয়াক্ত আসে, 'জানাযা'-যখন উপস্থিত হয় এবং 'বিবাহযোগ্য নারী' যখন তুমি তার উপযুক্ত (পাত্র) পাও। [তিরমিযি ১৭১]

[৩৬৮] আবূ দাউদ ২০৯২-২০৯৬

[৩৬৯] আ'য়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, নবি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সাথে বাসর যাপন করেন। আর রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কোন স্ত্রী তাঁর কাছে আমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল! আ'য়িশাহ্ (রাঃ) নব বিবাহিতার সাথে তার স্বামীর শাওয়াল মাসেই বাসর যাপন পছন্দ করতেন। [মুসলিম ১৪২৩, তিরমিযি ১০৯৩]
হারিস বিন হিশাম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
নবি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু সালামাহ (রাঃ)-কে **শাওয়াল মাসে** বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসেই তাকে তাঁর সহবাসে একত্র করেন। আবূ বকর বিন আবদির রহমান বর্ণনায় মুরসাল। [ইবনু মাজাহ ১৯৯১]

[৩৭০] সুন্নাত নয়, তবে অনেক আলিম শুক্রবারের বিশেষ ফজিলতের কারণে, শুক্রবার বিবাহ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। প্রশ্ন নং- ১৭৪৫ http://assunnahtrust.com/qa/qa.php?page=2&cid=26

[৩৭১] আইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা বিয়ের ঘোষণা দিবে, **বিয়ের কাজ মাসজিদে সম্পন্ন করবে** এবং এতে দফ বাজাবে। [তিরমিযি ১০৮৯, আলবানী যঈফ]

[৩৭২] মাহরে ফাতেমী রূপার মূল্যের বাজারদর উঠানামার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে কমবেশ হয়ে থাকে। তাই কোনো পরিমাণকে নির্দিষ্ট মনে না করে প্রয়োজনের সময় বিজ্ঞ কোন আলিমের কাছ থেকে বাজারদর অনুপাতে চলতি পরিমাণ জেনে নেওয়া কর্তব্য। -শরঈ নিরীক্ষক

কেন? নবিজি বলেছেন, যে বিয়ে মোহর যত কম সে বিয়েতে বরকত তত বেশি।[৩৭৩] এখন দেনমোহর বেশি বলে সম্পর্কে বরকত কম, দাম্পত্যকলহ বেশি, বিচ্ছেদও বেশি। ফাতিমা রা.কে আলি রা. যে মোহর দিয়েছিলেন, নবিজিও ঐ মোহরে সন্তুষ্ট ছিলেন—সেই মোহরেই বিয়ে হলো।

• বিয়ের পর মেয়ের বাবা ছেলের বাড়িতে মেয়েকে দিয়ে গেলেন।[৩৭৪]

ভাবছেন এ আবার কেমন নিয়ম? বরযাত্রীরা যাবে না? না স্যার, মেয়ের বাবার কোনো খরচ নেই ইসলামে। ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েই তো মেয়েকে বোঝা বানিয়ে ফেলেছেন। এনগেজমেন্ট, গায়ে হলুদ, ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, ড্যান্স ইভেন্ট, জনা পাঁচশ বরযাত্রী গিয়ে মেয়ের বাপকে খসিয়ে আবার সমালোচনা-গীবত।

এতগুলো ফরজ-সুন্নাত নষ্ট করে নতুন জীবন শুরু? বলি, আকল বুদ্ধি কি সব ইউরোপে-বলিউডে মশাই? আল্লাহকে নারাজ করে কার কাছে সুখী দাম্পত্য জীবন চাচ্ছেন? লোক দেখানোটাই বড়ো, নাকি বিয়ে করে সংসারে সুখ বড়ো? কীভাবে বুঝবেন শাশুড়ি বেটার বউকে মাছের কাঁটা বেছে খাইয়ে দিলে দেখতে কেমন লাগে? যারা সামনে বিয়ে থা করবেন, একটু হিসেব-নিকেশ করে এগোন, ভাই।

শোনেন সামনের শুক্রবার ছেলের ওয়ালীমা আছে। দাওয়াত রইল কিন্তু। ঐ আর কি—বৌভাত যাকে বলেন আপনারা।

বাসর ঘরের খাট একটু সাজানো হয়েছে। ফ্রেশ হওয়া, নর্মাল পোশাক-পরা, সালাম,নামাজ, দুআ— সব শেষ। আর কী চান। এখনও পড়েই যাচ্ছেন। কেন, ভাই শেষ তো, বাসর ঘরের কথা শোনার এত ইচ্ছা কেন? কাহিনী এখানেই শেষ। নাহ আপনাদের নিয়ে আর পারি না। এখনও পড়েই যাচ্ছে। দেখো দেখি কাণ্ড।

---

[৩৭৩] বাইহাকী (১৪৭২১) বর্ণনা করেন যে, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সর্বোত্তম মোহরানা হচ্ছে- সহজসাধ্য মোহরানা"।
একই হাদীস আবূ দাউদ (২১১৭) বর্ণনা করেছেন এ ভাষায়: "সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে- সহজসাধ্য মোহরানা"[আলবানী হাদীসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]
ইমাম আহমাদ (২৩৯৫৭) ও ইবনু হিব্বান (৪০৯৫) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কনের বরকতের আলামত হচ্ছে- বিয়ের প্রস্তাবনা সহজ হওয়া, মোহরানা সহজসাধ্য হওয়া এবং গর্ভ ধারণ সহজ হওয়া।" ['সহিহুল জামে' (২২৩৫) গ্রন্থে আলবানী হাদীসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]
সুনানে তিরমিযি গ্রন্থে (১১১৪) ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "সাবধান, তোমরা নারীদের মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না।
islamqa.info লিংকঃ shorturl.at/fntwV

[৩৭৪] আবু বাকর রা. নিজ মেয়েকে (আম্মাজান আয়িশা রা.) নবিজির ঘরে দিয়ে এসেছিলেন। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজ কন্যা ফাতিমা রা. কে আলি রা. এর ঘরে দিয়ে এসেছিলেন।

- আচ্ছা, আপনার সম্পর্কে ডিটেইলস জানারই সময় হয়নি আমার। বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে গেল সবকিছু। তাই না?

- হুমমম।

- আচ্ছা আপনি যেন কোন ডিপার্টমেন্টে পড়েন?

- জার্নালিজম।

- ঢাবি'তে। এটা জানি। ওটাও জানি। মনে ছিল না। তো ক্যারিয়ার নিয়ে কি চিন্তাভাবনা। আপনার সাবজেক্টে তো পর্দার সমস্যা হবে। কী ভাবে এগোবেন, ভেবেছেন কী - করবেন?

- 'অনলাইন জার্নালিজম আর লেখালেখি'।

- বেশ। দারুণ।

আলোর উপর আরও আলো। নূরুন আ'লা নূর। সে আলোয় উদ্ভাসিত হয় 'ঘরে' ফেরার একমাত্র রাস্তাটা। আল্লাহ নিজের আলোয় পথ চেনান; যাকে চান, সে দেখতে পায়। বাকিরা আশেপাশে ঘোরে, কিংবা চলে যায় বহুদূর। চৈতির বিয়েটা হয়নি। ছেলেটা জাস্ট জুমআর নামাজ পড়ে। এই মুহূর্তে দাড়ি-টাড়ি রাখারও প্ল্যান নেই। না করে দিয়েছে চৈতি। সে এখন কুইন অব ডার্কনেস, অন্ধকারে ঢাকা। যে আঁধারে আলোর বন্যা।

দুই-তিন-চার-এক

- সবেধন নীলমণি
- শাদা শাড়ির কান্না
- ডিভোর্সী ও বিবাহিতা
- কী দিয়া সাজাইমু তরে
- লাগাম
- অতিথি

সবেধন নীলমণি

লাবণ্য ভাবিরা বেড়াতে আজ এসেছে তিথিদের বাসায়। সম্পর্কে তিথির চাচাতো জা হন। মানে মাসুদের কাজিন আছে একজন ইমরান ভাই, আর্মি অফিসার। উনার ওয়াইফ হলেন লাবণ্য ভাবি, বয়সে তিথির বছর সাতেকের বড়োই হবেন। একটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। পরিবারটা নতুন নতুন দ্বীন মানার চেষ্টা করছে। ইমরান ভাই নিজেও চেষ্টা করছেন মাসুদের আশেপাশে থাকার, মাসুদের সাথে বিভিন্ন হালাকায় সময় দেবার চেষ্টা করে, সামনে একসাথে ৩ দিনেও যাবে নিয়ত করেছে। আর লাবণ্যকেও ছলে-বলে-কৌশলে তিথির সাথে কানেক্ট করানোর চেষ্টা করছে। তারই অংশ হিসেবে আজ বাসায় বেড়ু করতে আসা।

ঘণ্টা খানেকেই জমে গেছে। দুজনেই প্রচুর কথা বলে। অবশ্য ইংরিজি না-জানা একজন হিব্রুভাষিণী আর একজন চীনেভাষিণীরও কথা বলার টপিকের অভাব হবে না। মেয়েদের ঘিলুর জাদু এটা, মানুষকে জানার আগ্রহ এবং দ্রুত সম্পর্ক স্থাপনের প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে মেয়েরা জন্মায়। এজন্য ভালো সংস্পর্শে মেয়েদের তাপসী হতেও সময় লাগে না, বদসঙ্গে দ্রুত কুলটা হতেও সময় লাগে না। তবে কৌশলের খাতিরে তিথি কথা বলছে কম, শুনছে বেশি। লাবণ্যকে দিয়ে বলাচ্ছে, ও বলুক। একবুক অতৃপ্তি, তিতা মন নিয়ে প্রত্যেকটা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একগাদা অভিযোগ-প্রশ্ন আর একরাশ হতাশা নিয়ে শুতে যাচ্ছে প্রতিদিন। কারও মনের কাছে যেতে হলে তাকে কথা বলতে দিতে হবে, ধিকিধিকি আগুনের উত্তাপ উগড়ে দেবার সময় দিতে হবে। সে হালকা হবে, ক্লান্ত হবে, তার কথার ঝুলি শেষ হবে, তার ভরা গ্লাস খালি হবে। এরপর আপনি ভরে দিবেন তার গ্লাস। আমরা ভরা গেলাসে আরও ভরতে চাই, উপচে পড়ে। আপনার কথা সামনে বসা মানুষটা কতটুকু নেবে, তা নির্ভর করে তার কতটুকু কথা আপনি স্থিরভাবে শুনেছেন, কতখানি ভাল শ্রোতা আপনি। আমার মন মাগনা দিয়ে দেব আপনাকে, এত সহজ?

ঘরের খোঁজখবর, চাকুরির হালচাল, ক্যারিয়ার, দেশের পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে ফলপ্রসূ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়ে গেছে। রান্নার বড়ো শখ লাবণ্যের। সন্তানের আশায় আছে দুজনা প্রায় দশ বছর, তাই ব্যস্ততাও নেই

অতটা। ফাঁকা ঘরে অবসর সময়ে ইউটিউবে বিভিন্ন আপার রেসিপি নিয়ে চলে কসরত।

- জানো তিথি, আমি ইউটিউব দেখে যে বোমাগুলো বানাই, সব তোমার ভাইয়ের উপর প্র্যাকটিস করি। আগে তো ভুলটুল ধরে শুধরে দিত। ইদানীং কিছুই বলে না। সোনামুখ করে খেয়ে নেয়। পরে আমি খেয়ে দেখি কী অখাদ্য।

- (হাসির দমক শেষে) ঠিকই আছে ভাবি। এটা নবিজির সুন্নাত। নবিজিও খাবারের দোষ ধরতেন না।

- হ্যাঁ, সেও তাই বলে। তুমি আমার বাসায় কবে আসবে বলো? তোমার জন্য শাহী সেমাই বানাব, আর 'বাসবুসা'।

- বাসবুসা আবার কেমন বোমা? নিউক্লিয়ার?

- না না, সুজি দিয়ে একধরনের কেক, এরাবিয়ান রেসিপি। ভয় পেয়ো না, আমার বাসবুসা দারুণ হয়। তোমার ভাইয়ের খুব ফেভারিট।

- তা হলে তো সামনের সপ্তাহেই যেতে হয়। আপনার ছুটি কবে ভাবি? শুক্রবার আসি?

- শুক্রবার না। আমার শুক্রবার হলো সোমবার। সোমবারে এসে পড়।

দ্বীনের উপর চলার ওয়ার্ম-আপ করলেও, এখনও লাবণ্যের মনে অনেক প্রশ্ন। আগে নিয়মিত লিখত উইমেন চ্যাপ্টারে, ইদানীং কমিয়ে দিয়েছে। টিপিক্যাল নারীবাদী জানালা দিয়ে দুনিয়াকে দেখলে তো গোটা দুনিয়াটাই আস্ত একটা সমস্যা, আস্ত একটা প্রশ্ন যার কোনো উত্তর নেই। আমাদের সিলেবাস তো আমাদের এটাই শেখায়। নিজের হীরের খনি পায়ের নিচে রেখে সাম্রাজ্যবাদীদের সিন্দুক চেনায়। ওদের আজকের চাকচিক্য, আজকের বিজ্ঞান, আজকের হম্বিতম্বি, আজকের শিল্পোন্নয়ন; উপনিবেশিক লুটতরাজের করুণ ফাউন্ডেশনের উপর দাঁড়ানো। লাবণ্য ভাবি কমন পড়েছে তিথির। নারীবাদের ক্ল্যাসিক্যাল লিটারেচারগুলো তিথির চষা। দাওয়াতের ফিল্ডে কাজ করতে হলে সমস্যার তাত্ত্বিক টেক্সট জানাটা দরকার, নাদিয়া আপুর তালিম। কথার স্রোতে কচুরিপানার মতো ভেসে এল 'ইসলাম একাধিক বিবাহ অনুমোদন কেন দিল'—সেই পুরান কচকচানি।

- আচ্ছা ভাবি, প্রথমে আপনি আমার সাথে একমত হোন যে, নারীর জন্য সবচেয়ে সম্মানের ও সামাজিক নিরাপত্তার যৌনসম্পর্ক হচ্ছে বিয়ে। একমাত্র বিয়ে ছাড়া অন্য সকল যৌনসম্পর্ক নারীর জন্য অসম্মানের (পতিতা), অনির্ভরযোগ্য (লিভ

টুগেদার), অস্বাস্থ্যকর ও অনিশ্চয়তার। ঠিক আছে না?

- 'উমমম, আরেকটু ভেঙে বলো তো', সন্দিগ্ধভাবে তিথির মোটিভ ধরার চেষ্টা করছে লাবণ্য।

- আচ্ছা, পতিতাবৃত্তি যে অসম্মানের এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক তো?

- 'না না তিথি, কথা আছে। আমাদের দেশে অসম্মানের হলেও উন্নত বিশ্বে পতিতাবৃত্তিকে এখন একটা সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা হচ্ছে। সমাজ একে মেনে নিচ্ছে পেশা হিসেবে। এটা এখন আর অসম্মানের নেই যে', কাছিমের মতো মাথা বের করে আত্মবিশ্বাসের সাথে জবাব দিল লাবণ্য, যেন অঙ্কুরেই খতম করে দিয়েছে তিথিকে।

- ওকে, আচ্ছা, ডোন্ট মাইন্ড। আচ্ছা ভাবি, আপনি কি এই 'সম্মানজনক' পেশায় যাবেন কখনও? ধরলাম আপনাকে আমেরিকা-ইউরোপের ভিসা দেওয়া হলো এই শর্তে যে, এই পেশায় যেতে হবে। রাজি আপনি?

- 'না, তা নয়। তা কেন হব', খোলসে ঢুকে গেল কচ্ছপের মাথা।

- কেন নিজের জন্য যা পছন্দ করছেন না; আরেকজনকে তা পাতে তুলে দিচ্ছেন? কতজন মেয়ে সেধে পড়ে এই পেশায় আসে?

'একটা দেশের গল্প বলি শোনেন তা হলে।

- সেদেশে ৯৩% পতিতা গালিগালাজ, জোর-জবরদস্তি, অত্যাচারের শিকার হয়।
- ৭৮% পতিতা যৌনমিলনকালে নির্যাতনের শিকার হয়।
- ৬০% কে শারীরিক নির্যাতন করা হয়, চুল টানা থেকে নিয়ে প্রচণ্ড প্রহার।
- ৫৮% এর সাথে খদ্দেররা হয় মজুরি দেয় না, বা যা আছে ছিনতাই করে নেয়।

বলেন তো এটা কোনো দেশের কথা বলছি?', কিছু জিনিস মুখস্থ রাখতে হয়, সেই তিরদানি থেকে একটা তির ধনুকের ছিলায় লাগিয়ে ছোঁড়া হলো।

- 'হবে আমাদের মতো কোনো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি', চিরাচরিত ব্রিটিশের-শেখানো হীনম্মন্যতা।

- না ভাবি। আমি আপনাকে নেদারল্যাণ্ডের ২০১৪ সালের রিপোর্ট শোনালাম,[৩৭৫] মুক্তমনাদের স্বর্গরাজ্য। স্বাভাবিক নারীদের চেয়ে ভাসমান পতিতাদের খুন হবার

[৩৭৫] https://nltimes.nl/2018/07/05/dutch-sex-workers-face-violence-report
Aidsfonds, Soa Aids Nederland and sex workers' interest group Proud, Het Parool reports.

ঝুঁকি ৬০-১০০ গুণ বেশি।[৩৭৬] এমন একটা পেশাকে আপনি বলছেন 'সম্মানের' যেখানে ৮৯% ইউরোপীয় পতিতা এই 'সম্মানের জীবন' থেকে 'মুক্তি' চায়?[৩৭৭] যেখানে জীবনের নিশ্চয়তাই নেই?

- 'আচ্ছা, বুঝেছি', প্রতিপক্ষ বেশি আক্রমণ শুরু করলে ভাল জেনারেলরা প্রাথমিকভাবে পিছিয়ে যায়।

- এবার আসেন লিভ টুগেদারে। যতদিন ভালো লাগে, ইমোশন থাকে, ততদিন ব্যক্তিক দায় থাকে। কিন্তু কমিটমেন্ট ব্রেক হলে সমাজও দায় নেয় না, রাষ্ট্রও দায় নেয় না। কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না, সন্তানের দায়িত্ব নেয় না, ভরণপোষণ পায় না, সামাজিক নিরাপত্তাহীন।[৩৭৮]

- 'বিয়ের পর কমিটমেন্ট ব্রেক হলে?', দুর্বল প্রতিরোধ লাবণ্যর।

- একমাত্র বিয়েতেই পারস্পরিক দায়িত্ববোধ থাকে, একসাথে থাকার ও একসাথে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। স্থায়ী কমিটমেন্ট থাকে,

  - যা শুধু ব্যক্তিপর্যায়ে ধর্মবোধ দ্বারা নিশ্চিত করে তাই না,
  - পরিবার এটা নিশ্চিত করে মূল্যবোধ দ্বারা, পরিবারের মুরুব্বিরা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।
  - সমাজও এই কমিটমেন্ট নিশ্চিত করে সামাজিক প্রথা দ্বারা, সালিশের দ্বারা একটা সমাধানে আসার চেষ্টা করে।
  - ও রাষ্ট্র নিশ্চিত করে আইনের দ্বারা; তালাক হলেও খোরপোষ, সন্তানের ভরণপোষণ দিতে স্বামীকে বাধ্য করে।

তাই **একজন নারীর জন্য তার মানবিক যৌনচাহিদা পূরণের সর্বোচ্চ সম্মানজনক, নিরাপদ, স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য উপায় হলো বিবাহ।**

- 'আচ্ছা, সর্বোচ্চ? তা হলে ঠিক আছে', অস্বীকার করা গেল না আর।

- 'এটুকুতে একমত?' গলায় উত্তাপ তিথির, 'বাকি উপায়গুলো সম্মানজনকও নয়, নিরাপদও নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়, স্থায়ীও নয়। স্রেফ খায়েশ পূরণ, তারপর শেষ,

[৩৭৬] *Prostitute Homicides A Descriptive Study*, C. **Gabrielle Salfati**, John Jay College of Criminal Justice at the City University of New York; **Alison R. James**, Metropolitan Police Service; **Lynn Ferguson**, First Frame TV
Journal of Interpersonal Violence, Volume: 23 issue: 4, page(s): 505-543, Issue published: April 1, 2008

[৩৭৭] পরিশিষ্ট ১৩ দেখুন।

[৩৭৮] পরিশিষ্ট ১৪ দ্রষ্টব্য।

কোনো দায়িত্ব নেই, কমিটমেন্ট নেই। যতদিন খায়েশ, ততদিন কমিটমেন্ট'।

- 'ওকে, তারপর', ওঁৎ পেতে শোনা যাকে বলে আরকি। 'সবই বুঝলাম। কিন্তু 'একাধিক বিবাহ' ব্যাপারটার কী দরকার? একদম নিষেধ করে দিলেই তো হতো?'

- সেদিকেই আসছি, ভাবি। আমি তো বলি, বহুবিবাহ একটা 'নারীবাদী' বিধান [৩৭৯], নারীর পক্ষে, নারীর সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য। নারীর স্বার্থে বিধান। আর পুরুষের জন্যই এটা কষ্টের।

- 'কী বলো তিথি', কৃত্রিম হাসিতে গড়িয়ে পড়ে লাবণ্য। 'একটা মেয়ে হয়ে তুমি কীভাবে বললে এ কথা? হা হা হা'।

- 'আচ্ছা, তা হলে প্রমাণ হোক। কেমন?', একটা প্যাড আর কলম টেনে নিল তিথি, দ্রুত। 'আমাদের পয়লা সিদ্ধান্ত, **নারীর জন্য সম্মান ও নিরাপত্তার যৌনসম্পর্ক হলো বিয়ে... (১)**'।

- হোক দেখি।

- প্রথমে আমাকে বলেন, স্বামী হিসেবে আপনি কেমন ছেলে চেয়েছিলেন? আগে একটা বিয়ে করেছে এমন, দোজবর? ডিভোর্সী, চল্লিশোর্ধ্ব—এমন?

- না, না। তা কেন?

- দেখেন, আপনি চাননি। একইভাবে ইমরান ভাই-ও চায়নি, তার প্রথম ও একমাত্র স্ত্রী ডিভোর্সী হোক, প্রৌঢ়া হোক। আগের পক্ষের সন্তান সাথে করে আসুক। কোনো ছেলে-মেয়েই এমনটা চায় না। এটাকে দোষারোপের কিছু নেই, এটাই স্বাভাবিক মানস। একমাত্র স্ত্রী হিসেবে সবাই তরুণী, ভার্জিন, চপলা, তন্বী কাউকেই চায়। এই সাইকোলজি প্রায় শতভাগ আমাদের, ঠিক তো?

- হুমমম, ঠিক।

- তার মানে **একটা 'ডিভোর্সী' বা 'ইয়াং বিধবা'** মেয়ে যদি আবার বিয়ে করতে চায় সে **কি নতুন কুমার ছেলে আশা করতে পারে? নাকি ডিভোর্সী কাউকেই, বা স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে এমন কাউকে আশা করবে? যদি সে সামাজিকভাবে সম্মানের ও নিরাপত্তার যৌনসম্পর্ক করতে চায়, মানে বিয়ে করতে চায়?** ভালো ভাবে বুঝতে হবে প্রশ্নটা ভাবি।

- নরমালি তো তাই গ্রহণ করতে হবে। তাকে তো কোনো কুমার ছেলে বিয়ে করতে রাজি হবে না। কেউ করতে চাইলেও সমাজ তা কঠিন করে দেবে। পরিবার-সমাজের

[৩৭৯] এখানে নারীবাদী বলতে নারীর পক্ষে নারীর স্বার্থে বুঝানো হয়েছে। বিশেষ দর্শনকে রসদ যোগায়—এমনটি বুঝানো হয়নি।

কারণে পারবে না।

- **হ্যাঁ, তার দুটোই অপশন—ডিভোর্সী কিংবা বিপত্নীক স্বামী। একজন বিধবা আর ডিভোর্সী মেয়ে আনকোরা নতুন ছেলে আশা করতে পারে না নরমালি।**

আরেকটা অপশন কিন্তু আছে : যদি সম্ভব হয়, কারও দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়া। অপশন গুলো খেয়াল কইরেন—

১. আরেকটা ডিভোর্সীকে

২. বিপত্নীক কাউকে

৩. দোজবর মানে বিবাহিত কাউকে বিয়ে করা। এটা লিখলাম ২ নম্বর।...(২)

ঠিক আছে, ভাবি? এইবার একটা সিনারিও কল্পনা করেন... ফোন বেজে উঠল লাবণ্যের। কাপিকেক রিংটোন।

- 'তিথি, একটু...'। জমজমাট আলোচনায় ছেদ। ব্যাগ থেকে ফোন নিয়ে ধরবে না কাটবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না লাবণ্য। তিথি হেল্প করার জন্য জিজ্ঞেস করল:

- কে গো এই কাপিকেকটি?

- 'কে আবার? আমার তরুণ, কুমার, চপল একমাত্র প্রথম স্বামীজী', হেসে গড়িয়ে পড়ল দুজনে।

- তা হলে আর দোনোমনো কেন? আমি ভাবলাম আননোন নাম্বার কি না। বিরহে ব্যাকুল বেচারা। ধরেন ধরেন। আমি দেখি আপনার জন্য কিছু করে আনি গে। খালি মুখে ফেলে রেখেছি কখন থেকে।

... And I love you so, and I want you know
That 'lways be right here
And I love to sing a few songs to you
Because you are so dear.

লাবণ্য ফোন ওঠাচ্ছে না। তিথির মনে প্রবল ধারণা হলো, লাবণ্য বাচ্চাটার গানটা পুরোটা না শুনে ওঠাবে না। এবং হয়তো ও কখনই পুরোটা না শুনে ওঠায় না।

সাদা শাড়ির কান্না

ইতিহাস লেখা হয় বিজয়ীর হাতে, কথাটা পুরোপুরি সত্য না। বরং বলা যেতে পারে:

ইতিহাস প্রকাশ পায় বিজয়ীর হাতে। কিন্তু ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। বিজয়ীর পদদলন-অট্টহাসি আর মজলুমের চিৎকারে ভারি হওয়া বাতাসকে ইতিহাস মনে রাখে। শোনা যায় সিঁড়িঘরের নিচে দাফন করে দেওয়া ইতিহাসের চাপা কান্না। কেবল শোনার মতো একটা কান লাগে, একটা হলেও হয়। অপরাধবিজ্ঞানের একটা মূলনীতি আছে: ক্রাইমসীনে অপরাধী তার অপরাধের কোনো-না-কোনো আলামত রেখেই যায়। সে কিছু একটা নিয়ে আসে ক্রাইমসীনে যেটা সে রেখে যায়, এবং যাবার সময় কিছু একটা সাথে নিয়ে যায়, যে সূত্র ধরে তাকে ধরা যাবে (Locard's Exchange Principle)। তেমনি বিজয়ী ইতিহাস প্রকাশ করলেও পরাজিতভূমিতে এবং বিজয়ীর নিজের সাথেই রয়ে যায় অপরাধের দাগ। চেনার মতো নজর লাগে কেবল।

- একটা সিনারিও কল্পনা করেন, ভাবি। আপনি-আমি বাংলাদেশের নাগরিক বলে বিষয়টা টের পাই না, আমাদের কল্পনা করে নিতে হবে। নেন, আইসক্রীমটা খান আগে, গলে যাচ্ছে।

- 'মানে কাল্পনিক?', লেগে গেল খটকা।

- 'আপনার আমার জন্য কল্পনার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কিন্তু একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় এটাই ছিল বাস্তবতা। যদি আপনি যুদ্ধবিধ্বস্ত আফ্রিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিক হতেন, এটাই হতো আপনার-আমার বাস্তব, কল্পনা করতে হত না', একদমই অপ্রস্তুত না তিথি।

'একটা দেশ যখন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তখন জীবননাশ (লাইফকস্ট) যায় পুরুষের উপর দিয়ে। মেয়েরা কমই নিহত হয়। মেয়েদের যায় সম্ভ্রমের উপর দিয়ে, আর পুরুষের যায় জীবনের উপর দিয়ে। তাই একেকটা যুদ্ধ শেষে বিপুল সংখ্যক নারী হয়ে পড়ে একাকী/সমাজ থেকে বিতাড়িত/সন্তান নিয়ে অসহায় [৩৮০]। যেমন ধরেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ফ্রান্সে, ৬ থেকে ৭ লক্ষ বিধবা। অধিকাংশই যুবতী। এদের পুনর্বাসনটা কেমন হবে, বলেন দেখি? আমি ধরে নিচ্ছি, এত বড়ো যুদ্ধের পরও ফ্রান্সের ইকোনোমি আগের মতোই আছে, উৎপাদন একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ধরেই নিলাম'।

- 'পুনর্বাসন কেমন আর? জেলায় জেলায় 'বিধবা সদন' থাকবে। বিধবা ভাতা থাকবে। তাদের কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী

[৩৮০] https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/war_widows
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) ৯.৭ মিলিয়ন সৈন্য নিহত বা নিখোঁজ হয়। মানে ৯৭ লক্ষ। এদের ছিল বিবাহিত। অর্থাৎ ১ম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ৩২ লক্ষ বিধবা ছিল সেনাদের স্ত্রী, গড়ে ২ সন্তানসহ। বেসামরিক বিধবা আরও না জানি কত। এই সাইটে সর্বমোট বিধবার সংখ্যা ধারণা করা হয় ৩-৪ মিলিয়ন, মানে ৩০-৪০ লক্ষ। ১৯২০ সালে গিয়ে বিধবাশুমারি হলঃ
জার্মানিতে ৫ লাখ ২৫ হাজার, ব্রিটেনে ২ লাখ চল্লিশ হাজার, ইটালিতে ২ লাখ, আর ফ্রান্সে ৭ লাখ মাত্র।
ইতিহাসবিদ Jay Winter রচিত *Sites of memory, sites of mourning. The Great War in European cultural history,* Cambridge 2000: Cambridge University Press. এর বরাতে।

করা হবে। তাদের ও সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে', এ আর এমন কী-টাইপ ব্যাপার।

- 'চমৎকার'। ঢোঁপ গিলেছে, 'তো এই পরিকল্পনাগুলো যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সে কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে?[৩৮১] বা বাস্তবায়নে কত সময় নিবেন, ভাবি বলেন?'

- সময় লাগবে, তিথি। একবারে তো কিছুই হয় না। তাই না?

পশ্চিমা সভ্যতাটা দাঁড়ানো উপনিবেশী যুগের পশ্চিমা অসভ্যতার উপর। তারা আমাদের ভুলিয়ে দিতে চায় সেই আর্তচিৎকার, আমরাও ভুলে যাই। শব্দ-পরিভাষার মন্ত্রপাঠের আড়ালে ফিরিঙ্গি তান্ত্রিকের ক্রূর হাসি আমাদের চোখে পড়ে না। যখন শিল্প আমাদের ছিল, তখন আইন করে শুল্কের বোঝা চাপিয়ে নিজেদের বাজার বন্ধ করে দিয়েছিলে। আজ আমাদের জোঁকচোষা চুষে শিল্পোন্নত হয়েছ, শোনাচ্ছ 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র বয়ান। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড প্রত্যেক শব্দের আড়ালে, প্রত্যেক তত্ত্বের আড়ালে।

- পুনর্বাসনের সবই আপনি বলেছেন, একটা জিনিস কিন্তু বাদ পড়েছে। অবশ্য এটা আপনার সমস্যা না। যাদেরকে আমরা শিক্ষক হিসেবে নিয়েছি তাদের সমস্যা। পশ্চিমাদের একটা বড়ো সমস্যা হলো, যৌনতাকে মানবিয় প্রয়োজন হিসেবে স্বীকার না করা। এমনকি মনোবিদ আব্রাহাম মাসলো'র একটা বিখ্যাত 'চাহিদার ক্রমবিন্যাস' আছে। যেটা 'Maslow's hierarchy of needs' নামে পরিচিত। সেখানে তিনি মানবদেহের মৌলিক চাহিদার প্রথম সারিতে শ্বাস, খাদ্য, পানি, ঘুম, প্রস্রাব-পায়খানার সাথে যৌনতাকে একসাথে রেখেছেন। সেটাও বহু জায়গায় চুরি করে sex শব্দটা বাদ দিয়ে চার্টটা দেখানো হয়।[৩৮২] কী একটা অবস্থা দেখেন।

- এটা কেমন কথা হলো?

- আরে হ্যাঁ ভাবি। আপনিই বলেন, যদি এটা অপরিহার্য অনিবার্য মানবিক চাহিদা না-ই হবে তা হলে একটা সিঙ্গেল পর্নসাইটে প্রতিদিন ৮ কোটি ভিজিটর কী করে?[৩৮৩]

---

[৩৮১] ১৯১৪ সালের হিসেবে ৩২ বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ক্ষয়ক্ষতি। ফ্রান্সের সাড়ে ৭ লাখ বাড়ি, ২০ হাজার শিল্প কারখানা, ২ হাজার ব্রিজ ভেঙে গেছে। আড়াই মিলিয়ন হেক্টর কৃষিজমি শেষ। ২ হাজার কিলো খাল, ৬২ হাজার কিলো রাস্তা আর ৫ হাজার কিলো রেললাইন ধ্বংসপ্রাপ্ত।
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/post-war_economies_france

[৩৮২] পরিশিষ্ট ১৬ দেখুন।

[৩৮৩] shorturl.at/czKS9
ফোর্বস এর এই আর্টিকেলে বলা আছে, জনপ্রিয় পর্নোসাইট পর্নহাব তাদের ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।
সেখানে এসেছে, প্রতিদিন গড়ে ৮১ মিলিয়ন মানুষ সাইটটি ভিজিট করে। বছরে ২৮.৫ বিলিয়ন বার (২৮৫০ কোটি) সাইটটিতে ঢোকা হয়েছে। ২৪৭০ কোটি সার্চ দেওয়া হয়েছে। মিনিটে ৫০,০০০ সার্চ দেওয়া হয়েছে। মানে প্রতি সেকেন্ডে ৮০০ জন সার্চ দিয়েছে। সারা দুনিয়া থেকে গেল বছরে ৪০ লাখ ভিডিও আপলোড দেওয়া হয়েছে। যেগুলো মোট ৫,৯৫,৪৯২ ঘণ্টার।

টপ ৫ টা পর্নসাইটে প্রতিদিন ২০ কোটি বার কেন ভিজিট হচ্ছে, বাকিগুলোর কথা বাদই দিলাম?[৩৮৪] যৌনচাহিদা যদি খিদে-পিপাসার মতো সমান অনিবারণযোগ্য প্রয়োজন না-ই হয়, তবে ১৩-২৪ বছর বয়েসী ৬৪% তরুণ-তরুণী সপ্তাহে কমপক্ষে ১ বার কেন পর্ন খোঁজে?[৩৮৫] এটাই প্রমাণ করে যৌনতা এমন এক চাহিদা, যা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করে দেওয়া যায় না। ক্ষমতায়ন করে, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা নিশ্চিত করে তা ভুলিয়ে দেওয়া যায় না। **যৌনতা ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই একটা মানবিয় প্রয়োজন, স্বতন্ত্র চাহিদা। নির্দিষ্ট সময় পর যেমন ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণা পায়, যৌনতাও তেমন।** এটা আলোচনা বা বিবেচনায় না আনলেই তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

- বুঝেছি তুমি কী বলতে চাচ্ছ। পুনর্বাসন মানে, শুধু থাকা-পরা-চাকরির ব্যবস্থা করলে হবে না। তাদেরকে দ্বিতীয় বিয়ে করাতে হবে।

- রাখেন রাখেন ভাবি, এখনও আমি কিছুই বলিনি। কিন্তু আপনি বলেন, **এই ৬ লক্ষ নারীর বাকি জীবনে, কোনো সময়েই কি যৌনতার প্রয়োজন তারা অনুভব করবে না?**

- কেন করবে না? অবশ্যই করবে। এদের অধিকাংশই তো যুবতী বিধবা।

- এটা আমাদের তৃতীয় পয়েন্ট : **যৌনতা ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই মৌলিক অনিবার্য মানবিক চাহিদা ... (৩)**। সে প্রয়োজন রাষ্ট্র কী দিয়ে মেটাবে? বলেন? যখন এদের প্রয়োজন হবে, তাদের সামনে অপশন হয় পতিতাবৃত্তি, না হয় কারও রক্ষিতা, আর না হয় বিয়ে।

'এখন আমাকে বলেন, একজন নারীবাদী হিসেবে, আপনি তাদের জন্য কোনো সম্মানটার দাবিতে, কোনো সোশ্যাল স্ট্যাটাসের জন্য লড়বেন? কী চান, এরা এদের প্রয়োজন নিজ দায়িত্বে মেটাক, ব্যভিচার করুক।

নিজের জন্য কোনটা চান? ইমরান ভাই তো আর্মি অফিসার। ধরেন, আপনার স্বামী যুদ্ধে মারা গেছে। **এক সন্তান নিয়ে আপনি সমাজে কেমন অবস্থান চান?**

- **প্রয়োজনের মুহূর্তে রাস্তায় বেরিয়ে যে কাউকে ঘরে ডেকে আনতে চান?**

[৩৮৪] https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201803/surprising-new-data-the-world-s-most-popular-porn-site
এটা হল একটা পর্নোসাইটের হিসাব। টপ ১০০ সাইটের ভিতর পর্নোসাইট মোট ৫ টা। এই ৫ টা সাইটে প্রতি মাসে ৬০০ কোটি বার ভিজিট হয়। মানে প্রতিদিন ২০ কোটি বার এই ৫ টা পর্নোসাইট ভিজিট হচ্ছে।

[৩৮৫] ওয়াশিংটনে অবস্থিত National Center on Sexual Exploitation (*NCOSE*) এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট।
https://endsexualexploitation.org/publichealth/

- **না কারও রক্ষিতা হতে চান, যে ভালো না লাগলে রাস্তায় ছুড়ে ফেলবে?**
- **নাকি কারও বউ হতে চান যে আপনাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ইজ্জতের সাথে রাখবে? কোনটা?'**, পালানোর পথ একদম আটকে দিল তিথি।

- 'আমার শারীরিক প্রয়োজন হলে নিঃসন্দেহে বিয়ে করাটাই বেছে নেব', সরল স্বীকারোক্তি লাবণ্যের।

- যে-কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক-বিবেকসম্পন্ন নারী একথাই বলবে। তা হলে এটা আমাদের ৪ নম্বর সিদ্ধান্ত যে: **বিয়ে হলো এইসব বিধবাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও সম্মানের ডিসিশান ... (৪)**

বেশ ভাবি, **তো আপনাকে এখন কে বিয়ে করবে? নতুন কুমার? নাকি ডিভোর্সী বা বিপত্নীক? কে?**

- হুমমম। আমি নিজে যেহেতু বিধবা, আমাকে কুমার কেউ বিয়ে করতে নর্মালি রাজি হবে না। কোনো বিপত্নীক বা ডিভোর্সী লোকই খুঁজে নিতে হবে।

- হ্যাঁ, আপনার সিনারিওতে ফিরে গেলাম। ১ম বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ফ্রান্স। ৬ লক্ষ বিধবা নারী।

নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ৬ লক্ষ ডিভোর্সী লাগবে, আছে?

বিপত্নীক/ডিভোর্সী মিলিয়ে ৬ লক্ষ, আছে?

- ৬ লাখ ডিভোর্সী বিপত্নীক কোথায় পাব। পুরুষ মরেছে ৬ লাখ, মহিলা তো আর ৬ লাখ মরেনি।

- আচ্ছা, ১ লক্ষই দেন, ইনস্ট্যান্ট পুনর্বাসন করতে হবে, রাষ্ট্র বিধ্বস্ত, রাষ্ট্রের সেই মুরোদ নেই যে ৬ মাসের মাঝে পুনর্বাসন করবে। ৫০,০০০-ই দেন।

- এত ডিভোর্সী কোথায় পাবে? বিপত্নীকও এত তো আর পাওয়া যাবে না।

- হ্যাঁ, ভাবি।

  - কুমার ছেলেরা সবাই কুমারী মেয়ে বিয়ে করবে।
  - বিপত্নীক সহজলভ্য না, কারণ নারীদের গড় আয়ু পুরুষের চেয়ে বেশি।[৩৮৬] স্বামী মরে ভূত হয়ে যায়, বউ বেঁচে থাকে।

---

[৩৮৬] https://www.who.int/gho/women_and_health/mortality/situation_trends_life_expectancy/en/
মেয়েরা গড়ে প্রায় ৬-৮ বছর বেশি বাঁচে পুরুষের চেয়ে।

- আর ডিভোর্সী সাধারণত স্বামী হিসেবে আনসাকসেসফুল, ব্যর্থ স্বামী। সাংসারিক জীবনে মানিয়ে নেওয়ার পরীক্ষায় সমস্যা হয়েছে বলেই সে ডিভোর্সী।[৩৮৭] ধারণা করে নেওয়া যায়। ঠিক কিনা।

আপনার স্বামী সতীন ঘরে তুলেছে এটা কল্পনা কইরেন না, কল্পনা করেন যে আপনি বিধবা। আপনার পছন্দ কী হবে? একজন আনসাকসেসফুল ডিভোর্সী, না কি একজন সাকসেসফুল লোকের দ্বিতীয় স্ত্রী? যে অলরেডি স্বামী হিসেবে সফল ও পরিপক্ক? কঠিন সিদ্ধান্ত, তাই না?

নেন, এবার আমাদের সিদ্ধান্তগুলো পড়েন দেখি। একটু সিরিয়াল সাজিয়ে নিলাম।

চশমাটা ঠিক করে নেয় লাবণ্য। গলা খাঁকারি দিয়ে পড়া শুরু করে :

'এক... যৌনতা ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই মৌলিক অনিবার্য মানবিক চাহিদা

দুই... নারীর জন্য সম্মান ও নিরাপত্তার যৌনসম্পর্ক হলো বিয়ে

তিন... বিয়ে হলো এইসব বিধবাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও সম্মানের ডিসিশান

চার... একটা 'ডিভোর্সী' বা 'ইয়াং বিধবা' মেয়ে যদি আবার বিয়ে করতে চায়, তার অপশন তিনটা— আরেকটা ডিভোর্সীকে, বিপত্নীক কাউকে, দোজবর মানে বিবাহিত কাউকে বিয়ে করা।

পাঁচ... বিপত্নীক দুর্লভ ও সাধারণত বেশি বয়স্ক। ডিভোর্সী দাম্পত্যজীবনে ঝুঁকিপূর্ণ'।

হা হা হা, তিথি। তুমি খুব চালাক। কোনো অপশনই রাখোনি আর'।

- আসলেই ভাবি দেখেন। এর চেয়ে কল্যাণের, নিশ্চয়তার আর সম্মানের অপশন আর একটাও নেই। দেখেন ফ্রান্সে তখন কিন্তু ৬ লক্ষ বিবাহিত পুরুষ তো আছে। এই ৬ লক্ষ অসহায় নারীর সর্বোচ্চ সামাজিক সম্মান, নিরাপত্তা, কমিটমেন্ট ও একমাত্র স্থায়ী ব্যবস্থা— কারও ২য় স্ত্রী হওয়া। সম্মান, আশ্রয়, সামাজিক অবস্থান, কমিটমেন্ট, স্থায়ীত্ব, নিশ্চয়তা—সব, সব। দ্রুততম সময়ে। কিন্তু ফ্রান্সের মেয়েদের সেই ভাগ্য হয়নি।

---

[৩৮৭] এটা ঢালাও কোনো মন্তব্য না। কেবল একজন মেয়েকে বুঝানোর সুবিধার্থে সব মেয়েকে নিষ্পাপ ধরে, স্বামীগুলোকে দোষী ধরে নেয়া হয়েছে। নইলে তো অনেক বাস্তব উদাহরণ আছে যেখানে ডিভোর্সি স্বামী হিসেবে খুব ভালো হওয়া সত্ত্বেও (শার'ঈ এবং সামাজিক অর্থে) ডিভোর্স হয়েছে। ডিভোর্স নারী বা পুরুষ কারো ব্যর্থতার পরিচায়ক না। 'ডিভোর্সী' বললেই আমাদের সমাজে যে নেগেটিভ ধারণা করা হয়, সেটার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই।

- কী হয়েছিল ফ্রান্সে তারপর?

- অতিরিক্ত এই মেয়েদের যৌন চাহিদা মিটছিল ব্যভিচারে, ফলে বাড়ছিল জারজের সংখ্যা। গরিব ঘরের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছিল না, ধনী ঘরের মেয়েরা পয়সার জোরে বিয়ে করে নিচ্ছিল গরিব ঘরের কম বয়েসী ছেলেদের। ফলে পরের প্রজন্মে আবার শর্ট পড়ে যাচ্ছিল ছেলে, তারাও বয়সে ছোটো ছেলেদের বিয়ে করেছিল।[৩৮৮] ১০০ জনে ১২ জনের ৫০ বছর বয়সেও বিয়ে হয়নি, এভাবে কয়েক প্রজন্ম ধরে ফ্রান্সেই না কেবল, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও একই ঘটনা ঘটছিল।[৩৮৯] আর ২য় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান আগ্রাসনের পর তো ফ্রান্সের সিঙ্গেল মা'দের জার্মান সৈন্যদের পতিতাবৃত্তি করে পেট চালাতে হয়েছিল।[৩৯০]

- তোমার কথা ঠিক আছে তিথি। কিন্তু এটা তো বিশেষ অবস্থা। সবসময়ের জন্য তো আর বহুবিবাহের দরকার নেই।

- আগেই বলেছি, বাংলাদেশে বা ইউরোপ-আমেরিকায় বসে এই বাস্তবতা বোঝা যাবে না।[৩৯১] আফ্রিকা-মধ্যপ্রাচ্যে তো যুদ্ধ চলছে সব সময়ই, বন্ধ তো নেই। যে সময়টাকে আপনি শান্তির সময় মনে করছেন, সেই গত পুরো শতাব্দী ধরেই ওরা যুদ্ধের শিকার। একাধিক বিবাহের দরকার সেখানে সেকেন্ডে সেকেন্ডে, এবং সেখানে এটা প্র্যাকটিসও হচ্ছে, বিশেষত আফ্রিকায়।

- আচ্ছা বুঝলাম।

কেন যেন ইউরোপের যুদ্ধগুলোকেই যুদ্ধ মনে হয়, সাদা চামড়ার সভ্য লোকগুলো মারা গেল, ইস। বাদামী বা কালো চামড়ার মানুষের মৃত্যু খুব একটা আলোড়িত করে না কেন যেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের কালো মানুষদের গণহত্যা বা যুদ্ধগুলোকে মশামাছি মারার মতো মূল্যহীন লাগে। আর মধ্যপ্রাচ্য? 'জঙ্গি-সন্ত্রাসী'দের তো মেরে ফেলতেই হবে। 'শান্তি'র জন্য ওদের মৃত্যু অনুমোদিত। প্রথমে ওদের একটা ট্যাগ লাগিয়ে দাও—টেররিস্ট বা ওর কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে। এরপর সন্ত্রাস নির্মূলের

---

[৩৮৮] Marrying Up: The Role of Sex Ratio in Assortative Matching, *AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: APPLIED ECONOMICS*, VOL. 3, NO. 3, JULY 2011 (pp. 124-57)

[৩৮৯] *How World War I Changed Marriage Patterns in Europe*, Guillaume Vandenbroucke, Senior Economist, Federal Reserve Bank of St. Louis. [https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2015/march/how-world-war-i-changed-marriage-patterns-in-europe]

[৩৯০] For single mothers, sleeping with a German was sometimes the only way to obtain food for their starving children. [https://time.com/5303229/women-after-d-day/]

[৩৯১] বিবাহযোগ্যা বিধবাদের বাস্তবতা ও আধিক্য এখন বাংলাদেশে টের পাচ্ছি না, এটা বুঝানো হয়েছে। একাধিক বিবাহের বাস্তবতা না কিন্তু। একাধিক বিবাহের বাস্তবতা সবখানেই সবসময়ই প্রাসঙ্গিক।

নামে **১২ লক্ষ আফগানের,**[৩৯২] অস্ত্র ধ্বংসের নামে **২৪ লক্ষ ইরাকীর**[৩৯৩] আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আড়াই লাখ[৩৯৪] লিবিয়ানের জীবন নেওয়া তোমার জন্য জায়েয। সারা-দুনিয়ার বিবেক আর টুঁ শব্দটি করবে না, একদম সীলগালা। পশ্চিমা সভ্যতার বোঝা কাঁধে নিতে যে রাজি না, তার রক্ত আর পানির দাম সমান।

- ইসলামি রাষ্ট্রে এই একাধিক বিয়ের স্কোপটা রাখা তো আরও দরকার।

- কেন?

- এখন সেই উত্তরে আসছি। ইসলাম হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির সকল ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে সকল সমস্যার সমাধান।

  যে এর ব্যক্তিজীবনের নির্দেশনামতো চলবে সে ব্যক্তিজীবনে পেরেশান হবে না।

  যে পারিবারিক নির্দেশনামতো চলবে সে পারিবারিক সমস্যায় পড়বে না।

  যে সমাজ এর সামাজিক নীতিগুলো আত্মস্থ করে নেবে, সে সমাজে সমস্যা থাকবে না।

  যে অর্থব্যবস্থায় এর অর্থনৈতিক নীতিগুলো মানা হবে, সেখানে জুলুম-শোষণ থাকবে না।

  যে বিচারব্যবস্থায় ইসলামের আইন প্রয়োগ হবে, সেখানে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আসবে।

  যে রাষ্ট্র ইসলামের রাষ্ট্রীয় নীতিতে গঠন হবে, সে রাষ্ট্রে জাতীয় সমস্যা থাকবে না।

  কেউ অলরেডি সমস্যায় থাকলে, সে সমস্যাও মোচন হবে। আল্লাহর দেওয়া এই সমাধান 'ইসলামি শারীআ' প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। এটা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব', আশাভরা চকচকে চোখে একটানা বলে চলে তিথি। লাবণ্য সম্মোহিতের মতো শুনতে থাকে। আবেগ ছোঁয়াচে। অন্তরের কথা অন্তরে গিয়ে ঠেকে।

মুখস্থ তীরের তূণীর থেকে আরেকটা তীর তুলে নেয় তিথি। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মন্ত্রের মতো বলে চলে,

---

[৩৯২] https://consortiumnews.com/2018/04/03/how-many-people-has-the-u-s-killed-in-its-post-9-11-wars-part-2-afghanistan-and-pakistan/

[৩৯৩] 2006 Lancet study এবং 2007 Opinion Research Business (ORB) survey অনুযায়ী গত ১৫ বছরে।
https://consortiumnews.com/2018/03/22/how-many-millions-of-people-have-been-killed-in-americas-post-9-11-wars-part-one-iraq/

[৩৯৪] https://worldbeyondwar.org/how-many-millions-killed/

- মায়ের কোল থেকে কেড়ে কেবলমাত্র দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রতি বছর ২০ লক্ষ শিশু পাচার[৩৯৫] ঠেকাতে ইসলাম দরকার,
- ইউরোপে লক্ষ লক্ষ পতিতা অনিচ্ছায় ঐ চার দেওয়ালে গুমরে মরছে, তাদের বাঁচাতে ইসলাম দরকার।
- সারা দুনিয়ায় মাদকের থাবায় ৩১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ধুঁকছে,[৩৯৬] তাদের বাঁচানোর জন্য ইসলাম দরকার।
- সারা পৃথিবীতে সাড়ে ৮১ কোটি মানুষ না খেয়ে আছে,[৩৯৭] তাদের পেট পুরে একবেলা খাওয়াতে ইসলাম দরকার।
- ভারতে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৬ লাখ মেয়েশিশু দুনিয়ার আলো না দেখেই চলে যায়,[৩৯৮] এই হাজারও ভ্রূণকে আলো দেখাতে ইসলাম দরকার।
- অস্ত্রব্যবসায়ীদের মুনাফা পৌঁছাতে পৃথিবীর কোণায় কোণায় গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, ৬ কোটি ৯০ লাখ শরনার্থীকে[৩৯৯] নিজ ঘরে ফেরাতে ইসলাম দরকার।
- পৃথিবীতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে ১ জন, বছরে ৮ লাখ মানুষ মানুষ হতাশায় আত্মহত্যা করে,[৪০০] এদের হতাশা থেকে উদ্ধার করতে ইসলাম দরকার।
- তাজা থাকতে ছিলা সহজ বলে চীনে 'কুকুর খাওয়া উৎসবে' ১০-১৫ হাজার কুকুর জীবন্ত ছিলে ফেলা হয়, রোস্ট করা হয় জ্যান্ত[৪০১]...', গলা বুঁজে আসে তিথির। লম্বা কথা শেষে বড়ো করে কয়েকটা শ্বাস নেয়।

- 'ইয়া আল্লাহ, তিথি বলো কী?', এসব শুনে লাবণ্যের অভ্যাস নেই। সম্মোহন ভেঙে নিজেকে ছলছল চোখে আবিষ্কার করে বেচারী। এ তীরটা আগেও কাজে লেগেছে।

---

[৩৯৫] Child Sex Trafficking In Latin America, United Nations Human Rights Council http://www.edumun.com/workshops/committees/unhrc.pdf

[৩৯৬] United Nations Office on Drugs and Crime এর ২০১৫ সালের হিসাব, WORLD DRUG REPORT 2017-তে পাবেন https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_1_EXSUM.pdf

[৩৯৭] Bukar Tijani, FAO Assistant Director-General and Regional Representative for Africa- এর বরাতে https://reliefweb.int/report/world/2017-africa-regional-overview-food-security-and-nutrition-food-security-and-nutrition

[৩৯৮] গত দশ বছরে ৬০ লাখ মেয়ে ভ্রূণ গর্ভপাত করা হয়েছে শুধু ইন্ডিয়ায়। https://www.theguardian.com/world/2011/may/24/india-families-aborting-girl-babies

[৩৯৯] UN High Commissioner For Refugees এর সাইটে https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

[৪০০] https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/

[৪০১] https://www.youtube.com/watch?v=kEpiuASwxPM https://www.youtube.com/watch?v=eMN9uLeq0ZY

অব্যর্থ গাইডেড মিসাইল।

- হ্যাঁ ভাবি। এটাই সত্য। ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই ইসলামকে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেওয়া। সকল জুলুম-অত্যাচার আর প্রতারণা থেকে মানবতার মুক্তির জন্য, আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই সমাধানকে। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্র সব সময় কুফফারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকবে। ইসলামি রাষ্ট্রের খলীফার জন্য ওয়াজিব বছরে একবার নতুন ভূখণ্ড আক্রমণ করা।[৪০২] নতুন এলাকায় ইসলামের সমাধান পৌঁছে দেওয়া। সমাধান আওতায় আরও মানুষকে নিয়ে আসার জন্য ইসলামে জিহাদের বিধান।

- ওওও, এই তা হলে জিহাদ? একে নিয়েই এত কথা?

- জি ভাবি। একে নিয়েই এত জল্পনা-কল্পনা, এত ভয়। সমাধানকে কে ভয় পায় বলেন তো? যে সমস্যা চায়, সমস্যা জিইয়ে রেখে ফায়দা লুটতে চায়। এজন্য প্রত্যেক জালেম, প্রত্যেক লোভী, প্রত্যেক অপরাধী ভয় পায় একে, তাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। তাই তারা একে বলে সন্ত্রাস। আফসোস, অনেক মুসলিমও কাফিরদের সুরে একে 'সন্ত্রাস' মনে করে।

যাই হোক, যা বলছিলাম। সুতরাং ইসলামের সীমান্তে যুদ্ধ চলতেই থাকবে। মুজাহিদীন শহীদ হতেই থাকবেন। এজন্যই বললাম ইসলামি রাষ্ট্রে একাধিক বিয়ের প্রয়োজন থাকবে সেকেন্ডে সেকেন্ডে। আপনার স্বামী যেহেতু আর্মিতে, আপনি আরও ভালো বুঝবেন, ভাবি।

মাগরিবের আযান হচ্ছে। লাবণ্য আগে একেবারেই নামাজ পড়ত না। ইদানীং মাঝে মাঝে নামাজ পড়ে, বেশিরভাগই পড়ে, তবে শরীরকে অনেক টানতে হয়। আজকে

[৪০২] কোন মুসলিম ভূখণ্ড এক বিঘত পরিমাণও কাফিরদের অধীনে চলে গেলে ঐ অঞ্চলের মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজে আইন, বাকি মুসলিমদের জন্য ফরজে কিফায়া। তারা শত্রুর বিরুদ্ধে অপারগ হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য ফরজে আইন, বাকিদের . জন্য কিফায়া। এভাবে ক্রমান্বয়ে। এটা গেল রক্ষণাত্মক জিহাদ। কোন আলিম বলে দিক বা না দিক, কেউ যাক বা না যাক, প্রত্যেকের উপর এই হুকুম। (মাআরেফুল কুরআন, সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)
আর নতুন এলাকা বিজয়ের জন্য আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরজে কিফায়া। সাহাবী-তাবেঈ-তাবেতাবেঈদের যুগে ফরজে কিফায়া ছিল। বছরে একবার বা দু'বার খলিফা যদি কাফেরদের রাষ্ট্রে মুজাহিদ বাহিনী পাঠান, তাহলে উম্মতের পক্ষ থেকে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। যদি একবারও না পাঠান তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। (তাফসীরে সূরা তাওবা, শাইখ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ., ১৬ তম মজলিস)
ইমাম কুদূরী রহ. বলেন, জিহাদ হল ফরজে কিফায়া (আক্রমণাত্মক জিহাদ)। একদল লোক পালন করলে অবশিষ্টদের থেকে ফরজ রহিত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ তা পালন না করলে সকল মানুষ তা তরক করার কারণে গুনাহগার হবে, কেননা সকলের উপরেই তা ওয়াজিব। যেহেতু আয়াত ও হাদিস নিঃশর্ত ও সাধারণ, সেহেতু কাফিররা সূচনা না করলেও (প্রয়োজন হওয়া মাত্র) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরজ। অপ্রাপ্তবয়স্ক, দাস, স্ত্রীলোক, অন্ধ, প্রতিবন্ধী, কর্তিত অঙ্গ ব্যক্তির উপর ফরজ নয়। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি কোন শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সকলের উপর প্রতিরোধ ওয়াজিব হয়ে যাবে (রক্ষণাত্মক জিহাদ)। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং দাস মনিবের অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে পড়বে। কেননা তা ফরজে আইন হয়ে পড়েছে আর ফরজে আইনের মোকাবিলায় দাসত্ব ও বিবাহ বন্ধন বিবেচিত হবে না। যেমন সালাত ও সিয়ামের ক্ষেত্রে। (আল-হিদায়া ই.ফা., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩০)

নামাজের জন্য অন্যরকম একটা তাড়না অনুভব করছে ও। বুকের কাছে কী যেন আটকে আছে, যেন নামাজ না পড়তে পারলে ওটা ছুটবে না।

কাপিকেক রিংটোন। ইমরান ভাইয়ের ফোন এসেছে, নামাজের পর বাসায় ফেরার তাড়া, রেডি হতে হবে। পুরোটা নামাজ জুড়ে খুব কান্না পেল লাবণ্যের, আরও কাঁদতে হবে মনে হচ্ছে। কেঁদে বুকের কাছে আটকে থাকা ওটা ছুটাতে হবে। আর শেষ আরেকটা প্রশ্ন। গেরো লেগে আছে।

- আচ্ছা তিথি, শুধু কি বিধবাদের জন্যই আল্লাহ এই বিধানটা রেখেছেন? বিধবারা নারী-সমাজের কতটুকুই বা অংশ বলো?

- না ভাবি, আমি আগেই বলেছি, এটা নারীর পক্ষের বিধান। **সব নারীর কল্যাণের জন্যই এই হুকুম। আজ আমরা কেবল বিধবাদের কথা আলোচনা করলাম।** আরেকটা কথা, বর্তমান বিশ্বে বিধবা ২৫ কোটি। আড়াই কোটি বিধবা আপনার আমার বয়সের।[৪০৩] বাকি মধ্যবয়েসী সন্তানসহ বিধবা তো আরও বেশি। একেবারে কম না কিন্তু ভাবি।

  সামনের সোমবার আপনার 'বাসবুসা' খেতে আসছি। বাকি আলাপ তখন হবে খন। এই নেন আমাদের সমীকরণের কাগজটা। রাখেন কাছে। আজকের আলোচনাটা একবার ঝালিয়ে নিয়েন।

রাত বাড়ে। শীতের রাত। লাবণ্যের চোখে চিকচিক করে একচ্ছত্র মালিকানা বিসর্জনের কষ্টরা। ইমরানের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে লাবণ্য বলে : 'তোমার যত বয়েসই হোক, আমি মারা গেলে একটা বিধবা মেয়েকে বিয়ে কোরো। কথা দাও, করবে'।

ডিভোর্সী ও বিবাহিতা

কবি সাহিত্যিকরা নদীর দিকে চেয়ে জীবনের ছন্দ খুঁজে ফিরেছেন। এক পাড় ভেঙে গিলে নেয়, আরেক পাড়ে জেগে ওঠে চর। কখনও ভরা, কখনও মরা। পালাক্রমে জোয়ার-ভাটা। দেখবেন এক একটা স্রোত বাড়ি দিয়ে দিয়ে একটু একটু করে ভাঙে। মানুষও ছোটো ছোটো ঘটনায় একটু একটু করে কষ্ট পায়, ভাঙে, পোড়ে। ওপারে আনন্দের কিছু হচ্ছে, কিন্তু সে টের পাচ্ছে না। ভেবে নেয়, এই 'একটা পাড়'ই তার

[৪০৩] দেখুন পরিশিষ্ট ১৭।
https://www.reuters.com/article/us-global-widows-factbox/factbox-global-number-of-widows-rises-as-war-and-disease-take-toll-idUSKBN19E04P

জীবন। কিন্তু আমি তো পাড় না, আমি তো নদী। আমার গন্তব্য তো সাগর। পাড়ে কী হচ্ছে না হচ্ছে তাতে আমার কী। এ পাড় ছেড়েই তো আমাকে অনন্ত সমুখপানে এগোতে হবে। এই পাড়গুলো আমার এই পথচলার একেকটা অতি ক্ষুদ্র ফেলনা অংশ, এগুলো 'আমি' নই, আমি নদী। এই ভাঙা-গড়া দুটোই আমার প্রাপ্তি। আমার কোনো লোকসান নেই, হারানোর কিছু নেই।

৭০০ কোটি মানুষের মাঝে আপনার জীবনটা দেখেন, আপনার এই কষ্টের কী দাম। সৃষ্টির শুরু থেকে মহাকালের বিশাল পরিসরে আপনার এই কষ্টের কী মূল্য, কী ব্যাপ্তি, কী ওজন। ওঠেন, দাঁড়ান। নিজের জীবনকে একটু উপর থেকে দেখেন, আরেকটু উপর থেকে, আরেকটু, হ্যাঁ ব্যস। এবার দেখেন। আপনি যে কষ্টে আছেন, এটা একপাশ। আরেকপাশে ভাল কিছু হচ্ছে। সেটা হতে পারে ইহজীবনে, হতে পারে পরজীবনে। দেখেন, এই নদীটা আপনি। একপাশে ভাঙছে, আরেকপাশে কত সুন্দর চর জাগছে, গড়ছে।

আজিব এক জীবনদর্শন দিয়ে গেছে ১৪০০ বছর আগের এক মহাপুরুষ— "মু'মিনের ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হই। তার শুধুই কল্যাণ আর কল্যাণ। আর এটা কেবল তার সাথেই হয়, যে বিশ্বাস করে। সে যখন প্রাচুর্যের মাঝে থাকে আর মন ভরে থাকে কৃতজ্ঞতায়, তখনও কল্যাণ। আবার যখন সে বিপদে আপদে ধৈর্যে অটল থাকে, তখনও তার কল্যাণ।"

- মা শা আল্লাহ। লাবণ্য ভাবি, আপনার 'বাসবুসা' তো জাদুঘরে রাখার মতো জিনিস গো?

- 'কী যে বলো। আজ তো তাও চিনি কম হয়েছে', লজ্জা পেল বেচারি।

- সে-ই ভালো, আমি আর 'আমার উনি', দুজনে কম চিনিই পছন্দ করি। আমি সিওর, 'আমার সাহেব' বাসায় গিয়ে আমাকে এটা বানাতে বলবেই। শিখিয়ে দিয়েন তো ভাবি।

- কোনো চিন্তা নেই, সব শিখিয়ে দেব। তুমি কিন্তু তিথি কথা বাকি রেখেছিলে গতদিন। শুধু বিধবাদের অ্যাঙ্গেল থেকে একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা বলেছিল। পুরোটা না শুনলে খচখচ করছে।

- আচ্ছা, মনে আছে তো সেদিনের আলোচনাটা? শুধু বিধবাদের কাহিনী শুনিয়েছিলাম, না?

- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। আর চিরকুটটা দেখলে তো তোমার চেহারার এক্সপ্রেশান অব্দি মনে পড়ে যায়। হা হা', খুব একচোট হাহাহিহি হলো।

- হয়েছে, হয়েছে। দ্বিতীয় যে বিষয়টা বলব সেটা হলো : 'নারী নির্যাতন' তো একটা মহামারী জাতীয় সমস্যা, আপনি তো এ ব্যাপারে আমার চেয়ে এক্সপার্ট। এর পিছনে অনেকগুলো কারণ। যৌতুক একটা কারণ ছিল।

- ছিল আবার কী বলছ। এখনও আছে, শুধু নামটা নেই। মেয়ের বাবা এখন নিজেই সেধে যৌতুক দেয়, ছেলের চাইতে হয় না।

- 'সে কী? কেন?', যারা দ্বীনপ্রাণা, আল্লাহ তাদের অহেতুক ও কষ্টকর লেটেস্ট তথ্য থেকেও হেফাজত করেন।

- কেননা, কিছু না দিলে মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে কথা শুনতে হয়। বিয়ের আগে দাবি করলে না হয় বিয়ে ভেঙে দিলাম। পরে দাবি করলে, খোঁটা দিতে থাকলে সেটা প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা? সেজন্য না চাইতেই যৌতুক দিয়ে দেয় মেয়ের বাপেরা আজকাল।

- ওহ হো, নতুন জিনিস জানলাম তো। মুসলিম-সমাজ আর ইসলামে কত তফাত, ভাবি!

- কী যেন বলছিলে?

- তো নারী নির্যাতন দমনে যে সমাধানগুলো আসছে সবই অর্থনৈতিক সমাধান। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করতে হবে, শিক্ষিত হয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে। যাতে অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাই তো?

- স্বামী-নির্ভর স্ত্রী মুখ বুজে সইতে বাধ্য, ভয় পায় প্রতিবাদ করতে, স্বামী বের করে দিলে দাঁড়াবে কোথায় গিয়ে? আর সচেতন, শিক্ষিত, রোজগেরে নারী মুখ বুজে নির্যাতন সইবে না।

- 'সচেতন নারী ডিভোর্স দিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবে, এটাই তো টার্গেট?', ফাঁদ টের পাচ্ছে লাবণ্য।

- (আমতা আমতা করে) না ঠিক তা না। রোজগেরে বউয়ের উপর স্বামী নির্যাতনই করবে না। শিক্ষিত নারী প্রতিবাদ করবে, মামলার ভয় দেখাবে।

- কিন্তু ভাবি, পরিসংখ্যান তো বলছে ভিন্ন কথা। আপনার হিসেব মতে **নারী স্বাবলম্বী হলে নির্যাতন কমার কথা। কিন্তু ডিভোর্স বাড়ছে, ডিভোর্স বাড়া প্রমাণ করে যে নির্যাতন কমেনি। স্বাবলম্বী নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে শিখেছে, কিন্তু নির্যাতন**

কমেনি। ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে ৫০-৬০ টা ডিভোর্সের আবেদন জমা পড়ছে। গত ৭ বছরে তালাকের আবেদন ৫২ লাখ, বেড়েছে ৩৪%। তালাকের ৮০% আবেদন করছে নারীরা যাদের বয়স ২৫-৩৫।[৪০৪] আচ্ছা, ডিভোর্স কেন বাড়ছে—এটা আরেক আলাপ। বাড়ছে বাড়ুক, বাড়তেই পারে। মেনে নিলাম ডিভোর্সই নারীনির্যাতনের সমাধান। কিন্তু তারপর?

- তারপর কি আবার?

- 'তারপর এই স্বামী-পাওয়া মেয়েটার মৌলিক আদিম মানবিয় চাহিদা পূরণের কি পথ? লিভ টুগেদার নাকি আবার বিয়ে? নাকি বাকি জীবন এই যুবতী মেয়েটার আর কোনো ইচ্ছাই জাগবে না? কী ব্যবস্থা তার জন্য? সলুশন অর্ধেকটা কেন?

ধরে নিচ্ছি ডিভোর্সে মেয়েদের কোনো দোষ থাকে না, সব স্বামীই পাষণ্ড। পাষণ্ড স্বামীর নির্যাতনে শিক্ষিত রোজগেরে নির্দোষ মেয়েটা ডিভোর্স নিতে বাধ্য হলো। মেয়ের তো দোষ নেই। যে মেয়ে স্বামীসঙ্গসুখ চেনে, তার তো প্রয়োজন হবেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতো স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন। কী করবে সে? নাকি রোজগার দিয়ে যৌনতার প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলা হবে?'

- অবশ্যই আবার বিয়ে করবে। জীবন তো পড়েই আছে।

- হ্যাঁ, তো এই ৫২ লাখ নিষ্পাপ মেয়ে আবার বিয়ে করে সমাজে সম্মান নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইলে তার জন্য অপশন কী কী?

- আনকোরা কুমার তো আর পাবে না। আরেক ডিভোর্সী বা বিপত্নীককে খুঁজে নিতে হবে।

- 'মানে ঐ ৫২ লাখ ডিভোর্সী ছেলের মাঝেই কাউকে বেছে নিতে হবে। যার নির্যাতনের হিস্ট্রি থাকার সম্ভাবনা আছে। মানে আরেক ডিভোর্সী নির্যাতনকারীর হাতে পড়বে? স্বামীত্বের পরীক্ষায় আনসাকসেসফুল', আবার তিথি ঘুরিয়ে আগের জায়গাতেই আনল।

- এক বিপদ থেকে বেরিয়ে আবার বিপদের মুখে?

- **একাধিক বিবাহের প্রচলন যদি আজ সমাজে থাকত, নারীর জীবনটাই আরও সহজ হত,** ভাবি। ৫২ লাখ নির্দোষ মেয়ে স্বামী হিসেবে সাকসেসফুল ৫২ লাখ পুরুষ পেতে পারত, আই মিন, কারও দ্বিতীয় স্ত্রী। অলরেডি যারা স্বামী হিসেবে সফলতার পরিচয় দিয়েছে। ঠিক কি না বলেন?

---

[৪০৪] পরিশিষ্ট ১৮ দেখুন

- বিধবার সাথে সাথে ডিভোর্সী মেয়েদের জন্যও এটা সর্বোচ্চ কল্যাণকর বিধান? আরে এটা তো মেয়েদেরই অপশান বাড়াচ্ছে। মেয়েদের সুযোগই বেড়ে যেত। এভাবে তো কখনোই ভাবিনি।

- 'শুধু তাই না। বরং আমাদের জন্যও, মানে যারা বিবাহিতা, তাদের জন্যও এটা সর্বোচ্চ কল্যাণের হুকুম। একটা জিনিস খেয়াল করেন। এই যে ডিভোর্সগুলো হচ্ছে। পুরুষ কিন্তু প্রেসারে নেই। পুরুষ জানে সে আবার আনকোরা একটা মেয়ে চাইলেই বিয়ে করতে পারে, লেভেল-স্ট্যাটাস একটু নামিয়ে নিলেই অনেক কুমারী মেয়ে পাবে। কিন্তু মেয়েরা পরবর্তী বিয়েতে একটু প্রেসারে থাকেই। ডিভোর্সে পুরুষের দিকেই লাভের পাল্লা। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষিত-স্বাবলম্বী করে ডিভোর্স রেট বাড়িয়ে আল্টিমেটলি লাভ হচ্ছে পুরুষের', তিথির এসব কথাবার্তায় লাবণ্যের বিস্ময়ের ঘোর আর কাটে না, এই মেয়ে বলে কী এগুলা।

- তা হলে?

- বরং যদি পরিবারেই স্বামীকে একটু ইনডাইরেক্ট প্রেসারে রাখা যেত। যে, আমি দুর্ব্যবহার করলে আমার স্ত্রীর জন্য আরও অনেক রাস্তা খোলা, অনেক পুরুষ তাকে ২য় বিয়ে করার জন্য রেডিই আছে, তার অপশন অনেক। সুতরাং স্বামীরাও প্রেসারে থাকত, স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করত, সতর্ক হত আরও', আসলে ভাবতে চাইলেই ভাবা যেত। তিথির কথা শুনে লাবণ্য ভাবছে, এগুলো সব তো সামনেই হয়, এগুলো তো জানা জিনিস। তিথি ভেবেছে, আর আমি ভাবিনি, না ভেবে কেবল লিখেই গেছি।

'আরেকটা জিনিস, ভাবি। এখন তো শিক্ষিত সচেতন নারীরা অত্যাচারী স্বামীর কারাগার থেকে বেরিয়ে আসছে, আসতে পারছে। গ্রামের অশিক্ষিত নির্ভরশীল মেয়েরা কিন্তু মুখ বুঁজে এক স্বামীর ঘরই করে যাচ্ছে। একাধিক বিবাহের ব্যাপক প্রচলন থাকলে, 'জালেম স্বামীর সংসারই মুখ বুজে করে যেতে হবে'— এই মাইন্ডসেট থেকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব নারীই মুক্তি পেত। মুক্তি পেত পুরো নারীসমাজই। যৌতুকলোভী নেশাগ্রস্ত স্বামী থেকে নির্ভয়ে ডিভোর্স নিতে পারত সবাই, যদি কনফার্ম থাকত আমি সম্মানের সাথে কারও ২য় স্ত্রী হতেই পারি। আমাকে বিয়ে করার জন্য লোকের অভাব নেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কায় আশঙ্কায় জালেমের ঘরেই জীবন পার করতে হত না', তিথির কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের গভীরতা।

- 'ইস তিথি, এই একাধিক বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কী পরিমাণ বিদ্বেষই না ছড়ানো হয়। জানো তুমি, আমি নিজেই একসময় লিখতাম। অথচ একটা বারও ভেবে দেখলাম না, আল্লাহ যে বিধানটা দিলেন, কেন দিলেন, বেনিফিটটা কী। সব নারীর জন্যই

কত নিরাপত্তার একটা ব্যাপার', যে বুঝবে সে বিস্মিত হবে। সে যুগেও মুশরিক কবিরা বিহ্বল হয়েছে, এ যুগেও বিজ্ঞানীরা হতভম্ব হচ্ছে। এর নাম মু'জিযা, 'যা হয়রান করে দেয়'।

- হ্যাঁ, ভাবি। একাধিক বিয়ের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের জীবনকে কঠিন করেছি, আটকে ফেলেছি। তাই ইসলামের এই সীমিত পর্যায়ের একাধিক বিয়ের বিধান, একটি 'নারীবাদী' বিধান, নারীর স্বার্থে, নারীর পক্ষে। একাধিক বিবাহ আপাতদৃষ্টে পুরুষের লাভ মনে হলেও, এটা নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নের বিধান, যা সোজা রাখে পুরুষকে। আর পুরুষের জন্য কিছুটা বিপদই। সেটায় পরে আসছি।

লাবণ্যের ফোন এসেছে। উঠে চলে গেছে ফোন নিয়ে।

You are my honey-bunch, sugar-plum, Pumpy-umpy-umpkin
You are my sweetie pie
You are my cuppy-cake, gum-drops, Snoogums boogums you are
The apple of my eye...

তিথি জানে এটা শেষ না হওয়া অব্দি লাবণ্য ফোন ওঠাবে না।

কী দিয়া সাজাইমু তরে

লাবণ্যদের বিল্ডিং-এর ছাদটা অনেক সুন্দর। আশপাশে এখনও উঁচু ভবন তেমন একটা হয়নি। ঢাকার আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চোখ চলে যায়। এত বড়ো শহর, কত মানুষ। দম আঁটা রুটিনে দম আটকানো জীবন। সুখের অভিনয়। পুরো একটা জীবন সুখ চেনাই হয় না কারও কারও। এখানে সুখকে টাকা নামে চেনে সবাই। খাটুনির তুলনায় নামেমাত্র ক'টা টাকা মাস শেষে এনে দেয় একটু কৃত্রিম সুখের অনুভূতি। ব্যস এটুকুকেই 'সুখ' ভেবে কেটে যায় এক জীবন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার কথা মনে পড়ে যায় তিথির:

> দুনিয়াতেই একটা জান্নাত আছে, দুনিয়াতে যে সেই জান্নাতের স্বাদ পায়, সে আখিরাতেও জান্নাত পায়। আর দুনিয়াতে যে সে জান্নাতের স্বাদ পায় না, সে আখিরাতের জান্নাতের স্বাদও পায় না।

প্রচুর গাছগাছালি, ওদের বাড়িওয়ালার বড্ড গাছের শখ। নিজের গাছগুলোর সাথে

তিথির পরিচয় করিয়ে দেয় লাবণ্য। ওরগুলো সব ফুলের, যেগুলো ঢাকায় চিন্তাও করা যায় না, রুচি আছে বটে মেয়ের। একটা বেলীর ঝাড়, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, শিউলি, কামিনী। কে জানে কোত্থেকে যোগাড় করেছে। একটা শেডের মতো করে বসার ব্যবস্থা আছে। বেতের সোফা কতগুলো, একটা দোলনাও ঝুলছে।

- তৃতীয়ত, ডা. জাকির নায়েক স্যার একটা সামাজিক ফলাফল বলেছেন।

- 'আমার কাছে জাকির নায়েকের লজিকটা খুব লেম লেগেছে, তিথি', দোলনায় গিয়ে বসে লাবণ্য।

- 'লেম লাগার কী আছে। উনি কঠিন বাস্তব একটা বিষয় তুলে ধরেছেন, যে পরিস্থিতি মানবসভ্যতায় আগেও একাধিকবার এসেছে। কাল্পনিক কিছু না। ডা. জাকির নায়েকের পয়েন্ট হচ্ছে, খেয়াল কইরেন', ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সাদামাটা একটা ডায়েরি বের করে তিথি। ইচ্ছে করেই এনেছে সাথে। বাকি আলাপ শেষ করার জন্যই তো আসা। দ্রুত ঢেউ উলটে চলে এক ডায়েরি মহাসাগরে।

প্রথমত দেখো ভাবি,

- পুরুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নারীদের চেয়ে কম।[৪০৫]
- জন্মের পর একটি পুরুষ শিশুর সারভাইভ করার সম্ভাব্যতা একটি মেয়েশিশুর চেয়ে কম।[৪০৬]
- এবং পুরুষের আয়ুষ্কালও গড়ে নারীদের চেয়ে কম।[৪০৭]

এজন্য আল্লাহর নিয়মেই ইউনিভার্সাল জন্ম অনুপাত হলো, ১০০ টা মেয়ে বাচ্চা জন্মালে ১০৫ টা ছেলে বাচ্চা জন্মাবে।[৪০৮] জন্মাবে বেশি এবং মরেটরে আল্টিমেটলি

---

[৪০৫] কারণগুলো হল: - রিসার্চ পেপারের লিংকসহ এখানে পাবেন [https://ourworldindata.org/gender-ratio#sex-ratio-in-childhood]
- ছেলেশিশুর জন্মকালীন জটিলতা বেশি হয় (birth complication)
- বেশি ওজনের দরুণ আগে আগেই জন্মের সম্ভাবনা বেশি (preterm).
- শারীরিকভাবেও একটু কম পরিণত (prematured)। কেবল ফুসফুসের গঠনেই মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা ১ সপ্তাহ কম ম্যাচিউরড। আরও আছে।
- টেস্টোস্টেরন স্টেরয়েড হরমোনের কারণে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কম শক্তিশালী
X ক্রোমোসোমে রোগ প্রতিরোধের জিনগুলো থাকে। মেয়েদের এই X থাকে ২ টা, ছেলেদের থাকে ১টা, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

[৪০৬] Why is infant mortality higher in boys than in girls? A new hypothesis based on preconception environment and evidence from a large sample of twins. Pongou R., Department of Economics, University of Ottawa. Demography. 2013 Apr;50(2):421-44

[৪০৭] https://www.who.int/gho/women_and_health/mortality/situation_trends_life_expectancy/en/

[৪০৮] natural sex ratio at birth [http://www.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/chi/sex-ratio/en/]

'নারী-ইস্টু-পুরুষ' সমান থাকবে, এখন সারা দুনিয়ায় নারী আছে ৪৯.৬%।[৪০৯] মানে প্রায় ফিফটি ফিফটি আছে এখন।

- 'দারুণ তো', ভালো লেগেছে ব্যাপারটা লাবণ্যের।

- 'দ্বিতীয়ত, চীন আর ভারত অবশ্য কিছু 'উপকার' করছে—কন্যা ভ্রূণহত্যা করে মেয়েদের সংখ্যা কমিয়ে রাখছে। দেখা যাচ্ছে হিসেবে যত মেয়েশিশু প্রাকৃতিকভাবেই আসা কথা ছিল, জন্মহার আর সারভাইভাল চান্স মিলিয়ে। তার চেয়ে শুধু দূরপ্রাচ্য আর দক্ষিণ এশিয়াতেই কেবল গত ৫ বছরে ২ কোটি ৩১ লক্ষ নারী মিসিং। চীনে ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ ১১৮, ভারতে ১১৫ এর মতো। মানে পুরুষ অনেক বেড়ে গেছে, নারী কমে গেছে। কীভাবে এত কমে গেল? চীনে এক সন্তান নীতির কারণে এবং ভারতে নারীনিগ্রহের কারণে এই ভ্রূণগুলো হত্যা করা হয়েছে।[৪১০] এরকম আফ্রিকাতেও আছে', ডায়েরিতে রেফারেন্সগুলো মেলে দেখায় লাবণ্যকে।

- 'এত কন্যাশিশু মেরেও ফিফটি-ফিফটি? যদি কেবল কন্যাভ্রূণহত্যা বন্ধ করা যেত, তা হলে নারীর অনুপাত তো অর্ধেক ক্রস করে যেত', লাবণ্য লাইনে আছে দেখে খুশি হলো তিথি।

- ঠিক বলেছেন, ভাবি।

তৃতীয়ত, ওদিকে আবার নেশা, এলকোহল, যুদ্ধ—এসব কারণে পুরুষের আনন্যাচারাল ডেথ, মানে অপমৃত্যুর হার বেশি। এই দেখেন ভাবি, এই যে এখানে।

দুটো বিশ্বযুদ্ধে কেবল 'পুরুষ সৈন্য'ই মরেছে ২ কোটি ২০ লাখের মতো।

- কেবল সৈন্যই ২ কোটি? সিভিলিয়ান তো আরও মরেছে বেশি।
- জি ভাবি, যার ফলে পুরুষ কখনও কখনও অনেক বেশি কমে যায়।

এই দেখেন, ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়াতে প্রতি ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ ছিল ৮১.৯ জন, ২০১৫ সালে এসে ৮৬.৮ জন। এখন রাশিয়ার জন্য সমাধান কি দেবেন? প্রতি ৮৭ জন স্বামী পাবে, ১৩ জন রুশ নারী সিঙ্গেল থাকবে আজীবন।

এমনি করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে যত দেশ ছিল সবারই এই অনুপাত ৮৫-৯৫ এর কোঠায়,[৪১১] এখনও প্রায় ৬০-৭০ বছর পরে এসেও।

[৪০৯] https://ourworldindata.org/gender-ratio

[৪১০] https://www.downtoearth.org.in/news/health/selective-abortions-killed-22-5-mil-lion-female-foetuses-in-china-india-64043

[৪১১] https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/19/see-where-wom-en-outnumber-men-around-the-world-and-why/

আর আগে উপনিবেশের নামে আর এখন শান্তির নামে মধ্যপ্রাচ্যে-আফ্রিকায় হত্যা তো চলছেই পাইকারী।

- 'তার মানে পুরুষ জন্মাচ্ছে বেশি। মারা যাচ্ছে আরও অনেক বেশি। মরে গিয়ে নারী বেড়ে যাচ্ছিল। সেটাকে আবার কমিয়ে দিয়েছে ভারত আর চীন মিলে। ফলে ওভারঅল বিশ্বে সমান আছে। কিন্তু দেশে দেশে আবার গ্যাপ হয়ে গেছে', ঠিক বুঝেছে কি না সত্যায়ন করে নিল লাবণ্য।

- জি ভাবি। সুতরাং পুরুষ যুদ্ধবিগ্রহ করবেই, পুরুষের মস্তিষ্কের গঠনেই মারমুখী আক্রমণাত্মক বৈশিষ্ট্য দেওয়া। এখন এর ফলে সমাজে যে সংকটটা তৈরি হবে, সেটার সমাধানও ইসলামে দেওয়া থাকতে হবে। জন্মহার কম থাকা এবং নারীভ্রূণ হত্যা সত্ত্বেও মেয়েরা ৫০ : ৫০। তা হলে যুদ্ধ বাধলেই পুরুষ কমবে, সংকট তো অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু ইসলাম দাবি করছে সে কিয়ামাত পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে। সুতরাং যে-কোনো পরিস্থিতির সমাধান ইসলামে থাকা চাই, তাই না?', লাবণ্য বসতে ইশারা করেছে আগেই, দোলনার খুঁটি ছেড়ে দিয়ে পাশে গিয়ে বসল তিথি।

- ঠিক আছে তিথি তোমার কথা, মানে ডা. জাকির নায়েকের কথা। তবে এটা তো আসলে একটা ডেমোগ্রাফিক সংকট, বাস্তবে কি এমন সংকট হয়। মেয়েরা তো সবাই একসাথে বড়ো হয় না, পুরুষ সবাই একসাথে স্যাচুরেটেড হয় না। আমার মনে হয় এটা একটা কল্পিত সমস্যা।

- হয় ভাবি, কেননা যুদ্ধে তরুণ-যুবা মানে বিবাহযোগ্যরাই মরে একসাথে, মানে এক প্রজন্ম একসাথে মরে। দাঁড়ান, বের করছি। এই দেখেন।

১৯১৭ সালে বোর্নমাউথ হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সের মেয়েদের বলেছিল তাদের টিচার, 'তোমাদের ১০ জনে একজন বিয়ে করতে পারবে। আর ৯ জনাকে যারা বিয়ে করত, তারা এখন মৃত। সুতরাং নিজেদের পেট তোমাদের নিজেদেরই চালাতে হবে'।[৪১২] ১৯২১ সালের আদমশুমারি মতে ব্রিটেনে ১৭ লাখ ২০ হাজার নারী বেশি ছিল, বিশ্বযুদ্ধের পর।

১৯২১ সালে এই নারীদের যারা ২৫-২৯ বছর বয়েসী ছিল তাদের অর্ধেক দশ বছর পর অবিবাহিতই ছিল।[৪১৩]

[৪১২] Singled Out by Virginia Nicholson, published by Penguin, 2007 [http://www.virginianicholson.co.uk/singled-out]

[৪১৩] http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/unconventionalsoldiers/%E2%80%98surplus-women%E2%80%99-a-legacy-of-world-war-one/

- তার মানে এটা জাস্ট কাল্পনিক ডেমোগ্রাফিক কোনো সমস্যার সমাধান তা নয়, প্রত্যেক যুদ্ধের পর এটা অবিবাহিত মেয়েদের জন্য একটা বাস্তবতা, তাদের নিয়তি। সুতরাং মিসেস লাবণ্য...', তিথির বাক্য শেষ হয় না। কেড়ে নেয় লাবণ্য।

- 'সুতরাং মিসেস লাবণ্য, **পুরুষের একাধিক বিয়ের স্কোপ রাখাটা বিধবা নারীর পক্ষে, ডিভোর্সী নারীর পক্ষে, বিবাহিত নারীর পক্ষে এবং অবিবাহিত নারীর পক্ষে সর্বোচ্চ 'নারীবাদী' বিধান'**, হেসে গড়িয়ে পড়ে কাঁচের বোতলেরা। 'একটা আলোচনার পর তোমার এই উপসংহার দেওয়ার স্টাইলটা আমি নিয়ে নিলাম, তিথি'।

- নেন, তবে ভাবি। যেহেতু আপনি নারীবাদ নিয়ে লেখালেখি করেন। নারীর সব কিছুর জন্য আন্দোলন হচ্ছে, সুস্থ স্বাভাবিক সম্মানের যৌন সম্পর্কটার জন্য তাদের কি চিন্তা? তাদের তো উচিত একাধিক বিয়ে প্রচলনের জন্য আন্দোলন করা। তাই না বলো?

- তাই তো দেখছি। অবশ্য বহুবিবাহের চল হলে পুরুষরা খুশিই হবে।

- না ভাবি, আন্দোলন করে বহুবিবাহে বাধ্য করলে ওরা পড়ে যাবে আরেক বিপদে। বলছি দাঁড়ান।

আজীব চীজ হ্যায় ইয়ে পশ্চিমা সভ্যতা। কেবলই যেটা বলল, বাণিজ্যিক স্বার্থে ঠিক পর মুহূর্তেই বলবে উলটোটা। একবার বলছে, বিবর্তনের মাধ্যমে ন্যাচারাল সিলেকশানের মাধ্যমে আমরা এসেছি। মানে 'প্রকৃতি' নামক কেউ টিকিয়ে রাখার জন্য ১০টা প্রাণির মাঝে সবচেয়ে 'ফিটেস্ট'-টাকে বেছে নিয়েছে। যে টিকে থাকার মতো সামান্য যোগ্যতা অর্জন করেছে, সে টিকে গেছে, বাকি তুলনামূলক 'আনফিট'-রা ঝরে গেছে। এভাবে কোটি বছরে লক্ষ প্রজন্মে প্রজন্মে একটু একটু করে বৈশিষ্ট্য যোগ হয়ে হয়ে কেউ মানুষ হয়েছে, কেউ ছাগল হয়েছে, কেউ আবার পানিতে টিকে থাকার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তিমিমাছ হয়েছে। ধর্মকে অস্বীকার করার জন্য এই কথা বলা হলো পশ্চিমা পুঁজিবাদী সভ্যতা থেকে, যেহেতু ধর্মগুলোই মূল্যবোধ তৈরি করে, আর ব্যবসার প্রয়োজনে মূল্যবোধগুলো ভাঙা দরকার। আবার পরক্ষণেই প্রোমোট করছে সমকামিতার মতো আনফিট প্র্যাক্টিসকে, যাদের মানবপ্রজাতি টিকিয়ে রাখার জন্য কোনো ভূমিকা নেই, আনফিট। কেন জানেন? কারণ এর উপর টিকে আছে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা। যখন যেটা দরকার, তখন সেটা। দুজনে এসে বসল বেতের সোফায়, ভুট্টার খই ভেজে এনেছে লাবণ্য, আপনারা যাকে ইউরোপীয় কায়দায় 'পপকর্ন' বলেন আর কি।

- এবার ভাবী, লাস্ট বাট নট দ্য লীস্ট। এখন দেখেন, চতুর্দিকে বায়োলজি [৪১৪]

[৪১৪] বায়োলজি মানে এখানে জীববিজ্ঞান নয়, এখানে বায়োলজি মানে দেহ ও দেহগত বিষয়-আশয়।

অস্বীকারের হিড়িক। জীবদেহের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিলে দেহ নিয়ে ব্যবসা হবে কীভাবে। নারীর বায়োলজি স্বীকার করে নিলে তো টেনে আনা যাবে না পুরুষের ফিল্ডে, আর্মিতে, পুলিশে, ৯টা-৫টা কর্পোরেট কালচারে। তা হলে শ্রমের জোগান বাড়বে কীভাবে? জব মার্কেটে প্রতিযোগিতা বাড়বে কীভাবে? কম বেতনে কাজ নেওয়া যাবে কীভাবে?

পুরুষের বায়োলজি স্বীকার করে নিলে তো মেনে নিতে হয়, যৌনতাকে পেশাব-পায়খানা-ক্ষুধা-পিপাসার মতো করে। ১২ বছরে বয়ঃপ্রাপ্ত একটা ছেলেকে ৩০ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে না পড়াশোনার নাম করে। এত সনদব্যবসা,[৪১৫] পর্নোব্যবসা,[৪১৬] মাদকব্যবসার[৪১৭] কী হবে?

দৈহিকভাবে পুরুষ একজনাকে বলা হচ্ছে সে নাকি ভিতরে ভিতরে মহিলা। মহিলাকে বলা হচ্ছে সে নাকি নারী শরীরে আটকে পড়া পুরুষ। বায়োলজিকে মানে দেহকে অস্বীকার করলেই দাঁড়িয়ে যায় বিলিয়ন ডলারের সব ইন্ডাস্ট্রি।[৪১৮]

- হ্যাঁ, সেদিন দেখলাম যুদ্ধে যে পরিমাণ মানুষ মারা যায়, তার ৩ গুণ বেশি মানুষ মারা

---

[৪১৫] সারা দুনিয়ার উচ্চতর শিক্ষার মার্কেট ২০১৬ সালে ছিল ৫১.৮ বিলিয়ন ডলারের। যা ২০২৫ সালে হবে বছরে ১০৫.৭২ বিলিয়ন ডলারের। প্রতি বছরে ৮.২৫% করে (CAGR) বাড়তে থাকবে।

[৪১৬] New Mexico State University-র assistant professor of sociology জনাব Kassia Wosick জানান NBC news-কে। পুরো দুনিয়ায় পর্নোশিল্প ৯৭ বিলিয়ন ডলারের। কেবল আমেরিকাতেই ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের। https://www.nbcnews.com/business/business-news/things-are-looking-americas-porn-industry-n289431

[৪১৭] According to data from the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and European crime-fighting agency Europol, the annual global drugs trade is worth around $435 billion a year! [Analysis Of Drug Markets, United Nations publication, United Nations Office on Drugs and Crime, https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf]

[৪১৮] আমেরিকাতে একজন পুরুষকে নারী হতে গড়ে গুণতে হয় ১ লক্ষ ডলার। পেনসিলভ্যানিয়ার Philadelphia Center for Transgender Surgery তাদের খরচ জানিয়েছে: পুরুষ থেকে নারী হতে $১৪০,৪৫০ এবং নারী থেকে পুরুষ হতে $১২৪,৪০০ মাত্র। (https://edition.cnn.com/2015/07/31/health/transgender-costs-irpt/index.html)। লিঙ্গ সার্জারিতে লাগে ৩০,০০০ ডলার প্লাস। চেহারার সার্জারিতে লাগে ২৫,০০০-৬০,০০০ ডলার। স্তন সার্জারিতে লাগে ৫,০০০-১০,০০০ ডলার (https://www.teenvogue.com/)।
২০১৭ সালে শুধু পুরুষ-টু-নারী সার্জারির মার্কেট ছিল সাড়ে ১১ কোটি ডলারের। ২০১৬ সালে মোট এই সার্জারি হয়েছে ৩২৫০ টা, যা আগের বছরের চেয়ে ১৯% বেশি, মানে মার্কেট ক্রমেই বাড়ছে। ২০১৪ সালের মধ্যে এই মার্কেট গিয়ে দাঁড়াবে বছরে ৯৭ কোটি ডলারে। শুধু সার্জারির কথা বললাম। (https://www.marketwatch.com/press-release/sex-reassignment-surgery-market-2018-in-depth-analysis-of-industry-share-size-growth-outlook-up-to-2024-2019-01-26) বাকিটা জীবন তাকে হরমোন থেরাপি নিতে হয় যার খরচ বছরে ১৫০০ ডলার।

যায় পরিশ্রমের কারণে।[৪১৯] জাতিসংঘ রিপোর্ট করেছে, ৩৬% শ্রমিকই ওভারটাইম করে। মূলত স্ট্রেস, ওভারটাইম আর পেশাগত রোগে এরা মারা যাচ্ছে, নারীদের ঝুঁকি তো আরও বেশি। মানে শরিরকে কেউ কিছু মনেই কুরছে না।

- আমিও দেখেছি রিপোর্টটা। আসলে ভাবি, সবই বায়োলজি অস্বীকারের ফল। অথচ বায়োলজিকে মেনে নিলে আমাদের জীবনটা আরও সুন্দর হতে পারত।

আপনি 'ব্রেইনসেক্স' বইটা পইড়েন ভাবি সময় করে। জন্মের আগে মাতৃগর্ভেই ছেলেবাবুর ব্রেন হয়ে যায় ছেলের মতো, মেয়েবাবুর ব্রেন হয়ে যায় মেয়ের মতো। পরে বয়ঃসন্ধিতে এসে ভিন্নতাগুলো পূর্ণতা পায়। এর মধ্যে একটা পার্থক্য হলো, যৌন চাহিদাগত ভিন্নতা।

পুরুষের ব্রেনে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা। মেয়েদের ব্রেনে সব ফাংশানই সব জায়গায় ছড়ানো ছিটানো। যার কারণে অন্যান্য অনেক অনুভূতির মতো, love ও sex কে পুরুষ আলাদা আলাদা ভাবে অনুভব করে, যাকে ভালোবাসে না তার প্রতিও কাম জাগে। এমনকি ছবির প্রতিও।

নারীর যৌনচাহিদার প্যাটার্নটা আবার ভিন্ন, মেয়েরা love আর sex একসাথে প্যাকেজ হিসেবে ফীল করে। পুরুষ চায় ভিন্ন ভিন্ন অনেক সেক্স, আর মেয়েরা চায় ভালোবাসার মানুষটার সাথেই অনেক সেক্স।[৪২০] যদিও এখন মেয়েরা যৌন-স্বাধীনতা চর্চা করছে বহু যৌনসঙ্গীর সাথে। কিন্তু, গবেষণায় মিলেছে—বৈবাহিক মিলনে তারা ৫ গুণ বেশি অর্গাজম অনুভব করে।[৪২১]

- ইন্টারেস্টিং তো, বইটা পড়তে হবে দেখছি।

- আসলেই ইন্টারেস্টিং। বললাম না, আমাদের বায়োলজিগুলো স্বীকার করে নিলে, আমাদের জীবন আরও সুখের হত।

---

[৪১৯] https://www.theguardian.com/world/2002/may/02/socialsciences.research
Stress, excessively-long working hours and disease, contribute to the deaths of nearly 2.8 million workers every year, while an additional 374 million people get injured or fall ill because of their jobs, the UN labour agency, ILO. [https://news.un.org/en/story/2019/04/1036851]
দেখুন ILO-র প্রতিবেদন:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686645.pdf

[৪২০] ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী Glen Wilson বলেন: 'Women want a lot of sex with the man they love, while men want a lot of sex'. [Brainsex, Anne Moir & David Jessel, p:134]

[৪২১] মানসিক অন্তরঙ্গতা, সম্পর্কে নিরাপত্তার অনুভূতি ও আস্থা নারীর মিলনের চরমানন্দ-এর হার বাড়িয়ে দেয় ৫ গুণ, ফলে বৈবাহিক মিলনে তারা বেশি অর্গাজম অনুভব করে।

বইটা বলছে, সব গবেষণাতেই এসেছে, পুরুষ যৌনতায় বৈচিত্র্য চায়, যার কারণে স্ত্রীকে বিভিন্ন রকম ড্রেসে দেখতে চায়। 'দেখা'র দ্বারা পুরুষ উত্তেজিত হয়, যার কারণে সেক্সের সময় লাইট জ্বালিয়ে রাখতে চায়। যৌনতায় নতুনত্বের এই আকাঙ্ক্ষা তাদের জিন ও মস্তিষ্কের গঠনেই খোদিত।

জরিপে এসেছে, মেয়েরা কেবল সেক্সের খাতিরে সেক্স চায় না, তারা চায় ভালোবাসার সাথে সেক্স। ফলে বিবাহিত জীবনে সুখী কিন্তু পরকীয়ায় লিপ্ত নারী পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু বিবাহিত জীবনে প্রচণ্ড সুখী হয়েও পুরুষ কেবল বৈচিত্রের জন্য পরকীয়ায় লিপ্ত, এমন উদাহরণের অভাব নেই। কেন বলেন তো? কেবলই বললাম।

- আবার বলো।

- রিসার্চে এসেছে, কথা বলার জন্য যে সেন্টার, সেখানে স্ট্রোক হলে পুরুষের জবান বন্ধ হয়ে যায়, নারীর হয় না। কারণ নারীর যেহেতু পুরো ব্রেন জুড়েই, ফলে বাকি জায়গা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। পুরুষ পারে না।

একই কারণে নারী মানসিক সুখ আর শারীরিক তৃপ্তি একই সাথে একইজনের জন্য অনুভব করে, মগজ জুড়ে ছড়ানো-ছিটানো। অনুভবের সেন্টারগুলো আলাদা আলাদা না। কিন্তু পুরুষের অনুভূতির সেন্টারগুলো আলাদা। মানসিকভাবে সুখী পুরুষেরও শারীরিক সেন্টারের আলাদা চাহিদা আছে, বৈচিত্র্যের চাহিদা।

- এজন্যই কি পুরুষকে জান্নাতে হুর দেবার কথা বলা হয়েছে, না?

- জি আপু। আমরা লোকলজ্জায় বায়োলজি অস্বীকার করলেও, স্রষ্টা তো নিজেই বায়োলজির শিল্পী। তিনি ঠিকই জানেন কাকে কোন পুরস্কারের আশ্বাস দিলে কাজ হবে। সমাজ-পরিবার ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পুরুষকে ফেরাতে হবে ব্যভিচার থেকে। আর এজন্য এমন পুরস্কারের অফার দিতে হবে, যা তার স্বভাবের অনুকূল। আর নারীর ফ্যান্টাসি এটা না, তাই নারীকে দেবার কথা বলা হয়নি। সুবহানাল্লাহ।

- যাক, ইসলামের পথে আসার পর থেকে বিষয়টা খুব খোঁচাচ্ছিল, তিথি। বাঁচালে।

- সেই সাথে আরেকটা বিষয়, ভাবি। আরেকটা বিষয় বইটাতে উঠে এসেছে। যারা বিবর্তনবাদী তারা তো বটেই, আমরা যারা বিশ্বাস করি আল্লাহ সব সৃষ্টি করেছেন—আমাদের জন্যও একই ব্যাখ্যা। আল্লাহ সৃষ্টি করে সৃষ্টিজগতের জন্য ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছেন। এই ব্যবস্থাপনাও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকটা প্রাণীপ্রজাতি যেন দুনিয়াতে টিকে যায়, সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কুকুর-বিড়ালের একাধিক বাচ্চা হয়, ব্যাঙ-মাছের হাজার হাজার পোনা হয়। মানে মরেটরে গিয়ে, এতে-ওতে খেয়েও যেন প্রজাতির ক্রমধারা ঠিক থাকে।

- আচ্ছা। সারভাইভাল বা টিকে থাকার একটা কৌশল হলো অধিক সন্তান রেখে যাওয়া।

- জি ভাবি। যেমন গরু যারা পালে তারা জানে, ষাঁড় মিলন করা থামিয়ে দিলে, যদি নতুন গরু দেওয়া হয়, তা হলে আবার পূর্ণোদ্যম ফিরে আসে। ৭ নম্বর গরুটার প্রতি সেটার সাড়া একদম প্রথম গরুটার প্রতি যেমন আগ্রহ ছিল তেমনটাই হয়। ভেড়ার ক্ষেত্রেও তাই। বস্তা দিয়ে প্রথম মেয়েপশুটার মাথা ঢেকে দিলেও পুরুষটা বুঝে ফেলে, যৌন আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। নতুন আরেকটা পেলে আবার আগের আগ্রহ, আগের পুরুষত্ব ফিরে পায়। এটা সব পুরুষ জাতীয় প্রাণীর বায়োলজিতেই দিয়ে দেওয়া আছে। নিজের জিন ছড়িয়ে দিয়ে যেতে চায়। প্রজাতি টিকিয়ে রাখার একটা সহজাত স্বভাব।

- ওওও, এখন নাহয় আমরা সামাজিক নিয়ম কানুন দিয়ে, মহামারী কন্ট্রোল করে অন্য প্রাণির হাতে নিজেদের বিলুপ্তি রোধ করেছি, টিকে থাকা নিশ্চিত করেছি। কিন্তু মগজের নকশা তো বদলায়নি।

- সেটাই বলতে চাচ্ছি, ভাবি। একের অধিক সঙ্গীর প্রতি চাহিদা তাই সহজাত স্বাভাবিক একজন পুরুষের জন্য। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, যদি মানুষ বিভিন্ন সামাজিক নিয়মকানুন না রাখত, তা হলে একেকজন পুরুষ সারাজীবনই নতুন নতুন নারীর সাথে মিলন করে বেড়াত।[৪২২] এজন্যই একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকবে, ইতিহাসে এটা বহুল প্রচলিত একটা প্র্যাক্টিস। যেসকল সমাজে এক স্ত্রীর আইন হয়েছে, সেখানেও একাধিক উপপত্নী বা রক্ষিতা রাখার প্রথা গ্রহণযোগ্য ছিল।[৪২৩] আর যে সমাজে একাধিক স্ত্রী ও রক্ষিতা দুটোই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে প্রসার পেয়েছে কী বলেন তো? পতিতাবৃত্তি। কিন্তু পুরুষকে কিছুতেই থামানো যায় নি। যাবে কীভাবে বলেন? এটা তো ভিতরগত স্বভাব।

- আরেকটা পয়েন্ট বলি, ভাবি। খুব সিম্পল। কিন্তু আমরা বুঝতে চাই না বলে বুঝি না। সেটা হলো : মানুষের ফিতরাত বা সহজাত স্বভাব।

পুরুষরা তরুণী ও কুমারীর নারীর প্রতি আগ্রহী হয়। রিসার্চ বলছে, পুরুষের বয়স যতই হোক, তাদের 'পয়েন্ট অব অ্যাট্রাকশান' বা আকর্ষণের কেন্দ্র এক জায়গায়ই

---

[৪২২] Kinsey concludes that the human male would be promiscuous all his life if there were no social restrictions. [Brainsex, Anne Moir & David Jessel p:133]

[৪২৩] পরিশিষ্ট ৬

স্থির থাকে, সেটা হলো ২০-২২ বছর বয়েসী মেয়েদের দিকে।[৪২৪]

আর নারী ঐ পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয় যে সফল, প্রভাবশালী, কর্তৃত্বশীল।[৪২৫] মনোবিদরা বলছেন : বয়স্ক পুরুষের সামাজিক অর্জন বেশি, যা নারীকে নির্ভরতা দেয়। ক্ষমতা, ক্যারিয়ার, সম্পদ—এসবে একজন বয়েসী পুরুষ এগিয়ে যায়, ফলে কমবয়েসী মেয়েরা আকৃষ্ট হয়।[৪২৬] শুধু তাই না, সিঙ্গেল পুরুষের চেয়ে যে পুরুষ 'অলরেডি সম্পর্কে আছে' তার প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করে।[৪২৭]

- 'হায় হায়, বলো কি?' ঘর তো পুড়ল।

- জি ভাবি। বিয়ের বাজারে একজন কমবয়েসী সুন্দরী নারীর কদর যেমন বেশি; তেমনি একজন সফল, ধনী, প্রভাবশালী পুরুষের কদরও বেশি। এবং এটা মানুষের প্রকৃতিগত। এজন্যই ইসলামের এই একাধিক বিয়ের অনুমোদন মানুষের ফিতরাতের সাথে ম্যাচ করে।

আচ্ছা ইসলাম সাইডে রাখেন। আজকেও ইউরোপ-আমেরিকা-ভারতে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ মেয়ে কোনো পুরুষ সেলিব্রিটি বা ফুটবলারের সাথে শুতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে কি না? আর সফল-অসফল নির্বিশেষে সব পুরুষ—

সুন্দরী, কমবয়েসী মেয়েকে পছন্দ করবে এবং

যত বেশি সম্ভব যৌন সঙ্গী চাইবে।

ইসলামের বিধানগুলো এমন। মানুষের সহজাত স্বভাবের সাথে যাতে মেলে, আবার লাগামছাড়া না হয়।

---

[৪২৪] 'Age Limits: Men's and Women's Youngest and Oldest Considered and Actual Sex Partners', Jan Antfolk, Åbo Akademi University, Evolutionary Psychology.
Dataclysm: Who We Are, Christian Rudder বইয়ে গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, ৫০-৬০ বছরের পুরুষরাও আকর্ষণীয় ভাবেন ২০-এর আশপাশের মেয়েদের।

[৪২৫] Reproductive strategies and relationship preferences associated with prestigious and dominant men, Kruger, D. J., & Fitzgerald, C. J. (2011), Personality and Individual Differences, 50(3), 365-369.

[৪২৬] Why Many Younger Women Prefer Older Men, Wendy L. Patrick, JD, Ph.D., Psychology Today
"Heterosexual women rated social status as most important"— Effects of attractiveness and status in dating desire in homosexual and heterosexual men and women, Archive Of Sexual Behavior, 2012 Jun;41(3):673-82

[৪২৭] Who's chasing whom? The impact of gender and relationship status on mate poaching, Jessica Parker & Melissa Burkley, Oklahoma State University, Department of Psychology, Journal of Experimental Social Psychology, Volume 45, Issue 4, July 2009, Pages 1016-1019

- আচ্ছা... বুঝতে পেরেছি তিথি তোমার কথা। আমাদের সামনে না হয় পুরো বাস্তবতা নেই। কিন্তু যিনি এই ব্যবস্থাপনাগুলো বানিয়েছেন, তিনিই নিয়ম করে দিয়েছেন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের। **বিধবার নিরাপদ ভাগ্য, ডিভোর্সীর সুন্দর আগামী, বিবাহিতার সম্পর্কের সুস্থতা, অবিবাহিতার বিবাহের নিশ্চয়তা, উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া, নারী-পুরুষের বায়োলজি— এগুলো সব তাঁর জ্ঞানে রয়েছে।** আমরা সৃষ্টি, আমরা এক অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবি। আর তিনি সব দেখেন, সব অ্যাঙ্গেল থেকে সবচেয়ে কল্যাণকরটাই তিনি বিধান হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাই তো?

- এক্সাক্টলি ভাবি। **এজন্যই ইসলামকে বলে 'ফিতরাতের দ্বীন', মানে স্বভাবের সিস্টেম। যেটা আমাদের বায়োলজি ও সাইকোলজির সাথে যায়, সবচেয়ে টেকসই ও স্বাস্থ্যপ্রদ, সেটাই ইসলামের বিধান হিসেবে দেওয়া হয়েছে।** আল্লাহ দিয়ে পাঠিয়েছেন।

- 'ভাবি শোনেন, আপনাকে একটা ঘটনা শোনাই। এক সাহাবি নবিজির কাছে এসেছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার সন্তান হচ্ছে না। কী করব?', মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল লাবণ্যর আকাশ। 'নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে থাকো। বেশি বেশি ইস্তিগফার করবেন, যত বেশি সম্ভব। ইমরান ভাইকেও করতে বইলেন, কেমন? দেখবেন, আল্লাহ অবশ্যই একটা ফায়সালা করে দিবেন। ওষুধ কাজ না করতে পারে, নবিজির হাদীস অব্যর্থ। এটাকেই ঈমান বলে, তাই না?'।

ঘাড় কাত করল লাবণ্য। বলার কিছু ছিল না বলে। অবশ্য না বলেও কত কথা বলে ফেলা যায়।

লাগাম

একটা ধারণা, একটা মতবাদ, একটা দর্শন, একটা আদর্শ। সেটা দীনীই হোক, আর দুনিয়াবি। যখন শুরুতে থাকে, তখন সেটা থাকে একটা বিপ্লব, একটা স্বপ্ন, একটা যৌক্তিক সংগ্রাম। সেটা তখন মজলুমের কথা বলে, সংস্কারের কথা বলে, অধিকারের কথা বলে। কিছু কাজ এগোয়, কিছু সংস্কার হয়। সেই আদর্শধারীরা তাদের আদর্শের জন্য বই লেখে, ম্যাগাজিন ছাপে, প্রতিষ্ঠান গড়ে, বার্ষিক কনফারেন্স করে, ফান্ড সংগ্রহ করে, দল গঠন করে। এরপর সেই আদর্শটা আর আদর্শ থাকে না। হয়ে যায়

ক্যারিয়ার। আদর্শধারীদের ক্যারিয়ার। কিছু মানুষের বেতন নির্ভর করে এর উপর, তাদের ক্যারিয়ারের ভিত্তি হয় এগুলো, তাদের বয়ানের ফী নির্ভর করে এর উপর, প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে এর উপর। বিশুদ্ধ আদর্শ পরিণত হয় সাম্প্রদায়িকতায়, আসাবিয়াতে। নিত্যনতুন জল গোড়ায় ঢেলে আদর্শ টিকিয়ে রাখতে হয়; যে যে-কোনো মূল্যে আদর্শের ডালপালা মেলানোই তখন উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, মগজ দিয়ে যে চিন্তা শুরু হয়েছিল তা পর্যবসিত হয় পেটের চিন্তায়। কেউ সবখানেই দেখতে থাকে পুরুষতন্ত্রের জুলুম, কেউ দেখতে থাকে শ্রেণিবঞ্চনা, কেউ দেখে বিশ্বাসের ভাইরাস, কেউ দেখতে থাকে বাতিলের ছড়াছড়ি, কেউ স্বপ্নেও দেখতে পায় জামাত-শিবির। কেউ এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করলেই সে নারীবিদ্বেষী, শ্রেণিশত্রু বুর্জোয়া, ধর্মান্ধ, ইহুদি-খ্রিস্টানের দালাল কিংবা একাত্তরের চেতনা-বিরোধী। সব হ্যাঁলুসিনেশানের ফর্মুলা একই ঘুরেফিরে।

- তা হলে এটুকু বুঝলাম যে একাধিক বিয়ের প্রয়োজন আছে। এর গভীর সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক প্রভাব আছে। এটা একটা সমাধান। নারীর পক্ষের সমাধান। তবে এখানে একটা লাগাম না দিলে, এটা মিসইউজের সম্ভাবনা থেকে যায় কিন্তু। তাই না?

- হুমম।

- ইসলাম যেহেতু নিখুঁত সমাধান, তাই এটাও বাকি রাখেনি। ইসলামের কাজই সহজাত স্বভাব ঠিক রেখে সব ধরনের স্বেচ্ছাচারিতায় লাগাম দেয়া।

এক, এই 'অগণিতবিবাহ' ব্যাপারটায় লাগাম দেয়া হলো। বহুবিবাহ-কে লিমিটেড করে দিল। তুমি যত ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবে না। সমান ভরণপোষণ দেবার শর্তে ৪টা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারবে। এজন্য **ইসলাম 'বহু'বিবাহ অনুমোদন দেয় না, 'একাধিক' বিবাহ বলব আমরা এটাকে।** বহু শুনলেই অগণিত মনে হয়, মনে হয় একগাদা বউ গিজগিজ করছে।

- আচ্ছা তিথি, নবিজির ব্যাপারটাকে কী বলবে? অনেকে প্রশ্ন তোলে। উনি নিজে তো ১১টা বিবাহ করেছেন।

- আচ্ছা, আপনি হয়তো জানেন ভাবি। মানুষের যৌনচাহিদা তার রক্তে টেস্টোস্টেরন হরমোনের লেভেলের সাথে সম্পর্কিত।[৪২৮] ১৭ বছর বয়েসে সর্বোচ্চ হয়, এরপর

[৪২৮] https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Testosterone_aging_and_the_mind

Age-related decline in sexual function may be due to age-related declines in levels of bioavailable testosterone rather than total testosterone levels. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2586969/]

২০-৩০ বছর ধরে সর্বোচ্চের আশেপাশে থাকে। ৪০ বছরের পর অধিকাংশ পুরুষের কমতে থাকে, সেই সাথে যৌন চাহিদাও কমতে থাকে। তো নবিজি তাঁর যৌবনকালটা, যে সময় যৌন চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে, সেই সময়টাই কাটিয়েছেন একজন প্রৌঢ়া নারীর সাথে। ১ম স্ত্রীর জীবদ্দশায় তিনি আর বিবাহ করেননি। ১ম স্ত্রী ইন্তিকাল করেন তখন নবিজির বয়েস প্রায় ৫০। এর পর তিনি বাকি বিবাহগুলো করেন।

- না, তা তো ঠিক আছে।

- এরও ১০ বছর আগে, যখন তাঁর বয়েস ৪০, মক্কার কাফির নেতারা তাঁকে অফার দিয়েছিল দশজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কুমারীকে তার কাছে বিয়ে দেবে[৪২৯], যদি ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ছেড়ে দেয়। কামলালসা তখন কোথায় ছিল?

- হুমম।

- উনাকে আল্লাহ বাই-অর্ডার বিবাহ করিয়েছেন, আল্লাহর হুকুম ছাড়া তিনি কিছুই করতেন না। এবং উনার এই একাধিক স্ত্রীগ্রহণের কারণ কামনা-বাসনা নয়, যেমনটা নাস্তিক ও খ্রিস্টান মিশনারীরা অভিযোগ তোলে। এবং লক্ষ করলে দেখবেন ভাবি, প্রত্যেকটা বিবাহের দ্বারা দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়েছে, নয়তো দ্বীনের কোনো উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। যাদের বিয়ের বাতিক থাকে, তারা আনকোরা কুমারীই পছন্দ করে। কেবল আম্মাজান আয়িশা রা. ছাড়া নবিজির আর সকল স্ত্রী-ই হয় বিধবা, না হয় ডিভোর্সী ছিলেন কি না?

- হ্যাঁ, তাই তো ছিলেন।

- আচ্ছা এটা আরেক আলোচনা। প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

- এক, বিবাহ সংখ্যায় লাগাম দেওয়া হলো, তারপর?

- আর দুই, পরের বিবিদের জন্য মূল স্ত্রীর সমান মর্যাদা নিশ্চিত করল ইসলাম। নতুন বউ পেয়ে আগের স্ত্রীর প্রতি খেয়াল যেন ফিকে না হয়, সেই বাধ্যবাধকতা দিয়ে দিল। পুরুষ ২য় বিয়ে করল কিন্তু ১ম বউয়ের কোনো খবরই রাখল না, তা হলে তো ইসলাম যে উদ্দেশ্যে ২য় বিয়ের অনুমতিটা দিল তা তো পুরা হলো না, পুরুষের খায়েশটাই কেবল পুরা হলো।

[৪২৯] উতবা ইবনু রবীআর প্রস্তাব। [মুসতাদরাকে হাকেম, আয-যাহাবী সহীহ বলেছেন] সীরাতুন নাবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মাকতাবাতুল বায়ান।

কাউকে বেশি-কম ভালোবাসো ঠিক আছে যেহেতু ভালোবাসায় মনের উপর কন্ট্রোল থাকে না। কাকে কতটুকু ভালবাসবে তা কন্ট্রোলড না, চাইলেই ভালোবাসা আনা যায় না। তাই নতুন বউকে বেশি ভালোবাসো সমস্যা নেই। তবে ভরণপোষণ, টাইম ডিস্ট্রিবিউশন সমান হতে হবে।[৪৩০]

এটা না পারলে ২য় বিয়ে করো না, গুনাহের কাজ,[৪৩১] সাজা বরাদ্দ। যদি ব্যালেন্স করতে না পারো, দুঃসাহস করো না, এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকো। একাধিক বিয়েতে ইসলাম যে সোশ্যাল আউটকামটা চাচ্ছে, এখন নিশ্চিত হলো। আর...

- শান্তি শান্তি লাগতেসে গো, তিথি। অথচ এত সুন্দর একটা ব্যবস্থা। এটা নিয়ে একসময় নিয়ে কত লেখালেখি করেছি। আল্লাহ্ আমাকে মাফ করবেন তো?

- নিশ্চয়ই করবেন, ভাবি। তাওবা করলে আল্লাহ্ বান্দাকে নিষ্পাপ করে দেন।

- আচ্ছা, কী যেন বলতে নিচ্ছিলে?

- আর সাহাবিরা বিয়েকে কেবল ব্যক্তিক চাহিদা পূরণ আর পারিবারিক একটা কাজ হিসেবেই দেখতেন না। একটা সামাজিক দায়িত্ব হিসেবেও দেখতেন। নিজেদের নারীদের তারা স্বামী-ছাড়া ফেলে রাখতেন না, এটা তাদের গায়ে লাগত, যে আমাদেরই একটা মেয়ে একাকী আছে, বাচ্চা অভিভাবকশূন্য আছে, একটা পিতা কন্যাদায়গ্রস্ত আছে।

- আমাদের দিক থেকে ভাবো তিথি। তুমি কি করাবে তোমার স্বামীকে আরেকটা বিয়ে? এও কি সম্ভব একটা নারীর জন্য? তার স্বামীকে ভাগ করা?

- ভাবি, কঠিন তো বটেই। তারপরও আখেরাতমুখী মুসলিমা স্বামীর ২য় বিয়েতে সম্মত থাকবে। ইসলামের সামাজিক ফলাফল বাস্তবায়নের প্রতিদান সচেতন মুসলিম নারীর কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। এর কাছে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী অধিকারবোধ কোন মূল্যই রাখে না। এতকিছু বোঝার তার দরকার নেই, আল্লাহর বিধান এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট।

---

[৪৩০] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রতি সর্বদা বাহ্যিক বিষয়গুলোতে সমতা বিধান করতেন। তবে অন্তরের টানের নিয়ন্ত্রণ ও সমতাবিধান যেহেতু নিজের হাতে না, তাই তিনি দুয়া করতেন এই বলে- 'হে আল্লাহ, আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি এই (বণ্টন) করলাম। আর যেটা আমার হাতে না, তোমার হাতে সেই বিষয়ে তুমি আমাকে তিরস্কার করবে না।' (মুসনাদে আহমদ : ২৫১১১)-শারঈ সম্পাদক

[৪৩১] ...**আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই,** অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। [সূরা নিসা: ০৩]

আমি তো আলহামদু লিল্লাহ আমার স্বামীকে বলে রেখেছি, আরব বিশ্বের কোনো বিধবা বোন বা আরাকানের কোনো বিধবা/ইয়াতীম মেয়ে হলে খুশি খুশি অনুমতি আছে। অবশ্য প্রথম স্ত্রীর অনুমতিও শারঈভাবে জরুরি না। ব্যক্তিস্বার্থের কাছে সমাজের স্বার্থ আটকে থাকবে না। করে ফেললে মেনে নিতে হবে। ধৈর্যধারণের সওয়াব আশা করব আল্লাহর কাছে, আর আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকব। আল্লাহর দেয়া মাপকাঠির সামনে নিজের খেয়াল-খুশি, ইগো, নিজের বুঝ, নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার নামই তো ইসলাম। তাই না?

আসলে কী হয় শোনেন ভাবি, একটা বিয়ে করলেই পুরুষ বুঝে যায় কত ধানে কত চাল। ২য় একটা বিয়ে মানে বুঝতেসেন? আরেকটা সংসার, আরেকটা বাসাভাড়া, আরেকটা পানিবিল-গ্যাসবিল-বাচ্চাকাচ্চা। ঝক্কি আছে ভাই।

তবে যদি করে ফেলে, কষ্ট পাব না? অবশ্যই পাব। আমার স্বামী আরেকজনের সাথে শোবে, অন্তর ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু আমারই মুসলিম বোন স্বামীহীনা, বাচ্চা নিয়ে পথে পথে ঘুরবে, রিফুজি ক্যাম্পে থালা হাতে দাঁড়াবে, লাগলে কাফেরের কাছে ইজ্জত বিক্রি করবে। তার ঐ কষ্টের কাছে আমার এই কষ্ট কিছুই না। পর্দানশীন বোনরা খিদের জ্বালায় খদ্দেরের সামনে বেপর্দা হবে, আমার গায়রতে লাগে না, আমি কেমন মুসলিম। ও আমার স্বামীর ভাগ নেয় নিক, আমি এই দীনী গায়রতের বদলায় আল্লাহর থেকে জান্নাত বুঝে নেব। দুনিয়ায় আর কয়দিন?

মাসখানেক পর। লাবণ্যের ফোন। খুশির ঠেলায় ধাক্কায় মেয়েটা কথাই বলতে পারছে না। ড্রপ হয়ে গেল কলটা। ওপাশে ব্যালেন্স-চার্জ কিছু একটা শেষ। ইচ্ছে করেই ব্যাক করে না তিথি। শরীরটাও ভালো যাচ্ছে ক'দিন। কাঁপা কাঁপা হাতে সুইচ অফ বাটনটা টিপে ধরে রাখে। কারও প্রচণ্ড কষ্ট আর প্রচণ্ড আনন্দ নাকি কাছে থেকে দেখতে নেই।

অতিথি

বহুদূর এসে পড়েছে মাসুদ জীবনের হ্যাঁচকা টানে। আয়নায় নিজেকে বড্ড ক্লান্ত মনে হয়। সবকিছু এই তো সেদিনের। নতুন পালটানো খোলসে যখন অস্বস্তি হচ্ছিল বেশ, তখনই জীবনে অতিথি এল। ঝুম বৃষ্টির পর উজ্জ্বল হলদেটে চারপাশ। কিংবা রাতভর ঝড়ের পর একটা প্রশান্ত সকাল। অতিথির নাম তিথি। কেমন যেন এক ঝটকায় গুছিয়ে

দিল। এক লহমায় বশে নিয়ে নিল অগোছালো ডানপিটে জীবন। রাসূল বলেছিলেন না? 'মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারী পরস্পরের সহযোগী'।

- শোনেন? বাথরুম থেকে গানের শব্দ পেয়েছি আজ। বাথরুম কি গান গাওয়ার জায়গা?

- কীহ? এখনও মোবাইলে? পুরুষ মানুষের ঘরে নামাজ হয়? এক্ষনই বেরোন। আল্লাহর সামনে আমার মান-সম্মান সব গেল।

- কেমন লোক আপনি? মোজা বাম পায়ে পরে কেউ? খোলেন, ডান পায়ে পরেন আগে।

- সমস্যা কি আপনার? ঘরে ঢুকে সালাম দেন না কেন ইদানীং?

- বিসমিল্লাহ বলেছেন খাওয়ার সময়?

পুরুষ মানুষের একজন লাগে, আসলে। বিয়েটা আরও আগে করা দরকার ছিল, যদিও সবই তাকদীর। তা হলে ছেলেদের সময়টা গঠনমূলক হয়, চিন্তাভাবনায় ম্যাচুরিটি আসে। পুরো ভার্সিটি লাইফটা পোলাপানের কাটে হুজুগে আর হায়-হুতাশে। এই সোনালী সময়টা বাঁচে। ফোকাস নষ্ট হয় না। কোন মুরুব্বি আনপড় যে মা-বাপের মাথায় ঢুকিয়েছে— বিয়ে দিলে পড়াশুনা নষ্ট হবে। দ্রুত বিয়ে দিয়ে সন্তানকে ফোকাসড হতে সাহায্য করুন। ধন্যবাদ।

আসলে ভালোবাসার একটা অংশ হলো, পরস্পরের প্রতি 'নির্ভরতা এবং নির্ভরশীলতা।' খেয়াল করে দেখেন মা-সন্তানের ভালোবাসা-মায়া এত বেশি হবার একটা কারণ কিন্তু নির্ভরশীলতা। আপনার উপর যে নির্ভর করছে, তার উপর আপনার মায়া-দরদটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হবে কিন্তু। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা বাড়ে এই মানসিক নির্ভরতায় ও শারীরিক নির্ভরশীলতায়। স্বামীরা স্ত্রীদের উপর মানসিক ও অভ্যাসগত একদম নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর নারীরা অর্থনৈতিকভাবে। এভাবেই বন্ধনটা হয়ে আসছিল এতকাল। একটা মিথোজিবিতা ছিল, তুমি আমাকে ঐটা দিবা যেটা আমার নেই, কিন্তু আমার দরকার; আমি তোমাকে এটা দিব যেটা তোমার কাছে নেই, কিন্তু তোমার দরকার।

এখন দুজনেই স্বাবলম্বী, 'একটা তুমি গেলে আমার কী' 'আমি কম কীসে' সাইকোলজি চলে আসে কি না, আপনারা জানেন। তা হলে কী 'দুজনেই কর্মজীবী' পরিবারে ভালোবাসা কম হয়, ঝগড়া-ডিভোর্স বেশি হয়? কী জানি? তবে এখানেই স্বামী-স্ত্রীর

'ভালোবাসা' আর প্রেমিক-প্রেমিকার 'ভালোবাসা'র মধ্যে ফারাক, এটা নিশ্চিত— 'নির্ভরশীলতা'।

- শোনেন ভদ্রলোক, আমাকে 'আপনি' করে বলবেন না।

- না, বলব। তা হলে আপনিও আমাকে 'আপনি' করে বলবেন না।

- না, আমি 'আপনি' করেই বলব। আপনি আমাকে 'তুমি' করে বলবেন। এখানে একটা ব্যাপার আছে। আমি আপনার কাছে আদরের, আর আপনি আমার কাছে সম্মানের। সম্বোধন অনেক বড়ো বিষয়। আর স্বামীর মর্যাদা অনেক। আপনাকে 'আপনি' করে বললে আমার স্মরণ থাকবে আপনার মর্যাদার কথা, সীমালঙ্ঘন হবে না।

- কেন, আপনি কি আমার কাছে সম্মানের না? অবশ্য আমি আপনাকে আদর করেই 'আপনি' ডাকি, এটা আহ্লাদের 'আপনি'।

- আমি আপনার মুখে 'তুমি' মিস করি। আমাকে 'তুমি' করেই বলতে হবে। নইলে আজ আপনার বিছানা হবে ঐ নিচে।

মেয়েদেরকে আল্লাহ পুরুষের উপর অসীম ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। নির্ভরশীল করে ফেলার। এই ক্ষমতাটা যে কাজে লাগায়, সে বশে নিতে পারে। অবশ্য আজ স্বামীকে বশ করার চেয়ে অফিসের 'বসকে বশ' করার দিকেই মনোযোগ বেশি। পুরুষমানুষ এই 'ঠেস'-টা মিস করে। একজন ছাড়া সব শূন্য, ঘরময় নৈঃশব্দের বিকট চিৎকার। আবার লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় পুরুষের জগৎ, পরিবার, সমাজ, প্রজন্ম। ইটের গাঁথুনি, বাঁশের কাঠামো, স্টীলের জোড়াগুলো সব এড়ে গেছে আজ। সিমেন্টরা বুঝলো না, দড়ির গেরোরা ঢিলে হয়ে গেল, স্ক্রু-রা খুলে চলে গেল এদিক-ওদিক।

- শোনেন সাহেব, আমাকে রেখে মাঝে মাঝে দূরে থাকবেন।

- কেন বললে এ কথা?

- শ্বাসকষ্টের রুগীই টের পায় যে সে শ্বাস নিচ্ছে। বুক ধড়ফড়ালেই বোঝা যায় মেশিন চলছে। অন্যসময় অনুভবেই আসে না। আমার উপর অভ্যস্ত হয়ে গেলে আপনি ভুলেই যাবেন আমাকে। এজন্য শবগুজারি মিস দিবেন না, তিনদিনের জামাতে যাবেন, আমাকে বাপের বাড়ি রেখে আসবেন মাঝে সাজে। তখন টের পাবেন যে 'তিথি' নামে আপনার কেউ আছে। অনুপস্থিতিতেই আমার উপস্থিতি। অনস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব। ঢুকলো মাথায়?

কেবল এই টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো খুব সমস্যা করে। নইলে অসীম মহাকালে আমাদের এই জীবনের কী মূল্য? অগণন ঘটনাপ্রবাহে আমার দুঃখ-যন্ত্রণা-একাকীত্বের কোনো জায়গা আছে? এখানে আমরা কেউ না, কিচ্ছু না। মহাবিশ্বে মহাকালের তুলনায় আমরা কে কী?

- আমি আপনার কী হই, তিথি?

- 'কেউ না'। আপনি আমার 'কেউ না' হন।

আসলেই তো। ক্ষণিকের মায়া, নিমেষের তুমি-আমি, মুহূর্তের অধিকার। এরপর কেউ কারও না। স্বামী স্ত্রীর না, সন্তান বাপের না, ফ্যাশনের প্রিয় ড্রেসটা আর আমার না, আইফোনটা আমার না, চেয়ারটা আর চেয়ারম্যানের না, বাড়িগুলো বাড়িওয়ালার না, দোকানটা দোকানদারের না, ফ্যানরা আজ খুঁজে নিয়েছে অন্য কাউকে। কেউ 'তিথি' না এখানে আমরা, সবাই 'অতিথি'। আমাদের কোনো সময় জানা নেই, দিন-ক্ষণের ঠিক নেই। শুধু যেটুকু সময় 'মেহমানখানায়' থাকি, সেটুকুর স্বাদ রয়ে যায় মেহমানখানা-জুড়ে। অগোছালো তাকিয়া, এঁটো প্লেট, মেহমান-মেহমান গন্ধ। সেটুকুও উবে যায়, মিলিয়ে যায়, গুছিয়ে ফেলা হয়। নির্মম সহজাত দক্ষতায় ভুলে যাওয়া হয়।[৪৩২] ভাগ্যিস, আমরা ভুলে যাই। দগদগে স্মৃতি চিরটাকাল দগদগে হয়ে থাকলে সে মানুষ বাঁচে কীভাবে?

তবে কিছু মানুষের স্মৃতি রেখে দিতে হয়, রেখে দেওয়া হয়। তাদের আশা, স্বপ্ন, সাধনা, পরিকল্পনা, দর্শনকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। চর্চা করতে হয়। সব অতিথিকে হারিয়ে যেতে দিতে নেই। লাবণ্যর মেয়ে হয়েছে। মেয়ের নাম রেখেছে—'তিথি'।

সমাপ্ত

[৪৩২] 'মানুষ' বুঝাতে আরবিতে 'নাস' বা 'ইনসান' ব্যবহার করা হয়, পণ্ডিতদের মতে শব্দটা এসেছে আরেক আরবি ক্রিয়াপদ 'নাসিয়া' (نسي) থেকে; মানে হল 'ভুলে যাওয়া'।

পরিশিষ্ট

১

ভারতে আসার আগে ইংল্যান্ড :

সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক হালত কেমন ছিল, তা সম্পর্কে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক James Mill বলেছেন : 'ইংরেজদের দেশ সরকারের ব্যর্থতা আর গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ছিল। এতটাই যে, বাণিজ্য প্রসার ও সুরক্ষা জন্য পুঁজিই ছিল না তাদের। ওলন্দাজদের সাথে চলত এক অসম প্রতিযোগিতা'।[৪৩৩]

ইংরেজ আসার আগে ভারত:

সম্রাট আওরঙ্গজেব(রহ.) এর সময়ে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে চীনকে পিছনে ফেলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতিতে (World's Largest Economy) পরিণত হয়, যার মূল্যমান ছিল প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার। এর জিডিপি ছিল সে সময়ের সমগ্র বিশ্বের ৪ ভাগের ১ ভাগ।[৪৩৪]

ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের কারণ :

- William Digby নামের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-কাম-রাজনীতিবিদ লিখেছেন : 'পলাশির যুদ্ধের পর বাঙলার সম্পদ স্রোতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০ সালের আগে যেখানে শিল্পকারখানার নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।'[৪৩৫]
- লর্ড মেকলে[৪৩৬] লিখেছেন : 'ইংল্যান্ডে সম্পদ আসত সমুদ্রপথে। ওয়াট ও

---

[৪৩৩] James Mill এর বরাতে *Unhappy India*, Lala Lajpat Rai, 1928 : p.322
[৪৩৪] *The World Economy*, Angus Maddison, OECD Publishing (2003), page: 261
[৪৩৫] Prosperous' British India, Sir William Digby, ১৯০১
[৪৩৬] *Unhappy India*, Lala Lajpat Rai, 1928

অন্যান্যদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যেটুকু কমতি ছিল, ইন্ডিয়া সেটুকু সরবরাহ করেছে। ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণে বাড়িয়েছে ভারতীয় সম্পদের প্রবেশ।... শিল্পবিপ্লব, যার উপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে। যা লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তা নাহলে স্টীম ইনজিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডের। ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান—এমনই লোকসান, যা ভারতে শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল। যে-কোনো দেশ যদি এইভাবে পাচার করা হয়, সে ধনী-সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে।'

তকতকে ইংল্যাণ্ডের রহস্য :

- Sir William Digby লিখেছে ১৯০০ পর্যন্ত ভারত থেকে আইনগতভাবেই (আইন বানিয়ে) আমরা নিয়েছি ৬,০৮০ মিলিয়ন পাউন্ড (৬০৮০,০০০,০০০ পাউন্ড)[৪৩৭]।

- ব্রিটিশদের সব যুদ্ধের খরচের দায়ও চাপত ইন্ডিয়ার উপর। ১৭৯২ সালে ৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। ১৮৩৫ সালে ৪৪ মিলিয়ন, ১৮৫০ সালে ৫৫ মিলিয়ন। ১৮৬০ সালে ১০০ মিলিয়ন। ১৯১৩ সালে ৩০০ মিলিয়ন পাউণ্ড মিটিয়েছে বছরে ৫ পাউণ্ড উপার্জন করা মানুষগুলো।[৪৩৮]

- Mr. A. J. Wilson মার্চ ১৮৮৪ এর Fortnightly Review ম্যাগাজিনে লিখেন: ভারতীয়দের বছরে মাথাপিছু আয়ই সর্বোচ্চ ৫ পাউন্ড। সেখানে প্রতিবছর আমরা কোনো-না-কোনো ভাবে ৩ কোটি পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছি। মানে ৬০ লাখ গৃহকর্তার আয়। অর্থাৎ (প্রতি পরিবারে পোষ্য ৫ জন করে ধরলে) ৩ কোটি লোকের 'টিকে থাকার খরচ' (sustenance) নিয়ে যাচ্ছি। মোটের উপর ইন্ডিয়ার টোটাল সম্পদের ১০ ভাগের ১ ভাগ করে আমরা প্রতি বছরে নিচ্ছি।

- ইতিহাসবিদ মন্টোগোমারি মার্টিন ১৮৩৮ সালে লিখেছিলেন : এভাবে লাগাতার আর চক্রবৃদ্ধি আকারে সম্পদ পাচার হতে থাকলে, ইংল্যান্ড হতদরিদ্র হয়ে যেত। যেখানে ইন্ডিয়াতে একজন শ্রমিকের দৈনিক আয় ২-৩ পেনি, সেখানে তা হলে ভারতের কী অবস্থা হবে?[৪৩৯]

---

[৪৩৭] 'Prosperous' British India, Sir William Digby, 1901

[৪৩৮] India in the Victorian Age, Mr. R.C. Dutta

[৪৩৯] Unhappy India, Lala LAjpat Rai, 1929

কী হয়েছিল ভারতে :

- ১৮৬০-১৯১০ পর্যন্ত ৫০ বছরে ৩ কোটি ভারতীয় মরেছে জাস্ট 'না খেয়ে', বলেছেন লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জেমস কেয়ার হার্ডি। না খেয়ে মরা মানে তো আবার আপনারা বোঝেন না। তারা তো আবার আপনাদের মধ্য আয়ের দেশ বলে দিয়েছে।
- ১৮০১ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ১০০ বছরে ৩১ টা মন্বন্তরে মরেছে ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষ—'না খেয়ে'।[৪৪০]

২

জীবনের মান হিসেব করার জন্য GDP ব্যবহারের অসুবিধা :[৪৪১]

এটা এবং এ থেকে আর যা যা পদ্ধতি বের করা হয়েছে (real GDP, per capita GDP, and per capita real GDP) সবই অসম্পূর্ণ। কেননা বহু উৎপাদন রয়েছে, যা এর হিসেবে আসে না।

দেশের দেশের আয়-উৎপাদন নির্ণয়ে উপকারী হলেও 'জীবনমান' হিসাবের জন্য এটা পারফেক্ট না। জীবনমান মানে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা। কেবল উৎপাদনই পরিপূর্ণতা দেয় না, জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে এমন বহু জিনিস এই হিসাবে আসে না—অবসর, পরিবেশ, সুস্বাস্থ্য।

টেক্সটবইগুলোতে সাধারণত GDP-র ৫টা সমস্যার কথা বলা হয় : [৪৪২]

১. ভালো-মন্দ সবই GDP-র হিসাবে উৎপাদন হিসাবে আসে। ধরেন, একটা ভূমিকম্প হলো, সবকিছু ধসে গেল, সেগুলো আবার পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে, GDP কিন্তু বাড়ছে। কেউ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে, তাও GDP বাড়ছে। কিন্তু এটা তো উন্নতি হলো না। একটা ভূমিকম্প বা মহামারী তো উন্নতি না। উন্নতি না, কিন্তু GDP বাড়ছে। কী একটা ব্যাপার দেখেন।

২. অবসর সময়টা GDP-র সাথে যায় না। ধরেন, একটা দেশে মানুষ দিনে ১২ ঘণ্টা

---

[৪৪০] 'Prosperous' British India, Sir William Digby, 1901

[৪৪১] http://econperspectives.blogspot.com/2008/08/limitations-of-using-gdp-as-measure-of.html

[৪৪২] https://www.cbsnews.com/news/why-gdp-fails-as-a-measure-of-well-being/

করে কাজ করে, সপ্তাহে ৭ দিনই করে। GDP বাড়ছে রকেটের গতিতে। কিন্তু মানুষ কি ভালো আছে? একই জিডিপির আরেক দেশে মনে করেন, লোকে মদিনে ৮ ঘন্টা কাজ করে। কোনো দেশে সেটেল হবার চিন্তা করবেন আপনি?

৩. GDP-তে কেবল বৈধ মার্কেটে যা তৈরি ও বিক্রি হয়, সেটুকুই আসে। যেসব উৎপাদনের বাজার-মূল্য (market transaction) হয়না, সেগুলো এই GDP-র অন্তর্ভুক্ত নয়। তার মানে ঘরে তৈরি এবং কালোবাজারে বেচাকেনা হয় যেসব পণ্য বা সেবা, তা হিসেবে আসবে না। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ দ্রব্য ঘরে উৎপাদন হয়, ঘরেই ভোগ করা হয়; কিংবা বিনিময়ের মাধ্যমে বেচাকেনা হয়, সেগুলো হিসেবের বাইরে থাকে।

GDP-তে আসে	GDP-তে আসে না
আঙিনার ঘাস কাটার জন্য একজন লোক যদি ভাড়া করেন	যদি নিজে কাটেন
বাচ্চাকে 'ডে-কেয়ার সেন্টারে' রেখে এলে	বাচ্চাকে নিজে লালন পালন করলে
ঘরের পানির লাইন ঠিক করার লোক ডাকলে	নিজে ঠিক করলে
রেস্টুরেন্টে ডিনারে গেলে	ঘরে রেঁধে খেলে

৪. সম্পদের সুষম বণ্টন হচ্ছে কি না, তাও GDP-র মাথা ঘামানোর বিষয় না। ধরেন, একদেশে রাজাই ৯০% পণ্যের মালিক, বাকি মালিকানা জনগণের। আরেক দেশে মোটামুটি ভালো বণ্টন হচ্ছে। কিন্তু হিসেবের সময় মাথাপিছু GDP আসবে সমান। কিন্তু দুই দেশের জীবনমান কি এক?

৫. পরিবেশ দূষণের খেসারত হিসেবেই নেই। একই GDP-র দুই দেশে বায়ুদূষণ পানিদূষণ আছে, আরেক দেশে নেই। কিন্তু দুটোতেই নাকি জীবনের মান সমান?

Imf-এর প্রধান Christine Lagarde, নোবেল-বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Joseph Stiglitz এবং MIT-র প্রফেসর Erik Brynjolfsson সম্প্রতি World Economic Forum in Davos, Switzerland-এ মতপ্রকাশ করেন : আমাদের অর্থনীতির অবস্থা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে GDP অত্যন্ত দুর্বল একটা পদ্ধতি, নতুন কিছু খোঁজা উচিত।

৩

যে রাস্তাগুলো দিয়ে রিযিক আল্লাহ পৌঁছান তা হলো :-

১. সালাত বা নামাজ :

আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে **নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিযিক চাই না। আমি আপনাকে রিযিক দিই** এবং আল্লাহ ভীরুতার পরিণাম শুভ। [সুরা ত্বা-হা ২০: ১৩২]

২. তাকওয়া বা স্রষ্টানুভূতি, মানে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার জন্য ইসলামের বিধি বিধান শক্তভাবে মেনে চলা।

... এতদ্দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে **তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক** দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। [সূরা তালাক : ২-৩]

৩. **তাওয়াক্কুল,** অর্থাৎ আল্লাহর উপর আস্থা-ভরসা-নির্ভর করা।

উমার ইবনুল খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **"তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে তবে তিনি তোমাদেরকে রিযিক দান করতেন—যেমন পাখিকে রিযিক দান করে থাকেন—** তারা খালি পেটে সকালে বের হয় এবং পেট ভর্তি হয়ে রাতে ফিরে আসে।" [আহমাদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ]

৪. **ইস্তিগফার,** বারবার নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে ক্ষমা চাওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি **বেশি বেশি ইস্তেগফার করবে,** আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন

এবং **অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা** করে দেবেন।" [বায়হাকি : ৬৩৬, হাকিম, মুস্তাদরাক : ৭৬৭৭ সহীহ সূত্রে বর্ণিত]

৫. কামাইয়ের চেষ্টা :

অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা **পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো** ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সুরা জুমুআ : ১০]

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা :

আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার **রিযিক প্রশস্ত করে দেওয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক, তা হলে সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।**" [বুখারি : ৫৯৮৫, মুসলিম : ৪৬৩৯]

৭. **বিবাহ করা :** [৪৪৩]

- তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [সূরা নূর : ৩২]
- ৩ প্রকার লোককে সাহায্য সহায়তা করা আল্লাহর উপর হক—আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ, মুকাতাব গোলাম, আর যে নিজের চরিত্র রক্ষার জন্য বিবাহ করে। [তিরমিযি : ১৬৫৫, হাসান]
- নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'নারীদের বিবাহ করো, নিশ্চয়ই তারা সম্পদ নিয়ে আসে।' [মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা : ১৬১৬১, মুরসাল, নির্ভরযোগ্য]
- আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : বিবাহের দ্বারা রিযিক তালাশ করো। [দাইলামি, দুর্বল সনদ]

[৪৪৩] https://hadithanswers.com/does-marriage-increase-ones-rizq-sustenance/

- উমার রা. বলেন : আমি ঐ লোকের প্রতি আশ্চর্য হই—যে বিবাহের দ্বারা রিযিক খুঁজে নেয় না, যখন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ... (উপরের আয়াত)। [মুসান্নাফ, আবদুর রাজ্জাক]

এতগুলান দোকান বন্ধ করে, একটাই দিনরাত খোলা রাখি আমরা। আমাদের অভাব দূর হবেটা কীভাবে?

৪

মাকাসেদে শারীআ :

১. **আকল বা যুক্তি-বিবেক** নিশ্চিত করা : মদ নিষেধ, নেশাদ্রব্য নিষেধ। আল্লাহকে চেনার জন্য মাথা খাটানোর আদেশ, খাবার খাওয়ার আদেশ। ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামাজ বা বিচারকার্যে যেতে না করা আছে।

২. **জীবনের সুরক্ষা** : জীবিকা তালাশের হুকুম। খাদ্য-পানীয়-লাইফস্টাইল সম্পর্কিত সুন্নাহগুলো তো পুরাই আমাদের প্রিভেনটিভ মেডিসিন। খুনের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান আছে, আত্মহত্যা মহাপাপ, অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেওয়া।

৩. **প্রজন্ম** নিশ্চিত করা : বিবাহের বিধান, ব্যভিচার করলে শাস্তি, গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণে নিষেধাজ্ঞা, সন্তান পালনের নিয়মনীতি ও সুশিক্ষা দান।

৪. **সম্পদ** : ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেনের নিয়ম আছে। প্রতারণা-চুরি-ডাকাতির শাস্তি আছে। যাকাতের আদেশ।

৫. **দ্বীন** নিশ্চিত করা : যে সিস্টেমের দ্বারা এগুলো নিশ্চিত করা হবে সেই কল্যাণ-নিশ্চিতকারী সিস্টেমটাকে এবং আমাদের আসল জীবন ‘পরকাল’ নিশ্চিত করা। মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড। হদ আইন। দাওয়াত ও জিহাদের বিধান।

৫

ক.

২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ। Marina Del Rey Marriott Hotel-এ চলছে NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality) এর কনফারেন্স। প্রায় শতাধিক মনোচিকিৎসকের সামনে American Psychological Association (APA)-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট Nicholas Cummings, Ph.D. উচ্চারণ করলেন কিছু অপ্রিয় সত্য।

- সমাজকর্মীরা American Psychological Association-কে বাধ্য করছে তাদের হয়ে কথা বলতে। এমন সামাজিক অবস্থান নিতে জোর করছে, যার পক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

- তখনই APA কোনো রিসার্চ পরিচালনা করে, যখন তারা জানে যে রেজাল্ট কী হবে। সম্ভাব্য যে ফলাফল পক্ষে আসবে, তেমন রিসার্চই কেবল অনুমোদন দেওয়া হয়।

- যখন Cummings সাহেব ও আরেক মনোবিদ Rogers Wright, Ph.D একটা বই লিখছিলেন Destructive Trends in Mental Health নামে, তখন তারা আরও কিছু সহকর্মীর সাহায্য চান। তারা কেউই সাহায্য করেনি বরখাস্ত হবার ভয়ে কিংবা পদোন্নতি বঞ্চিত হবার ভয়ে। বেশি ভয় পেত তারা 'gay lobby' বা 'সমকাম সমর্থক'দেরকে, যারা APA-তে খুবই শক্তিশালী।

- সমকাম কর্মীদের এজেন্ডার অমত করলেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হয় এ কথা বলে যে— 'সমকামীদের বিরোধিতা মানে কাপুরুষতা'।

- Cummings সাহেব তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বলেন : তদকালীন APA-র প্রেসিডেন্ট, যিনি আবার ছিলেন লেসবিয়ান, আমার বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছিলেন, কথাই বলতে দেননি এ কথা বলে যে, আপনি স্ট্রেইট পুরুষ আর আমি লেসবিয়ান নারী। আপনার সাথে আমি কোনো বিষয়েই একমত হতে পারব না। অথচ পুরো হলের কেউ কোনো কথাই বলল না। এই নারী APA-এর একজন প্রখ্যাত গবেষক ও বহু অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত। পাঠক, তা হলেই বোঝেন কী গবেষণা হয়।

- APA সমকামীদের মনোচিকিৎসা করে তাদের স্বাভাবিক যৌনতায় ফিরিয়ে আনাকে 'অনৈতিক' ঘোষণা করার দ্বারপ্রান্তে। তা হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা কি একমুখেই চলবে?

খ.

আরেকজন মনোচিকিৎসক Jeffrey Satinover, M.D. একই অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, সমকামকর্মীদের দ্বারা মানসিক-স্বাস্থ্য-সংগঠনগুলো ইউজড হচ্ছে। এরা রিসার্চের রেজাল্টকে নিজেদের স্বার্থে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞানের এই বিকৃতি এতই ব্যাপক, যে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। তিনি আরও বলেন, দেখেন, কারা APA-র প্রতিনিধিত্ব করে। সমকাম মনোবিদ Gregory Herek, Ph.D. লেখেন বিখ্যাত Romer v. Evans কেসের ব্রিফিং APA-র পক্ষে। আমেরিকার 'জেন্ডার পরিচয়' আইনে এই কেস অন্যতম ভিত্তি। তিনি সেখানে জেন্ডার পরিচয় এক্সপার্ট হিসেবে ২ জনের নাম বলেন।

১. John Money, Ph.D. যিনি ডাচ শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-তে সাক্ষাতকার দেন : বয়স্ক পুরুষ আর ছোটো বালকের যৌন-সহবাস গঠনমূলক হতে পারে, যদি উভয়ের সম্মতি থাকে।

২. John de Cecco, Ph.D. শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-র একজন সম্পাদক। এবং Journal of Homosexuality-তে বয়স্ক পুরুষ আর ছোটো বালকের যৌন-সহবাস (man-boy sexual contact) কে আখ্যায়িত করেন 'দুই প্রজন্মের কাছে আসা' হিসেবে।

পাঠক, এঁরা আমাদের জন্য বিজ্ঞান বানায়। APA-র আলোচনা এজন্য করা হলো, কারণ সমকাম ও নারীবাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় এবং প্রকাশিত হয় American Psychological Association-এর ব্যানারে। এবং এগুলোকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয় পুরো দুনিয়া। সেখানে অবস্থা এই।[৮৮৮]

গ.

ইদানীং আমরা যে IQ টেস্ট করি সেই পদ্ধতিটি ১৯৫০-এর দশকে Dr. D Wechsler-এর বানানো। শুরুতে তিনি পেলেন, ৩০-এরও বেশি টেস্ট নারী-পুরুষের মাঝে 'একজনের' পক্ষে 'বৈষম্য' করছে। যেন, টেস্টেরই দোষ, সে কেন একই রেজাল্ট দিচ্ছে না। কেন দুই লিঙ্গ দুই রকম পারফর্ম করবে? উভয়ে তো সমান। অতএব, টেস্টই

[888] https://www.josephnicolosi.com/collection/psych-association-loses-credibility-say-insiders

ঠিক নেই। বুইঝেন ব্যাপারটা।

পারফর্মেন্স গ্যাপ যেগুলোতে বেশি, সেই টেস্টগুলো বাদ দিয়ে দিলেন Wechsler সাহেব। 'সমস্যা'টা সমাধান করা দরকার। এরপরও যখন দুই লিঙ্গকে সমান দেখানো যাচ্ছে না, তখন যেটা করা হলো : কিছু টেস্ট রাখা হলো যেগুলোতে পুরুষ ভালো করে, নারী খারাপ করে। আর কিছু টেস্ট রাখা হলো, যেগুলোতে নারীরা ভালো করে, পুরুষ খারাপ করে। পুরোটাকে বলা হলো 'IQ টেস্ট'; এবং 'নারী-পুরুষ' আইকিউ সমান।

এই হলো বিজ্ঞানের অবস্থা। যখন গবেষণার রেজাল্ট আপনার পছন্দ হচ্ছে না, মনোমতো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আপনি প্রাপ্ত ডেটাগুলো এদিক-সেদিক করে নিচ্ছেন। উদাহরণ যেন, অলিম্পিকে কোনো পোলভোল্ট ইভেন্টে কয়েকজন অ্যাথলেটকে আপনি ওজনের বাটখারা বেঁধে দিচ্ছেন। আর কয়েকজনকে পোলের উচ্চতা কমিয়ে দিচ্ছেন। যাতে 'সত্য'টা প্রমাণিত হয় যে, শক্তি আর দ্রুততা যাই হোক, সৃষ্টিগতভাবে সব পোলভল্টারই সমান। (all the pole-vaulters, regardless of their prowess and agility, are created equal)[৪৪৫]

৬

বাঙালি সংস্কৃতির নামে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় আচারকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটা প্রবণতা কারও কারও মধ্যে লক্ষণীয়। নাচ ও টিপ—এমনই দুটো আচার, যা সরাসরি দেবদেবীদের উপাসনা হিসেবে করা হত। 'টিপ'-কে হিন্দিতে বলা হয় 'বিন্দি', যা সংস্কৃত শব্দ 'বিন্দু' থেকে এসেছে।

যা মূলত প্রাচীন হিন্দু প্রথা হলেও আজ ফ্যাশন হিসেবে এর ব্যবহার ব্যাপক। ঋগ্বেদ থেকে ৫০০০ বছর আগে এই প্রথার অস্তিত্ব জানা যায়।

অনেকে 'লাল রঙের টিপ'-কে সম্পৃক্ত করেন পশুবলি অনুষ্ঠানের সাথে।

তান্ত্রিক গূঢ়ার্থ মতে, ৬টি মৌলিক পয়েন্টের (ষড়চক্র) একটি হলো দুই ভ্রুর মাঝখানটা, যার নাম 'আজ্ঞা'। এখানে লাল 'বিন্দি' দেহের শক্তি ও মনোযোগ ধরে রাখে বলে তান্ত্রিক শাস্ত্র মনে করে।

[৪৪৫] Brainsex, page 13, Anne Moir Phd. এবং David Jessel.

প্রাচীন আর্য সমাজে বর কনের কপালে একটা লম্বা 'তিলক' দিত, যার অপভ্রংশ হলো বর্তমান টিপ। বিবাহিতা নারীর 'শনাক্ত চিহ্ন' হলেও আজ অবিবাহিতরাও এটা ব্যবহার করে থাকে। প্রখ্যাত সব অভিধানও 'bindi'-র অর্থকে বিবাহিতা হিন্দু নারীদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। (One of the most recognizable items in Hinduism is the bindi, a dot worn on women's foreheads.)[৪৪৬]

সুতরাং 'টিপ পরা' অবশ্যই কাফিরদের সাদৃশ্য ধারণের মধ্যে পড়ে, যা পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতির লঙ্ঘন। মুসলিম নারীদের অবশ্যই এই সাজ পরিহার করা ঈমানের দাবি।

৭

Glasgow Caledonian University-র Pamela Andrews এবং Teesside University-র Mark A Chen এর গবেষণায় কী এল। আমরা কারও মন্তব্য নেব না, সরাসরি রিসার্চ রেজাল্টগুলো নিয়ে কথা বলব। ৪৭৮ জন নারী ও পুরুষ দৌড়বিদের উপর গবেষণা হলো, ইনজুরি সহ্য করে নিজের দৌড় ক্যারিয়ার টিকিয়ে নেওয়ার মানসিক শক্তি কার কেমন দেখার জন্য। Journal of Athletic Enhancement এ প্রকাশিত হলো Gender Differences in Mental Toughness and Coping with Injury in Runners শিরোনামে।[৪৪৭] এখানে Mental Toughness মানে ৪ টা জিনিসের সমন্বয়কে ধরে নেওয়া হয়েছে [৪৪৮] :

- দৃঢ়চিত্ততা (Determination),
- প্রতিশ্রুতির অনুভূতি এবং ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা (sense of commitment and dedication),
- আত্মবিশ্বাস (Self Belief) ও পজিটিভ দৃঢ়তা,
- পজিটিভ অনুভূতি আহরণ (Positive Cognition) মানে কাজে মনযোগ রাখা (thought control), উৎসাহ পাওয়া (energy), কাজে আনন্দ খুঁজে নেওয়া

[৪৪৬] https://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/bindi-investigating-true-meaning-behind-hindu-forehead-dot-007272

[৪৪৭] https://www.researchgate.net/publication/282211682_Gender_Differences_in_Mental_Toughness_and_Coping_with_Injury_in_Runners

[৪৪৮] Golby J, Sheard M,Van Wersch A (2007) Evaluating the factor structure of the psychological performance inventory (PPI). Percept Mot Skills 105: 309-325.

(enjoyment), কাজের প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা (visualization)

মানে মানসিক শক্তি বলতে যা যা বোঝায় সব চলে এসেছে। এই দৌড়বিদদের উপরে রিসার্চ থেকে আমরা সকল ধরনের কাজে লিঙ্গভিত্তিক মানসিক পারফর্মেন্স এবং সমস্যা মোকাবেলার ধরন ও সমস্যা কাটিয়ে নিজের কাজ করে যাওয়ার প্রবণতার ব্যাপারে একটা আঁচ করে নিতে পারি। ফলাফল মেনে নেওয়ার জন্য তৈরি তো, প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিন্তু :

১. পুরুষের টোটাল এবং যৌথ মানসিক শক্তি নারীর চেয়ে বেশি।

২. পুরুষের আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নারীর চেয়ে বেশ অনেকটা বেশি (significantly higher)

৩. পুরুষ পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে আরও বেশি করে কাজে লেগে থেকে (task orientated coping)। মানে কাজে লেগে থেকে উত্তোরণের চেষ্টা করেছে বেশিরভাগ ছেলে।

৪. বেশিরভাগ নারীরা কাজ থেকে দূরে থেকে বা একেবারে ছেড়ে দিয়ে (disengagement and resignation coping) পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে বা উত্তোরণের চেষ্টা করেছে।

একই রেজাল্ট Panjab University-র গবেষণায় যা করা হয়েছিল ৩০ জন পুরুষ ও ৩৫ জন মহিলা জিমন্যাস্টের উপর। এখানেও এসেছে পুরুষদের মানসিক শক্তি বেশ অনেকটা বেশি (significantly higher scores) নারীদের চেয়ে।[৪৪৯] একইভাবে সাঁতারু, বক্সারদের ক্ষেত্রেও গবেষণা হয়ে একই রেজাল্ট এসেছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এগুলো তো খেলাধুলার বেলায়, খেলাধুলা তো নারীর সেক্টর না। এই তো লাইনে এসেছেন। এবার আমি 'জেন্ডার কনসেপ্ট'কে প্রশ্ন করব। পুরুষের সেক্টর নারীর সেক্টর আবার কি? জেন্ডার কনসেপ্ট তো বলছে—সামাজিক কোনো ভূমিকাতেই নারী-পুরুষ নেই, সব সমান। হো হো, থাক এখন জবাব চাইনে। তবে হ্যাঁ, খেলাধুলা নেওয়া হয়েছে এইজন্য যে, খেলাধুলায় আউটপুট দেখা যায়, মাপা যায়। অফিসওয়ার্কে এই ইনডিভিজুয়াল আউটপুট মাপা অসম্ভবপ্রায়। দেখেন এটা

[৪৪৯] A Comparative Study of Mental Toughness between Male, Female and Urban, Rural AIIU Gymnasts, International Journal of Recent Research Aspects, Vol. 4, Issue 1, March 2017, pp. 100-102

পুরুষের সেক্টর আপনি বলতে পারেন না, কেননা এখানে শারীরিক আউটপুট মাপা হচ্ছে কিন্তু বিচার করা হচ্ছে না। বিচার করা হচ্ছে শারীরিক আউটপুট আনার জন্য তার মানসিক শক্তিটাকে। এই মানসিক শক্তিকে তুলনা করা হচ্ছে। শারীরিক আউটপুট তো তুলনাযোগ্যই না।

৮

কিছু শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত লক্ষণ যা মাসিকের আগে এবং মাসিকের সময় দেখা দেয় যেটা সর্বোচ্চ হয় মাসিকের ৩-৭ দিন আগে, এবং মাসিক শুরুর সাথে সাথে ঠিক হয়ে যায়, এগুলোকে একসাথে বলে PMT [৪৫০]. এই PMT-ই যখন বারবার হতে থাকে এবং এতটা হয় যাতে একজন নারীর স্বাভাবিক কিছু কিছু কাজেকর্মে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটাকে বলে Syndrome (PMS)[৪৫১]. আর এত বেশি বেশি যখন হয় যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই ব্যাহত হয়ে পড়ে, তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় Dysphoric Disorder (PMDD). এই সমস্যাটার ১৫০-এরও বেশি লক্ষণ আছে, যার মধ্যে বেশি পাওয়া যায় নিচেরগুলো :

পেট ফেঁপে থাকা (Abdominal bloating)	নিদ্রাহীনতা (Insomnia)
ব্রন (Acne)	খিটখিটে মেজাজ (Irritability)
উদ্‌বেগ, টেনশন (Anxiety)	গিরা ব্যথা (Joint pain)
কোমর ব্যথা (Back pain)	ম্যাজমেজে (Lethargy)
ক্ষুধামন্দা (Change in appetite)	কামশীতলতা (Low libido)
অলসতা (Clumsiness)	'আমাকে দিয়ে কিছু হবে না' (Low self-esteem)
কোষ্টকাঠিন্য (Constipation)	মেজাজ দ্রুত পরিবর্তন (Mood swings)
মন খারাপ (Depression)	ভীতসন্ত্রস্ত (Nervousness)

[৪৫০] http://www.australianunity.com.au/health-insurance/existing-members/well-plan-online/womens-health/pre-menstrual-tension
[৪৫১] Integrative Medicine (Fourth Edition), 2018

পাতলা দাস্ত (Diarrhea)	নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া (Social isolation)
টলমল লাগা (Dizziness)	চিনিপ্রিয়তা (Sugar cravings)
ক্লান্তি, শরীরের সব শক্তি শেষ (Fatigue)	স্তনব্যথা (Tender breasts)
মাথাব্যথা (Headache)	শরীরে পানি জমা (Water retention)

৯

American College of Obstetricians and Gynecologists এর ACOG criteria:[৪৫২]

[ক] মাসিকের ৫ দিন আগে থেকে নিচের লক্ষণগুলোর এক বা একাধিক আগের ৩ মাস যাবৎ।

মানসিক :

- ডিপ্রেশান (Depression)
- রাগে ফেটে পড়া (angry outburst)
- খিটখিটে মেজাজ (irritability)
- উদ্‌বেগ (anxiety)
- সাড়া না দেওয়া (confusion)
- নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া (social withdrawal)

শারীরিক :

- স্তনে ব্যথা
- পেট ফেঁপে থাকা
- মাথাব্যথা
- হাত-পায়ে পানি আসা

[৪৫২] https://www.researchgate.net/figure/ACOG-diagnostic-criteria-for-PMS-a_tbl1_261597211

[খ] মাসিক শুরুর ৪ দিনের মধ্যে কমে যাবে বা ঠিক হয়ে যাবে।

[গ] অন্য কোনো ওষুধের কারণে বা হরমোন থেরাপির কারণে বা ড্রাগ-এলকোহলের কারণে এমন হচ্ছে না।

[ঘ] লক্ষণ রেকর্ড শুরুর পরের ২ মাসেও একই লক্ষণ বজায় আছে।

[ঙ] সামাজিক ও অর্থনৈতিক পারফর্মেন্সে 'ধরা পড়ার মতো' কমতি (identifiable dysfunction in social and economic performance)

আর এই criteria অনুযায়ী একটা পেলেও যদি আপনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পারফর্মেন্সে 'ধরা পড়ার মতো' কমতি আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আপনি রোগী।

- সবচেয়ে কমন লক্ষণ (খিটখিটে মেজাজ, উদ্‌বেগ-টেনশন, মেজাজ দ্রুত পরিবর্তন আর অবসাদ- মন খারাপ) ক'টাতে প্রায় %৯০–৮০ নারী ভোগেন বলে জানা গেছে।
- প্রায় ৫০% নারী জানিয়েছেন তারা মনোযোগে সমস্যা ও ভুলে যাওয়ার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।
- ৪৮% নারী ভোগেন পেটের সমস্যায় (GI upset)
- আর ১৮% এর হয় শরীর জ্বালাপোড়া (hot flush)[৪৫৩]

১০

নারীবাদ : নারীবাদ বলতে বোঝায়, একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন; যার উদ্দেশ্য নারীর সমানাধিকার ও আইনী সুরক্ষা। এর আওতায় রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক থিয়োরি এবং দর্শন। ১৯৪২ সালে ক্যাথরিন হেপবার্ন সর্বপ্রথম 'নারীবাদী আন্দোলন' কথাটি ব্যবহার করে 'Woman of the Year' সিনেমায়।

নারীবাদীরা ও পণ্ডিতগণ এই আন্দোলনের ইতিহাসকে ৩টি ওয়েভে ভাগ করেন।

প্রথম ওয়েভ : একটা লম্বা সময় ধরে ব্রিটেন ও আমেরিকায় চলমান নারীবাদী

---

[৪৫৩] Patricia O. Chocano-Bedoya, Elizabeth R. Bertone-Johnson বলেন Women and Health (Second Edition), 2013

কার্যক্রমকে 'প্রথম ওয়েভ' ধরা হয়। এর সময়কাল ছিল উনবিংশ শতক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে। মূলত এর ফোকাস ছিল নারী-পুরুষ সমান বন্দোবস্ত ও সম্পত্তির অধিকারের দাবিতে এবং শ্যাটেল ম্যারেজ (স্বামী স্ত্রী ও সন্তানাদির মালিক)-এর বিরুদ্ধে। ১৯ শতকের শেষদিকে এই আন্দোলন পরিণত হয় নারীর রাজনৈতিক শক্তি বাড়ানোর দাবিতে, বিশেষ করে ভোটের অধিকারের আন্দোলনে।

আরও স্পেসিফিক বলতে গেলে, ১৮৪৮ সালে দুই শতাধিক নারী একত্রিত হন নিউইয়র্কের এক চার্চে। একে নাম দেওয়া হয় Seneca Falls convention. নারী অধিকার ও সামাজিক-নাগরিক-ধর্মীয় ইস্যুগুলো আলোচনা করে তারা ১২ টি রেজুলেশন পাশ করেন। সে সময় নারী আন্দোলন 'দাসপ্রথা-বিরোধী' আন্দোলনের (abolitionist movement) সাথে একাট্টা হয়ে চলতে থাকে। কৃষ্ণাঙ্গ নারী নেত্রীরা প্রধান ভূমিকা পালন করেন, কেবল নারীদের ভোটাধিকারই না, সবার জন্যই ভোটাধিকারের দাবিতে।

কিন্তু পরে নারী আন্দোলনটা কেবল শ্বেতাঙ্গ নারীদের আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কয়েকজনের প্রচেষ্টায়। ১৮৭০ সালে যখন 15th amendment passage পাশ করে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়, তখন নারীবাদীরা এই পয়েন্টে আসেন : যারা একসময় আমাদের দাস ছিল তারা ভোট দিতে পারলে, আমরা কেন পারব না? তবে শুধু ভোটাধিকারের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না, শিক্ষার-চাকরি-সম্পদের মালিকানা সব বিষয়েই সমানাধিকারের দাবিতে চলমান ছিল তাদের আন্দোলন।

১৯১৬ সালে আমেরিকার প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক চালু হয়, নারীর 'জন্মদানের ইচ্ছাধিকার'-এর প্রথম ফসল হিসেবে।

১৯২০ সালে আমেরিকার কংগ্রেসে ১৯তম সংশোধনী পাশ হয়। নারীরা পান ভোটাধিকার। মূলত এর পর থেকে ১ম ওয়েভের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে। বিচ্ছিন্ন দাবিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নারী সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে গেলেও ১৯৬০-এর দশকের আগ পর্যন্ত সমন্বিত লক্ষ্যে আন্দোলন চোখে পড়ে না।

দ্বিতীয় ওয়েভ : ১৯৬০ এর দশকের শুরুতে আরম্ভ হয়ে ১৯৮০ এর দশকের শেষ অব্দি ছিল এর সময়কাল। এর ফোকাস ছিল মূলত সব ধরনের বৈষম্যের বিলোপ করে সমতা প্রতিষ্ঠা।

আরও স্পেসিফিক বললে, ১৯৬৩ সালে Betty Friedan-এর 'The Feminine Mystique' প্রকাশিত হয়। ৩ বছরে বিক্রি হয় ৩০ লক্ষ কপি। ১৯৪৯ সালে Simone de Beauvoir-এর 'Second Sex' ব্যাপক সাড়া ফেললেও, আগের বইটা ছিল একটা বিপ্লব। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল : সন্তানপালন ও ঘরোয়া কাজকাম নারীকে হতাশ ও অসুখী করে তুলেছে, এটা। আইডিয়াটা নতুন না হলেও, ৩০ লক্ষ নারী পাঠকের কাছে আওয়াজটা পৌঁছে গেল। বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারী হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন, তারা আসলে অসুখী। গড়ে উঠল আন্দোলন। এবার ফোকাস আর রাজনৈতিক সমতা না, সামাজিক সমতা। দাবিগুলো যৌনতা ও সম্পর্ক, গর্ভপাতের অধিকার, ঘরোয়া কাজ—এই কেন্দ্রিক।

- এইবার আন্দোলনের অর্জনগুলো ছিল :
- সমান বেতন আইন, ১৯৬৩
- বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন
- শিক্ষার সমানাধিকার (টাইটেল ৯)
- ১৯৭৩ সালে Roe v. Wade কেস দ্বারা নারীর প্রজননের স্বাধীনতা অর্জন
- নিজ নামে ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি

সেকেন্ড ওয়েভের চূড়ান্ত পর্যায়ে আন্দোলন কিছুটা উগ্রতায় পরিণত হয়, এবং সমাজে নারীবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ভীতি তৈরি করে। নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাবের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে 'মিস আমেরিকা' যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেখানে নারীবাদীরা জমায়েত হয়, এবং ব্রা পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে। পুরুষের চোখে যাযা নারীর প্রতীক সেগুলো পরিত্যাগ করার একটা নমুনা। নারী নয়, মানুষ হিসেবে তাদের ভাবতে হবে।

তৃতীয় ওয়েভ : ১৯৯০ এর শুরুতে এর আরম্ভ। এর শুরুটাকে বাকি দুটোর মতো স্পষ্ট করা যায় না। দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে থার্ড ওয়েভ শুরু হয় মূলত। ১৯৯১ এ Anita Hill কেস আর ১৯৯১-এ Riot Grrrl গ্রুপ। বসের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলা করেন আনিতা হীল। যদিও বস পার পেয়ে যায়, কিন্তু এটা সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ১৯৯২ সালে 'হাইস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এ ২৪ জন নারী নির্বাচনে জেতেন। এটা আরেকটা রাজনৈতিক বিজয় নারীবাদের।

সেকেন্ড ওয়েভ নারীত্বের প্রতীকগুলোকে বর্জনের ডাক দিয়েছিল। ফলে সমাজ এটাকে ভালোভাবে নেয়নি। এরই প্রতিক্রিয়ায় থার্ড ওয়েভ ডাক দেয় 'নারীত্বের

প্রতীক'গুলোকে আবার গ্রহণের, যেমন : হাই-হিল, মেক-আপ, নারীসুলভ আচরণ। মূলত থার্ড-ওয়েভ জুডিথ বাটলারের দর্শন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত আন্দোলন। দর্শনটা হলো : 'নারী-পুরুষ লিঙ্গ আলাদা, দৈহিকভাবে আলাদা। কিন্তু জেন্ডার দৈহিক না, জেন্ডার হলো সামাজিক ভূমিকা (performative), এবং এটা একই'।

চতুর্থ ওয়েভ : অনেক নারীবাদী বিগত কয়েক বছর ধরে চলমান #MeToo আন্দোলনকে চতুর্থ ওয়েভ বলছেন।

১১

তুলনা :

ইস্যু	খ্রিস্টবাদ	ইসলাম
১. আদিপাপ হাওয়া আ. এর, নাকি দুজনেরই	ঐ গাছ থেকে কয়েকটা ফল **সে (হাওয়া) আমাকে দিল,** আর আমি খেলাম।[১] এবং ধোঁকা যে খেয়েছে সে আদম নয়, **নারীটি-ই (হাওয়া) ধোঁকা খেয়ে পাপী হয়েছিল।**[২]	অতঃপর **শয়তান তাদের দুজনাকে** প্ররোচনা দিল... অতঃপর **সে তাদের দুজনাকে** প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করল...তারা **দুজনে** বলল: হে আমাদের রব, **আমরা নিজেদের উপর অবিচার করেছি।** যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তা হলে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[৩]

২. গর্ভধারণ ও প্রসববেদনা আদিপাপের শাস্তি নাকি নারীর মহিমা	ঈশ্বর অভিশাপ দিচ্ছেন হাওয়া-কে : আমি সন্তানধারণের কষ্টকে অনেক বাড়িয়ে দিব এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তোমরা সন্তানের জন্ম দেবে।[৪]	• তোমাদের কেউ কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যখন তোমাদের স্বামী তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়, - তোমরা স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারীনী হও, তখন তোমরা আল্লাহর পথে রোজাদারের সমান সওয়াবের ভাগী হও। - আর যখন প্রসববেদনা শুরু হয়, তখন আসমান ও জমিনের অধিবাসী কেউ জানে না, তার জন্য চক্ষু শীতলকারী কী পুরস্কার লুকায়িত থাকে। - আর যখন প্রসব হয়ে যায়, তখন নবজাতকের দুধপানের প্রতিটি ঢোক এবং প্রতিটি চোষণের বিনিময়ে একটি করে নেকী লেখা হয়। - আর যদি নবজাকতের কারণে জাগ্রত থাকতে হয়, তা হলে প্রতিটি রাতের বিনিময়ে সত্তরটি কৃতদাস আল্লাহর রাস্তায় আযাদের সওয়াব দেওয়া হয়।[৫] • ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত। মহিলা **গর্ভধারণ থেকে নিয়ে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারের ন্যায় সওয়াব পেতে থাকে। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তা হলে শহীদের সওয়াব পায়।**[৬] • নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং **অধিক সন্তান প্রসবকারী।** কেননা আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব।[৭]

৩. পুরুষের অধীনতা আদিপাপের শাস্তি (কারণ কী)	তোমাদের ইচ্ছা হবে তোমাদের স্বামীর অধীন, এবং তারা তোমাদের শাসন করবে।[৮]	আর কোনো বহনকারী অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না।[৯] পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।[১০] (নারীর পাপের কারণে কর্তৃত্ব তা নয়, বরং পুরুষের কষ্ট-কুরবানির কারণে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে)
পুরুষের অধীনতার স্বরূপ	মালিকানা। ইহুদি পণ্ডিতদের মতে : বিবাহের পর নারী স্বামীর পূর্ণ মালিকানায় ন্যস্ত হয়। তাদের মতে : Betrothal, making a woman the sacrosanct possession, the invoiavle property, of the husband.[১১]	আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।[১২] (মালিকানা নয়, নিয়মতান্ত্রিক অধীনতা)

স্ত্রীর সম্পত্তি	বিবাহের কারণে স্ত্রী ও তার ধন-সম্পদ স্বামীর অধিকারভুক্ত গণ্য হয়। এ বিধানের কারণে স্ত্রী সম্পদহীনা হয়ে পড়ে।[১৩]	পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত।[১৪] আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশিমনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।[১৫] যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা করো এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না।[১৬] পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।[১৭]
৪. কন্যা-সন্তানের মর্যাদা	কন্যা জন্মদান একটা লোকসান (The birth of a daughter is a loss.)[১৮] মেয়ে সন্তান জন্ম দিলে ১ সপ্তাহ বেশি অপবিত্র থাকবে গর্ভবতী।[১৯]	যে ব্যক্তি কন্যা-সন্তানকে জ্যান্ত দাফন করবে না এবং **তার অমর্যাদা করবে না এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেবে না** আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল করবেন।[২০] তোমরাকন্যাসন্তানদের অপছন্দ করো না। কারণ তারা আদরণীয় অমূল্য ধন।[২১]

৫. নারীদের শিক্ষা

র‌্যাবাই এলিযের বলেন : যে তার কন্যাকে তাওরাত শেখায়, সে যেন মেয়েকে অশ্লীলতা শেখায়। (R. Eliezer Says : Whoever teaches his daughter torah teaches her obscenity.)[২২]

সেন্ট পল বলেন : আমি মেয়েদের শিক্ষকতা কিংবা পুরুষের উপর কর্তৃত্বের অনুমতি দিই না। কেন না, আদম নয়, হাওয়া-ই ধোঁকা খেয়ে পাপের ভাগী হয়েছে। (I don't permit a woman to teach or have authority over a man...)[২৩]

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।[২৪] (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে)

নবিজি মহিলাদের উদ্দেশ্যে লেকচার দেবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

শাইখ আশরাফ আলি থানভী রহ. বলেন : ইলম শিক্ষা ওয়াজিব। সুতরাং মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া ওয়াজিব, কিছুসংখ্যক মহিলাকে রীতিমতো শিক্ষিত রূপে গড়িয়া তোলা ওয়াজিব। কেননা ওয়াজিবের মাধ্যম গড়িয়া তোলাও ওয়াজিব।[২৫]

৬. ঋতুস্রাব

১৯কোন নারীর স্বাভাবিক ঋতুস্রাব হলে সাতদিন তার অশৌচ থাকবে। ঐ অবস্থায় কেউ তাকে স্পর্শ করলে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।

২০অশৌচ অবস্থায় সেই নারী কোন শয্যায় শয়ন বা উপবেশন করলে তা অশুচি হবে।

২১কেউ তার শয্যা স্পর্শ করলে তাকে জামা কাপড় ধুয়ে স্নান করতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অশৌচ থাকবে।

২২ যদি কেউ তার আসন স্পর্শ করে তা হলে তাকে কাপড় ধুয়ে স্নান করতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তার অশৌচ থাকবে।

২৩তার শয্যা কিংবা আসনের উপরে কোনো বস্তু থাকলে তা যদি কেউ স্পর্শ করে, তা হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুচি থাকবে। ২৪অশৌচ অবস্থায় সেই নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষ যদি শয়ন করে এবং তার রক্তস্রাব সেই পুরুষের গায়ে লাগে তবে সে সাতদিন অশুচি থাকবে এবং যে শয্যায় সে শোবে তাও অশুচি হবে।[২৬]

ঋতুস্রাব হলে নারী অপবিত্র থাকবে।[২৭] নামাজ-রোজা-কুরআন স্পর্শ-স্বামী সহবাস থেকে বিরত থাকবে। আর সব কাজে কোনো অপবিত্রতা নেই।

- আনাস রা. বলেন : ইয়াহূদী নারীদের যখন হায়য (ঋতুস্রাব) আসত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না, তাদের সাথে ঘরে একত্রে অবস্থানও করত না। সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আল্লাহ্ তাআলা (আরবি) আয়াত নাযিল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আদেশ করলেন : তারা যেন তাদের সাথে একত্রে পানাহার করে এবং তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করে, আর যেন তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য সব কিছু করে।'[২৮]

- আয়িশা রা. বলেন : আমি হায়েয অবস্থায় আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথা আঁচড়ে দিতাম।[২৯]

- আয়িশা রা. বলেন : নবি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লা আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়েযের অবস্থায় ছিলাম।[৩০]

- উম্মু সালামা রা. বলেন : এক সময় আমি ও নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই চাদরের নিচে শুয়েছিলাম। আমার হায়েয শুরু হলো। তখন আমি গোপনে বেরিয়ে গিয়ে হায়েযের কাপড় পরে নিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি হায়েয আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন এবং আমি তার সঙ্গে একই চাদরের নিচে শুয়ে পড়লাম।[৩১]

- মাইমুনা রা. বলেন : নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর পাশে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর কাপড় আমার গায়ে এসে পড়ত। সে সময় আমি ঋতুবতী ছিলাম।[৩২]

সাক্ষ্যদান	বর্তমানেও ইসরাইলের ধর্মীয় কোর্টে নারীদের সাক্ষ্য নেওয়া হয় না।[৩৩] দলিল হলো : ইবরাহীম আ. এর স্ত্রী সারাহ মিথ্যা বলেছিলেন। [genesis ১৬-৯ : ১৮] ঘটনাটি কুরআনে একাধিক স্থানে বর্ণিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যের অভিযোগ করা হয়নি। [সূরা হুদ : ৬৯-৭৪, সূরা যারিয়াত : ২৪-৩০]	অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যের দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। তখন যদি দুজন পুরুষের আয়োজন না করা যায়, তা হলে একজন পুরুষ এবং **যাদের সাক্ষীর ব্যাপারে তোমরা আস্থাশীল এমন দুজন নারী বেছে নাও। যেন, একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।**[৩৪]

তথ্যসূত্র

১. She gave me some fruit from the tree and I ate it. [Genesis 3:12]

২. And Adam was not one deceived; **it was the woman who was deceived and became a sinner.** [1 timothy 2:14]

৩. সূরা আ'রাফ, ১৯-২৩

৪. I will greatly increase your pains in child-bearing; with pain you will give birth to children. [Genesis 3:16]

৫. আলমু'জামুল আওসাত লিততাবরানী, হাদীস নং-৬৭৩৩

৬. আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী, হাদীস নং-১৩৭৩৪, [https://ahlehaqmedia.com/2-8087/]

৭. আবূ দাউদ ২০৫০, সুনানে আন-নাসায়ী ৩২২৭

৮. Your desires will be for your husbands and he will rule over you.

৯. বানী ইসরাঈল, আয়াত ১৫।

১০. সূরা নিসা ৪: ৩৪

১১. Woman, church and state, Matida J. Gage, 1893

১২. সূরা বাকারা: ২২৮

১৩. *Women in Judaism: The Status Of Women In Formative Judaism*, Leonard J. Swidler 1976

১৪. সূরা নিসা: ০৭

১৫. সূরা নিসা: ০৪

১৬. সূরা নিসা: ২০

১৭. সূরা নিসা: ৩২

১৮. Ecclesiasticus 22:3

১৯. Leviticus 12: 2-5

২০. আবূ দাউদ, হাদীস : ৫১০৩

২১. মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৭৩০৬

২২. Babylonian Talmud: Tractate Sotah, Folio 20a

২৩. 1 Timothy 2: 11-14

২৪. বুখারি ৫০২৭

২৫. নারী জাতির সংশোধন', মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, পৃষ্ঠাঃ ১৬৬

২৬. Leviticus 15: 19-23

২৭. সূরা বাকারা: ২২২

২৮. সুনানে আন-নাসায়ী ৩৬৯, সহিহ মুসলিম ৫৮১

২৯. বুখারি ২৯৫

৩০. বুখারি ২৯৭

৩১. বুখারি ৩২৩

৩২. বুখারি ৫১৮

৩৩. Israeli women the reality behind the myths, Lesley hazleton

৩৪. সূরা বাকারা: ২৮২

১২

সারা দুনিয়ায় বিভিন্ন ব্যবসার বাজার (বছরে কত টাকা) :

- বছরে ৯৭০০ কোটি ডলারের পর্নব্যবসা [৪৫৪]
- যৌনকাজে ব্যবহৃত মানব পাচার থেকে ৯৯০০ কোটি ডলার [৪৫৫]
- পতিতাব্যবসা বছরে ১৮৬০০ কোটি ডলারের [৪৫৬]
- কেবল Erectile Dysfunction Market-ই ২০২৪ সালের মধ্যে ৪২৫ কোটি ডলারে পৌঁছবে বছরে। [৪৫৭]
- যৌনবাহিত রোগের ওষুধের মার্কেট ২০১৭ সালে সারা দুনিয়ায় প্রায় ৩৩০০ কোটি ডলার, ২০২৫ সালের মধ্যে হবে ৮৬০০ কোটি ডলার।[৪৫৮]
- বছরে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বক্স অফিস ব্যবসা ৩৮০০ কোটি ডলার
- বছরে ৩৩০০ কোটি ডলারের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবসা [৪৫৯]
- ক্যাবল টিভি ও স্যাটেলাইট ব্যবসা বছরে ২৮৬০০ কোটি ডলার [৪৬০]

---

[৪৫৪] New Mexico State University-র assistant professor of sociology জনাব Kassia Wosick জানান NBC news-কে। পুরো দুনিয়ায় পর্নোশিল্প ৯৭ বিলিয়ন ডলারের। কেবল আমেরিকাতেই ১০-১২ বিলিয়ন ডলারের।
https://www.nbcnews.com/business/business-news/things-are-looking-americas-porn-industry-n289431

[৪৫৫] https://www.humanrightsfirst.org/resource/human-trafficking-numbers

[৪৫৬] https://www.academia.edu/37906102/Prostitution_Prices_and_Statistics_of_the_Global_Sex_Trade

[৪৫৭] Global Erectile Dysfunction Market 2018-2023 - Market to Reach $4.25 Billion - ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20180213006420/en/Global-Erectile-Dysfunction-Market-2018-2023---Market

[৪৫৮] Transparency Market Research এর রিপোর্ট অনুসারে https://www.prnewswire.com/news-releases/sexually-transmitted-diseases-drug-market-to-reach-us-8304-billion-by-2025-transparency-market-research-657191243.html
মূল রিপোর্ট পাবেন এখানে https://www.transparencymarketresearch.com/sexually-transmitted-disease-drugs-market.html

[৪৫৯] Social Media Global Market Report 2018
https://www.prnewswire.com/news-releases/social-media-global-market-report-2018-300643016.html

[৪৬০] https://www.statista.com/topics/964/film/

- ৪৪৫০০ কোটি ডলারের ট্যুরিজম ব্যবসা [৮৬১]
- বছরে ৭০০০০ কোটি ডলারের স্বাস্থ্য ব্যবসা [৮৬২]
- বছরে ১৩৪৪০০ কোটি ডলারের এলকোহল ব্যবসা[৮৬৩]

৪৩৫০০ কোটি ডলারের ড্রাগ ব্যবসা[৮৬৪]

১৩

এটা একটা বড়ো এবং চমৎকার আলোচনা। আমার খুবই কষ্ট লাগছে যে, আলোচনাটা আমি করতে পারছি না সাধ মিটিয়ে। শুধু সুতোটা ধরিয়ে দিয়ে শেষ করতে হচ্ছে। 'মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞান' আর 'আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান' এক জিনিস না। আরেকটু ভেঙে বলি, মুসলিম সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞান আর এখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞান, মুসলিম পদার্থবিদ্যা আর এখনকার ফিজিক্স, মুসলিম যুগের রসায়ন আর এখনকার রসায়ন— এক জিনিস না।

- মুসলিমদের বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল কুরআন-হাদীস-শারীআ :
  - আল-খাওয়ারেজমির হাতে 'বীজগণিত'-এর উন্নয়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল

---

[৮৬১] global adventure tourism market was valued at $444,850 million in 2016, and is projected to reach $1,335,738 million in 2023. Allied Market Research, https://www.prnewswire.com/news-releases/global-adventure-tourism-market-expected-to-reach-1335738-million-by-2023-allied-market-research-672335923.html

[৮৬২] According to research from The Economist Intelligence Unit as described by Deloitte, while global annual health spending reached $7.077 trillion dollars in 2015, this metric should balloon to $8.734 trillion dollars by 2020 https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.html

[৮৬৩] Alcoholic Beverages Market was valued at $1,344 billion in 2015, and is projected to reach $1,594 billion by 2022
https://www.prnewswire.com/news-releases/alcoholic-beverages-market-expected-to-reach-1594-billion-globally-by-2022---allied-market-research-618354513.html

[৮৬৪] According to data from the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and European crime-fighting agency Europol, the annual global drugs trade is worth around $435 billion a year! [Analysis Of Drug Markets, United Nations publication, United Nations Office on Drugs and Crime, https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf]

ইলমুল ফারায়েজ বা উত্তরাধিকার বণ্টনের সমাধান।[৪৬৫]

- ইসলামি সভ্যতায় ব্যাপক জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, গোলীয় জ্যামিতি ও গোলীয় ত্রিকোণমিতি চর্চার মূল শুরুর উদ্দেশ্য ছিল : পৃথিবীর যে-কোনো স্থান থেকে কিবলা ঠিক করা, যে-কোনো স্থানে সালাতের সময় নির্ধারণ এবং ইসলামি ক্যালেন্ডার উদ্ভাবন। যেহেতু সে সময় নতুন নতুন এলাকা ইসলামি সভ্যতার অধীনে আসছিল। [৪৬৬]

- 'আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা সৃষ্টি করেননি'—এই হাদীস মুসলিম চিকিৎসকদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিল গবেষণায়, বিভিন্ন সভ্যতার চিকিৎসাবিদ্যা অনুবাদ ও বিশ্লেষণে। ইবনু নাফিস এই হাদীস দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে 'মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া' আবিষ্কার করেন ১২৪২ সালে, যেটার ক্রেডিট এখন নেন উইলিয়াম হার্ভে। এবং এর দ্বারা তিনি 'কিয়ামাত' বা আমাদের মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের ব্যাখ্যা দেন। মদকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার অনুচিত—তাঁর এই গবেষণাও ইসলামি বিধানকে সামনে নিয়ে করেন। [৪৬৭]

- ইমাম ফখরউদ্দিন রাযী রহ. তাঁর 'মাতালিব' কিতাবে ইসলামের কসমোলজি আলোচনা করেন। এরিস্টটলের পৃথিবী-কেন্দ্রিক মডেলের সমালোচনা করেন। এবং 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' আয়াতের উপর ভিত্তি করে 'মাল্টিভার্স'-এর অস্তিত্বের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন।

কুরআনের আয়াতগুলো আমাদের বার বার উদ্‌বুদ্ধ করে আল্লাহর সৃষ্টিকে জানার জন্য।

> বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কীভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।[৪৬৮]
>
> নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে।[৪৬৯]

---

[৪৬৫] Gandz, Solomon (1938), "The Algebra of Inheritance: A Rehabilitation of Al-Khuwārizmī", Osiris, 5: 319–91

[৪৬৬] Gingerich, Owen (April 1986), "Islamic astronomy", Scientific American, 254 (10): 74

[৪৬৭] Fancy, Nahyan A. G. (2006), "Pulmonary Transit and Bodily Resurrection: The Interaction of Medicine, Philosophy and Religion in the Works of Ibn al-Nafīs (d. 1288)"

[৪৬৮] সূরা আনকাবুত ২৯: ২০

[৪৬৯] সূরা ইমরান ৩:১৯০

এজন্যই ইমাম গাযালী রহ. শবব্যবচ্ছেদ-এর অনুমতি দিয়েছেন বলে জানা যায় [৪৭০]। যার ফলে তৈরি হয়েছেন আল-জাহরাভী, আলি ইবনু আব্বাস, আবুল কাসিমের মতো সার্জন। দৃষ্টিবিজ্ঞানে ইবনু হাইসামীর মতো বিজ্ঞানী।

মোটকথা সব কিছু এমনকি দর্শনচর্চাও ছিল ইসলামকেন্দ্রিক। এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটাই ইসলামকেন্দ্রিক ছিল যে ইলমে ওহিকে এসব পৃথক করার জন্য ইমাম গাযালীকে 'এহইয়াউ উলুমুদ্দীন' বা 'দ্বীনি ইলমের পুনরুজ্জীবন' নামক কিতাব লিখতে হয়েছিল। এবং এসকল বিজ্ঞানীরাও ফরযিয়াত বা ফরয পরিমাণ 'শারীআর ইলম' প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই অর্জন করতেন, অনেকেই আলিম হিসেবেও উঁচু মানের ছিলেন। ইমাম রাযী, ইমাম ইবনু রুশদ, ইমাম গাযালী, আল-বিরুনী প্রমুখ আলিম হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। দীনী জরুরি ইলমের সাথে এই সকল প্রযুক্তিগত সাহায্যকারী জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছেন ও গবেষণায় এগিয়ে গিয়েছেন। যা তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি-ই করেছে।

পক্ষান্তরে বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি-ই বস্তুবাদ। এই ধারণা যে, বিশ্বের সবকিছুই বস্তু বা শক্তি, এর বাইরে অবস্তু বলে কিছু নেই।

সিদ্ধান্ত দেবার সময় বিজ্ঞান একটা দর্শন ফলো করে—প্রকৃতিবাদ [৪৭১]। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সবকিছুই প্রাকৃতিক। অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। যেহেতু সবকিছুই প্রকৃতির অংশ, মানে স্থান-কালের অংশ, তা হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবকিছুই ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব, এমনকি মনোজগৎও। **যা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব না, তার অস্তিত্বও নেই।** এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান।

তার মানে **সব তথ্যপ্রমাণ যদি অতিপ্রাকৃত কিছুর দিকে ইঙ্গিত করেও, তবু বিজ্ঞান সেটা স্বীকার করতে পারবে না।** ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রাকৃতিক একটা সম্ভাবনার কথা বলবে, নয়তো চুপ করে থাকবে। **কারণ বিজ্ঞান এটা শুরুতেই বিশ্বাস করে নিয়েছে পরম সত্য হিসেবে, নিজের মূলনীতি হিসেবে যে— 'সব পর্যবেক্ষণ করা যাবেই; যা কিছু যাবে না তা কুসংস্কার'।** যেহেতু কেন্দ্রেই রয়েছে 'স্রষ্টা বলে কিছুর অস্তিত্ব বোঝা গেলেও স্বীকার করা যাবে না', সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মুসলিম সভ্যতার

---

[৪৭০] Savage-Smith, Emilie (1995), "Attitudes Toward Dissection in Medieval Islam", Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, Oxford University Press, 50 (1): 67–110

[৪৭১] বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ হচ্ছে এরকম একটা দর্শন যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও ঘটনাই প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। যেহেতু সবকিছুই প্রকৃতির অংশ, মানে স্থান-কালের অংশ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবকিছুই সরাসরি বা ইনডিরেক্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, এমনকি মনোজগতও। এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান।[ব্রিটানিকা]

বিজ্ঞানের গোড়াতেই সংঘর্ষ।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা বিজ্ঞান যেহেতু এনলাইটেনমেন্টের দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে, যেমনটা বিজ্ঞানী Rupert Sheldrake তাঁর *Science Set Free 10 Paths To New Discovery* বইয়ে বলেন : '...কিন্তু যে চিন্তাধারা আজকের বিজ্ঞানকে পরিচালিত করছে তা স্রেফ বিশ্বাস, যার শেকড় গেঁথে আছে উনবিংশ শতকের ভাবতত্ত্বের উপর'। ঠিক সে কাজও করবে তেমনই। বর্তমান পশ্চিমা বিজ্ঞানের কাজই হলো পশ্চিমা দর্শন ও নিত্যনতুন ধারণাগুলোকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা। বিবর্তনবাদ, নারীবাদ, নাস্তিকতাবাদ, সমকামিতা—এগুলোর পায়ের নিচে মাটি দেওয়া। রিসার্চের নামে, জরিপের নামে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এগুলোকে দুনিয়ার সামনে অকাট্য হিসেবে উপস্থাপন করা। মোদ্দা কথা, বিজ্ঞান এখন একটা পুঁজিবাদের হাতিয়ার।[৪৭২] সুতরাং ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানের দলিল দিয়ে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ইসলামবিরোধী বিজ্ঞানকে জায়েয বা ওয়াজিব বানানো মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না। বিস্তারিত জানতে ডা. রাফান আহমেদ-এর '*হোমো স্যাপিয়েন্স : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি*' বইটি দেখুন।

আমাদের সবচেয়ে বড়ো ভুল ধারণা এটা যে, ইউরোপ জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত, তাই ওরা উন্নত। কক্ষনো নয়। বরং ওদের আজকের এই উন্নত হবার পেছনে এশিয়া, আফ্রিকা আর উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার সম্পদ লুণ্ঠনই একমাত্র কারণ। যাদের ধারণা আছে তারা জানেন, রিসার্চ করতে ফান্ডিং লাগে। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফান্ডিং গিয়েছে উপনিবেশ থেকে। সামরিক আগ্রাসনই তাদের আজকের অবস্থানের একমাত্র মূল কারণ। একই কথা আমাদের ইসলামি সভ্যতার বেলায়ও সমান সত্য। স্পেন থেকে কাশগড় অব্দি শারীআ শাসন প্রতিষ্ঠা করে যে উন্নতির পরিবেশ, বিদ্যোৎসাহী খিলাফত, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার এক আবহ তৈরি হয়েছিল। সেই ক্ষেতেরই ফসল ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞান। আফসোস আমরা ফসলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর চাষীদের কথা যেন মুখে আনাই পাপ। যারা রক্ত দিয়ে জমিন চষে দিয়ে গেল, তারা আজ আমাদের কাছেই বড়ো অপাঙ্‌ক্তেয়। জমিন না চষেই ফসলের স্বপ্নকে খাঁটি বাংলায় বোধ হয় 'দিবাস্বপ্ন'-ই বলে, না?

---

[৪৭২] Science, Capitalism, and the Rise of the "Knowledge Worker": The Changing Structure of Knowledge Production in the United States, Author(s): Daniel Lee Kleinman and Steven P. Vallas
Source: Theory and Society, Vol. 30, No. 4 (Aug., 2001), pp. 451-492

১৪

University of Chicago Press Journals এর অন্তর্ভুক্ত *Journal of the Association for Consumer Research,* Volume 3, Number 1 | January 2018 তে প্রকাশিত *Risks of Prostitution: When the Person Is the Product* নামক আর্টিকেল।[৪৭৩] লেখিকা Melissa Farley, পরিচালক, Prostitution Research & Education, San Francisco, CA. http://prostitutionresearch.com/ সাইটে পতিতাবৃত্তির বর্তমান ভয়ংকর হালত জানতে পারবেন)। ২০০০ সালের আগের সব রেফারেন্স বাদ দিয়ে কিছু অংশ আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি :

- বহু গবেষক (Oselin and Blasyak 2013; Argento et al. 2014) বলেছেন, sexual and physical violence পতিতাদের জন্য একটা নিয়ম (norm)।
- ২০০৫ সালে কানাডার ভ্যানকুভারে পতিতাদের উপর পরিচালিত এক গবেষণায় (Farley et al. 2005) দেখা যায়, ৭৫% পতিতা মারাত্মকভাবে দৈহিক আঘাতের শিকার হন, এর মধ্যে আছে ছুরিকাঘাত, প্রহার, রক্তজমা কালসিটে, হাড় ফ্র্যাকচার (চোয়াল, কলারবোন, আঙুল, পাঁজরা, খুলি), কাটা ও চোখে আঘাত। এদের ৫০% মস্তিষ্কে সিরিয়াস আঘাত পেয়েছেন। বেসবল ব্যাট দিয়ে বা দেওয়ালে মাথা ঠুকার দ্বারা। খদ্দেররা কোনো বিশেষ যৌনকাজ না করায় তাদের চরম নির্যাতন করেছে।
- নির্যাতনের ঝুঁকির কারণে পতিতাবৃত্তির প্রচণ্ড স্বাস্থ্যগত বিপদ রয়েছে (Church et al. 2001; Oram et al. 2012)। জরায়ু ক্যান্সার, যৌনবাহিত রোগ, এইডস, পেলভিক পেইন, গর্ভপাতঘটিত সমস্যা, ব্রেনে আঘাত, ফ্র্যাকচার, রোগপ্রতিরোধে সমস্যা, উচ্চমাত্রার জ্বর, হৃদ-শ্বসন-পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা ইত্যাদি (Farley and Kelly 2000; Dalla 2002; Vanwesenbeeck 2005; Zimmerman et al. 2006).
- ৯টি দেশের (Canada, Colombia, Germany, Mexico, South Africa, Thailand, Turkey, United States, and Zambia) ৮৫৪ জন পতিতার মাঝে পরিচালিত এক জরিপে উঠে এসেছে আমাদের কাছে না পৌঁছোনো এক আকুতি। ৭১% শারীরিক প্রহারের শিকার, আর ৬২% নিয়মিত ধর্ষণের শিকার। ৮৯% এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু তাদের আর উপায় নেই (Farley et al.

[৪৭৩] https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/695670

2003)।

- পতিতাবৃত্তি মরণঘাতী (lethal) পেশা (Dalla et al. 2003; Potterat et al. 2004; Quinet 2011).

- যে-কোনো ধরনের দেহব্যবসার পরিণতি emotional distress যেমন : হতাশা, আত্মহত্যার প্রবণতা, আঘাত পরবর্তী স্ট্রেস ডিজর্ডার (PTSD), নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, মাদকাসক্তি।(Brody et al. 2005; Ling et al. 2007; Pedersen et al. 2016)

১৫

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-দল আমেরিকার বিভিন্ন বড়ো বড়ো শহরে ১৯৯৮-২০০০ এর মাঝে জন্ম নেওয়া ৫০০০ শিশুর উপর গবেষণা পরিচালনা করেন।[৪৭৪] বিয়ে ছাড়া গঠিত পরিবারকে বলা হয় 'ভঙ্গুর পরিবার' (fragile families)। **আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু** এই বিয়ে ছাড়া বাবামায়ের সন্তান। ফলাফলের সারাংশ হলো :

- বিয়ের দ্বারা গঠিত পরিবারের তুলনায় এইসব ভঙ্গুর পরিবারের বাবামাদের 'টিনেজ'এ বাবামা হবার সম্ভাবনা বেশি, কমিটমেন্ট ভেঙে আরেক পার্টনারের সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বেশি, দারিদ্র্য বেশি, হতাশায় ভোগার হার বেশি, মাদকাসক্তির হার বেশি, জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

- এবার সন্তানের ক্ষেত্রে আসেন। ভঙ্গুর পরিবারে সন্তান পরিচর্যা ও সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীনতার দরুণ এসব সন্তানের—
    - আইকিউ কম (lower cognitive test scores)
    - আক্রমণাত্মক আচরণ (higher incidence of aggressive behavior)
    - স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা (ড্রপ আউট)
    - ২০ এর আগেই সন্তান ধারণের দ্বিগুণ সম্ভাবনা

- সম্ভাবনা এটাই যে, এই শিশুরা বড়ো হয়ে একই চক্র ঘটাতে থাকবে। (the likelihood that they will continue that negative cycle into adulthood)

---

[৪৭৪] https://www.huffingtonpost.com/lavar-young/children-out-of-wedlock_b_868193.html

- এই গবেষণা শেষে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়, সমাজকে অবিবাহিত দম্পতি হবার ব্যাপারে (লিভ টুগেদার) উৎসাহদানকারী বিষয়গুলোকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। (The study suggests that our society reconsider policies that encourage couples to remain unmarried.)

এবার দেখেন ২০১৬ সালে এসে মুক্তচিন্তা ও আধুনিকতার লীলাভূমি ইউরোপে মোট জন্মের কত শতাংশ এই বিয়ে ছাড়া ভঙ্গুর পরিবারের সন্তান।[৪৭৫]

দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ
France	59.7%
Bulgaria	58.6%
Sweden	54.9%
Portugal	52.8%
Netherlands	50.4%
Belgium	49%
UK	47.9%
Hungary	46.7%
Spain	45.9%
Ireland	36.6%
Germany	35.5%
Romania	31.3%
Italy	28%
Poland	25%
Croatia	18.9%
Greece	9.4%
USA[৪৭৬]	41%

[৪৭৫] https://twitter.com/spectatorindex/status/988307897955237888?lang=en

[৪৭৬] https://www.huffingtonpost.com/lavar-young/children-out-of-wedlock_b_868193.html

১৬

আমেরিকান মনোবিদ Abraham Maslow, যিনি বিংশ শতকের টপটেন মনোবিদদের একজন বলে স্বীকৃত এবং আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'Maslow's hierarchy of needs' বা 'চাহিদার ক্রমবিন্যাস' প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এক লেভেলের চাহিদা পূরণ হলে মানুষ পরের লেভেলের চাহিদার জন্য প্রেষণা অনুভব করে। সেটার পিছনে ছোটে। এর সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে মৌলিক শারীরিক চাহিদা : শ্বাস, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা, ঘুম, মলমূত্র ইত্যাদি। যা না হলে দেহ ঠিকমতো কাজই করবে না। এগুলো না হলে বাকি চাহিদাগুলো গুরুত্বহীন।[৪৭৭] এগুলোর অভাবে জীবনীশক্তি কমে যেতে থাকে ক্রমাগত। ফ্রয়েডের মতেও যৌনানুভূতি মানুষের একটা মৌলিক অনুভূতি।[৪৭৮] মজার ব্যাপার হলো, Maslow যে সেক্সকে মৌলিক চাহিদা বলেছেন, এটা বহু আর্টিকেলে সমালোচকেরা এড়িয়ে গেছেন। বহু ছবি আপনি পাবেন যেখানে এই চার্টটা দেখানো হয়েছে, যৌনতাকে (sex) মৌলিক চাহিদার লেভেলে না দেখিয়ে। বামে আসলটা, আর ডানে বদলে দেওয়া-টা।

[৪৭৭] https://www.simplypsychology.org/maslow.html
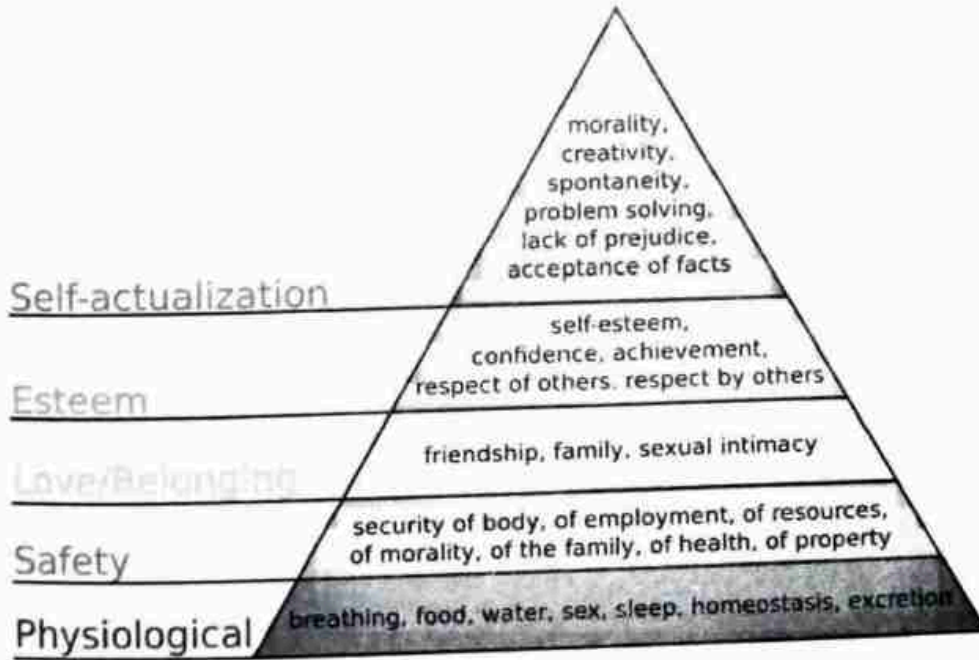
[৪৭৮] মন ও মনোবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা : ১৪৮, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ ১৯৯৬, সম্পাদনা : ড. আবদুল খালেক, অধ্যাপক ঢাবি।
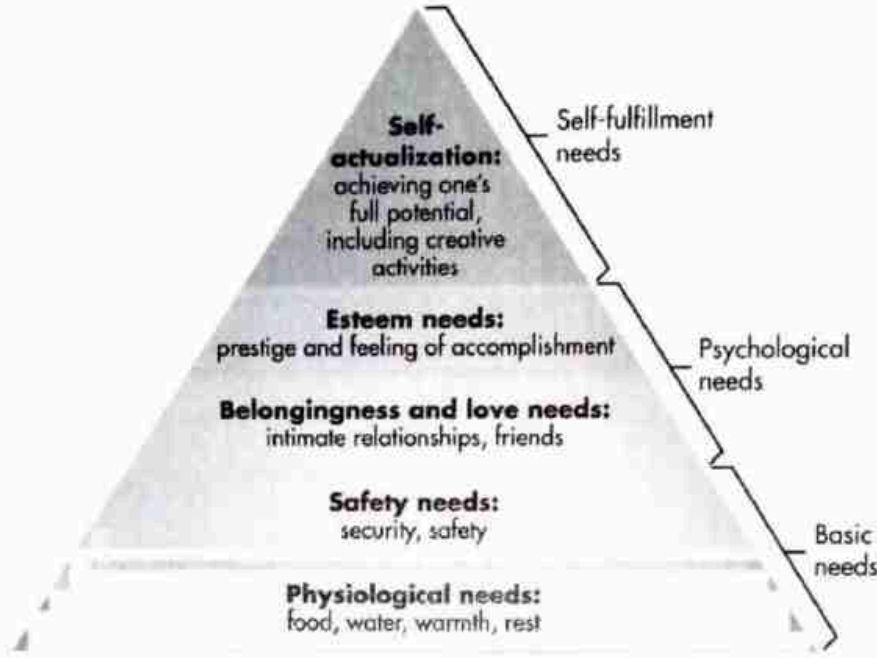
১৭

পুরো বিশ্বে বিধবাদের নিয়ে কাজ করে ব্রিটেনভিত্তিক Loomba Foundation (www.theloombafoundation.org) নামক এনজিও। তাদের ২০১৭ সালের রিপোর্ট-এর চুম্বকাংশ নিয়ে রয়টার্সের সংবাদ।[৪৭৯]

- বর্তমান বিশ্বে প্রায় ২৫ কোটি ৮৫ লক্ষ বিধবা, ৫৮.৫ কোটি সন্তান-সহ।
- এর ভাগ মানে ২.৫ কোটি বিবাহযোগ্য (marital age) বয়সেই বিধবা। আফগান ও ইউক্রেনে অনুপাতটা ভাগ।
- সবচেয়ে বেশি বিধবা ভারতে (২০১৫ সালে), ৪৬ মিলিয়ন। ২য় চীনে, প্রায় সাড়ে ৪ কোটি (৪৪.৬ মিলিয়ন)। উল্লেখ্য চীনে একাধিক বিয়ে আইন করে নিষিদ্ধ।
- যুদ্ধ ও রোগের প্রকোপে ২০১০-২০১৫ সালে বৈধ্যব্যের হার ৯% বেড়েছে।
- মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় এই হার ২৪%, যুদ্ধের কারণে।

বিবাহযোগ্য বয়সের মেয়েদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ইয়ুরোপীয় দেশগুলোয় সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে উপরে ইউক্রেন (১৯.২%), ২য় অবস্থানে চেক রিপাবলিক (১৩.৬%), গণহত্যার পর রুয়ান্ডাতেও একই অবস্থা। এরপর আছে ফ্রান্স (১২.২%)। রুয়াণ্ডার

[৪৭৯] https://www.reuters.com/article/us-global-widows-factbox/factbox-global-number-of-widows-rises-as-war-and-disease-take-toll-idUSKBN19E04P

আদমশুমারি মোতাবেক, সেদেশের ১৩% নারী বিধবা। কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের কিছু কিছু এলাকায় ৪০% বিধবা। আফগানিস্তানে মোট নারীদের ২০% বিধবা, UNIFEM (the United Nations Fund of Women) এর মতে।[৪৮০]

১৮

খবর প্রথম আলোর।[৪৮১]

> গড়ে **প্রতি ঘণ্টায় একটি করে তালাকের আবেদন** করা হচ্ছে।
>
> এ হিসাবে মাসে গড়ে ৭৩৬টি, দিনে ২৪ টির বেশি এবং ঘণ্টায় একটি তালাকের আবেদন করা হচ্ছে।

গত ছয় বছরে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে অর্ধলাখের বেশি তালাকের আবেদন জমা পড়েছে।

> তালাকের আবেদন সবচেয়ে বেশি বেড়েছে উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায়- প্রায় ৭৫ শতাংশ।
>
> দক্ষিণ সিটিতে বেড়েছে ১৬ শতাংশ।
>
> দুই সিটিতে আপস হচ্ছে গড়ে ৫ শতাংশের কম।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, গত সাত বছরে তালাকের প্রবণতা ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে তালাক বেশি হচ্ছে। গত জুন মাসে প্রকাশিত বিবিএসের দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসের ফলাফলে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

> দুই সিটি করপোরেশনের তথ্য বলছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের আবেদন বাড়ছে।
>
> উত্তর ও দক্ষিণে তালাকের আবেদনের প্রায় ৭০ শতাংশই স্ত্রীর পক্ষ থেকে এসেছে।

---

[৪৮০] Loomba Foundation এর ২০১৫ সালের রিপোর্ট
https://www.theloombafoundation.org/sites/default/files/2019-06/WWR.pdf

[৪৮১] প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০১৮
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1555110/ঢাকায়-ঘণ্টায়-এক-তালাক

সমাজ বিজ্ঞানী প্রফেসর মেহতাব খানম ইনকিলাবকে বলেন,[৪৮২] দুটি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়ছে।

- **মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হচ্ছে। তারা এখন অনেক সচেতন। মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য না করে ডিভোর্সের পথ বেছে নিচ্ছেন।**
- **মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হওয়ায় আত্মঅহঙ্কার বেড়েছে।** সামাজিক ও পারিবারিক বাঁধন মানতে নারাজ তারা।
- আছে অনেক ধনীর দুলালীর আত্মঅহমিকাও।
- বাধাহীন জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তারা জড়িয়ে পড়ছেন পরকীয়ায়।
- আসক্ত হচ্ছে নানা মাদকে।
- মোবাইল কোম্পানিগুলোর নানা অফার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ফেসবুক এবং পর্নোগ্রাফির মতো সহজলভ্য উপাদান থেকে আকৃষ্ট হয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা হারাচ্ছেন। ফলে বিয়ের মতো সুদৃঢ় সম্পর্ক এবং নৈতিক বিষয়টি ছিন্ন করতে একটুও দ্বিধা করছেন না তারা।

কেবল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাতেই প্রতিদিন গড়ে ৫০ থেকে ৬০টির মতো বিচ্ছেদের আবেদন জমা হচ্ছে। প্রতিবছরই আগের বছরের তুলনায় বাড়ছে এই সংখ্যা। বর্তমানে রাজধানীতেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে ৪৯ হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন। শুধু শহরে নয় সারাদেশে এই ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে।

আর এই বিচ্ছেদে পুরুষের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে নারীরা। এক জরিপে দেখা গেছে ৭০ দশমিক ৮৫ ভাগ নারী এবং ২৯ দশমিক ১৫ ভাগ তালাক দিচ্ছেন পুরুষরা। ঢাকা সিটি করপোরেশনের (ডিসিসি) হিসাব অনুযায়ী **মোট তালাকের ৮০ ভাগই দিচ্ছেন নারীরা।** ঢাকা সিটি করপোরেশন দক্ষিণ ও উত্তরের তথ্যানুযায়ী, ২০১০-২০১৬ সাল পর্যন্ত রাজধানীতে তালাকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫২ হাজার। সিটি করপোরেশনের পরিসংখ্যান আর মহিলা আইনজীবী সমিতির তথ্য অনুযায়ী **নারীর পক্ষ থেকেই ডিভোর্সের সংখ্যা এখন বেশি।** আর তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে **বেশিরভাগ নারীর বয়সই ২৫ থেকে ৩৫ এর মধ্যে।**

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, **নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীল মনোভাব থাকা। তারা সহনশীল**

[৪৮২] https://www.dailyinqilab.com/article/65788/বিচ্ছেদ-ভয়ঙ্কর

থাকলে তালাকের পরিমাণ এত বাড়ত না। এজন্য এই না যে নারীর প্রতি নির্যাতন হচ্ছে না। নির্যাতন হলেই সরাসরি তালাক দিতে হবে তা না; কিছুদিন দেখে-বুঝে তারপর এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, তা হলেই এই সংখ্যা কমানো সম্ভব। ক্ষমতায়নের কারণে নারী তালাকে পুরুষের চেয়ে এগিয়ে গেছে। পারিবারিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতা ধরে রাখলেই এই সংখ্যা কমানো সম্ভব।

১৯

Human Relations Area Files-এর বিবরণ মোতাবেক ১১৫৪টি সমাজের মধ্যে, ৯৩% মানবসমাজেই কোনো-না-কোনো মাত্রার একাধিউক বিবাহের প্রথা চালু আছে। George Peter Murdock সাহেবের Ethnographic Atlas-এ ৮৬২টা মানবগোষ্ঠীর মাঝে গবেষণায় একবিবাহ পাওয়া গেছে ১৬% সমাজে। আরেকটা সাম্প্রতিক ৩৪৮ আট সমাজের উপর আরও নিখুঁত গবেষণায় পাওয়া গেছে ২০% এ একবিবাহ, ২০% এ কম কম একাধিক বিবাহ, এবং ৬০% সমাজে ব্যাপক বহুবিবাহ প্রচলিত। Princeton university-র গবেষণা প্রবন্ধে এমনটাই উঠে এসেছে। [৪৮৩]

এত গেল বর্তমান। ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় :

- চীনে এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে আইন করে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু চীনা ইতিহাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী মূল স্ত্রীর সাথে একাধিক উপপত্নী রাখতেন, এটা গ্রহণযোগ্য ছিল।[৪৮৪]
- ইউরোপে বারবারিয়ানদের[৪৮৫] সমাজে বহু স্ত্রী এবং বহু রক্ষিতার প্রচলন ছিল[৪৮৬]
- পারসিয়ান সমাজে একাধিক স্ত্রী ও রক্ষিতা গ্রহণযোগ্য ছিল।[৪৮৭]

---

[৪৮৩] https://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/scheidel/060807.pdf

[৪৮৪] https://www.chinahighlights.com/travelguide/culture/ancient-chinese-marriage-customs.htm

[৪৮৫] Barbarian শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'অচিন ভাষাভাষী'। গ্রীক ভাষাভাষী ছাড়া ইউরোপের বাকি অধিবাসীদেরকে এক নামে বার্বারিয়ান বলা হত। এর মধ্যে আছে: Goths, Vandals, Germans, Norse, Anglo-Saxons, Burgundians, Visigoths, Franks প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী।

[৪৮৬] Encyclopedia of Barbarian Europe: Society in Transformation, Page 261

[৪৮৭] http://www.iranchamber.com/history/articles/women_in_ancient_persia.php

- হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে ও প্রাচীন হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ অনুমোদিত ছিল। হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫-তে একাধিক বিয়েকে অবৈধ করা হয়।[৪৮৮]

- গ্রীক সমাজেও প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে একবিবাহ গ্রহণযোগ্যতা পেলেও তার সাথে রক্ষিতা রাখাও অনুমোদিত ছিল।

- রোমান সমাজে অবশ্য বহুবিবাহের খবর পাওয়া যায় না। এমনকি জাস্টিনিয়ান কোডে লিখিত আছে: প্রাচীন রোমান আইনে স্ত্রী ও রক্ষিতা একসাথে রাখাকেও অবৈধ করা হয়েছিল। কিন্তু ফল দাঁড়াল এটা যে, পতিতাবৃত্তি হয়ে গেল ব্যাপক।[৪৮৯] ফলে আইনে একবিবাহ থাকলেও বহুগামিতাই ঘুরেফিরে রয়ে গেল (Monogamy de jure appears to have been very much a façade for polygamy de facto.)

- খ্রিস্টানদের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। যদিও যীশু নিজের সমাজে (ইহুদি সমাজ) বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও তিনি তা বন্ধের কোনো নির্দেশ দেননি। পণ্ডিত st. Augustine-এর (মৃত্যু ৪৩০ খ্রি.) বলেছিলেন : 'আমাদের এই সময়, রোমান প্রথার সাথে তাল মিলিয়ে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি নেই'। ফাদার Eugene Hillman বলেন, রোমান গীর্জা থেকেই বহুবিবাহ নিষেধ করা হয়েছিল।[৪৯০]

- ইয়াহূদি সমাজে বহুবিবাহ বৈধ। একাধিক স্ত্রী থাকলে সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা পুরাতন বাইবেলে আছে। আর তালমুদে স্ত্রীর সংখ্যা ৪ এর বেশি না হবার ব্যাপারে

---

[৪৮৮] Polygamous Marriages in India
https://paa2010.princeton.edu/papers/100754

[৪৮৯] প্যারিসের Centre National de la Recherche Scientifique এর গবেষক Claudine Dauphin বলেন : গ্রেকো রোমান সমাজে যৌনতা ছিল ত্রিমুখী— স্ত্রী, রক্ষিতা ও পতিতা (the wife, the concubine and the courtesan)। ৪র্থ শতাব্দীর এথেনিয়ান বক্তা Apollodoros বলেন : আমাদের ফুর্তির জন্য আছে বেশ্যারা, দেহের নিত্যদিনের সেবায় আছে রক্ষিতারা, আর বৈধ উত্তরাধিকারী উৎপাদনের জন্য আছে স্ত্রীরা।' [*Prostitution in the Byzantine Holy Land* by Claudine Dauphin, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Classics Ireland ,University College Dublin, Ireland, 1996 Volume 3]

[৪৯০] ফাদার Eugene Hillman-এর *Polygamy Reconsidered* গ্রন্থের বরাতে *Women in Islam versus Women in Judeo-Christian Tradition*, ড. শরিফ আবদুল আযিম, দারুল আরকাম, পৃষ্ঠা : ৭৬

নির্দেশনা আছে। পরবর্তী কালে আশকেনাজি ইয়াহূদি[৪৯১] পণ্ডিত Gershom ben Judah ১০০০ খ্রিস্টাব্দে ইয়াহূদি সমাজে নিষিদ্ধ করেন।[৪৯২]

২০

তাদের সমাধান, ছেলেমেয়েরা যত কাছাকাছি আসবে, পরপরকে চিনবে-জানবে তত ধর্ষণ কমে যাবে। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের সময় গিয়ে কী ঘটছে, দেখা যাক। আমাদের স্বপ্নের দেশ আমেরিকার উপাত্ত নিয়েই কথা বলি। মোটের উপর দুনিয়ার তাবৎ সমস্যার সমাধান ওখান থেকেই আসে কি না। চলুন দেখি তাদের প্রেসক্রিপশান তাদের সমস্যারই সমাধান করতে পারল কি না। ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিন-এর প্রধান সম্পাদক Robin Hattersley-Gray মার্চ ৫, ২০১৮ তে তাঁর এক আর্টিকেলে (The Sexual Assault Statistics Everyone Should Know)[৪৯৩] নিচের পরিসংখ্যানগুলো তুলে আনেন বিভিন্ন সোর্স থেকে। ব্রাকেটে সোর্স উল্লেখ করে দিলাম।

- ২০-২৫% নারী তাদের কলেজজীবনে ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণচেষ্টার শিকার হচ্ছে। (সূত্র : U.S. Department of Justice)
- কলেজের নবিনতম (freshmen) ও সেকেন্ড ইয়ারের (sophomore) মেয়েরা তুলনামূলক বেশি রিস্কে আছে যৌন নির্যাতনের। যারা জবরদস্তি যৌনতার অভিজ্ঞতা

[৪৯১] ইহুদীদের প্রধান দুটো ভাগ: আশকেনাজিম (৮০%) আর সেফরাডিম (২০%)। সেফরাডিমরা হল প্রধানত যারা মুসলিম সাম্রাজ্যে বসবাস করে এসেছে এতকাল, আন্দালুস উত্তর আফ্রিকা এলাকায়। আর আশকেনাজিমরা বসবাস করত পূর্ব ইউরোপে। সেখান থেকে জার্মানিতে, সেখান থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পোল্যান্ড-রাশিয়া-ব্রিটেন-আমেরিকা বিভিন্ন দেশে। ধর্মপালন থেকে নিয়ে সমাজ-জীবন বিভিন্ন জায়গায় দুই গ্রুপের স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। [https://www.aish.com/atr/Ashkenazi-versus-Sephardic-Jews.html]
ওল্ড টেস্টামেন্ট মতে, ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তর নেই। ইহুদি ধর্ম শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য নির্দিষ্ট, ইয়াকূব আ. এর বংশধরদের জন্য। অন্য ধর্মের কেউ ইহুদি ধর্ম গ্রহণের নিয়ম নেই। কমপক্ষে মা যদি ইহুদি হয়, তবে সন্তানকে ইহুদি ধরা হয়। তবে তাদের পূর্ববর্তী আলিমরা বিদআতি নিয়ম চালু করে গেছে। (জেরুসালেম পোস্ট, https://www.jpost.com/Blogs/Torah-Commentaries/Can-a-Person-Convert-to-Judaism-409549)। এবং এই আশকেনাজি ইহুদিদের ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সংশয় আছে যে, এরা এলো কোথা থেকে। কোনো গবেষণায় এসেছে ভাগ আশকেনাজির জেনেটিক উৎস মাত্র ৪ জন নারীতে গিয়ে ঠেকে যাদের সবাই পূর্ব ইউরোপের (বৃহত্তর রাশিয়া)। আবার কোনো রিসার্চে এসেছে, মধ্যযুগে ৩৩০ জন পূর্ব ইউরোপীয় ব্যক্তি তাদের আদি পুরুষ। ওদিকে আবার পূর্ব ইউরোপের তুর্ক জনগোষ্ঠী 'খাজার'দের অভিজাত শ্রেণী, যারা ছিল প্যাগান। তাদের কনভার্ট হয়ে আশকেনাজিদের সাথে মিশে যাবার প্রমাণও পাওয়া গেছে y ক্রোমোসোমে। সবকিছু মিলিয়ে এক রহস্যময় সম্প্রদায় এই আশকেনাজি ইহুদিরা।

[৪৯২] *Monogamy and polygyny in Greece, Rome, and world history,* Walter Scheidel, Stanford University https://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/scheidel/060807.pdf

[৪৯৩] https://www.campussafetymagazine.com/safety/sexual-assault-statistics-and-myths/

লাভ করেছেন বলে জানিয়েছেন, তাদের ৮৪%এরই **নিজ ক্যাম্পাসের প্রথম ৪ সেমিস্টারের মধ্যে** ঘটনাটি ঘটেছে। (সূত্র : An Examination of Sexual Violence Against College Women)

- ৪৩% ভিকটিম এবং ৬৯% ধর্ষক এসময় মদ্যপ অবস্থায় থাকে (সূত্র : National College Women Sexual Victimization)
- নারীদের মেস (sorority house)-এ থাকা ছাত্রীরা ৩ গুণ এবং হোস্টেলে (on-campus dormitories) থাকা ছাত্রীরা ১.৪ গুণ বেশি ধর্ষণের ঝুঁকিতে আছে বাসায় অবস্থানকারীদের চেয়ে। (সূত্র : Correlates of Rape While Intoxicated in a National Sample of College Women)
- **কলেজ-ছাত্রীদের** যৌন নির্যাতন ৫০% ঘটনা এলকোহল পানের সাথে সম্পর্কিত। (সূত্র : High-Risk Drinking in College : What We Know and What We Need to Learn)
- ৩০% **কলেজছাত্রী** ধর্ষণের পর আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছে। (সূত্র : Warshaw, Robin, 1994)

এটা গেল কলেজ লেভেল। এবার দেখি হাইস্কুলে সহশিক্ষার ফজিলত। 'ক্যাম্পাস সেফটি ম্যাগাজিন' আরও জানাচ্ছে,

- প্রতি ৫ জনে ১ জন **হাইস্কুলের ছাত্রী** তাদের প্রেমিকের দ্বারা (dating partner) যৌন নিগ্রহের (sexually abused) শিকার (সূত্র : Dating Violence Against Adolescent Girls and Associated Substance Abuse, Unhealthy Weight Control, Sexual Risk Behavior, Pregnancy and Suicidality)
- কলেজ-বয়সী মেয়েদের যারা কলেজ ক্যাম্পাসে ভিকটিম হয়েছে, তাদের ৩৮% **প্রথমবার** ভিকটিম হয়েছে **কলেজে ঢোকার আগেই।** মানে **হাইস্কুলেই প্রথমবার।** আগেও যারা হয়েছে, তারা পরেও ভিকটিম হবার চান্স আছে। (past victimization the best predictor of future victimization) [সূত্র : Our Vulnerable Teenagers: Their Victimization, Its Consequences, and Direction for Prevention and Intervention]

যদিও বাংলাদেশের অবস্থা এখনও এত খারাপ হয়নি। তবে একই ফর্মুলা আমাদেরকে একই রেজাল্টে নিয়ে যাবে, এটা তো পাগলেও বোঝে। মানে সহশিক্ষা-সহাবস্থান আমাদের মেয়েদের ৫ জনার একজনকে ধর্ষণের মুখোমুখি করছে।

অভিধান

অনলাইন জার্নালিজম- ইন্টারনেটে সাংবাদিকতা

অপশন- বিকল্প

অফার- প্রস্তাব

অবজেকশান- বিরোধিতা

অবজেক্ট- বস্তু, দ্রব্য

অ্যাঙ্গেল- কোণা

অ্যাটিপিক্যাল- অস্বাভাবিক

অ্যাডভান্টেজ- সুবিধা

অ্যাডমিন- প্রশাসক

আনন্যাচারাল- অস্বাভাবিক

আনফিট- অযোগ্য

আর্গুমেন্ট- তর্ক, যুক্তি

আর্ট-কালচার – শিল্প-সংস্কৃতি

আর্নিং মেম্বার- উপার্জনকারী সদস্য

আল্টিমেটলি- শেষমেশ

ইউনিভার্সাল- সার্বজনীন

ই-কমার্স- ইন্টারনেটে ব্যবসা

ইকোনমি- অর্থনীতি

ইগনোর- দেখেও না দেখা, অবহেলা করা

ইগো- অহংবোধ

ইনডাইরেক্ট- সরাসরি না, ঘুরিয়ে, পরোক্ষ

ইনফরমেশন- তথ্য

ইনফিরিওর- নীচু, নিকৃষ্ট

ইনফ্যাক্ট- বাস্তবিক অর্থে

ইনভলভ- সম্পৃক্ত করা

ইনসিকিউরিটি- অনিশ্চয়তা

ইনস্ট্যান্ট- নগদ, এখনই, তাৎক্ষণিক

ইন্টারেস্টেড- আগ্রহী

ইন্সটিটিউশন- প্রতিষ্ঠান

ইফেক্টিভ- কাজের কাজ, ফলপ্রসূ, প্রভাব ফেলে এমন

ইমব্যালেন্স- ভারসাম্যহীনতা

ইমাজিন- কল্পনা করা

ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল- আবেগকে পুঁজি করে কার্যোদ্ধার

ইমোশনালি- আবেগিকভাবে

ইম্পর্টেন্ট- গুরুত্বপূর্ণ

ইম্প্রেশান- মনে ধরা, ধারণা তৈরি

ইরিটেটিং – বিরক্তিকর

ইস্যু- বিষয়

এইম ইন লাইফ- জীবনের লক্ষ্য

এক্সট্রা- অতিরিক্ত

এক্সট্রোভার্ট- নিজেকে প্রকাশে সমর্থ

এক্সপার্ট- বিশেষভাবে দক্ষ

এক্সপেরিমেন্ট- পরীক্ষামূলক গবেষণা

এক্সপ্রেশান- ভাব প্রকাশ

এটেন্ড- যোগ দেয়া

এডুকেট- শিক্ষিত করা

এনলাইটেনড- আলকিত

এন্টিডোট- প্রতিষেধক

এন্ট্রি- দাখেলা, ভর্তি

এপ্রিশিয়েট- প্রশংসা করা, কৃতিত্ব দেয়া

এপ্লাই- প্রয়োগ করা

এফেক্ট পড়া- প্রভাব পড়া

এম্ব্রয়ডারি- সেলাই নকশা

এসাইনমেন্ট- বাড়ির কাজ, প্রকল্প

ওভারঅল- মোটের উপর

ওভারকাম- সমস্যা পাড়ি দেয়া, পেরিয়ে আসা

ওভারটাইম- অতিরিক্ত সময় কাজ করা

ওয়ার্কফোর্স- শ্রমিক-বাহিনী
ওয়ার্ল্ডভিউ- বিশ্ব-দর্শন
ওয়াশরুম- বাথরুম, টয়লেট
ওয়েডিং ফটোগ্রাফি- বিবাহে ছবি তোলা
ওল্ড টেস্টমেন্ট- বাইবেলের পুরাতন নিয়ম
ওন করা- নিজের মনে করা
কনট্রাস্ট- বৈপরীত্য
কনফিউজড- সংশয়গ্রস্ত, দ্বিধান্বিত
কনভার্ট- পরিবর্তিত হওয়া
কনসেপ্ট- কোনো বিষয়ের ধারণা
কন্ট্রোল- নিয়ন্ত্রণ
কমন রুলস- সাধারণ নিয়ম
কমপ্লিট- সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ
কমফোর্ট- স্বস্তি
কমিউনিটি মেডিসিন- সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা
কমিটমেন্ট- প্রতিশ্রুতি
কম্প্রোমাইজ- আপস করা , সমঝোতা করা
কম্বাইন্ড- সমন্বিত (সহশিক্ষা অর্থে)
কম্যুনিস্ট- সমাজতন্ত্রী
কর্পোরেট- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত
কর্পোরেট আইকন- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ
কলোনিয়াল পিরিয়ড- উপনিবেশী আমল
কাউন্ট হওয়া- গোণায় আসা
কানেক্ট- সংযোগ করা
কার-লোন – গাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক ঋণ
কারিকুলাম- পাঠক্রম
কো-এডুকেশন- সহশিক্ষা
ক্যাচ করা- বুঝতে পারা
ক্যাবল টিভি ব্যবসা- ডিশ ব্যবসা
ক্যারিয়ার- পেশা
ক্যারিয়ারিস্টিক- পেশাকেন্দ্রিক
ক্রাইটেরিয়া- শর্ত
ক্রাইমসীন- যেখানে অপরাধ ঘটেছে
ক্লায়েন্ট – মক্কেল, সেবাগ্রহীতা
ক্লাসমেট- সহপাঠী
ক্লিয়ার করা- স্পষ্ট করা
ক্ল্যান- গোত্র, গোষ্ঠী
ক্ল্যাসিক্যাল লিটারেচার- কোনো আদর্শের মূল রচনা
গর্জিয়াস- অভিজাত
গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি- পোশাক শিল্প
গেম ওভার- খেল খতম
গ্রোথ- বৃদ্ধি
গ্লুকোজ- শর্করা খাবার
চাইল্ড এডুকেশান- শিশুশিক্ষা
চাইল্ড সাইকোলজি- শিশুদের মনস্তত্ব
চান্স- সুযোগ, সম্ভাবনা
চ্যাপ্টার- অধ্যায়
জবমার্কেট- চাকরির বাজার
জব- চাকুরি
জার্নালিজম- সাংবাদিকতা
জেন্ডার- লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক ভূমিকা
টপিক- বিষয়
টর্চার- নির্যাতন
টাইম ডিস্ট্রিবিউশন- সময় বণ্টন
টার্ম- মেয়াদ
টেক্সট- নস, মূলপাঠ
টেন্ডেন্সি- প্রবণতা
টেম্পোরারি- ক্ষণস্থায়ী
টেররিস্ট- সন্ত্রাসী
ট্যাগ মারা- ছাপ মারা
ট্রেড ইউনিয়ন- শ্রমিকদের সংগঠন
ট্র্যাক- রাস্তা
ডায়লগ- সংলাপ
ডিকশনারি মিনিং- আভিধানিক অর্থ
ডিজকমফোর্ট- অস্বস্তি
ডিজিট- সংখ্যা
ডিটারমাইনার- নির্ধারক, নিশ্চিতকারী
ডিটেইলস- বিস্তারিত
ডিপার্টমেন্ট- বিষয়ভিত্তিক বিভাগ
ডিপ্রেশান- মন খারাপ, অবসাদ, বিষাদ
ডিভাইস- যন্ত্র
ডিভোর্স রেট- তালাকের হার

ডিভোর্সী- তালাকপ্রাপ্ত
ডিরেকশন- নির্দেশ
ডিলিট- বাদ দেয়া
ডিসিশন মেকিং- সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ডেমোগ্রাফিক- জনসংখ্যাগত
ডোনেশন- অনুদান
ডোমিনেট- প্রভাব খাটানো
ড্যান্স ইভেন্ট- নাচের আয়োজন
ড্যাম কেয়ার- বেপরোয়া
ড্রাগ এডিকশান- মাদকাসক্তি
থার্ড ওয়ার্ল্ড- তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশ
থিওরি- তত্ত্বকথা, কেতাবি কথাবার্তা
নট ইন্টারেস্টেড- আগ্রহী না
নিউ টেস্টামেন্ট – বাইবেলের নতুন নিয়ম
নিউক্লিয়ার- একক পরিবার
নিউট্রিশন- পুষ্টিবিদ্যা
নীট- আসল ফলাফল
নো ডাউট- নিঃসন্দেহে
ন্যাচারাল- প্রাকৃতিক
পটেনশিয়াল রেপিস্ট- সম্ভাব্য ধর্ষক
পলিসি- নীতিমালা
পারফর্ম্যান্স- কৃতিত্ব
পারমানেন্ট- স্থায়ী
পার্টনারশিপ- যৌথ কারবার
পার্স- টাকার ব্যাগ
পার্সোনাল হাইজিন- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা
পোস্ট- পদমর্যাদা
প্যারেন্টিং- শিশুপালন
প্রেসারে থাকা- মানসিক চাপে থাকা
প্রোডাক্ট- পণ্য, উৎপন্ন দ্রব্য
প্রোমোট করা- প্রচার করা
প্র্যাকটিক্যাল- ব্যবহারিক
প্র্যাক্টিসিং মুসলিম- যিনি ইসলাম চর্চা করেন
ফর্মাল- আনুষ্ঠানিক
ফর্মুলা- সূত্র, কর্ম-পরিকল্পনা
ফলো করা- অনুসরণ করা
ফাংশান- কার্যক্রম
ফাইন- জরিমানা
ফাইনাল ইয়ার- শেষ বর্ষ
ফাউন্ডেশন- ভিত্তি
ফার্ম- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
ফিক্সড- নির্ধারিত, অপরিবর্তনীয়
ফিটেস্ট- সবচেয়ে যোগ্য
ফিল করা- অনুভব করা
ফিলিংস- অনুভূতি
ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি- সিনেমা শিল্প
ফুলটাইম- পূর্ণমেয়াদে
ফেইলোর- ব্যর্থতা
ফ্যাক্টর- কিছুর পিছনে দায়ী বিষয়
ফ্যান্টাসি- মজার কল্পনা
ফ্যামিলি-মেকার- পরিবার সংগঠক
ফ্রি-মিক্সিং – অবাধ মেলামেশা
ফ্রীল্যান্সিং- ইন্টারনেটে মজুরির বিনিময়ে কাজ করা
ফ্রেন্ড সার্কেল- বন্ধুমহল
ফ্লো- ধারাবাহিকতা, প্রবাহ
বাই-বর্ন- জন্মগতভাবে
বাটন- বোতাম
বায়োলজি- দেহগত বিষয়
বার্ড'স আই ভিউ- উপর থেকে দেখা, পাখির চোখে
বি কেয়ারফুল- সতর্ক হও
বিলিয়ন- ১০০ কোটি
বেডসীন- অশ্লীল দৃশ্য
বেনিফিট- উপকার
ব্যাকটেরিয়া- অতি ক্ষুদ্র জীবাণু
ব্যাচেলার- অবিবাহিত
ব্যালেন্স- ভারসাম্য
ব্রেইনওয়ার্ক- মাথা খাটানোর কাজ
ব্লাড প্রেসার- রক্তচাপ
ভায়োলেট- লঙ্ঘন করা
ভার্জিন মাদার- অবিবাহিতা মা
ভার্সিটি ক্যাম্পাস- বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা
ভিকটিম- যে অপরাধের শিকার

ভ্যালু সিস্টেম- মূল্যায়ন ব্যবস্থা

মব-লিঞ্চিং- গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলা

মাইণ্ডসেট- মনের গঠন

মাস্টার-কী- যে চাবিতে সব তালা খোলে

মিডল ইস্টার্ন- মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত

মিডিয়া – মাধ্যম (পত্রিকা, টিভি, ইন্টারনেট)

মিন্ট ফ্লেভার- ব্রাশ করার পর সতেজ স্বাদের জন্য টুথপেস্টে দেয়া থাকে

মিসইউজ- অপব্যবহার

মিসিং- নিখোঁজ, হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে না

মীন করা- বুঝানো, উদ্দেশ্য করা

মেজরিটি- অধিকাংশ

মেনোপজ- ৪০/৪৫ এর পর মহিলাদের মাসিক একেবারে থেমে যাওয়া

মেন্টাল সেট-আপ - মানসিক গঠন

মেরিটস-ডিমেরিটস- সুবিধা-অসুবিধা

মোটিভেট- বুঝানো, সমঝানো

ম্যানুয়াল- যন্ত্রের ব্যবহারবিধি

ম্যানেজার- ব্যবস্থাপক

ম্যারিটাল রেপ- স্বামী কর্তৃক জোরপূর্বক সহবাস

রাফ অ্যান্ড টাফ- কর্কশ

রাশ-ভীড়, তাড়াহুড়ো

রিটায়ারমেন্ট – অবসর

রিপিট – পুনরাবৃত্তি

রিলেটেড- সম্পর্কযুক্ত

রিলেটেড টপিক- সম্পর্কিত বিষয়

রিলেশানশিপ বীল্ডার- সম্পর্ক নির্মাণকারী

রিসার্চ- গবেষণা

রিস্ক- ঝুঁকি

রেজাল্ট- ফলাফল

রেপসীন- ধর্ষণদৃশ্য

রেফারেন্স- দলিল

রেসপন্স- সাড়া দেয়া

রোল-মডেল- অনুকরণীয় আদর্শ

লজিক- যুক্তি

লাইফস্টাইল- জীবনাচরণ

লিগ্যাল ডকুমেন্ট- ফতোয়া, আইনী কাগজ

লিজেন্ড- কিংবদন্তী

লিটারালি- আক্ষরিক অর্থে

লিভ টুগেদার- বিয়ে ছাড়া নারী-পুরুষ একসাথে থাকা

লেদার প্রোডাক্ট- চামড়াজাত দ্রব্য

শিফটিং ডিউটি- ভাগ ভাগ করে ২৪ ঘন্টা ডিউটি

শো-অফ- লোক-দেখানো

সলুশন- সমাধান

সাইকোলজি- মনস্তত্ত্ব

সাইলেন্ট- নীরব

সামহাউ- কোনো ভাবে

সারাউন্ডিংস- পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি

সার্টিফিকেট- সনদ

সিকোয়েন্স- ধাপ

সিজিপিএ- গ্রেড পয়েন্ট

সিটিং- বৈঠক

সিনারিও- দৃশ্য

সিন্ডিকেট- জোট

সিভিলিয়ান- বেসামরিক

সিলেক্টেড- নির্বাচিত

সিস্টেম ডেভেলপ করা- একটা সিস্টেম বানানো

সুপারমল- আধুনিক বাজার

সুপিরিয়রিটি- উৎকৃষ্টতা

সেক্যুলার- ধর্মনিরপেক্ষ, জাগতিক

সেক্সিস্ট- লিঙ্গবৈষম্যকারী

সেপারেশন- পৃথক থাকা

সেভিংস- সঞ্চয়

সেশান- ঘন্টা, ক্লাস

সোকল্ড- তথাকথিত

সোশ্যাল আউটকাম- সামাজিক ফলাফল

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবসা- ফেসবুক, হোয়াটস-অ্যাপ ইত্যাদি যোগাযোগ মাধ্যম

সোশ্যাল স্ট্যাটাস-সামাজিক মর্যাদা

স্কলার- পণ্ডিত

স্কীম- কর্মপরিকল্পনা

স্কেল- মাপকাঠি

স্কেলি- আইশ আইশ ভাব
স্কোপ- সুযোগ
স্ক্যানার- যে যন্ত্র দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে
স্টপেজ- বাসস্ট্যান্ড
স্ট্যাটাস- মর্যাদা
স্ট্যান্ডপয়েন্ট- যুক্তিগত অবস্থান
স্ট্যান্ডার্ড- মাপকাঠি
স্ট্রং- শক্ত, শক্তিশালী
স্ট্রাকচার- কাঠামো
স্ট্র্যাটেজি- কৌশল
স্পীড- দ্রুততা, গতি
স্যাক্রিফাইস- ছাড় দেয়া, কুরবানি
স্যাক্রিফাইসিং মেন্টালিটি- ছাড় দেয়ার মানসিকতা
স্যাচুরেটেড- যে কয়টা সুযোগ সব পরিপূর্ণ
হরমোন- দেহের এক প্রকার কার্যকরী উপাদান
হাইব্রীড- উচ্চ ফলনশীল
হিউম্যান রাইটস- মানবাধিকার
হিমোগ্লোবিন- রক্তের লাল পদার্থ
হিস্ট্রি- ইতিহাস
হোম ম্যানেজার- ঘরের ব্যবস্থাপক
হোম-লোন- ঘর বানানোর জন্য ব্যাংক ঋণ
হোমস্কুলিং- ঘরেই পাঠদান
হ্যাং আউট- ঘোরাঘুরি
হ্যান্ডল উইথ কেয়ার- সাবধানে নাড়াচাড়া করো
হ্যালুসিনেশান- দৃষ্টিবিভ্রম

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

	বই	লেখক	বিষয়বস্তু
০১	হারিয়ে যাওয়া মুক্তো	শিহাব আহমেদ তুহিন	অনুপ্রেরণামূলক
০২	সংবিৎ	জাকারিয়া মাসুদ	ইসলামের সৌন্দর্য ও নাস্তিক্যবাদের অসারতা
০৩	অ্যান্টিডোট	আশরাফুল আলম সাকিফ	নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন
০৪	সুবোধ	আলী আবদুল্লাহ	প্যারোডি
০৫	কারাগারে সুবোধ	আলী আবদুল্লাহ	প্যারোডি
০৬	সালাহউদ্দীন আইয়ুবী	শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.)	জীবনী
০৭	রৌদ্রময়ী	১৬ জন লেখিকা	জীবনঘনিষ্ঠ গল্প
০৮	বিশ্বাসের যৌক্তিকতা	ডা. রাফান আহমেদ	আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা
০৯	হুজুর হয়ে হাসো কেন?	হুজুর হয়ে টিম	রম্যরচনা
১০	জীবনের সহজ পাঠ	রেহনুমা বিনত আনিস	জীবনঘনিষ্ঠ গল্প
১১	অন্ধকার থেকে আলোতে-১	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
১২	অন্ধকার থেকে আলোতে-২	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
১৩	কিয়ামুল লাইল	শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল	তাহাজ্জুদের গুরুত্ব
১৪	সবর ও শোকর	ইমাম ইবনু কাযিম জাওযিয়্যাহ (রহ.)	আত্ম-উন্নয়নমূলক
১৫	ভ্রান্তিবিলাস	জাকারিয়া মাসুদ	নাস্তিকতাবাদের খণ্ডন
১৬	প্রদীপ্ত কুটির	আরিফুল ইসলাম	অনুপ্রেরণামূলক
১৭	অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়	ডা. রাফান আহমেদ	ইসলামের সৌন্দর্য ও নাস্তিক্যবাদের অসারতা

১৮	মানসাঙ্ক	ডা. শামসুল আরেফীন	ধর্ষণের কারণ ও সমাধান
১৯	ওয়াসওয়াসা : শয়তানের কুমন্ত্রণা	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহ.)	আত্ম-উন্নয়নমূলক
২০	চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান	আলী আবদুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
২১	বাতায়ন	মুসলিম মিডিয়া	সামাজিক সমস্যা ও সমাধান
২২	অংশু	হোসাইন শাকিল	নাস্তিকতাবাদের খণ্ডন
২৩	অসংগতি	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	সামাজিক অসংগতি
২৪	বিপদ যখন নিয়ামাত	মূসা জিবরীল, আলি হাম্মুদা, শাওয়ানা এ. আযীয	অনুপ্রেরণামূলক
২৫	শেষের অশ্রু	দাউদ ইবনু সুলাইমান আল-উবাইদি	তাওবার গল্প
২৬	তুমি ফিরবে বলে	জাকারিয়া মাসুদ	অনুপ্রেরণামূলক
২৭	ফী আমানিল্লাহ	হাফিজ আল-মুনাদি	দুআ ও রুকইয়া
২৮	রবের আশ্রয়ে	হাফিজ আল-মুনাদি	দুআ ও রুকইয়া
২৯	সন্ধান	হুজুর হয়ে টিম	সংশয় নিরসন
৩০	শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা	ড.আইশা হামদান	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)
৩১	অনেক আঁধার পেরিয়ে	জাভেদ কায়সার (রহ.)	অনুপ্রেরণামূলক
৩২	নবিজির পরশে সালাফের দরসে	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহ)	আত্ম-উন্নয়নমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক
৩৩	অন্ধকার থেকে আলোতে-৩	মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার	নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব
৩৪	হোমো স্যাপিয়েন্স : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি	ডা. রাফান আহমেদ	বিবর্তনবাদ ও বস্তুবাদের অসারতা
৩৫	ডাবল স্ট্যান্ডার্ড - ২	ডা. শামসুল আরেফীন	ইসলামের সৌন্দর্য ও ফেমিনিজমের অসারতা
৩৬	টাইম মেশিন	আলী আব্দুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
৩৭	তুমি ফিরবে বলে (বোনদের জন্যে)	জাকারিয়া মাসুদ	অনুপ্রেরণামূলক
৩৮	কুরআন বোঝার মজা	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	আত্ম-উন্নয়নমূলক
৩৯	তিতিন	ফারহীন জান্নাত মুনাদী	উপন্যাস

৪০	হেসে খেলে বাংলা শিখি	শহীদুল ইসলাম	শিশুদের প্রাথমিক পাঠ
৪১	আল্লাহ আমার রব	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-১
৪২	ফেরেশতারা নূরের তৈরি	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-২
৪৩	আসমান থেকে এলো কিতাব	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-২
৪৪	দুনিয়ার বুকে নবি-রাসূল	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৪
৪৫	বিচার হবে আখিরাতে	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৫
৪৬	তাকদীর আল্লাহর কাছে	সমর্পণ টিম	ছোটোদের ঈমান সিরিজ-৬
৪৭	মেখপাখি	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	গল্পপ্রবন্ধ

আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ

	বই	লেখক
০১	কলবুন সালীম	মহিউদ্দীন রুপম
০২	তারা ঝলমল	আরিফুল ইসলাম
০৩	হেসে খেলে বাংলা শিখি - ২ ও ৩	শহীদুল ইসলাম
০৪	দরজা এখনো খোলা	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া ﷺ
০৫	সীসাঢালা প্রাচীর	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া ﷺ
০৬	আশা ও প্রত্যাশা	শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ
০৭	শিশুতোষ সিরিজ - ১,২,৩	সমর্পণ টিম
০৮	প্যারেন্টিং গাইডলাইন	জামীলা হো
০৯	মুমিনের জীবনে আল্লাহর ওয়াদা	সিফাত-ঈ-মুহাম্মদ

আমি মুসলিম পুরুষদের দোষ দিই। এই উপমহাদেশে ইসলাম আসার পর আমরা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তার ছায়াতলে এসেছি। বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝে মুষ্টিমেয় মুসলিম ব্যক্তি জীবনে ইসলামকে ধারণ করেছে ঠিকই, কিন্তু পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবনে হিন্দুয়ানি স্বভাব ছাড়তে পারিনি। বরং বংশ-পরম্পরায় সেই মানসিকতা বয়ে চলেছি, শিখিয়েছি সন্তানদের। প্রজন্মে প্রজন্মে আমাদের বিধবারা বাকি জীবন সাদা শাড়ি পরেছে, কন্যা-সন্তানকে হীন নজরে দেখা হয়েছে, পণের নাম হয়েছে যৌতুক, শ্রাদ্ধের নাম হয়েছে কুলখানি-চল্লিশা, প্রতিমাপূজার জায়গা নিয়েছে মাজার বা পঞ্চপির। আমি একে বলি 'হিন্দুয়ানি ইসলাম'। যার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে আমাদের মেয়েরা।

ইসলাম যে মর্যাদার, প্রশান্তির, আরামের আর সার্থকতার জীবন নারীকে দিয়েছিল, হিন্দুয়ানি-মুসলিম-সমাজ তা আমাদের নারীদের দিতে পারেনি। মানে দেয়নি। পশ্চিমা-সমাজ কিন্তু নারীবাদের ঝলমলে সোনার খাঁচা ঠিকই তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। আমরা আমাদের নিজ ঘরের মেয়েদের কাছে ইসলামের মুক্তির ডাক পৌঁছতে পারিনি। ফল হিসেবে চোখ ধাঁধানো শিশিরবিন্দুতে ধোঁকা খেয়ে পশ্চিমা মাকড়সার জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ছটফট করছে আমাদের প্রজাপতিরা।

সেই পুরুষ-জাতিগত-অপরাধবোধ থেকে বইটা লেখা।